আঁধার রাতের মুসাফির

নসীম হিজাযী

আঁধার রাতের মুসাফির

নসীম হিজাযী

অনুবাদ

আবদুল হক

সম্পাদনা

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা–১২১৭

আসমা। তাকে কোলে তুলে নিল সালমান।

ঃ 'চাচাজান,' কেঁদে কেঁদে বলল ও 'মনসুর কোথায়?'

ঃ 'বেটি, ও ঘুমিয়ে আছে।'

বদরিয়ার দিকে তাকাল সালমান।

ঃ 'আপনি কি জানেন আমাদের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে?'

মাথা দোলাল ও।

ঃ 'জাহাজে পা দিতেই ওসমান সব কথা আমায় বলেছে।'

কতক্ষণ নীরব হয়ে রইল ওরা। ওদের অশ্রুভেজা আঁখিগুলো দক্ষিণের পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে কি যেন খুঁজে ফিরছিল।

ওসমান এসে বললঃ 'জনাব, একজন মহিলা আপনাকে স্মরণ করছেন। কি এক জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছেন তিনি।'

বদরিয়া বললঃ 'সম্ভবত খালেদা চাচী। একটু দাঁড়ান, আমিও আপনার সাথে যাব।'

ঃ 'খালেদা চাচী?'

ঃ 'ইউসুফ কাকার স্ত্রী।'

জাহাজের এক কেবিনে ঢুকল ওরা। একজন মহিলা বসেছিলেন তাদের অপেক্ষায়।

ঃ 'তিনি তাকিদ করে বলেছেন চিঠিটা আপনার হাতে দিতে। এই নিন চিঠি।' মহিলা বললেন।

চিঠির খাম ছিঁড়ে পড়তে লাগল সালমান।

বন্ধু!

আমার লিখা আপনার হাতে পৌছার পূর্বেই আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনেন্ডের জন্য খুলে দেবে গ্রানাডার দুয়ার। এরপর থাকবে না আমাদের নিজস্ব কোন জন্মভূমি। গ্রানাডার অলিগলিতে মাতম তুলবে গ্রানাডাবাসী। বুজর্গানে দ্বীনের অশ্রুতে ভিজে যাবে শাদা দাড়ি। মেয়েরা টেনে টেনে ছিঁড়বে নিজের চুল।

আমি দেখেছি, ঝড় আসার আগেই থেমে যায় পাখীর কাকলী। আজ গ্রানাডার অবস্থাও তাই। সেন্টাফের পথ খুলে দেয়ায় যারা আনন্দে শ্লোগান তুলেছিল, ওরাও স্তব্ধ, নিঝুম, বেদনা ভরাক্রান্ত। গ্রানাডার প্রতিটি লোক পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছে-কি হবে এখন?

শেষ কাফেলার সাথে বেরিয়ে পড়ব আমিও। সে হৃদয় বিদারক দৃশ্য আমি দেখতে পারব না, যা ভাবলে আমার দীল কেঁপে উঠে। আপনার সাথে যারা যাচ্ছে, জানি না কদ্দুর সফল হবে তারা। কিন্তু আজ অথবা পরে ফিরে এলেও কোন লাভ ওদের হবে না। আজ গ্রানাডা আর আমাদের নেই। গ্রানাডা আমরা হারিয়েছি চিরদিনের জন্য।

এর পর আমাদের আশা-আকাংক্ষা মিশে যাবে পাহাড়ী কবিলাগুলোর সাথে।

আঁধার রাতের মুসাফির ◆ মূল: নসীম হিজাযী ◆ অনুবাদ : আবদুল হক ◆ সম্পাদনা: আসাদ বিন হাফিজ ◆ প্রকাশক: প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। ◆ সপ্তম মুদ্রণ মার্চ ২০১২◆ ষষ্ঠ মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০১০ ◆ পঞ্চম মুদ্রণ: মার্চ ২০০৯ চতুর্থ মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০০৫ ◆ তৃতীয় মুদ্রণ: মে ২০০২ ◆ দ্বিতীয় মুদ্রণ: জুলাই ১৯৯৫ ◆ প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৮৮।◆ প্রচ্ছদঃ কাইউম হাসান ◆ মুদ্রণ: প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস, ৪৩৫/ক, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। যোগাযোগ: ৮৩২১৭৫৮, ০১৭১৭৪৩১৩৬০।

মূল্যঃ ২০০.০০

ADHAR RATER MUSAFIR (A Historical Novel) By: Nasim Hajazi. Translated by: Abdul Haque. Edited by: Asad bin Hafiz. Publised by: preeti prokashon. 435/ka bara moghbazr. Dhaka-1217. Ph: 8321758. 01717431360. 7th Edition 2012. 6th Edition 2010, 5th Edition 2009, 4th Edition 2005, 3rd Edition 2002, 2nd Edition 1995, Published: January 1988.

Price: Tk. 200.00

ISBN-984-581-255-4

আঁধার রাতের মুসাফির

নসীম হিজাযী

আমাদের সাড়া জাগানো কিছু বই

ধর্মীয় : বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান / ডঃ মরিস বুকাইলি ▮ লোগাতুল কোরআন / আবদুল করীম পারেখ ▮ সহজ কোরআন শিক্ষা পদ্ধতি /এ. এস. এম শাহ্ আলম ▮ আল কোরআনের বিষয় অভিধান / আসাদ বিন হাফিজ ▮ ইসলামী সংস্কৃতি / ঐ ▮ জননী খাদিজার সংগ্রামী জীবন / মু.জিল্লুর রহমান নদভী ▮ রমজানের তিরিশ শিক্ষা / এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম ▮ বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের স্বভাবধর্ম / সিরাজ চৌধুরী ▮ কোরআন থেকে বিজ্ঞান / আল মেহেদী ▮ তাফহীমূল হাদীস/ আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

নসীম হিজাযীর উপন্যাস : সীমান্ত ঈগল ▮ হেজাযের কাফেলা ▮ কায়সার ও কিসরা ▮ শেষ বিকালের কান্না ▮ কিং সায়মনের রাজত্ব

ভগবান এস গিদওয়ানীর উপন্যাস: দি সোর্ড অব টিপু সুলতান

উপন্যাস ও গল্প: মরু মুষিকের উপত্যকা / আল মাহমুদ ▮ যুদ্ধ ও ভালবাসা / রাজিয়া মজিদ ▮ তিতুর লেঠেল / আতা সরকার ▮ আপন লড়াই / ঐ ▮ সোনাই সরদারের ঢাকা অভিযান / ঐ ▮ সুন্দর তুমি পবিত্রতম / ঐ ▮ অন্য নকম মেয়ে / হোমায়রা আহমেদ ▮ পনরই আগস্টের গল্প / আসাদ বিন হাফিজ ▮ সোনার খাঁচা / হাসান আলীম ▮ পলাতক জীবন / ফারজানা মাহবুবা ▮ নেকাব/শাহাব উদ্দিন আহমদ ▮ মহেশখালির খুনী জ্বীন / জাবেদ হুসাইন ▮ চিং পাহাড়ের হাতি/ আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন ▮ অপারেশন স্বর্ণমন্দির উদ্ধার / ঐ

সমগ্র ও সঞ্চয়ন: কাব্য সমগ্র / গোলাম মোস্তফা ▮ কবিতা সমগ্র / তালিম হোসেন ▮ গল্প সমগ্র / রাজিয়া মজিদ ▮ রাসূলের শানে কবিতা / যৌথ সম্পাদনা ▮ গীতি সঞ্চয়ন / গোলাম মোস্তফা ▮ শত হামদ শত নাত / সাবির আহমেদ চৌধুরী ▮ ইসলামী উপলক্ষের গান / সাবির আহমেদ চৌধুরী ▮ নির্বাচিত হামদ / আসাদ বিন হাফিজ সম্পাদিত ▮ নির্বাচিত না'ত-ই-রাসূল / ঐ

আসাদ বিন হাফিজ রচিত ক্রুসেড সিরিজ: গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▮ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমান্ডো অভিযান ▮ সুবাক দুর্গে আক্রমন ▮ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▮ ভয়াল রজনী ▮ আবারো সংঘাত ▮ দুর্গ পতন ▮ ফেরাউনের গুপ্তধন ▮ উপকূলে সংঘর্ষ ▮ সর্পকেল্লার খুনি ▮ চারদিকে চক্রান্ত ▮ গোপর বিদ্রোহী ▮ পাপের ফল

কবিতা: গালিবের কবিতা / মুনিরউদ্দীন ইউসুফ অনূদিত ▮ অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার / আসাদ বিন হাফিজ ▮ কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর / আসাদ বিন হাফিজ

প্রবন্ধ: লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায়নাক নুড়ি / শাহাবুদ্দীন আহমদ ▮ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস / আসাদ বিন হাফিজ ▮ অভিশপ্ত এনজিও এবং আমাদের ধর্ম, স্বাধীনতা, নারী / আসগার হোসেন।

এবং একগুচ্ছ বর্ণালী শিশু সাহিত্য

প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বস্তি। তিন দিকে বাগান। দক্ষিণে সিরানুবিদার চূড়ায় বরফপাত শুরু হয়েছে। কেল্লার মত বিশাল বাড়ীর ছাদে রোদ পোহাচ্ছিল সালমা। পঞ্চাশ বছর বয়সেও শরীরের কোথাও ভাঁজ পড়েনি। আতেকা চৌদ্দ-পনর বছরের উঠতি বালিকা। আরব আর স্পেনীশ রক্তের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এক অপূর্ব নারী প্রতিমা। বই হাতে সিঁড়ি ভেঙ্গে ছাদে উঠে এল আতেকা।

ঃ 'চাচীজান,' বই খুলতে খুলতে বলল আতেকা। 'বইয়ের জন্য সাঈদের ঘরে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তাড়াতাড়িই ফিরে আসব। কিন্তু জোবাইদার সাথে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল। এখনো গ্রানাডা থেকে সাঈদ ফিরে আসেনি। মনসুর খুব চিন্তা করছে। জাফর এবং জোবাইদাও দারুণ পেরেশান। জাফর বলল, সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিরে না এলে তাকে খুঁজতে সে নিজেই গ্রানাডা যাবে। ওর ভয় হচ্ছে, গোয়েন্দারা তাঁকেও আবার খৃষ্টানদের হাতে তুলে না দেয়।'

শোয়া থেকে উঠে বসল সালমা। শান্তনার স্বরে বললোঃ 'আতেকা, আমি জানি তুমি সাঈদের জন্য যথেষ্ট পেরেশান। আবু আবদুল্লাহ কিছু দিনের মধ্যে জামানত হিসেবে চারশ ব্যক্তিকে ফার্ডিনেন্ডের হাতে তুলে দেবে। এরপর গ্রানাডার কাউকে আর সন্ধি চুক্তির বিরুদ্ধে জবান খুলতে দেবে না। ওদের দুশ্চিন্তা ছিল তোমার চাচাকে নিয়ে। এ জন্য আমীন এবং ওবায়েদকেও সেই সাথে দেয়া হয়েছে। অবশ্য ওমরের মত তাদের নামও লিষ্ট থেকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করছে তোমার চাচা।'

ঃ 'চাচী আম্মা! সাঈদ ছাড়া যে মনসুরের কেউ নেই, তাই তার জন্য আমি পেরেশান।'

ঃ 'আচ্ছা বেটি, কোন চাকরকে গ্রানাডা পাঠিয়ে তার খোঁজ নিতে বলব তোমার চাচাকে। কিন্তু বারবার সাঈদদের ঘরে যাওয়া তোমার ঠিক না। তুমি এখন বড় হয়েছে। জানি, সাঈদ খুব ভাল ছেলে। তোমার চাচা তাকে ছেলের মতই স্নেহও করেন। কিন্তু তার সাথে এভাবে তোমার মেলামেশা ওমর ভাল চোখে দেখে না।'

রাগে বিবর্ণ হয়ে গেল আতেকার চেহারা। বই একদিকে রাখতে রাখতে বললঃ 'আপনিতো জানেন, ওমরের নামই আমি শুনতে পারি না।'

মুচকি হাসল সালমা।

ঃ 'হ্যাঁ আমি জানি। ওর অভ্যাসগুলো আমারও ভাল লাগে না। কিন্তু তোমার চাচা তাকে আমীন এবং ওবায়েদের চেয়েও বেশী ভালবাসেন। তার ধারণা, তুমি বড় হলে ওকে অতটা ঘৃণা করবে না।'

ঃ 'চাচী আম্মা, এ কি বলছেন আপনি?'

ঃ 'বেটি, তোমাকে কেউ জোর করে বাধ্য করবে, আমি তা বুঝাতে চাইনি। তবে তোমার চাচা বলছিলেন, ক'দিন পরই ওমর ঘরে ফিরে আসবে। তখন তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে। তাছাড়া এখন পরিস্থিতি খুব খারাপ। এ অবস্থায় ঘর থেকে যখন তখন তোমার বাইরে যাওয়া এমনিতেও ঠিক না। দরকার হলে জাফরের বিবিকে খবর দিয়ে আমাদের এখানে ডেকে নিয়ে আসব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আতেকা বললঃ 'চাচাজান ওমরের ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারলে, আমীন এবং ওবায়েদের কি দোষ ছিল?'

ঃ 'তিনি তাদেরও বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উজির আবুল কাশিম বলল, আপনার তিন ছেলেকেই যদি ছেড়ে দিই তবে অন্যরাও তাদের সন্তানদের ছাড়িয়ে নিতে চাইবে। তাই আমি কেবল আপনার এক ছেলেকে ছেড়ে দেয়ার ওয়াদা করতে পারি।'

ঃ 'এ কথা শুনেই আমীন ও ওবায়েদকে বাদ দিয়ে চাচা ওমরের নাম প্রস্তাব করলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, তুমি তো জান, আমার সতীনের ছেলের প্রতি তিনি একটু বেশী দুর্বল।'

ঃ 'ওর মায়ের প্রতিও কি তিনি দুর্বল ছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, সে আমার বড় বিপদের কারণ ছিল। তোমার চাচা যদি হামিদ বিন জোহরাকে ভয় না পেতো তবে বেঁচে থাকাটাই হতো আমার জন্য মুশকিল। তবে এখন সে বেঁচে নেই, তাই এ নিয়ে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়, বরং তার জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত।'

ঃ 'জোবাইদা বলছিল, সেভিলের এক ইহুদী বংশের সাথে তার সম্পর্ক ছিল, গ্রানাডা এসে তার পিতামাতা মুসলমান হয়েছিলেন। আব্বাজান তাকে দেখতেই পারতেন না। আম্মাজানও তার সাথে কথা বলা পছন্দ করতেন না।'

ঃ 'বেটি, তোমার আব্বা আম্মা ছিলেন আমার পক্ষে। একবার তিনি যখন শুনলেন, তোমার চাচা আমার সন্তানদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন না, আমাদেরকে গ্রানাডায় ডেকে নিয়েছিলেন তিনি। তোমার আব্বার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের ছোট ছিল তোমার চাচা। তবু নাসিরের সামনে তিনি দাঁড়াতে পারতেন না। তার চোখে চোখ রেখে এলাকার কেউ কথা বলতে সাহস করত না। আতেকা, রাগলে তোমার চোখ দুটো ঠিক নাসিরের মত মনে হয়।'

ঃ 'চাচী আম্মা, সেদিনগুলো আমার আবছা আবছা মনে পড়ে। কিন্তু আপনারা খুব

তাড়াতাড়ি গ্রানাডা চলে এসেছিলেন।'

ঃ হ্যাঁ, ওমরের মায়ের মৃত্যুর পর নিজের বাড়াবাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন তোমার চাচা। তার সাথে আমাকেও ফিরে আসতে হল।'

ঃ 'চাচী আম্মা, কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

ঃ 'বলো।'

ঃ 'চাচাজান কি দুশমনের গোলামী করতে রাজী হয়ে যাবেন?'

ঃ 'না বেটি! যার তিন ভাই মুসলমানদের আজাদী রক্ষার জন্য শহীদ হয়েছে, খৃষ্টানদের গোলামীতে কিভাবে তিনি রাজি হতে পারেন?'

ঃ 'নিজের সন্তানদের তিনি জামানত হিসেবে পাঠিয়েছেন। এতে কি প্রমাণ হয় না, গ্রানাডার পরাজয় তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন?'

ঃ 'চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে চারশো ব্যক্তিকে খৃষ্টানদের হাতে তুলে দেবে আবু আবদুল্লাহ এবং তার সঙ্গীরা এ তো কল্পনাও করা যায় না। হায়! সরকারী সিদ্ধান্ত বাতিল করার ক্ষমতা যদি তোমার চাচার থাকতো।'

ঃ 'ধরুন, হামিদ বিন জোহরা যদি সফল হন, হঠাৎ আমরা সংবাদ পাই মরক্কো, তুরস্ক অথবা মিসরের যুদ্ধ জাহাজ আমাদের সাহায্যে স্পেনের পথ ধরেছে, চাচাজান তখন কি করবেন? সাঈদ বলছিল, স্পেনের মুসলমানরা আরেক ইউসুফ বিন তাশফিনের প্রতীক্ষা করছে। তার ধারণা, হামিদ বিন জোহরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবেন না।'

কিছুক্ষণ ব্যথাভরা চোখে আতেকার দিকে তাকিয়ে রইল সালমা। কিছুটা সংযত হয়ে বললঃ 'মুজাহিদরা যখন ময়দানে আসবে, স্পেনের আজাদীর পরিবর্তে ছেলেদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করবেন তোমার চাচা, এমনটি ভেবো না। কিন্তু এখন সেসব আশার সকল প্রদীপ নিভে গেছে! বাইরের কেউ আসবে না আমাদের সাহায্যে। আমাদের আগে কর্ডোভা, সেভিল এবং টলেডোর মুসলমানরাও এমন স্বপ্ন দেখতো যে, কুদরতের কোন মোজেযা খৃষ্টানদের গোলামী থেকে তাদের মুক্ত করবে। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে দুনিয়ার কোথাও তাদের জন্য এতটুকু আশ্রয় থাকে না। শত ঝড় ঝাপটায়ও যারা আশার আলো জ্বালিয়ে রাখে ইউসুফ বিন তাশফিন ছিলেন তাদেরই কোরবানীর ফল। দ্বীনের জন্য যেসব আলেম কারা নির্যাতন ভোগ করছিলেন, তাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন ইউসুফ বিন তাশফিন। তখন নেতারাই শুধু গোমরাহীর পথ ধরেছিল। তাদের আত্মকলহ স্পেনকে নিয়ে গিয়েছিল ধ্বংসের কাছাকাছি। কিন্তু কওমের অধিকাংশ জনতা তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে উদাসীন ছিল না। স্বাধীনতার ঘরের ও বাইরের দুশমনকে চিনতো ওরা। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দেয়াল ভেঙ্গে দেয়ার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি-তখনও দু'একজন বেঁচে ছিলেন। এ জন্যই ইউসুফ বিন তাশফিন স্পেনের সাগর তীরে নামতেই সমগ্র কওম তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। জনগণের এই সচেতনতা নেতাদেরও একই ঝান্ডার নীচে সমবেত হতে বাধ্য করেছিল।

কিন্তু আজ সুখের আশায় গ্রানাডার ওমরারা স্বাধীনতাও বিকিয়ে দিতে চাইছে। হারিয়ে গেছে জনতার সুদৃঢ় সেই ঐক্যের চেতনা। ওলামারা আত্মপ্রবঞ্চিত, ওরা ভাবছে ফার্ডিনেন্ড গ্রানাডা কব্জা করলে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারবে ওরা। মুজাহিদরা যে কলিজার খুন ঢেলেছেন সে পবিত্র খুনে গ্রানাডাবাসী স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বালাতে পারেনি। কওমের মধ্যে জীবনের সামান্যতম স্পন্দন বাকী থাকলেও মুসার হিম্মত ওদের জন্য হতো লৌহপ্রাচীর। এ মহান ব্যক্তি শেষ কথাগুলো বলে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন আবু আবদ-ল্লাহর দরবার থেকে, তার দু'চোখ ছিল অশ্রুতে ভেজা।'

ঃ 'চাচীজান, আমাদের নিরাশ হলে চলবে না। আপনি তো জানেন অল্প ক'জন মুজাহিদ নিয়ে এখনো লড়ে যাচ্ছেন বদর বিন মুগীরা। ঈগল উপত্যকা চারদিক থেকে ঘিরেও দুশমন তার হিম্মত কমাতে পারেনি।'

ঃ 'আমি জানি। কিন্তু এ অল্প ক'জন মুজাহিদ সমগ্র কওমের পাপের কাফ্ফারা আদায় করতে পারে না। তোমার চাচা বলছিলেন, ঈগল উপত্যকা গ্রানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন। কতদিন এ সাহস নিয়ে ওরা দুশমনের মোকাবিলা করতে পারবে আমরা জানি না। আমরা জানি না কত খুন রয়েছে ওদের শিরায়, কতদিন জ্বালিয়ে রাখতে পারবে ওরা আজাদীর এ চেরাগ। আমরা শুধু জানি, গোলামীর পরিবর্তে ওরা শাহাদাতের পথ ধরেছে। যে মানসিক চেতনা জয়পরাজয়ের ব্যাপারে ভাবনাহীন করে তোলে মানুষকে, সে চেতনা রয়েছে তাদের মধ্যে। তাদের অনুসরণ করার মত সাহস নেই গ্রানাডাবাসীর। আমরা শুধু বাঁচতে চাই অথচ জিন্দেগী আমাদের ওপর থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। আমাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, মৃত্যু ভয়ে যে নিজেই নিজের গলা টিপে ধরেছে। মুসার মত ব্যক্তিত্বের চিৎকার যাদের বিবেকে সাড়া জাগাতে পারেনি, তাদের অথর্বতার এরচে' বড় প্রমাণের আর কি প্রয়োজন! শহীদ হওয়ার আকাংখা নিয়ে তিনি যখন আবু আবদুল্লাহর দরবার থেকে বেরিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন একা।'

ঃ 'কিন্তু গ্রানাডার গুটিকয় আলেম এবং ওমরা সমগ্র কওমের কিসমতের ফয়সালা করতে পারে না। মুসলমানদের প্রয়োজন একজন সাহসী নেতা। খোদা করুন হামিদ বিন জোহরা যেন সফল হন। তখন দেখবেন, সিয়ানুবিদার সমগ্র এলাকা মুক্তিকামী মানুষের দুর্গে পরিণত হবে। এতে গ্রানাডার জনগণও জেগে উঠবে। সাঈদ বলছিল, গ্রানাডার মানুষ এখনো কারো ইশারার অপেক্ষায় আছে।'

ঃ 'ভুল আতেকা ভুল, গ্রানাডার মানুষ সেদিনের প্রতীক্ষা করছে, যেদিন আলহ-মরায় প্রবেশ করবে ফার্ডিনেন্ড। এরপর কয়েক হপ্তার মধ্যেই শুরু হবে ওদের দুর্ভাগ্যের কাল রাত। সে রাত হবে সীমাহীন আঁধারে ভরা। যে আঁধার কখনো শেষ হবে না। আতেকা, খোদার কাছে দোয়া কর, চুক্তির সময়সীমার মধ্যেই যেন বাইরের সাহায্য পৌঁছে যায়। গ্রানাডাবাসীর ধারণা, হামিদ বিন জোহরা বেঁচে নেই।'

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে এমন কথা বলবেন না। তিনি বেঁচে আছেন। অবশ্যই ফিরে

আসবেন তিনি।'

: 'বেটি, কল্পনার প্রদীপ জ্বালাতে তোমায় আমি নিষেধ করব না। আমার চোখের সামনে আজ এমন অন্ধকার– কখনো তা আলোময় হবে, এমন কল্পনাও করতে পারি না।'

: 'চাচীজান, ফার্ডিনেন্ডের গোলামী আমি সইতে পারবো না। যখন বুঝব গোলামী ছাড়া কোন উপায় নেই, এখানে থাকব না আমি। আলফাজরায় মামার কাছে চলে যাব। মুক্তিপ্রিয় মানুষের সাথে না খেয়ে হলেও স্বাধীন থাকব। আব্বাজান বলতেন, পরাধীনতার চেয়ে শাহাদাতই বড়।'

চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে এল আতেকার। সে অশ্রু লুকানোর জন্য সহসা উঠে দাঁড়ালো ও। কয়েক পা এগিয়ে ছাদের কার্নিশ ধরে তাকিয়ে রইল দক্ষিণ-পূর্বে সিরানুবিদার বরফ ঢাকা চূড়ার দিকে।

সালমা উঠতে উঠতে বলল: 'আতেকা, ঘরে চলো। বাইরে শীত বাড়ছে।'

: 'চাচীজান, আপনি যান, আমি এখুনি আসছি।'

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল সালমা। কার্নিশে হেলান দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে রইল আতেকা। অতীতে হারিয়ে গেল ওর মন।

সামনের অগভীর নহরে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ও। পাহাড়ী ঢালুর মাঝ দিয়ে নীচের দিকে নেমে এসেছে এক নহর নদীর কিনার পর্যন্ত। বস্তির লোকদের যাওয়া আসার জন্য দু'পাশে সংকীর্ণ পথ। কিন্তু ঘোড়সওয়ারদেরকে নহরের পাড় ঘেষে প্রায় আধমাইল এগিয়ে যেখানে থেকে নহর শুধু হয়েছে সে পাহাড় হয়ে যেতে হয়। নহরের ওপারের এক বাড়ীতে গিয়ে ঠেকল তার দৃষ্টি।

বাড়ীটা মুহম্মদ বিন আবদুর রহমানের। তার বিধবা স্ত্রী আমেনা আতেকার মায়ের প্রতিবেশী। গাঁয়ের লোকেরা বলতো তার পিতা হামিদ বিন জোহরা একজন বিখ্যাত আলেম। আতেকার পিতার সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। আতেকা যখন পিতামাতার সাথে গ্রানাডায় ছিল, তাঁদের বাড়ী ছিল খুব কাছে। সাঈদ হামিদের তৃতীয় ছেলে। বয়স আতেকার চেয়ে বছর তিনেক বেশী। খেলার বয়সটা একসাথেই কাটিয়েছে দু'জন। যুদ্ধের প্রথম দিকে শহীদ হয়েছিল সাঈদের বড় দু'ভাই। তাদের এবং বুড়ো বাপের ধৈর্যের কাহিনী আতেকাকে শুনাতো তার পিতামাতা।

হামিদ বিন জোহরার মেয়ে আমেনার প্রতি ছিল আতেকার বড় আকর্ষণ। ও তাকে বলত খালাম্মা। নিজের ঘরে প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদেরকে দ্বীনের তালীম দিতেন আ-মেনা। আতেকা তার ছাত্রী হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে।

সম্রান্ত বংশের যুবক মুহম্মদ বিন আবদুর রহমান। নাসিরের কয়েক বছরের ছোট। গ্রানাডা গেলে তিনি অবশ্যই নাসিরের বাসায় যেতেন। তার মাধ্যমেই হামিদ বিন

জোহরার সাথে নাসিরের পরিচয় ঘটে। সে পরিচয়ের সূত্র ধরেই একদিন সুন্দরী আমেনা হলেন তার জীবন সাথী।

আতেকার বয়স যখন ছ'বছর, সীমান্তবর্তী এক কিল্লার দায়িত্ব দেয়া হল নাসিরকে। আতেকা এবং তার মাকে পাঠিয়ে দেয়া হল এই গাঁয়ে। বিয়ের কয়েক মাস পর স্ত্রীকে বাড়ীতে রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন মুহম্মদ। তার যাবার দু'মাস পর জন্ম হল মনসুরের।

আমেনার সাথে নিজের বিশ্বস্ত চাকর জাফর এবং তার স্ত্রী জোবাইদাকেও গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হামিদ বিন জোহরা। গ্রানাডার মত স্বামীর গাঁয়ের বাড়ীতেও ছেলেমেয়েদেরকে দ্বীনের তালীম দিতে লাগলেন আমেনা। বাড়ীর নীচতলায় তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন।

কখনো হামিদ বিন জোহরা আবার কখনো কোন চাকরের সাথে বোনের কাছে আসত সাঈদ। তার ক্ষুদ্র দুনিয়া হাসি আনন্দে ভরে উঠত। ভোর হলেই আতেকা ছুটে আসত আমেনার ঘরে। ফটক বন্ধ থাকলে চাচা জাফরকে ডাকতো চিৎকার করে। জাফর মৃদু হেসে দরজা খুলে দিত। ভিতরে ঢুকেই 'সাঈদ, সাঈদ' বলে ডাক জুড়ে দিত ও। কোথাও লুকিয়ে পড়ত সাঈদ। ও আমেনার কাছে গিয়ে বলতঃ 'খালাম্মা, সাঈদ কোথায়?'

কিছু না জানার ভান করে এদিক ওদিক তাকাতেন আমেনা। বাড়ীর সবখানে তাকে খুঁজত আতেকা। হঠাৎ সমগ্র ঘর ভরে উঠত সাঈদের হাসিতে। সাঈদদের গ্রামে থাকার দিনগুলো বড় ভাল লাগত ওর কাছে। মাদ্রাসায় ছুটি পেলেই ও এসে সারাদিন কাটাত সাঈদের সাথে। কখনো নিয়ে যেত নিজের বাড়ীতে। কখনো পাহাড়ের আরো কিছু ছেলেমেয়ে নিয়ে গাঁয়ের বাইরে বাগান, নদী অথবা পাহাড়ের দিকে বেরিয়ে পড়ত ওরা। একটু বড় হয়ে ঘোড়ায় চড়তে শিখলো সাঈদ। দশ বছর বয়সেই সে হয়ে উঠল ভাল ঘোড়সওয়ার। তাকে এবড়ো থেবড়ো পথে ঘোড়া ছুটাতে দেখে মায়ের কাছে জিদ ধরত আতেকা, 'আমিও ঘোড়ায় সওয়ারী করব।' কিছুদিন বিভিন্ন টালবাহানায় তাকে ফিরিয়ে রাখলেও শেষ পর্যন্ত এ শর্তে রাজি হলেন যে, তার ঘোড়ার বাগ ধরে রাখবে এক চাকর।

একবার কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়ী এলো নাসির। মেয়ের আগ্রহ দেখে ছোট্ট ঘোড়া কিনে দিল তাকে। তিন দিন পর স্ত্রীকে বলল, মেয়ের এখন অন্য চাকরের হেফাজতের প্রয়োজন নেই। পর দিন নাসির যখন ঘোড়া নিয়ে বের হল আতেকা হল তার সঙ্গী। সাঈদ গ্রামে এলে তার সাথে ঘোড়দৌড়ের মহড়া দিত আতেকা।

এ মধুময় স্বপ্নের দিনগুলো হারিয়ে গেল একদিন। ওর মনে হল বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে জিন্দেগীর হাসি আনন্দ ধীরে ধীরে তার চাঁদর গুটিয়ে নিচ্ছে। নহরের ওপারের

বাড়ীটা তখনও তার দৃষ্টির সামনে। কিন্তু হামিদ বিন জোহরার মেয়ে, যাকে ও খালাম্মা ডাকত, আর তার খালু - কেউ তখন ছিলেন না ওখানে।

মনসুর তখন তিন বছরের শিশু। দক্ষিণের রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন মুহম্মদ বিন আবদুর রহমান। মালাকার পূর্বাঞ্চলের কিছু এলাকার হেফাজতের দায়িত্ব দেয়া হল তাকে। একদিন আমেনা সংবাদ পেল তিনি আহত হয়েছেন। তাকে পৌছে দেয়া হয়েছে সাগর পাড়ের কয়েক মাইল দূরের এক কেল্লায়। আমেনা পিতাকে সংবাদ পাঠালঃ 'মনসুরকে জাফর ও জোবাইদার কাছে রেখে স্বামীর কাছে যাচ্ছি। আতেকা এবং তার মাও মনসুরের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। আপনি সাঈদকে কয়েকদিনের জন্য এখানে পাঠিয়ে দিবেন। মনসুরের পিতার অবস্থা একটু ভাল হলেই আমি ফিরে আসব।'

বস্তির চারজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আমেনার সাথে পাঠিয়ে দিলেন হাশিম। কয়েকদিন পর তারা ফিরে এসে বললঃ 'মুহম্মদ বিন আবদুর রহমানের অবস্থা আশংকাজনক নয়। দু'এক হপ্তার মধ্যেই তিনি হাঁটাচলা করতে পারবেন।'

আতেকা এবং তার মা প্রতিদিন সকাল বিকাল আমেনাদের ঘরে যেত। এক মাসের মধ্যেও মুহম্মদের কোন সংবাদ না পেয়ে নিজের চাকরকে পাঠিয়ে দিলেন হাশিম। তার যাবার তৃতীয় দিনে যুদ্ধ ফেরত গাঁয়ের এক যুবক বললঃ 'স্বামী-স্ত্রী দু'জনই শহীদ হয়ে গেছেন।' সে বলল, 'খৃষ্টানরা সাগর পাড়ের কেল্লা দখল করে পাহাড়ী কেল্লায় হামলা করল। কিন্তু সফল হল না। সুস্থ হয়ে মুহম্মদ বিন আবদুর রহমান জওয়াবী হামলা করে ওদের সাগর পাড়ে সরে যেতে বাধ্য করল। ততোদিনে মালাকায় হামলা করার জন্য দুশমনের অতিরিক্ত ফৌজ সাগর পাড়ে নামানো হয়েছে। ওদের একদল পূর্ব দিকে অন্য দল পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেল। সওয়ারদের গতি ছিল মালাকার দিকে। আশপাশের চৌকিগুলোর হিফাজতের দায়িত্ব স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে ফৌজ নিয়ে মুহম্মদ বিন আবদুর রহমানকে মালাকা পৌছার নির্দেশ দিলেন সিপাহসালার।

কেল্লার তিনশ সিপাইকে মুহম্মদ সূর্য ডোবার আগেই তৈরী হতে বললেন। এশার নামাজ শেষে সবাই মালাকার পথ ধরলাম। হামলার ভয়ে উপকুলের সোজা পথ ছেড়ে আমরা চলছিলাম আঁকাবাঁকা পথ ধরে। শেষ রাতে এক সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করছিলাম আমরা, হঠাৎ ডানদিকের পাহাড় থেকে শুরু হল তীর আর পাথর বৃষ্টি। দেখতে না দেখতে আমাদের কয়েকজন শহীদ হয়ে গেল। ঘোড়াসহ পাশের খাদে গিয়ে পড়ল কতক সওয়ার। পদাতিকদেরকে পাহাড় কব্জা করার জন্য সমগ্র শক্তি দিয়ে চিৎকার করে হুকুম দিলেন মুহম্মদ। সওয়ারদেরকে নির্দেশ দিলেন সফর চালিয়ে যেতে। কিন্তু রাতের নিঃসীম আঁধার ও যখমীদের আর্ত চিৎকারে হারিয়ে গেল তার সে আওয়াজ।

খোশ কিসমত বলতে হয়, আমাদের পেছনের দল, যারা তীর ও পাথরের আওতার বাইরে ছিলো, পাহাড়ে উঠে গেলো। রাতের অন্ধকারে দুশমনদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু পেছনে আল্লাহু আকবারের না'রা শুনে ওরা পালিয়ে গেল। আমাদের

যখমী আর শহীদের সংখ্যা কত, অন্ধকারে জানা সম্ভব ছিল না। এদিকে মুহম্মদ বিন আবদুর রহমানের কোন পাত্তা না পেয়ে এগিয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে তাকে খুঁজে দেখার জন্য এক সওয়ারকে হুকুম দিলেন নায়েবে সালার। বললেন, 'তিনি অগ্রগামী দলের সাথে থাকলে, অন্ধকারে না এগিয়ে পাহাড়ে চড়ে রাত কাটানোর পরামর্শ দেবে তাকে।' সাহায্যের জন্য আশপাশের বস্তির লোকদের ডেকে আনতে পাঠানো হল ক'জনকে।

একটু পর এগিয়ে যাওয়া লোকেরা ফিরে এল। ওদের কাছে শুনলাম দু'মাইল সামনে রাস্তার ওপর যে ব্রীজটি ছিল তা ভাঙ্গা। কতক সওয়ার দ্রুত ছুটতে গিয়ে বেখেয়ালে সাঁকো থেকে নীচে পড়ে যায়। মুহম্মদ বিন আবদুর রহমান এবং তার স্ত্রীর কোন খবর নেই।

ভোর হওয়ার আগেই আশপাশের বস্তির কয়েকশ লোক পৌঁছে গেল ওখানে। মশালের আলোয় খোঁজা শুরু হল যখমী আর শহীদদের লাশ। কেউ কেউ মশাল নিয়ে নেমে পড়ল নহরে। কেউ এগিয়ে গেল টিলার খোঁজে। নহরে পাওয়া গেল চল্লিশটা লাশ। আমেনার লাশ পড়েছিল তার ঘোড়ার নীচে। মুহম্মদকে ওখানেও পাওয়া গেল না। ভোরের আলো ফুটতেই টিলার ওপর থেকে এক সিপাই আওয়াজ দিয়ে বললঃ 'এদিকে আসুন, মুহম্মদ বিন আবদুর রহমান এখানে।'

আমরা ছুটে গেলাম। তাঁর লাশ পড়ে ছিল টিলার অপরদিকে। তার পাশে পড়েছিল দু'জন মুসলমান এবং পাঁচজন খৃষ্টানের লাশ। কয়েক কদম দূরে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছিল এক যখমী খৃষ্টান। মুহম্মদ বিন আবদুর রহমানের শরীরে ছিল পনরটা যখম। তখনো হাতে ধরা তরবারী। নায়েবে সালার নিজের জুব্বা খুলে ঢেকে দিলেন তার লাশ। আমাদের দিকে ফিরে বললেনঃ 'আমি খোদা এবং তার বান্দার কাছে লজ্জিত। বিপদ দেখে তিনি পালাতে চাইছিলেন এমন কল্পনাও করতে পারি না। এমন লোকদের সাথে মরতে পারাও সৌভাগ্য। তার বিবির লাশও এখানে পৌঁছে দাও।'

আমরা একই পাড়ায় থাকি নায়েবে সালার তা জানতেন, তিনি আমাকে তার তরবারী ঘরে পৌঁছে দেয়ার হুকুম করলেন।

আমেনা এবং তার স্বামীর শাহাতাদের খবর পেয়েই গ্রামে পৌঁছলেন হামিদ বিন জোহরা এবং সাঈদ। কয়েক দিন পর ফিরে গেলেন হামিদ। সাথে নিয়ে যেতে চাইলেন মনসুরকে। কিন্তু তার লালন পালনের ভার নিয়ে নিল আতেকা।

ক্ষেত আর বাগানের দেখাশুনার দায়িত্ব দেয়া হল জাফরকে। তার স্ত্রী জোবাইদা কখনো আতেকাদের ঘরে মনসুরকে দেখতে যেতো। কখনো নিয়ে আসত নিজের কাছে। আম্মারা সব সময় সাথে রাখতে চাইতেন মনসুরকে। জাফরকেও বলেছিলেন চাকরদের সাথে এসে থাকতে। কিন্তু তার জওয়াব ছিলঃ 'আমি কি মুনীবের বাড়ী বে-আবাদ করব? আতেকা এবং তার মায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও অল্প ক'দিনের বেশী এ ঘরে

থাকেনি সাঈদ। তবুও ভাগ্নেকে দেখতে দিনে দু'একবার অবশ্যই আসতো সে। ও ফিরে যাবার সময় তার সাথে যেতে জেদ ধরত মনসুর। আতেকা বলতঃ 'ছোট্ট ভাইয়া! আমার কাছে থাকবে না?'

ঃ 'না, আমি মামার সাথে যাব।'

ঃ 'তোমাকে গল্প শুনাবে কে?'

ঃ 'মামা শুনাবে?'

মনসুরকে কাঁধে বসিয়ে হাঁটা দিত সাঈদ। কিন্তু ঘরে পৌঁছলেই আতেকার কথা মনে পড়ত মনসুরের। একটু পরই অকে নিয়ে ফিরে আসত সাঈদ। বলতঃ 'আতেকা, নাও ওকে।'

ঃ 'কি মনসুর, মামার সাথে ঝগড়া হয়েছে?'

ঃ হ্যাঁ' গোমড়া মুখে জওয়াব দিত ও।

ঃ 'মামা গল্প শুনাননি?'

ঃ 'মামার কাছে আমি গল্প শুনব না।'

আতেকার হৃদয়ে নকশা হয়ে আছে এসব দিনের কত ঘটনা। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে সে হাসি আনন্দের মধুর জগৎ অশ্রুর সাগরে ডুবে গেছে। ভবিষ্যতের আকাশ ছেয়ে গেছে আঁধারের কাল পর্দায়। পাড়ার আর সব ছেলেমেয়ের মত সাঈদ এবং আতেকাও শুনছে জাতির সে সব বেঈমান এবং গাদ্দারদের কাহিনী– যাদের কারণে গ্রানাডার লশকর এবং কবিলার মুজাহিদদের বিজয়গুলো পরাজয়ে রূপ নিয়েছিল। এরপর শুরু হল সে দুঃসময়, যখন গ্রানাডার দিকে এগিয়ে আসল ফার্ডিনেন্ডের অবরোধ।

আতেকার পিতা নাসির বিন আবদুল মালিককে গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে এক কিল্লা এবং তার ডান-বায়ের চৌকিগুলোর দায়িত্ব দেয়া হল তাকে। আলকাজরার দিক থেকে গ্রানাডায় রসদ আসার পথ নিরাপদ রাখা ছিল এর উদ্দেশ্য। নাসিরকে এ দায়িত্ব দেয়ার বড় কারণ, তিনি ছিলেন এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং সেই সাথে এক বাহাদুর মুজাহিদ। তার ডাকে আশপাশের গাঁয়ের হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ফৌজের সাহায্যে ছুটে আসতে পারতো।

নতুন দায়িত্ব পেয়ে পাহাড়ী কবিলাগুলোর মধ্যে জিহাদের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য হামিদ বিন জোহরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন তিনি। সিপাহসালারের কাছে দরখাস্ত করলেন, গ্রানাডার পরিবর্তে তিনি যদি একে কেন্দ্র বানান, তাহলে সিরানুবিদা পর্যন্ত সবাই তার ডাকে সাড়া দেবে। আমাদের গাঁ যখন স্বেচ্ছাসেবকদের আস্তানা হবে, গ্রানাডার পথের সবকটা চৌকির পেছন দিকটা থাকবে নিরাপদ।

মুজাহিদদের সাহস বাড়ানোর জন্য এমনিতেই গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন হামিদ বিন

জোহরা। সিপাহসালারের ইশারা পেয়ে গ্রানাডা ছেড়ে গ্রামে চলে এলেন তিনি। গ্রামে চাচা হাশিম হলেন হামিদ বিন জোহরার সহযোগী। আতেকার পিতার মত তিনিও অনেকদিন থেকেই তাকে জানতেন। হাশিমের বড় ছেলে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার আগে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল তার কাছে। গ্রানাডায় থাকার সময় কয়েকবার তিনি হামিদ বিন জোহরার বক্তৃতা শুনেছেন। এজন্য গ্রানাডা ছেড়ে তার গাঁয়ে আসার সংবাদে তিনি দারুণ খুশী হলেন। এলাকার সর্দারদেরকে নদীর পাড়ে এ মর্দে মুজাহিদকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য খবর পাঠালেন তিনি।

উচ্ছসিত আবেগ নিয়ে হাজার হাজার মানুষ তাকে অভ্যর্থনা করছে, কল্পনায় আতেকা তা দেখতে পাচ্ছিল। একটু পর মা, চাচী এবং গাঁয়ের অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে দেউড়ির কাছে মেহমানখানার ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছিল হামিদ বিন জোহরার আগমন দৃশ্য। তার ঘোড়ার বাগ ধরেছিলেন হাশিম। জনতার মিছিল আসছিল তার পিছনে পিছনে। মুহম্মদ বিন আবদুর রহমানের ঘরের পাশ দিয়ে মিছিল এগিয়ে চলল হাশিমের ঘরের দিকে। থামল এসে দেউড়ির কাছে। ঘোড়া থেকে নেমে এক টিলায় চড়ে বক্তৃতা শুরু করলেন তিনি। সবাই তন্ময় হয়ে শুনল তার বক্তৃতা। তাঁর বক্তৃতার হৃদয় মথিত আবেগে সম্মোহিত হলো শ্রোতারা। সকলেরই চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রুর বন্যা। এখনো আতেকার মনে গেঁথে আছে তার শেষ কথাগুলো। তিনি বলছিলেনঃ

'প্রিয় ভায়েরা,

কওমের জিন্দেগীতে এমনও সময় আসে, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে যখন সবাইকে দুশমনের সামনে বুক পেতে দিতে হয়। নারী, শিশু, বৃদ্ধকে তরবারী ধরতে হয় যুবকদের মত। গ্রানাডার আজাদীর নিভু নিভু প্রদীপ আবার জ্বালানোর জন্য শুধু পুরুষের খুনই নয়, খুন ঢালতে হবে নারীদেরও। আজ এ কথাই বলছে আলহামরার প্রতিটি পাথর।'

ও তখন মনে মনে ভাবছিল, হায়! কওমের এক মেয়ে হিসেবে আমিও যদি আমার হিস্সার জিম্মাটা পুরা করতে পারতাম।

দু'দিন পর। আতেকার পিতা বাড়ী এল। ও বললঃ 'আব্বাজান, হামিদ বিন জোহরা বলছিলেন, আজ কওমের সবার সামরিক ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন।'

ঃ 'হ্যাঁ বেটি, আমরা অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতির মোকাবিলা করছি, আমি আনন্দিত, আমার মেয়ে তীরন্দাজী আর ঘোড়সওয়ারী করতে পারে।'

ঃ 'আব্বাজান, আমি আরো বেশী শিখতে চাই।'

ঃ 'তুমি কি শিখতে চাও বেটি?'

ঃ 'যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা হাসিল করতে চাই। কেল্লায় আপনার কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন? ওখানে হয়ত ভাল ওস্তাদও পেয়ে যাব।'

ঃ 'এ ঘরই তোমার কেল্লা। খোদা না করুন কোন বিপদ এলে নিজেই নিজের হিফাজত করতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। ইনশাআল্লাহ এমন দুঃসময় আসবে না। তোমার জন্য সাঈদের চেয়ে ভাল ওস্তাদ আর কে হতে পারে? স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে তাকে তীর ছুড়তে দেখেছি। তরবারী চালনায়ও সে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। বয়সের কারণে তার অবশ্য আরো দু'বছর লাগবে ফৌজে ভর্তি হতে। তোমাকে নিয়মিত কিছু সময় দেয়ার জন্য ওকে বলব। এদিকে ওমরের ট্রেনিংও শেষ। সে কাল বাড়ী এলে হপ্তা তিনেক থাকবে। তার কাছেও অনেক কিছু শিখতে পারবে তুমি।'

ঃ 'আব্বাজান, সাঈদের সাথে সওয়ারী করতে ওমর আমাকে নিষেধ করে। একদিন উঠানে তীরের অনুশীলন করছিলাম, ও আমার ধনু ভেঙ্গে দিয়েছিল।'

ঃ 'ও একটু বেকুব।' মৃদু হেসে বললেন তিনি।

ঃ 'অনেক বেশী বেকুব। আম্মাজানকে বলে কি না, আপনি আতেকাকে খারাপ করে ফেলছেন। সেদিন সাঈদকে এক চড় মেরে দিয়েছিল সে।'

ঃ 'সাঈদ ওর চেয়ে বয়সে ছোট। কিন্তু চড় খেয়ে হামিদ বিন জোহরার বেটা কিছু বলেনি?'

ঃ 'সাঈদও ধাক্কা দিয়ে তাকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল।'

ঃ 'সেতো ছোট সময়ের কথা। এখন ও যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়েছে।'

ঃ 'না আব্বাজান, গ্রানাডায় থেকে ও আরো বেকুব হয়ে গেছে। ও বলে, বড় হয়ে নাকি সিপাহসালার হবে।'

ঃ 'এতে খারাপের কি দেখলে?'

ঃ 'সিপাহসালার হয়ে সাঈদকে গাধার পিঠে চড়িয়ে নাকি সারা শহর ঘুরাবে।'

ঃ 'ও তোমাকে রাগাতে চেয়েছিল।' বলেই হেসে উঠলেন তিনি।

ঃ 'আতেকার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া উচিত।' বললেন আম্মারা। 'ওকে হামিদের ঘরে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।'

ঃ 'সে কিছুটা সময় দিতে পারলেতো তা এর সৌভাগ্যই বলতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাকে বাইরে থাকতে হয়। তবু তাকে আমি বলব সময় পেলেই যেন আতেকাকে ডেকে পাঠায়। আবশ্য ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশেরও দরকার নেই। হামিদ বিন জোহরা একে যথেষ্ট স্নেহ করেন।'

উত্তরের শস্য ভরা এলাকা ধ্বংস করে গ্রানাডার সামনে ছাউনি ফেলল ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ। এজন্য দক্ষিণের যেসব পাহাড়ী এলাকা থেকে গ্রানাডায় রসদ আসত সেদিককার কেল্লাগুলোর গুরুত্ব বেড়ে গেল। কয়েকদিন আসার সুযোগ পায়নি নাসির। এজন্য স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের কাছে। কেল্লা ততো বড় ছিল না। মাত্র পাঁচশো সিপাইয়ের স্থান হত এতে। কিন্তু তার গঠন ছিল এত মজবুত, এর কাছে

আসতে যথেষ্ট বেগ পেতে হত হামলাকারীদের।

কিল্লাটি ছিল উঁচু টিলার ওপর। উত্তরে প্রায় দু'শ গজ নীচে ছিল নহর। দক্ষিণ দিক থেকে গ্রানাডায় যাওয়ার পথ কিল্লার ফটকের একশ' কদম দূরে এসে বায়ে মোড় নিয়েছিল। উত্তর ও পূর্ব দিক ঘুরে পাঁচিলের এত নিকটে এসেছিল রাস্তা, বুরুজ থেকে পাথর ফেললেও তীরের চেয়ে তা বেশী বিপদজনক হত। এখান থেকে পাহাড় ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে সড়ক পৌঁছেছিল নহরের পুল পর্যন্ত। কেল্লা থেকে পুল পর্যন্ত সড়কের ঢালু ছিল এত বিপদজনক, গ্রানাডায় সামানপত্র আনা নেয়ার গাড়ীগুলো ধাক্কা দেয়ার জন্য কিল্লা এবং পুলের কাছে সব সময় লোক থাকতে হতো। পুলের হিফাজতের জন্য নহরের ওপারে ছিল একদল সিপাই।

মাইল দেড়েক পশ্চিমে গভীর খাদ। এ খাদ কিল্লার জন্য ছিল খন্দকের মত। দক্ষিণে কিল্লার পিছন দিকে উপত্যকা এবং পাহাড়। পাহাড়ী কবিলাগুলোর জন্য ঐ দিকটা ছিল নিরাপদ। যেসব পথে দুশমনের আকস্মিক হামলার সম্ভাবনা ছিল, ওসব স্থানে ছিল ফৌজি চৌকি।

কিল্লার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দোতলা ঘরের ওপরতলায় থাকতেন নাসির। নীচতলা অফিসারদের পরিবারের জন্য। এ কিল্লার পরিবেশ ছিল গ্রামের চেয়ে ভিন্ন। গ্রামে স্বাধীনভাবে ঘোড়া ছুটাতে লজ্জা পেত আতেকা। এজন্য খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়ত ও। কিন্তু এখানে ছিল পূর্ণ আজাদী। প্রতিদিন কয়েক মাইল ঘোড়া ছুটাত ও। সমগ্র এলাকার ঘাঁটি এবং পাহাড়ী পথগুলো হাতের রেখার মতই পরিচিত হয়ে গেল ওর কাছে।

কিল্লার মত বাইরের চৌকির মুহাফিজরাও দেখেই চিনে ফেলতো তাকে। প্রথমদিকে কেল্লা থেকে বেরুলে একজন পাহারাদার থাকত তার সংগে। ক'দিন পর তাকে বারণ করে দিল আতেকা। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে তীর ছোঁড়ার অনুশীলন করত ও। ওকে দেখলে সিপাইদের ফ্যাকাশে চেহারা ঝলমলিয়ে উঠত। সালারের মেয়ের এ সাহস দেখে ওরা এত প্রভাবিত হল যে আরো অনেকেই তাদের ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু কিল্লায় স্থানের অভাবে তাদের দরখাস্ত কবুল করতে পারলোনা আতেকার আব্বা।

এক অফিসারের স্ত্রী 'গ্রানাডার কন্যা' বলে ডাকত তাকে। অল্প কয়েক দিনে কিল্লা ছাড়াও বাইরের চৌকিগুলোতে এ নামে বিখ্যাত হয়ে হয়ে গেল সে। সূর্য ডোবার সময় কখনো বাড়ীর ছাদ, কখনো নহরের ওপারের টিলা থেকে ও উদাস চোখে তাকিয়ে থাকত দক্ষিণ দিকে। লকলকে গমের চারা আর সবুজের সমারোহ ঠেকেছে গ্রানাডা পর্যন্ত। কখনো ঘোড়া হাঁকিয়ে ও পৌঁছে যেত নিজের গ্রামে।

সাধারণত হামিদ বিন জোহরার সাথে সফরে থাকতেন তার চাচা। চাচীর সাথে দেখা করে মনসুরকে দেখার বাহানায় বাড়ী চলে যেত সে। ফেরার পথে হামিদের লাইব্রেরী থেকে তুলে নিত একটা দু'টা বই।

গ্রানাডাবাসীর জন্য যেসব স্বেচ্ছাসেবক রসদ সামান পৌছাত, সাঈদ ছিল তাদের দলে। গ্রানাডা থেকে ফেরার পথে কখনো সখনো দেখা হত দু'জনার। গ্রানাডা অবরোধের পর কয়েকবার এ কিল্লা কব্জা করার পাঁয়তারা করে ব্যর্থ হল ফার্ডিনেন্ড।

এক রাতে তিন দিক থেকে জোরেশোরে হামলা করল খৃষ্টানরা। কিছু সওয়ার পৌছে গেল পুলের কাছে। কিন্তু বড় ধরনের ক্ষতি স্বীকার করার পর পিছিয়ে গেল ওরা। কিল্লার মুহাফিজ আনন্দ করছিলেন এ বিজয়ের জন্য। পুবের এক চৌকির মুহাফিজের গাফলতিতে দুশমনের পদাতিক ফৌজ নহর পেরিয়ে এল। অনেকটা পথ ঘুরে ওরা পৌছে গেল কিল্লার কাছে। রশির সিঁড়ি দিয়ে কয়েকবার পাঁচিলে উঠতে চাইল ওরা। কিন্তু তীর বৃষ্টির জন্য সম্ভব হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে আশপাশের বস্তির স্বেচ্ছাসেবকরা পৌছে গেল। পিছিয়ে যেতে বাধ্য হল দুশমন। নহর পেরুবার সময় হালাক হয়ে গেল এক তৃতীয়াংশ।

এই প্রথমবার লড়াইতে শরীক হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল আতেকা। সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত তার পিতাও জানতে পারেননি, অল্প ক'কদম দূরের যে ধনু থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রতিটি তীরের আঘাতে নীচ থেকে শোনা যাচ্ছিল বিকট চিৎকার, তা তার নিজেরই মেয়ের তীর।

ও ছিল পুরুষের পোশাকে। চেহারা নেকাবে ঢাকা। এ সিপাইকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন নাসির। হঠাৎ চোখে পড়ল শিরস্ত্রান থেকে বেরিয়ে থাকা একগুচ্ছ চুল। তার দৃষ্টি ছুটে গেল সে কোমল হাতের দিকে, ফুল নিয়ে খেলা করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল যে হাত।

কপাল কুঞ্চিত হয়ে এল তার। কিছু না বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

ও কতক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। অনুচ্চ আওয়াজে বললঃ 'আব্বাজান, রাগ করেছেন!'

ফিরে তাকালেন তিনি। ঠোঁটে মৃদু হাসি। দু'চোখ অশ্রুভেজা।

ঃ 'জনাব, এ নওজোয়ান এনাম পাবার যোগ্য।' এক সিপাই এগিয়ে এসে বলল। 'তার কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আমার বিশ্বাস, অন্ধকার থাকার পরও তার কোন তীরই বৃথা যায়নি।'

স্নেহ ভরে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নাসির বললেনঃ 'এ নওজোয়ান আমার মেয়ে। গ্রানাডার আজাদীর চেয়ে বড় কোন এনামে ওর খাহেশ নেই।'

হারানো দিনের স্মৃতিই এখন ওর অবলম্বন। এরপর এল এমন দুর্দিন, গ্রানাডা দুশমনের অবরোধে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। তার দৃঢ়চেতা পিতার চেহারায় ভেসে উঠছিল ক্লান্তি আর পেরেশানীর ছাপ।

কিল্লার আশপাশের চৌকিতে দুশমনের প্রচন্ড হামলা চলছিল। বাইরের যখমীদের

নিয়ে আসা হত কিল্লায়। কিল্লা থেকে নতুন মুহাফিজ পাঠানো হতো বাইরে। সিপাইদের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আশপাশের গ্রাম থেকে স্বেচ্ছাসেবক ভর্তি করতে লাগলেন তার পিতা। এর সাথে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন গ্রানাডা।

দু'দিন পর বিশজন পদাতিক এবং আটজন সওয়ার এল গ্রানাডা থেকে। ওদের সালারের নাম ওতবা। চোখ দুটো ধূসর। লাল দাড়ি। পিতার কাছে শুনেছে আতেকা, মালাকার লড়াইয়ে কয়েদ করে খৃষ্টানরা তাকে সেভিলে নিয়ে গিয়েছিল। হপ্তা দুই আগে আরো পাঁচজন কয়েদীসহ পালিয়ে সে পৌছেছিল গ্রানাডা। সেনা ছাউনি থেকে বলা হয়েছে, সে এক মেধাসম্পন্ন অফিসার। একজন ভাল গোলন্দাজও।

কর্তব্যনিষ্ঠার কারণে দু'হপ্তার মধ্যেই তার পিতার বিশ্বাস কুড়িয়েছিল সে। পঞ্চাশজন সিপাইয়ের জিম্মা দেয়া হল তাকে। তার ব্যাপারে কিল্লায় এ কথাই মশহুর ছিল যে, সে কেবল হুকুম শুনতে এবং হুকুম দিতে জানে। তার ঠোঁটে কেউ কোনদিন হাসি দেখেনি।

একদিন আতেকা ঘোড়া নিয়ে পূব দিকে বেরিয়ে গেল। দূরে ছোট্ট ঘাঁটির মোড়ে ও দেখল ওতবাকে। দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছে সে। তাকে পথ দিয়ে রাস্তার একপাশে সরে এল আতেকা। কিন্তু নিকটে এসে অকস্মাৎ ঘোড়ার বাগ টেনে ধরল ওতবা। তার দিকে এক নজর তাকিয়ে দৃষ্টি নত করে বললঃ 'মাফ করুন। আপনার এখন আর এভাবে একা বেড়ানো ঠিক নয়। এ চৌকি থেকে সামান্য দূরেই কাল দুশমনের উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে। কিল্লার মেয়ে বেরুলে তার হিফাজতের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এতে কিছু মনে নেবেন না। আপনাদের জানানো আমার কর্তব্য। দক্ষিণ দিক অনেকটা নিরাপদ। ওদিকে গেলেও আপনার সাথে কেউ থাকা দরকার।'

ঃ 'আমার জন্য ভাববেন না। বেশী দূর যাবার ইচ্ছে আমার নেই। আমায় যে পরামর্শ দিলেন নিজেও তা পালন করবেন।'

ঃ 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারিনি।'

ঃ 'আমি বলছি, ফৌজের অফিসারদেরও নিজের নিরাপত্তার কথা খেয়াল রাখা উচিৎ।'

ঃ 'আমি এ ব্যাপারে গাফেল নই। এখনো চার ব্যক্তি রয়েছে আমার সাথে। গর্তে আছে দু'জন তীরন্দাজ। টিলার ওপর থেকে পথ পাহারা দিচ্ছে দু'জন। অন্যরা আশপাশে দুশমনদের খুঁজছে। আমি ধরা পড়লেও খৃষ্টানদের কয়েদখানা আমার জন্য নতুন নয়। ওরা মেয়েদের সাথে কেমন ব্যবহার করে হয়ত আপনি জানেন না। আপনি বাহাদুর। অনেক কিছুই শুনেছি আপনার ব্যাপারে। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন, আমার পরামর্শ হবে, এ পরিস্থিতিতে কিল্লায় থাকাও আপনার জন্য ঠিক নয়। কিল্লার চেয়ে গ্রামই আপনার জন্য বেশী নিরাপদ। অনুমতি পেলে আপনার আব্বাকে বলব আপনাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিতে।'

ঃ 'না না, তাকে পেরেশান করবেন না। কথা দিচ্ছি আমি সাবধান থাকব।'

ঃ 'আপনার সাথে থাকার এজাযত আমার দেবেন?' ওতবা গভীরভাবে তাকিয়েছিল তার দিকে। কিন্তু রাগে বিবর্ণ হয়ে গেল আতেকার চেহারা। ঘোড়ার বাগ ফিরিয়ে নিয়ে বললঃ 'নিজের চরকায় তেল দিন।'

চোখের পলকে হাওয়ায় উড়ে হারিয়ে গেল তার ঘোড়া। এরপর দ্বিতীয়বার আর কথা বলার সুযোগ দেয়নি সে ওতবাকে। দূরে না গিয়ে কিল্লার আশপাশে ঘুরে ও ফিরে আসত। তবুও ও যখন গাঁয়ে যেত অথবা বাইরে বেরুত, দুটো ধূসর চোখ কিল্লার কোন স্থান থেকে অনুসরণ করত তাকে।

বেজ্রমানের বিষ-কামড়

কল্পনার পাখায় ভর করে অতীতে যখন ফিরে যেত আতেকা– তার আশা আর স্বপ্নের দুনিয়া তখন ডুবে যেত গহীন অন্ধকারে।

এক রাতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আতেকা। ভয়ংকর শব্দে কেঁপে উঠল প্রাচীর ও অন্ধকার কক্ষ। বিমূঢ়ের মত ও বিছানায় পড়ে রইল কিছুক্ষণ। ভেসে এল মানুষের ডাক চিৎকার। উঠে মাকে ডাকতে লাগল ও। সামনের কক্ষের খোলা দরজা দিয়ে ওর মায়ের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এলঃ 'আমি এখানে।'

ঃ 'কি হয়েছে আম্মা? আব্বাজান কোথায়?'

ঃ 'জানি না। এইমাত্র তিনি নীচে গেলেন। সম্ভবত দুশমন হামলা করেছে। কিন্তু আমি একটা ভয়ংকর শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছিল ভূমিকম্প হচ্ছে।'

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল ও। পাশের কক্ষের ছিটকিনি খুলে অস্ত্র খুঁজতে লাগল। অন্ধকারে হাতড়ে এগিয়ে গেলেন আম্মারা। তার হাত ধরে বললেনঃ 'বেটি, তুমি কি করছ! তোমার আব্বাজানের হুকুম, ঘর থেকে বের হবে না। তিনি বাইরে থেকে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে গেছেন।'

ঃ 'আম্মা, আব্বার হুকুম আমি অমান্য করব না। তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি পোশাক পাল্টে নিই।'

কিছুই বললেন না আম্মারা। ধুকপুক করছিল তার দীল। পোশাক পাল্টে হাতিয়ার বাধছিল আতেকা। এক বুড়ো নওকর মশাল হাতে চারজন মহিলা আর সাতজন শিশু নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল।

: 'আব্বাজান কোথায়?' প্রশ্ন করল ও।

: 'তিনি নীচে। আপনাদের হুকুম দিয়েছেন দরজা বন্ধ রাখতে।'

তীর-ধনু হাতে দরজার দিকে এগোল ও। কিন্তু বুড়ো সিপাই হাত বাড়িয়ে তার বাহু ধরে ফেললো।

: 'বেটি, তুমি বাইরে যেতে পারবে না। পশ্চিমের দেয়াল ভেংগে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে দুশমন। আমরা ওদের হটিয়ে দিয়েছি, পরিস্থিতি ভাল নয়।'

: 'দুশমনের তোপ এখানে পৌছল কিভাবে?'

: 'বারুদ দিয়ে ভেতরের দেয়াল উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পাঁচিলের নীচে সুড়ং করে বারুদ ঢুকানো হয়েছে। গর্ত খুঁড়েছে বাইরের দুশমন নয় ভেতরের গাদ্দার।'

: 'এ কি করে সম্ভব? পাহারাদাররা কি ঘুমিয়েছিল?'

: 'বেটি, পাঁচিলের সাথের কামরাগুলোর একটা থেকে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। গর্ত ততো বড় নয়। কিন্তু সাথের কয়েকটা কামরা মাটির সাথে মিশে গেছে।'

: 'আমি নীচে যাব না। পাঁচিলের ওপর থেকে তো তীর চালাতে পারব।'

হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল ও কিন্তু আম্মারা এসে জড়িয়ে ধরল তাকে।

: 'বেটি, খোদার দিকে চেয়ে এর কথা শোন।'

: 'পাঁচিলের গর্ত বন্ধ হয়ে গেলে তোমাকে বাইরে যেতে বাঁধা দেব না।' বলল বুড়ো সিপাই। 'কিন্তু এ মুহূর্তে তোমার পিতার হুকুম অমান্য করা ঠিক হবে না।'

হতাশ হয়ে ও বললঃ 'ঠিক আছে। আমি পাঁচিলের ওপর যাব না। বাড়ীর ছাদ তো নিরাপদ। কমপক্ষে ওখানে যেতে দিন।'

: 'বেটি, ওদিকটায়ও দুশমন। তুমি কিন্তু আমাকে জিহাদে অংশ নিতে দিচ্ছ না।' বলেই তিনি মশাল দেয়ালের আংটায় লাগিয়ে বেরিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন বাইরে থেকে।

একটু পর কিল্লার পশ্চিম দিকে কমে এল লোকজনের শোরগোল। ও মনকে প্রবোধ দিচ্ছিল এই বলে যে, সম্ভবত ওরা পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর সাথে কিল্লার পূর্বদিক থেকে ডাক-চিৎকার শুরু হলে মন বসে গেল ওর। চিৎকারের সাথে ভেসে আসছিল তরবারীর ঝনঝন শব্দ। কামরার নারী ও শিশুরা হতভম্বের মত তাকাচ্ছিল পরস্পরের দিকে। হঠাৎ কি মনে হতেই দৌড়ে পেছনের কক্ষে চলে গেল আতেকা। কক্ষে ছিল ঘরের অতিরিক্ত আসবাবপত্র এবং কাঠের বড় দু'টো সিন্দুক। সিন্দুকে দাঁড়িয়ে পেছন দিককার জানালা খুলে ঝুঁকে দেখতে লাগল বাইরে। দুশমনের চিহ্নও ছিল না ওখানে।

: 'বেটি, ওখানে কি করছ?' কাছে এসে প্রশ্ন করলেন আম্মারা।

: 'কিছুই না আম্মাজান। বাইরে দেখছিলাম। কিন্তু এদিকে কেউ নেই।'

তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে মায়ের সাথে অন্য কামরায় ফিরে এল ও। সিঁড়ির দিকে শোনা গেল লোকজনের শব্দ। কিছুক্ষণ পর ভেসে এল কারো পায়ের আওয়াজ।

দম বন্ধ করে সামনের কামরার দিকে চাইতে লাগল ওরা। সিঁড়ির দরজার সাথের হলরুমের কবাট খুলে গেল। ভেসে এল তার পিতার কণ্ঠঃ 'খোদার দিকে চেয়ে সময় নষ্ট করো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুশমন এ ঘরে পৌছে যাবে। সিঁড়ির হিফাজত কর দু'জন। অন্যরা ছাদে গিয়ে দক্ষিণ পাঁচিলের মুহাফিজদের ডাকতে থাক। ওরা একটু হিম্মত দেখালে দুশমন অতিরিক্ত ক্ষতির ঝুঁকি না নিয়ে ভোর হওয়ার অপেক্ষা করবে। তোমরা ওদের বের করে সবগুলো দুয়ার বন্ধ করে দাও।'

মশাল উঁচিয়ে সামনের কামরার দিকে চাইতে লাগল ওরা। ধীরে ধীরে হলরুম থেকে বেরিয়ে এলেন নাসির। আম্মারা কাঁপা হাতে ধরে রেখেছিলেন আতেকার হাত। স্বামীকে দেখে চিৎকার দিয়ে পড়ে গেলেন তিনি। হতভম্বের মত পিতার রক্তাক্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল আতেকা। নাসির আম্মারাকে তুলে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। নিজে ক্লান্ত দেহ নিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। তার দৃষ্টি আটকে রইল আম্মারার ওপর। তিনি বলছিলেনঃ 'আম্মারা! আমি বেঁচে আছি আম্মারা। আমি বিলকুল ঠিক।'

একজন মহিলা চিৎকার দিয়ে বললঃ 'কি দেখছ তোমরা। তাঁর খুন ঝরছে।' এগিয়ে ও চাদর দিয়ে তার রক্ত মুছতে লাগল।

বিমূঢ় ভাব কেটে উঠতেই পাশের কামরায় ছুটে গেল আতেকা। ফিরে এল 'প্রাথমিক চিকিৎসা' বাক্স নিয়ে। এক মহিলার হাতে মশাল দিয়ে ও বাক্স খুলতে লাগল। বুড়ো নওকর আবদুল্লাহ প্রবেশ করল কামরায়। দরজা বন্ধ করতে করতে সে বললঃ 'শিশুদের নীচের কক্ষে নিয়ে ওদের শান্ত রাখুন।'

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে ডাক্তার ডাকুন।' এক মহিলা বলল। 'ওনার ক্ষত আশংকাজনক।'

ঃ 'এখন কোন ডাক্তার খুঁজে পাওয়া যাবে না। আতেকা, বেটি, তোমাকেই এ কাজ করতে হবে।'

কাঁপা হাতে পিতার মাথায় ব্যান্ডেজ করল ও। জামা ছিঁড়ে আরেকটা ক্ষত দেখিয়ে তিনি বললেনঃ 'বেটি জলদি করো। সঙ্গীরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি ডাকলেনঃ 'আম্মারা।'

চোখ খুলে স্বামীর দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলেন আম্মারা। ঠোঁট নড়ছিল তাঁর কিন্তু বাক রুদ্ধ। নাসির তার মাথায় হাত বুলিয়ে মুচকি হাসতে চাইলেন। কিন্তু দু'চোখ ভরে এল অশ্রুতে। আম্মারা তার হাত তুলে ঠোঁটে ঠেকালেন। ফুলে ফুলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেনঃ 'আপনার জখম?'

ঃ 'আমার জখম মামুলী। এতে তুমি ভয় পেলে?'

ঃ 'আব্বাজান, এখন কি হবে?' পেরেশানীর সাথে বলল আতেকা।

হাত বাড়িয়ে মেয়েকে কাছে টানলেন তিনি। মেঝেয় হাঁটু গেড়ে ও মাথা রাখল

পিতার কোলে। অতি কষ্টে কান্না সংযত করছিল ও। পিতা তাকে বললেনঃ 'আতেকা! আমার বাহাদুর বেটি! হিম্মত নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তোমায়। বাইরের দুশমনের বিষদাঁত আমরা ভেঙ্গে দিতে পারি। কিন্তু ভেতরে লুকিয়ে থাকা গাদ্দারদের মোকাবিলা করতে পারি না। ওদের হটিয়ে দিয়েছিলাম আমরা। পাঁচিলের গর্ত লাশ দিয়ে ভরে দিয়েছিল আমার সঙ্গীরা। কিন্তু ফটক খুলে দিল গাদ্দাররা। এর ব্যাপারে সব সময়ই আমি সন্দেহ করতাম।'

ঃ 'আব্বাজান, লাল পশমওয়ালাকে কি আপনি সন্দেহ করেন?'

ঃ 'সন্দেহ নয়। আমরা নিশ্চিত, সে দুশমনের চর। যে স্থানে পাঁচিল উড়িয়ে দেয়া হয়েছে তা তার সঙ্গীদের কামরা। বিস্ফোরণের পূর্বে দু'জনকে কামরা থেকে বেরিয়ে দরজার দিকে যেতে পাহারাদাররা দেখেছে। বদ কিসমত, আজ ফটকের পাহারায় ছিল ওতবা। ওখানে বিশ্বস্ত ক'জন সিপাই ছিল। তাদের উপস্থিতিতে ফটক খোলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পাঁচিল ভেঙ্গে গেলে অনেকেই ওখানে ছুটে গিয়েছিল।'

নিজে এক অসহায়া বালিকা এই প্রথমবার অনুভব করল ও। মাথা তুলে পিতার দিকে তাকিলে বললঃ 'আব্বাজান, এখন কি হবে?'

ঃ 'বেটি, এখন আমি কিছুই বলতে পারছি না। আমাদের খুনে পিয়াস মেটানোর জন্য হয়ত ভোরের অপেক্ষা করবে দুশমন। তাহলে বাইরের লোক এসে যাবে আমাদের সাহায্যে। কিন্তু লড়াই চালিয়ে যেতে থাকলে এখানে পৌঁছতে ওদের বেশী সময় লাগবে না। সঙ্গীদের সাথে থাকা আমার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বেরুবার পূর্বে তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি নিতে চাই। আমি কি আশা করতে পারি যে তুমি ধৈর্যের পরিচয় দেবে?'

ঃ 'আব্বাজান, কোনদিন তো আপনার আস্থা এবং বিশ্বাসকে আহত করিনি। কিন্তু এ অবস্থায় আপনি বাইরে যেতে পারবেন না।'

ঃ 'ছাদে গিয়ে বাইরের অবস্থা দেখতে চাই। খোদা না করুন বাড়ী আক্রান্ত হলে এক্ষুণি ফিরে আসব। কিন্তু তুমি থাকবে তোমার মায়ের সাথে। তোমাদের জন্য পিছনের কামরাটাই নিরাপদ। আবদুল্লাহ থাকবে তোমাদের সাথে। শিশুরা অন্ধকারে ভয় পেতে পারে, এ জন্য অন্য মশালটা জ্বেলে রাখবে। বাইরে যাতে আলো না যায়, এজন্য জানালা বন্ধ রেখো।'

ও কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি তিনি বললেনঃ 'এখন কথা বলার সময় নেই মা! আবদুল্লাহ, কি দেখছ? জলদি করো। শিশুদের খাদ্য আর পানি ভেতরে নিয়ে যাও। আম্মারার বিশ্রামের প্রয়োজন। তার বিছানা তুলে ওখানে বিছিয়ে দাও।'

ঃ 'না আমার বিছানার প্রয়োজন নেই।' ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন আম্মারা।

খানিক পর। নারী এবং শিশুরা চলে গিয়েছিল পেছনের কামরায়। আতেকা হতভম্বের মত তখনো নাসিরের সামনে দাঁড়িয়ে। পানি চাইলেন নাসির। ক'ঢোক পান

করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি।

ঃ'এখন সময় নষ্ট করো না।'

স্বামীভক্ত স্ত্রী চকিতে তার দিকে চাইল একবার। মেয়ের হাত ধরে কম্পিত পায়ে এগিয়ে গেল অন্য কামরায়। বিশ্বস্ত সঙ্গী আবদুল্লাহর দিকে ফিরলেন নাসির।

ঃ 'তুমিও যাও। দরজা বন্ধ রেখো।'

ভেতর দিক থেকে ছিটকিনি লাগাল নওকর। নাসির দরজা আটকে দিলেন বাইরে থেকে। আতেকা চিৎকার দিয়ে বলল ঃ 'আব্বাজান, আপনি কথা দিয়েছিলেন ছাদ থেকে ফিরে আসবেন।'

ঃ 'বেটি।' ভাঙ্গা আওয়াজে বললেন তিনি। 'আমার ওয়াদা ঠিক রাখার চেষ্টা করব। কি বলছি মন দিয়ে শোন। দরজা কেন বন্ধ করলাম আবদুল্লাহ তোমাদের বলবে। আমার দেরী হয়ে গেলে তার কথা মতো কাজ করবে। আবদুল্লাহ সেই জিনিসটা সিন্দুকের পিছনে।'

ঃ 'আব্বাজান, আব্বাজান।' ডাকতে লাগল ও। কিন্তু কোন জওয়াব এল না। আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল তার পায়ের আওয়াজ।

ঃ 'বেটি, জোরে আওয়াজ করো না।' আবদুল্লাহ বলল। মায়ের দিকে ফিরে ও বললঃ 'আম্মাজান, সিন্দুকের পেছনে কি আছে আমি জানি। কিল্লা থেকে আমাদের বের করে দিতে চাইছেন আব্বা। তিনি যাবেন না আমাদের সাথে। মরণ পর্যন্ত আমরা তার সঙ্গ ছাড়ব না, এ একীন তাঁর ছিল। এজন্য তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।'

সিন্দুকের পিছন থেকে দড়ির সিঁড়ি বের করে আবদুল্লাহ বললঃ 'বেটি, আমরা যখন প্রথম আসি, এ সিঁড়িটি এখানেই ছিল। কিল্লার সাবেক মুহাফিজ হয়ত ভেবেছিলেন, কোনদিন ছেলেমেয়েদের কিল্লা থেকে বের করতে হতে পারে। কিন্তু একথা ভাবতেও প্রস্তুত ছিলেন না তোমার আব্বা। তোমাদের জীবন মরনের প্রশ্ন না হলে তিনি এতটা পেরেশান হতেন না। তুমি জান, বন্দিনীদের সাথে খৃষ্টানরা কেমন ব্যবহার করে। তোমাকে 'গ্রানাডা কন্যা' নামে ডাকা হয়। এসব মহিলা এবং শিশুরা দুশমনের বর্বর অত্যাচার থেকে বেঁচে যেতে পারে। দক্ষিণ পাঁচিলের পাহারাদার এতক্ষণে আলো জ্বেলেছে। আলোতে এখানের সব অবস্থা দেখা যাবে। ওদের আসতে দেরী হবে না। কিন্তু তাদের আসার পূর্বেই যদি দুশমন আমাদের প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ করে এ বাড়ীতে হামলা করে বসে, তবে আমাদের শেষ চেষ্টা হবে তোমাদের কেল্লা থেকে বের করে দেয়া। রাতে দক্ষিণের এলাকা নিরাপদ হবে তোমাদের জন্য। আমাদের গ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি বস্তির লোকেরাই তোমাদের সাহায্য করবে। এখন বেরুনোর জন্য প্রস্তুত হও। সিঁড়ি ঝুলানোর জন্য জানালা খুললে মশাল নিভিয়ে ফেলা হবে। যে আগে নামবে, এদিক ওদিক না ছুটে পাঁচিলের কাছে অপেক্ষা করবে সঙ্গীদের। এরপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাবে।'

ছাদের সাথে ঝুলানো আংটার সাথে দড়ির সিঁড়ি বাঁধল আবদুল্লাহ। লড়াকুদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল বাড়ীর কাছে। নারী এবং শিশুরা তাকিয়েছিল একে অপরের দিকে। দরজার ছোট্ট ছিদ্রপথে সামনের কামরার দিকে চাইল আতেকা। হঠাৎ পিছিয়ে এল ও। তাকাতে লাগল চৌকাঠ সোজা ওপরের ঘুলঘুলির দিকে। একটা বড় সিন্দুক ঠেলে নিয়ে এল দরজার কাছে। আরেকটা ছোট সিন্দুক তুলতে চাইছিল তার ওপর। কিন্তু পারল না। সিন্দুকটা বেজায় ভারী।

ঃ 'বেটি, কি করছ?' বলল আবদুল্লাহ।

ঃ 'কিছু না। আপনি আমায় সাহায্য করুন। ঘুলঘুলি দিয়ে পাশের কামরা দেখব। জলদি করুন। বাড়ীতে হামলা হয়েছে।'

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল আবদুল্লাহ। দু'জন মহিলা সাহায্য করল আতেকাকে। ছোট সিন্দুক তুলে দিল বড় সিন্দুকের ওপর।

আতেকা তাড়াতাড়ি সিন্দুকে উঠে তাকাল ঘুলঘুলি দিয়ে। ঘুলঘুলির ছোট্ট পথে অন্য কামরা অর্ধেকটা মাত্র দেখা যাচ্ছিল। ও খঞ্জর দিয়ে কয়েকটা আঘাতে কেটে ফেলল জালের খানিকটা অংশ।

আবদুল্লাহ চিৎকার দিচ্ছিলঃ 'তুমি কি করছ? একটু সতর্ক হও।'

তার মা এবং অন্যান্য মহিলারাও বুড়োর সঙ্গে যোগ দিল।

আধ হাত পরিমাণ ছিদ্র করে খঞ্জর খাপে রাখল ও। ঘাড় ফিরিয়ে বললঃ 'আপনারা এত অস্থির হচ্ছেন কেন? ঘুলঘুলির সব জাল ছিঁড়ে ফেললেও এ ছিদ্র দিয়ে তিন বছরের একটা শিশুও বের করা যাবে না। আমি চাইছি আব্বাজান এলে যেন ভালভাবে দেখতে পাই।'

ঃ 'তিনি এখনো কেন আসেন না। অনেক দেরী হয়ে গেল।' ধরা গলা আম্মারার।

কামরা নীরব হয়ে রইল কিছুক্ষণ। সিঁড়িতে ছুটে আসা মানুষের চিৎকার শুনে আবদুল্লাহ বললঃ 'ওরা সিঁড়ির নীচের দিককার দরজা ভেঙ্গে ফেলছে। এবার তোমরা তৈরী হও। আতেকা, সবার আগে তোমার পালা।'

ও তাড়াতাড়ি নীচে নেমে ধনু তুলতে তুলতে বললঃ 'না, আগে যাবে অল্প বয়েসী শিশুদের মায়েরা। তারপর আমরা বাচ্চাদের নামিয়ে দেব। তারপর আম্মাজান। সবশেষে আমি।'

দৌড়াদৌড়ির শব্দের সাথে দরজা খোলা এবং বন্ধ করার আওয়াজ এল পাশের কামরা থেকে। তাড়াতাড়ি সিন্দুকে উঠে ছিদ্রপথে চাইতে লাগল ও।

ছ'সাত ব্যক্তিকে নিয়ে কামরায় ঢুকল তার পিতা। এগিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলতে খুলতে বললেনঃ 'জলদি কর আবদুল্লাহ। তোমাদের হাতে সময় বেশী নেই।'

আতেকা সিন্দুকের ওপর থেকে নামল লাফ দিয়ে। আবদুল্লাহ সিন্দুক সরিয়ে খুলে ফেলল দরজা। নাসিরের সাথে আরো তিন ব্যক্তি স্ত্রী-সন্তানদের কাছে বিদায় নিতে

কামরায় ঢুকল। মহিলাদেরকে নাসির বললেনঃ 'আমরা আপনাদের স্বামীদের খুঁজে পাইনি। আপনারা তাড়াতাড়ি করুন, দুশমন খুব শীঘ্র এখানে পৌছে যাবে।'

পাশের কামরার একজনের হাতে মশাল দিল আবদুল্লাহ। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে জানালা পথে সিঁড়ি ঝুলিয়ে দিল নীচে।

ঃ 'আবদুল্লাহ, একটা শিশুকে নিয়ে নীচে নেমে যাও।' বললেন নাসির। আবদুল্লাহ করুণ চোখে তার দিকে একবার তাকিয়ে একটা বাচ্চা কোলে নিতে নিতে বললঃ 'আতেকাকে বলুন যেন দেরী না করে।'

পিতার কাঁধে হাত রেখে ও আবদারের সুরে বললঃ 'আব্বাজান, আপনার হুকুম আমি পালন করব। আমায় কেবল সব শেষে যাবার অনুমতি দিন। জীবন বাঁচাতে নিজের মেয়েকে প্রাধান্য দেয়া ঠিক নয়।'

ঃ 'বেটি, তুমি কিভাবে বুঝলে অন্যদের চেয়ে তোমার জীবনকে আমি বেশী গুরুত্ব দেব? হয়ত আরো কিছু সময় আমরা দুশমনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব। তোমরা সবাই ততক্ষণে নিরাপদে নেমে যেতে পারবে। বাইরের কোন সাহায্য না পেলেও রাতে তোমাদের না খুঁজে ভোর হওয়ার অপেক্ষা করবে ওরা। তবুও তোমরা সড়ক থেকে দূরে থেকো। নারী এবং শিশুদের তোমার সাথে নিয়ে যাবে। পরের ব্যবস্থা করবে তোমার চাচা। গ্রামে নিরাপদ মনে না করলে তোমার মাকে নিয়ে মামা বাড়ী চলে যেও।'

অতি কষ্টে কান্না রোধ করে ও বললঃ 'আব্বাজান, আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আপনার জন্য অপেক্ষা করব।'

দু'জন অল্প বয়েসী শিশু, তাদের মা, আম্মারা ও আতেকা ছাড়া সবাই নীচে নেমে গিয়েছিল। সিঁড়ির দ্বিতীয় দরজা ভাঙছিল হামলাকারীরা।

এক নওজোয়ান মশাল ছুঁড়ে ফেলল পাশের কামরায়। নাসিরের হাত টেনে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'খোদার দিকে চেয়ে আপনিও এদের সাথে বেরিয়ে যান। দুশমন বাইরের কোন সাহায্য পাবার সুযোগ আমাদের দেবে না। আপনাকে গ্রানাডার বড় প্রয়োজন।'

কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নাসির বললেনঃ 'শহীদী খুনেরও প্রয়োজন আছে গ্রানাডার। আমার শিরায় এখনো অনেক খুন রয়েছে।'

তাড়াতাড়ি কক্ষের কবাট বন্ধ করে তিনি ডাকলেনঃ 'আতেকা, ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার চেষ্টা কর।'

পিতার শেষ নির্দেশ পালন করছিল ও। বিস্ফোরণের সাথে সাথে ভেসে এল সিঁড়ির দরজা ভাঙ্গার শব্দ। সাথে সাথে শোনা গেল নাসিরের কণ্ঠঃ 'আমরা সামনের কামরায় ওদের বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করব।'

কতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল ও। ছিটকিনি লাগিয়ে সিন্দুক ধাক্কিয়ে নিয়ে এল দরজার কাছে। উপরে দাঁড়িয়ে চাইতে লাগল সামনের শূন্য কক্ষের দিকে। এ সময় দ্বিতীয় দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছিল হামলাকারীরা। এক মহিলা শিশুর হাত ধরে বলছিলঃ

'আম্মারা, আতেকা, জলদি এস। ওরা সব নেমে গেছে।'

ঃ 'আম্মাজান, আপনি যান।' ও বলল। 'দরজা ভাঙতে বেশী সময় লাগবে না।'

ঃ 'আর তুমি?'

ঃ 'আমি এখুনি আসছি। আপনি জলদি করুন আম্মাজান।'

অনিচ্ছা সত্বেও জানালার দিকে এগোলেন আম্মারা। কিন্তু আরেকটা বিস্ফোরণের আওয়াজে থেমে গেল তার পা। এর সাথেই শোনা গেল লড়াকুদের ডাক-চিৎকার এবং তলোয়ারের ঝনঝনানি। হতভম্বের মত খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন আম্মারা। বুক চেপে ধরে বসে পড়লেন এরপর।

ঃ 'আম্মাজান।' ডাকল ও। জবাব না পেয়ে ও মনে করল তিনি নীচে নেমে গেছেন। তার মন বলছিল, বেরিয়ে যাওয়া উচিৎ, দেরী করা ঠিক হবে না। ওদের কোন সাহায্য তো করতে পারব না আমি।

কিন্তু পিতার প্রতি ভালবাসা তার বিবেকের ফয়সালা বাতিল করে দিল। এখনো তার আশা, কুদরতের কোন মোজেযা হয়ত পিতার জীবন রক্ষা করবে। পৌঁছে যাবে বাইরের সাহায্যকারীরা। তখন পালানোরও প্রয়োজন হবে না।

দুশমনের আঘাত ঠেকিয়ে উল্টো পায়ে পাশের কামরায় এল চার ব্যক্তি। শেষজন তার পিতা। রুমে ঢুকেই পাল্টা হামলা করলেন তিনি। দু'টো লাশ ফেলে পিছু সরে গেল দুশমন। এক নওজোয়ান তাড়াতাড়ি ছিটকিনি লাগিয়ে দিল দরজার।

হামলাকারীরা এখন এ দরজা ভাঙছিল। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নাসির। রক্তে ভেজা তার পোশাক। দুর্বলতায় বন্ধ হয়ে আসছিল চোখ। বাকী তিনজনও আহত। একজনের গর্দান থেকে ঝরছিল রক্ত। হঠাৎ সে মাটিতে পড়ে গেল।

পিতাকে ডাকতে চাইল আতেকা। কিন্তু মুখ খোলার সাহস হল না। ধনুতে তীর গেঁথে দরজার দিকে চাইতে লাগল ও। পেছনের কামরা থেকে আরবী ভাষায় কেউ বললঃ 'নাসির, আত্মহত্যা করো না। বাজিতে তুমি হেরে গেছ। তোমার সাহায্যে কেউ আসবে না। হাতিয়ার ছেড়ে দিলে তোমার জীবন রক্ষার জিম্মা নিতে পারি।'

নাসির চিৎকার দিয়ে বললেনঃ 'ওতবা! তুমি গাদ্দার। কওমের আজাদী তুমি বিকিয়ে দিয়েছ। কেবলমাত্র মৃত্যুই আমার তরবারী ছিনিয়ে নিতে পারে। তুমি পাবে শুধু আমার লাশ। আমাকে কিছুতেই খৃষ্টানদের গোলাম বানাতে পারবে না।'

এরপর এ দরজাও ভেঙ্গে গেল। কুড়োল উঁচিয়ে এগিয়ে এল দৈত্যের মত এক খৃষ্টান। সাথে সাথে আতেকার নিক্ষিপ্ত তীর তার শাহরগ পেরিয়ে গেল। পড়ে গেল সে! পেছনের লোকেরা সরে গেল এদিক ওদিক। কিন্তু এক দঙ্গল মানুষ সঙ্গীর লাশ টপকে কামরায় প্রবেশ করল। দু'জনকে যখমী করে পিছিয়ে পিছনের কামরার সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন নাসির। নীচে পড়ে মৃত্যুর শরবত পান করছিল তার এক সঙ্গী। বাকী দু'জন লড়ছিল আহত সিংহের মত। তাদের তীরে যখমী হয়েছিল আরও দু'জন খৃষ্টান।

নাসির চিৎকার দিয়ে বলছিলেনঃ 'আতেকা, আমার কথা শুন। জলদি কর আতেকা। আমার হুকুম অমান্য করা তোমার উচিৎ নয়।'

হঠাৎ খামোশ হয়ে গেল এ আওয়াজ। ছিদ্রপথে দুশমনের সে তীর, তরবারী দেখছিল আতেকা, যে তরবারী শেষ প্রতিশোধ নিচ্ছিল তার পিতার ওপর। এ ব্যথাকরুণ দৃশ্যে কাঁপছিল তার হৃদয়। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রুরাশি। দীল বসে যাচ্ছিল তার। বেহুশ হয়ে পড়েই যেত ও। কিন্তু পরিস্থিতির চিন্তায় অনেক কষ্টেও নিজকে সংযত রাখল।

হামলাকারীদের ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল ওতবা। তীর ছুঁড়তে চাইল আতেকা। আচম্বিত তীরের আওতা থেকে সরে গেল সে। সঙ্গীদের সে বললঃ 'তোমরা পাগল হয়েছ। এমন ব্যক্তিকে হত্যা করলে, যাকে গ্রেফতার করলে আমাদের অনেক উপকারে আসতো।'

এক ব্যক্তি দরজা ধাক্কা দিয়ে বললঃ 'এ কামরায়ও লোকজন রয়েছে।'

ঃ 'তুমি বেকুব।' ওতবা বলল। 'নারী ও শিশু ছাড়া এ কামরায় কেউ নেই। ওদের জিন্দা গ্রেফতার করতে হবে।'

ওতবার সঙ্গীদের দু'জনকে ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছিল আতেকা। কিন্তু ওতবার চেহারার বেশীর ভাগ ছিল ওদের আড়ালে। একটু দম নিয়ে আতেকাকে লক্ষ্য করে ওতবা বললঃ 'আমি জানি তুমি ভেতরে। তোমার তীরে নিহত হয়েছে আমাদের একজন দামী ব্যক্তি। আফসোস, তোমার পিতাকে বাঁচাতে পারলাম না। হয়ত তোমার মনে আছে তোমাকে ঘরে ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। তুমি ছাড়াও তোমার মা এবং অন্যান্য নারী ও শিশুদের এখন আমি আশ্রয় দিতে পারি। আবার চোখের পলকে ভেঙ্গে ফেলতে পারি এ দুয়ার। কিন্তু বিজয়ী লশকরের অত্যাচার থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে চাই। যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি। তুমি ছাড়াও স্পেনের হাজার হাজার মেয়েকে ধ্বংস থেকে আমি রক্ষা করতে চাইছি। তুমি বুদ্ধিমতী। স্পেনের মুসলমানদেরকে বরবাদীর হাত থেকে বাঁচাতে তোমার সাহায্য চাইছি। আমাকে বিশ্বাস কর। দরজা খুলে দাও। তোমাকে কয়েদী হিসেবে এ লশকরের সামনে পেশ করতে চাই না। সসম্মানে তোমায় ঘরে পৌছে দেয়ার জিম্মা আমি নিচ্ছি। তুমি থাকলে তোমার গাঁও নিরাপদ থাকবে। খোদার দিকে চেয়ে আমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস কর। নয়তো আমাদের দরজাই ভাঙতে হবে।'

কথা বলার সময় ওতবার সমগ্র চেহারা এল ওর সামনে। ও তীর ছুঁড়তে যাচ্ছিল, পেছনে শোনা গেল কারো পায়ের আওয়াজ।

ঃ 'আতেকা, আতেকা, তুমি।' ধরা গলায় বলল আবদুল্লাহ্। সাথে সাথেই তার কাঁপা হাত থেকে বেরিয়ে গেল তীর। আঘাত পেয়ে একদিকে সরে গেল ওতবা। চোখের পলকমাত্র। তার কাটা কান ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

তাড়াতাড়ি সিন্দুক থেকে নীচে নেমে এল ও।

ঃ 'আতেকা, আতেকা, তুমি কি করছ? খোদার দিকে চেয়ে একটু সাবধান হও। তোমার আম্মা কোথায়?'

ঃ 'আম্মা!' বিমূঢ়ের মত বলল ও। 'কেন তিনি নীচে যাননি?'

ঃ 'না, খোদার দিকে চেয়ে বল কোথায় তিনি?'

চঞ্চল হয়ে এগোল ও। কিন্তু জানালার কাছে কি যেন ঠেকল পায়ে। ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঃ 'চাচাজান, আম্মাজান এখানে আমি জানতাম না। ভেবেছিলাম তিনি নেমে গেছেন। যাবার আগে একবার আব্বাজানকে দেখতে চাইছিলাম কিন্তু তিনি শহীদ হয়ে গেছেন।'

তাড়াতাড়ি আম্মারাকে দু'হাতের উপর তুলে নিল আবদুল্লাহ।

ঃ 'তুমি জলদি নেমে যাও। আমি তোমার আম্মাকে রেখে যাব না। সময় নষ্ট করো না। ওরা দরজা ভাঙছে।'

বেরিয়ে যেতে যেতে ও বললঃ 'আপনি কি আম্মাকে নামাতে পারবেন?'

ঃ 'সে ভাবনা আমার। এখন কথা বলার সময় নয়।'

হাতে ধনু নিয়ে নামতে লাগল আতেকা। সিঁড়ির মাঝখানে এসে থেমে গেল হঠাৎ। তাকাল জানালার দিকে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে আবদুল্লাহ। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল, আবদুল্লাহ একা নয়। তাড়াতাড়ি নেমে গেল ও। পাঁচিলের আশপাশে কেউ নেই। ক'কদম পিছিয়ে খাদের কাছে এসে আবদুল্লাহর অপেক্ষা করতে লাগল ও।

আম্মারাকে কাঁধে তুলে সতর্ক পা ফেলে নেমে আসছিল আবদুল্লাহ। বুক কাঁপতে লাগল আতেকার। ধনুতে তীর গাঁথল সে। হঠাৎ জানালায় দেখা গেল আলো। জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে এক ব্যক্তি চিৎকার জুড়ে দিল। আতেকার ধনু থেকে বেরিয়ে গেল তীর। লোকটির হাতের মশাল গিয়ে পড়ল মাটিতে। ততোক্ষণে নীচে পৌঁছে গেছে আবদুল্লাহ।

ঃ 'আতেকা, গর্তে নেমে পড়।' বলল সে। 'এখন ওরা নিশ্চয়ই ধাওয়া করবে আমাদের। ডান দিকের জয়তুন গাছের ফাঁকের সড়ক নীচে চলে গেছে।'

কিছু না বলে হাঁটা দিল আতেকা। কিছুক্ষণের মধ্যে সংকীর্ণ পথে নেমে এল নীচে। আম্মারা তখনো বেহুঁশ। আতেকা বার বার শিরায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করছিলঃ 'চাচা, এখনো কেন আম্মার জ্ঞান ফিরছে না?'

ঃ 'বেটি, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু হিম্মতের সাথে কাজ কর।'

প্রায় আধ মাইল চলার পর আম্মারাকে মাটিতে শুইয়ে দিল আবদুল্লাহ।

ঃ 'আমাদের সংগীরা আশপাশেই কোথাও আছে। তুমি দাঁড়াও, আমি খুঁজে দেখছি।'

এক মহিলা পাশের ঝোঁপ থেকে মাথা বের করে বললঃ 'তোমরা অনেক দেরী করেছ। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, তোমরা না আবার অন্য পথে চলে গেছ।'

আম্মারাকে আবার কাঁধে তুলে নিল আবদুল্লাহ। শহরের পাশ দিয়ে মাইল তিনেক এগিয়ে গেল। পাহাড়ে চড়ছিল ওরা। অবসন্ন হয়ে এল আবদুল্লাহর শরীর। একটু পর পরই বিশ্রাম নেয়া জরুরী হয়ে পড়ছিল তার।

ওরা যখন পাহাড় চূড়ায়, সোব্‌হে সাদিকের আলো ফুটে উঠল আকাশে। দেখা যাচ্ছিল প্রভাত তারা। আম্মারাকে মাটিতে শুইয়ে আবদুল্লাহ বললঃ 'এবার আমরা খানিকটা বিশ্রাম করতে পারি। সামনের উপত্যকায় যে সব বস্তি আছে ওরা পালিয়ে না গিয়ে থাকলে আমরা সাহায্য পাব।'

ঃ 'আপনি পরিশ্রান্ত।' বলল আতেকা। 'অনুমতি পেলে বস্তির লোকদের ডেকে আনব। আম্মাজানের অবস্থা ভাল নয়, হয়তো ডাক্তারও পেয়ে যাব।'

ঃ 'বেটি।' ভারাক্রান্ত গলায় বলল আবদুল্লাহ। 'তোমাকে যেতে হবে না। নিজেই যাব আমি। ডাক্তার প্রয়োজন নেই তোমার মায়ের। কাঁধে নেয়ার সময়ই বুঝেছিলাম, জিন্দেগীর সফর তাঁর শেষ হয়ে গেছে। তোমার মতই সারা পথে মিথ্যা শান্তনা দিয়েছি নিজেকে। তোমার আব্বাজান তোমায় কাছে নিতে চাননি। কিন্তু তোমার আম্মা চাইছিলেন, জীবনে-মরণে থাকবেন তাঁরই সাথে।

ব্যথা ভরা দৃষ্টিতে ও কতক্ষণ মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মাথা তুলল আকাশের দিকে। দু'চোখে নেমে এল অশ্রুর বন্যা। আবদুল্লাহ বললঃ 'আমি যাচ্ছি। ভোর হল প্রায়। এখনো আমরা বিপদমুক্ত নই। তোমরা ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো না যেন।'

উপত্যকার দিকে হাঁটা দিল আবদুল্লাহ। কয়েক কদম পর হঠাৎ লুকিয়ে পড়ল ঝোঁপের আড়ালে। আতেকার দৃষ্টি ছিল মায়ের দিকে। কিন্তু আবদুল্লাহর লুকানোটা দেখল অন্য মহিলারা। এক অজানা বিপদের আশংকায় কেঁপে উঠল তাদের হৃদয়গুলো।

কেউ দরাজ কণ্ঠে বললঃ 'তোমরা কিল্লা থেকে পালিয়ে এলে লুকানোর প্রয়োজন নেই। তোমাদের কথা আমরা শুনেছি।' এর সাথেই আশপাশের ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আরো কয়েক ব্যক্তি। হামাগুড়ি দিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসছিল আবদুল্লাহ, উঠে দাঁড়াল সে।

ঃ 'তোমরা কারা?'

ঃ 'ভয় নেই, আমরা মুসলমান। এসেছি পাশের বস্তি থেকে।'

একজন এগিয়ে বললঃ 'কিল্লায় হামলা করা হয়েছে, তা তোমরা জান?'

ঃ 'হ্যাঁ, বিস্ফোরণের শব্দ শুনে অনুমান করেছিলাম। এরপর পাঁচিলে আলো দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে দক্ষিণের চৌকির দিকে রওনা হয়ে গেছেন আমাদের সর্দার। সকাল পর্যন্ত আশপাশের বস্তির স্বেচ্ছাসেবকরাও ওখানে পৌছে

যাবে।'

ঃ কিল্লার মুহাফিজদের এখন কোন সাহায্য ওরা করতে পারবে না।'

ঃ 'তার মানে কিল্লা দুশমনের হাতে চলে গেছে?'

ঃ 'দুশমনরা কিল্লা জয় করেনি, গাদ্দাররা ফটক খুলে দিয়েছে। আমাদের সাথে সালারের বিবির লাশ এবং তাঁর কন্যা রয়েছে।'

সওয়ার সঙ্গীকে বললঃ 'এখনি গ্রাম থেকে লোকজন নিয়ে এসো।'

তাড়াতাড়ি আতেকা বলে উঠলঃ 'আপনারা কি জানেন, দক্ষিণের চৌকিতে স্বেচ্ছাসেবকরা জমায়েত হচ্ছে?'

ঃ 'হ্যাঁ, আমাদের সর্দার এ হুকুমই দিয়েছিলেন তাদের। বিস্ফোরণের শব্দে সবগুলো বস্তিতে নাকাড়া বাজানো শুরু হয়েছিল।'

ঃ 'আপনারা আমায় একটা ঘোড়া দিতে পারবেন?'

ঃ 'আমাদের কাছে চারটে ঘোড়া আছে। সংবাদ আনা-নেয়ার জন্য একটা ঘোড়া দরকার না হলে সবগুলোই দিতে পারতাম।'

ঃ 'আমার একটা ঘোড়া প্রয়োজন। বাড়িতে খবর দিতে চাই। আম্মাজান এবং এদের সবাইকে আপনাদের গাঁয়ে পৌছে দিন।'

ঃ 'খবর দেয়ার জন্য আপনার যাবার প্রয়োজন নেই। এ দায়িত্ব আমি নিজের জিম্মায় নিচ্ছি।' বলল একজন। 'আপনি আমাদের সর্দারের ঘরে চলে যান। এরপর আপনি যেতে চাইলে গাঁয়ের সবাই আপনার সংগে যেতে প্রস্তুত থাকবে। আপনার আম্মার লাশ আপনার সাথেই বাড়ী পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে।'

এর সাথে একমত হল আবদুল্লাহ। কিন্তু আতেকা বললঃ 'না, এখুনি আমি যেতে চাই। আব্বা আম্মাকে ভিন্ন ভিন্ন কবর দিতে দেব না আমি। আমার একীন, আমরা কিল্লা আবার কব্জা করতে পারব। শহীদদের কবর হবে ওখানেই। আমি যেতে চাই এ জন্য, এলাকার লোকজন যদি দায়িত্ব পালনে গাফেল হয়ে থাকে, ওদের জাগাতে পারব। দুশমনকে আরো ক'দিন কিল্লায় থাকতে দিলে আমরা দ্বিতীয়বার কব্জা করতে পারব না। এরপর এ কিল্লা হবে আরেক 'সেন্টাফে।' দক্ষিণের সবগুলো পথ বন্ধ হয়ে যাবে তখন।'

স্বেচ্ছাকর্মীটি ঘোড়ার লাগাম তুলে দিল আতেকার হাতে। বললঃ 'যদি যেতেই চান, দেরী না করাই ভাল। আমিও যাব আপনার সংগে।'

মায়ের লাশে দৃষ্টি বুলিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হল ও। সংগীদের কিছু নির্দেশ দিয়ে নওজোয়ানও চলল তার সাথে। খানিকপর এক সংকীর্ণ ঘাটি অতিক্রম করার সময় ওরা শুনছিল উপত্যকায় নাকাড়া আর ঘোড়ার খুরের শব্দ।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পাহাড়ের কোলে দেখা যাচ্ছিল পদাতিক আর সওয়ার দল। হঠাৎ কিল্লার দিক থেকে ভেসে আসতে লাগল বিস্ফোরণের শব্দ। তাড়াতাড়ি ঘোড়া থামিয়ে পিছন ফিরে চাইল আতেকা। উত্তর আকাশ ছেয়ে যাচ্ছিল ধোঁয়ায়। ঘোড়া

ছুটিয়ে দিল ও। নীচে জমা হওয়া লশকরের মাঝে ছিল তার চাচা। চাচাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল ও। পাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে অশ্রু রোধ করছিল সাঈদ।

নিশ্চিন্তে তার কাহিনী শোনার সুযোগ হাশিমের ছিল না। কিল্লার ঘটনা তদন্তের জন্য যে ক'জন সওয়ার গিয়েছিল, দ্রুত ফিরে এল ওরা। ওরা বললঃ 'দুশমন কিল্লা খালি করে দিয়েছে।'

লশকরকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন হাশিম। খানিক পর সড়কের ডানে উঁচু পর্বত শৃংগে দাঁড়িয়ে ওরা দেখছিল কিল্লার দৃশ্য। মিলিয়ে গিয়েছিল ধুঁয়ার ছায়া। সে স্থানে ওপর দিকে উঠছিল লকলকে আগুনের শিখা। পাঁচিলের কোথাও বড় গর্ত। ফটকের সামনে দেখা যাচ্ছিল বিরাট স্তূপ। অধিকাংশ কামরার মত মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল সেই ঘর, যেখানে হাসি, আনন্দের দোলায় দুলেছিল আতেকার দিনগুলো। ছুটে কিল্লার ভেতর প্রবেশ করল ও। পালিয়ে যাওয়া ক'জন সিপাই জমা হল ওখানে। স্তূপের নীচ থেকে লাশ বের করা হচ্ছিল। নাসিরের লাশ থেতলিয়ে দিয়েছিল ওরা।

ভাইয়ের লাশ গাঁয়ে নিতে চাইলেন হাশিম। কিন্তু আতেকা বললঃ 'আর সব শহীদদের সাথে সমাহিত হবে আমার পিতা-মাতার লাশও।'

আম্মারার লাশ আনতে ক'জন লোক পাঠিয়ে দিলেন হাশিম। আসরের সময় স্বামীর পাশেই দাফন করা হল তাঁকে।

চাচার ঘরে সব সময়ই তার চোখে ভেসে থাকত এ বিরাণ কিল্লার ব্যাথাতুর দৃশ্য। পিতামাতার অন্তিম আবাসে ও সব সময়ই বিছিয়ে দিত মুক্তো দানার মত অশ্রু বিন্দু।

আজ উত্তরের উপত্যকা আর পাহাড়ে পাক খাওয়া সড়কের দিকে গভীর চোখে তাকিয়েছিল ও। অশ্রুরা পর্দা টেনে দিচ্ছিল চোখের সামনে।

ঃ 'আম্মাজান।' অনিরুদ্ধ কান্নার গমকে মনে মনে ও বলছিল, 'এ নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আমায় কেন একা রেখে গেলেন?'

সাথে সাথে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল সামনের রেলিংয়ের ওপর।

আশ্রয় বসতি

এ কিল্লা ধ্বংসের পর গ্রানাডায় রসদ পৌঁছার গুরুত্বপূর্ণ পথ সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ল। কাফেলা রাতের বেলা সড়ক পথে চলাচল করতে পারত। স্থানে স্থানে তীরন্দাজদের পাহারা বসাতে হত তাদের জন্য। পূবের পাহাড়ী পথ ছিল এর চেয়ে

সামান্য নিরাপদ। কিন্তু এত সংকীর্ণ এবং কঠিন ছিল সে পথ– কেবলমাত্র খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে মাল আনা নেয়া যেতো। উত্তরে ভিগার ফসলি জমিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল দুশমনের উপর্যুপরী হামলায়। আগে শহর থেকে বেরিয়ে জওয়াবী হামলা করা হত। সে প্রচন্ড আক্রমণে সেন্টাফে আর গ্রানাডার মাঝের চৌকিগুলো সরিয়ে নিতে বাধ্য হত ওরা। হতাশ কওমের মনে জেগে উঠত আশার আলো। হয়ত ক'হপ্তা বা ক'মাস পর অবরোধ তুলে নিতে ওরা বাধ্য হবে। শেষ হবে দুঃসময়ের। গ্রানাডায় খাদ্য আসার পথগুলি নিরাপদ হলে দুঃখের দিন শেষ হবে।

যারা মনে করতো শহীদি খুন বৃথা যাবে না, তারা ভাবতো-দুঃখ মুসীবতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বেরিয়ে আসবে গ্রানাডাবাসী। আতেকা ছিল এদের দলে।

দূর দূরান্তের এলাকা ঘুরে জিহাদের দাওয়াত দিতেন হামিদ বিন জোহরা। একেকবার বেরুলে অনেক দিন আর নিজের গাঁয়ে ফিরতেন না তিনি। জীবন বাজী রেখে যারা খাদ্য পৌঁছে দিত গ্রানাডায়, সাঈদ ছিল তাদের সাথে। সে কখনো হাশিমের ঘরে এলে আতেকাকে শুনাতো গ্রানাডাবাসীর সাহসের কাহিনী। একবার পাঁচদিন বস্তিতে ছিল না ও। সঙ্গীরা এসে বলল, ও খাদ্য নিয়ে গ্রানাডা পৌঁছুতেই শহরের বাইরে দুশমনের উপর জওয়াবী হামলা করেছিলেন মুসা। ফিরে না এসে সাঈদ চলে গেছে লড়-াইয়ে। পাঁচদিন পর গাঁয়ে ফিরে হাশিমকে ও জানাল, তার তিন ছেলেই নিরাপদে আছে। ওবায়েদ এবং আমীন সিপাহসালারের ঝটিকা বাহিনীতে যথেষ্ট নাম করেছে। রক্ষী বাহিনীর একটা দলের সালার হয়েছে ওমর। ও বলেছে, সুযোগ পেলে কিছু সময়ের জন্য বাড়ী আসবে।

এক রাতে নিজের কামরায় বসে বই পড়ছিল আতেকা। চাকরাণী এসে বললঃ 'সাঈদের আব্বাজান এসেছেন, সাঈদ ভাইও এসেছেন তার সাথে।'

সাধারণতঃ দু'এক হপ্তা পর ফিরে এলে প্রথমেই আতেকার খোঁজ নিতেন হামিদ বিন জোহরা। বই বন্ধ করে ও তাড়াতাড়ি নীচে চলে এল। খানিক পর। ও দাঁড়িয়েছিল কামরার ছোট্ট দরজার কাছে। কানে এল হামিদ ও হাশিমের কথা বলার আওয়াজ। একটু থেমে সসঙ্কোচে ভেতরে প্রবেশ করল ও। হাশিম ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'তুমি যাও আতেকা। আমরা কিছু জরুরী কথা বলছি।'

ফিরে যাচ্ছিল ও। হামিদ বললেনঃ 'না বেটি, তুমি বস। সাঈদের সামনে যা বলা যায়, তোমার সামনেও তা বলা যাবে।'

হাশিমের দিকে চাইল আতেকা। তার হাতের ইশারা পেয়ে বসে পড়ল হামিদের কাছে। মাথা নুইয়ে কিছুক্ষণ ভেবে হামিদ বললেনঃ 'গ্রানাডার বর্তমান অবস্থা ততোটা খারাপ নয়। মুসা প্রমাণ করলেন, এ মরো মরো অবস্থায়ও পূর্বসুরীদের মান আমরা রাখতে পারি। কিন্তু শীত শুরু হল বলে। বরফপাত শুরু হলে গ্রানাডায় রসদ পৌঁছার ছোটখাট পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে। মুসা ভয় করছেন, বাইরের কোন সাহায্য না এলে

অবরোধ দীর্ঘ হবে। এতে বিপদে পড়বে গ্রানাডাবাসী। সমুদ্রের ওপারের যেসব মুসলিম দেশে দূত পাঠানো হয়েছিল ওরাও ফিরে আসেনি। সন্দেহ করা হচ্ছে, ওরা সাগর পেরুতে পারেনি। খৃষ্টানরা গ্রেফতার করেছে হয়ত। তিনি চাইছেন, আমি যেন উত্তর আফ্রিকা এবং তুরস্কের শাসকদের কাছে তার পয়গাম নিয়ে যাই।'

ঃ 'মুসার সাথে দেখা করেছিলেন?'

ঃ 'না, তিনি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।'

ঃ 'আপনি সফরে ছিলেন, চিঠি পেলেন কিভাবে?'

ঃ 'সাঈদ এনেছে। দেরী না করেই আমি রওয়ানা হতে চাই।'

ঃ 'গ্রানাডা থেকে এসে তো মুসার চিঠির কথা আমায় বলনি!' সাঈদের দিকে তাকিয়ে বললেন হাশিম।

ঃ 'চিঠির কথা কাউকে বলতে তিনি আমায় নিষেধ করেছিলেন।'

ঃ 'এবার আমার এখানকার কাজ আপনাকে করতে হবে।' হামিদ বললেন।

ঃ 'গ্রানাডাবাসীর আভ্যন্তরীণ কোন্দল, আবু আবদুল্লাহর অযোগ্যতা এবং গাদ্দারদের একের পর এক ষড়যন্ত্রের ফলে দক্ষিণের স্বাধীন কবিলাগুলো নিরাশ হয়ে গেছে। ঐসব এলাকা থেকে রসদ আসতে থাকলেই কেবল লড়াই চালিয়ে যেতে পারতেন মুসা। আপনি ওদের বোঝাতে পারবেন যে, গ্রানাডাবাসী যদি আমাদের ব্যাপারেও হতাশ হয়ে যায়, আবু আবদুল্লাহর দরবারে ওদের দল ভারী হয়ে যাবে। মুসা লিখেছেন, কিছু নেতৃবন্দ আবু আবদুল্লাহকে অস্ত্র সমর্পণের পরামর্শ দিচ্ছে। তাদের সমর্থন করছে বেশ ক'জন প্রসিদ্ধ আলেম। আমি যাচ্ছি এ আশায়, ভায়েরা আমাদের নিরাশ করবে না। গ্রানাডার গৃহবিবাদে ওদের মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু ফার্ডিনেন্ডকে পরাজিত করা লাখ লাখ মুসলমানের অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে মনসুরকে দেখাশুনা করবেন আপনি। আমার বিশ্বাস, সাঈদকেও নিজের ছেলের মত মনে করবেন। 'আমি শীঘ্রই রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি', চিঠি পেয়েই এ খবর দিয়ে জাফরকে মুসার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ঃ 'আমার দোয়া থাকবে আপনার সঙ্গে। কিন্তু আপনার কি মনে হয়, বাইরের মুসলমানরা আমাদের সাহায্য করবে? আর সে আশায় লড়াই চালিয়ে যাবে গ্রানাডাবাসী?'

ঃ 'আমরা আল্লাহর সাহায্য পাবার উপযুক্ত হলে, আমাদের নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। গ্রানাডাবাসীকে তো অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্য করতেই হবে। আবু আবদুল্লাহর নেতৃত্বে ওরা লড়ছে তখত-তাজের হিফাজতের জন্য নয় বরং নিজের অস্তিত্বের জন্য। ওরা জানে, সাহস ও হিম্মত হারালে স্পেনের কোথাও তাদের আশ্রয় হবে না। হাশিম! তোমার নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। আজো ইসলাম দুনিয়ার সবচে' বড় শক্তি। আমাদের তুর্কী ভাইয়েরা ইউরোপের অহংকার মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সাথে। পোলান্ড আর অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে ওদের বিজয়ের সয়লাব। কস্তনতুনিয়ায় ইসলামের বিজয়

নিশান উড়েছে ওদের হাতে। রোম উপসাগরে ওদের যুদ্ধ জাহাজ ইটালী আর তিউনেশিয়ার উপকূলে আগুন ঝরাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, ওরা স্পেনের উপকুলের দিকে যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এলে পুরো জাতি নতুনভাবে জেগে উঠবে। দু'চার দিনের মধ্যেই আমাদের সাহায্যে ওরা এসে যাবে এমন দাবী করতে পারি না। তবে গ্রানাডাবাসী বিজয় অথবা শাহাদাত ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ না করলে নিশ্চয়ই আসবে ওরা। নিরাশার আঁধারে যে কাফেলা আশার প্রদীপ জ্বেলে রাখে, প্রভাত রশ্মি শুধু তাদের জন্য। সাহায্য ও বিজয়ের মালিকের কাছে দোয়া কবুল না হওয়া পর্যন্ত আশা আর সাহসের প্রদীপে খুন ঢেলে দেয়া গ্রানাডাবাসীর জন্য ফরজ। শাহাদাতই একজন মুসলমানের বিজয়ের পথ। গ্রানাডার জনতাকে নিয়ে ভয় নেই। অপমানকর গোলামীর পরিবর্তে সম্মানজনক মৃত্যুর পথ ওদের দেখানো যায়। স্পেনের উপকূল পর্যন্ত আমি ঘুরে এসেছি। দেখেছি সে সব শহর আর বস্তি, যাদের সম্পর্কে বলা হয় ওরা খৃষ্টানদের গোলামী কবুল করে নিয়েছে। কিন্তু আমি একথা নিশ্চিত করে বলতে পারি, ওদের বুক থেকে এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি আজাদীর স্বপ্ন ও আকাংখা। দিগন্তে আশার হালকা মেঘের আনাগোনা দেখলেই আবার জেগে উঠবে ওরা। সময়ের পরিবর্তনকে যারা ভাগ্য গড়ার সুযোগ মনে করে সে সব নেতাদের নিয়েই আমার ভয়। সেসব লোকদেরও আমি ভয় পাই, যারা ভাবে, তলোয়ার ছেড়ে দিলে শান্তির পয়গাম নিয়ে আসবে ফার্ডিনেন্ড। নিরাপদ থাকবে সহায় সম্পদ। নিশ্চিন্তে ওরা ঘুমুতে পারবে খৃষ্টানদের পাহারায়।

কখনো যদি মনে কর এসব আত্মপ্রবঞ্চিত লোকদের দল ভারী হয়ে গেছে, গ্রানাডায় গিয়ে ওদের সঠিক পথে আনার চেষ্টা করো। গ্রানাডার স্বাধীনতাকামী জনগণ আর সত্যপন্থী আলেমদের পাবে তোমার পাশে। এবার তোমার কাছে অনুমতি চাই বেরুবার। একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া আমার এ অভিযানের কথা কাউকে বলবে না। আতেকা, তুমিও সতর্ক থেকো।'

উঠে দাঁড়ালেন হামিদ।

ঃ 'আপনি সকালেই যাবেন?' হাশিম বললেন।

ঃ 'না, এখুনি যাচ্ছি। বাড়ীতে আমার ঘোড়া প্রস্তুত।'

ঃ 'আর কে যাবে আপনার সাথে?'

ঃ 'এখান থেকে একা যাব। সামনের গ্রাম থেকে কাউকে সাথে নিয়ে নেব।'

ঃ 'চলুন আপনাকে আপনার বাড়ী থেকে বিদায় দেব।'

এর সব কিছু ওর চোখের সামনে ঘুরছিল। চোখে অশ্রু, ঠোঁটে মৃদু হাসি টেনে ও বিদায় দিচ্ছিল হামিদকে। নিজের কামরায় এসে সিজদায় পড়ে ও দোয়া করছিল এ মহান মানুষটির জন্য।

হামিদ বিন জোহরার চলে যাবার পর গ্রানাডায় কয়েক সপ্তাহ রসদ পাঠানোর অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন হাশিম। শীতের শুরুতে বৃষ্টি আর বরফপাতের দরুণ

পাহাড়ী পথে চলাচল কঠিন হয়ে পড়ল। অপরদিকে দুশমনের আকস্মিক হামলার তীব্রতাও বাড়তে লাগল। তার কাজে অসম্ভব পরিবর্তন দেখতে লাগল আতেকা।

এ সময়ে দু'বার বাড়ী এল ওমর। প্রথমবার দু'দিন অবস্থান করেছিল। গ্রানাডার অসহায়ত্বের যে কাহিনী সে বলল, তা ছিল দারুণ হতাশাব্যঞ্জক। দ্বিতীয়বার এসেছিল রাতে। আতেকা শুনেছিল গ্রানাডার দু'জন কর্তা ব্যক্তি এসেছে তার সাথে।

গ্রানাডার বর্তমান অবস্থা শোনার জন্য ও ছিল পেরেশান। কিন্তু ওমরের সাথে কথা বলার সুযোগ পেলনা। সঙ্গীদের মেহমানখানায় পৌঁছে দিয়ে ওমর পিতাকে সংবাদ পাঠাল যে, উজিরে আজমের পক্ষ থেকে ওরা জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছে। খবর পেয়ে হাশিম তাড়াতাড়ি মেহমানখানায় চলে গেলেন।

একটু পরে উঠানে দাঁড়িয়ে চাকরদেরকে ওমর বললঃ 'তাড়াতাড়ি খানা তৈরী কর। ঘোড়াগুলোকেও খাইয়ে দাও। জীন খোলার দরকার নেই। খেয়েই চলে যাব আমরা। আব্বাজানের ঘোড়াও তৈরি কর। তিনিও যাবেন আমাদের সাথে।'

চরম উৎকণ্ঠায় চাচীর দিকে তাকিয়ে রইল আতেকা।

ঃ 'চাচীজান, ওমরের চেহারা বলছে, কোন ভাল খবর নিয়ে সে আসেনি। উজিরে আজমের দূত রাতেই যদি চাচাকে নিয়ে যায়, তার মানে, গ্রানাডায় নিশ্চয়ই কোন কিছু ঘটেছে।'

ঃ 'বেটি, অতটা পেরেশান হয়ো না। ওমরকে তুমি চেন। সব কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ওর স্বভাব। খারাপ কিছু হলে এসেই বাড়ী মাথায় তুলে নিত। তুমি কিছু ভেব না। গুরুত্বপূর্ণ কথা হলে আমায় না বলে তোমার চাচা গ্রানাডা যেতেন না। আমীন ও ওবায়েদের কথাও তাকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি।'

একটু পর একরাশ উদ্বেগ নিয়ে কামরায় ফিরে যাচ্ছিল আতেকা। দোতলায় সিঁড়ির মুখে দরজা। দরজার দু'কদম নীচে শোবার ঘর আর মেহমানখানার মাঝে চাকরদের রুমের ছাদ বরাবর ছোট্ট জানালা। জানালার সামনে থামল ও। সন্তর্পণে খুলে ফেলল জানালার ছিটকিনি। ছাদে নেমে এগিয়ে গেল আলতো পায়ে। ছাদের একপ্রান্ত ঠেকেছে মেহমানখানার পেছনের লাগোয়া ছোট ঘুলঘুলির সাথে। একটা খোলা। তাতে ভেতরের আবছা আলো দেখা যাচ্ছিল। দেয়াল পুরু হওয়ায় মেঝেয় দেখা গেল না, শুধু শব্দ শুনতে পেল ও। কেউ বলছিলঃ 'দেখুন, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ না হলে এই রাতে উজিরে আজম আপনাকে তকলীফ দিতেন না। চিঠিতে বিস্তারিত লিখতে পারেননি। পরিস্থিতি কিছুটা হলেওতো আঁচ করতে পারছেন। গ্রানাডাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর এই শেষ সুযোগ। এ সুযোগ হারালে ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের ক্ষমা করবে না।'

ঃ 'আবুল কাশিমের হুকুম তামীল করতে তো অস্বীকার করিনি।' হাশিমের কণ্ঠ। 'আমি গ্রানাডা যেতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি যদি চান এ এলাকার সবগুলো কবিলার পক্ষ থেকে কোন জিম্মা গ্রহণ করি, তবে এলাকার সর্দারদের সাথে আমাকে পরামর্শ করতে

হবে।'

ঃ 'জনাব, আপনি পালন করতে পারবেন না এমন কোন দায়িত্ব দিতে উজিরে আজম আপনাকে ডেকে পাঠাননি। তিনি শুধু নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করতে চাইছেন। আপনি তার সমর্থন না করলে তাকে তো আপনার সমর্থক বানাতে পারেন। আপনার সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেন বলেই তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

ঃ 'ঠিক আছে, আমি প্রস্তুত।'

ওমর বললঃ 'আব্বাজান, আমার বিশ্বাস ছিল আপনি অস্বীকার করবেন না। এজন্য আগেই আমি আপনার ঘোড়া তৈরী করতে বলে দিয়েছিলাম।'

ঃ 'তোমার ভায়েরা ভাল আছে, একথা বলে তোমার মাকে শান্তনা দাওগে।'

কামরায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি নিজের কামরার দিকে হাঁটা দিল আতেকা। মনের বোঝা অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। ও নিজকে এই বলে শান্তনা দিচ্ছিল যে, উজিরে আজম হয়তো দুশমনের উপর চরম আঘাত হানবে এজন্য পরামর্শ চাইছে নেতাদের। কিন্তু ও ভেবে পাচ্ছিল না, মুসার পয়গাম উজিরে আজমের পক্ষ থেকে এল কেন, চাচার গড়িমসিরই বা কারণ কি?

হাশিম গ্রানাডা গেছেন দশদিন পেরিয়ে গেছে। গ্রামের কারো জানা ছিল না কি হচ্ছে ওখানে। এর মধ্যে একবারও গ্রামে আসেনি সাঈদ। মনসুর প্রতিদিন আতেকাদের ঘরে এলেও তার ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারত না। একদিন জোবায়দাকে ডেকে সাঈদ বাড়ী এলেই এখানে পাঠিয়ে দেয়ার তাগিদ দিল আতেকা।

দু'দিন পর। ফজরের নামাজ শেষ করেছে আতেকা। মনসুর দৌড়ে কামরায় প্রবেশ করে বললঃ 'মামা এসেছেন।'

ঃ 'এখন কোথায়?'

ঃ 'মসজিদে লোকদের সাথে কথা বলছে, এখুনি এখানে আসবে।'

মনসুরের সাথে দ্রুত নীচে নেমে এল আতেকা। বারান্দা থেকে চাচীর কামরায় উঁকি মেরে দেখল। তিনি কোরান তেলাওয়াত করছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠান পেরিয়ে দেউড়ির কাছে গিয়ে সাঈদের অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পর সাঈদকে দেখা যেতেই কয়েক পা বাঁয়ে সরে দাঁড়াল আতেকা। সাঈদ কাছে এসে বললঃ 'গভীর রাতে তোমার খবর পেয়েছি। তুমি খুব পেরেশান। বলতো কি হয়েছে?'

ঃ 'তুমি গ্রানাডা গিয়েছিলে?'

ঃ 'না, সময় পাইনি। আলফ্রাজ্জরাতে খুব ব্যস্ত ছিলাম। ওখানে আমাকে স্বেচ্ছাসেবক ভর্তি করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।'

ঃ 'তুমি কি জান, গ্রানাডায় গুরুতর কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে?'

ঃ 'আমি শুধু জানি যে, অল্প ক'দিনের মধ্যেই শহর থেকে বেরিয়ে দুশমনকে হামলা করবেন মুসা। এর পর সাগর তীর পর্যন্ত বিজিত এলাকার জনগণ দুশমনের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়বে। গ্রানাডা এখন যে বিপজ্জনক অবস্থায় আছে তাতে ছোটখাট হামলা এখন আর যথেষ্ট নয়।'

ঃ 'তুমি না একদিন বলেছিলে আবু আবদুল্লাহ এবং তার মন্ত্রী এ লড়াইয়ের ফলাফলে ততোটা আশাবাদী নয়। সম্ভব হলে ওরাই লড়াই বন্ধ করে দেবে?'

ঃ 'হ্যাঁ, গ্রানাডার জনগণও তাই মনে করে। কিন্তু মূসার উপস্থিতিতে তা সম্ভব নয়।'

ঃ 'তুমি কি জান, গত দশদিন থেকে চাচা হাশিম গ্রানাডায় অবস্থান করছেন?'

ঃ 'বাড়ী এসে শুনেছি।'

ঃ 'কিন্তু তুমি জান না, উজিরে আজমের আহ্বানে তিনি গ্রানাডা গিয়েছেন। তার পয়গাম নিয়ে দু'ব্যক্তি এসেছিল। কি এক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছে। ওমরও ছিল তার সাথে।'

ঃ 'এতে পেরেশানীর কি আছে। তোমার চাচার চিন্তাধারা সিপাহ্সালারের চেয়ে ভিন্ন নয়। তিনি উজিরে আজমকে কোন ভুল পরামর্শ দিতে পারেন না।'

ঃ 'লড়াইয়ের প্রশ্ন হলে উজিরে আজমের নয়, পয়গাম আসা উচিৎ ছিল মূসার পক্ষ থেকে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, মূসার প্রভাব খর্ব করার জন্য সমাজের নেতাদের হাত করতে চাইছে আবুল কাশিম।'

ঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে এমনটি ভাবাও আমাদের অনুচিত। মনে এমন চিন্তা এলেও তোমার চাচার কানে দেয়ার দুঃসাহস বোধহয় দেখাবে না। তোমার চাচার সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন হয়ত এজন্য যে, পরিস্থিতি তাকে মূসার মন নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। দুশমনকে শেষ আঘাত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কওমের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা। সন্ধির ব্যাপারে তোমার চাচার সাথে আলাপ করা যাবে, এতটা সে ভাবতে পারে না।'

ঃ 'তুমি এখানে থাকলে আমি এত পেরেশান হতাম না। কত কল্পনা এসে বাসা বাঁধে আমার মনে। কখনো ভাবি দীর্ঘ লড়াইয়ে হতাশ হয়ে ফৌজের এক অংশ হয়ত সন্ধির পক্ষে চলে গেছে। মূসাকে পথ থেকে সরানোর জন্য আবার না জানি কোন ফন্দি আঁটছে ওরা।'

ঃ 'সন্দেহের তো কোন চিকিৎসা নেই।' মৃদু হেসে বলল সাঈদ। 'তোমার শান্তনার জন্য এদ্দুর বলাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার চাচা গ্রানাডা রয়েছেন?'

ঃ 'আমি চাচাকে সন্দেহ করছি না। তবে গত ক'হপ্তায় তার কাজে বিরাট পরিবর্তন দেখেছি। দাওয়াতের কাজেও ভাটা পড়েছে। লড়াই বাদ দিয়ে তিনি এখন ছেলেদের নিয়েই বেশী ভাবছেন।'

ঃ 'আতেকা, সব পিতাই তো ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাবে।'

ঃ 'প্রথম দিকে কেউ একটু নিরাশ হলেই তিনি রেগে যেতেন। দুশমনকে ভয় পেত

বলে ওমরের উপর তিনি নারাজ ছিলেন। কিন্তু এখন ওমর তার সামনে মুসার সমালোচনা করলেও তিনি নীরব থাকেন।'

ঃ 'তিনি জানেন ওমর বেকুব।'

ঃ 'আবুল কাশিমের দূত এসেছে ওমরের সাথে। এ কি কম আশ্চর্যের কথা!'

ঃ 'আতেকা, যথার্থই তুমি পেরেশান হচ্ছ। কেন বুঝছ না গ্রানাডার কোন দূতকে পথ দেখিয়ে আনার জন্য কাউকে না কাউকে দরকার। নিজের বাড়ীর পথও দেখাতে পারবে না, তোমার চাচার ছেলে অতটা বেকুব নয়।'

হেসে উঠল আতেকা। মন অনেকটা হালকা হল তার।

ঃ 'চলো, চাচীকে সালাম করব।' বলেই এগিয়ে গেল সাঈদ।

পরদিন। হাশিম গ্রানাডা থেকে ফিরে এলেন। সংবাদ পেয়েই সাঈদ পৌছল ওখানে। শুয়েছিলেন তিনি। সালমা ও আতেকা তার কাছে বসে ছিল। সাঈদের জন্য চেয়ার ছেড়ে একটু পিছিয়ে গেল আতেকা। বসতে বসতে সাঈদ বললঃ 'এইমাত্র মনসুর আমায় বলল, আপনি গ্রানাডা থেকে এসেছেন। শুনেই চলে এসেছি। আপনি কখন এলেন?'

ঃ 'এইতো কিছুক্ষণ হল।' ক্লান্ত স্বরে জওয়াব দিলেন তিনি।

ঃ 'আপনার শরীর কেমন?'

ঃ 'বড় ক্লান্ত। গ্রানাডায় বিশ্রামের মোটেই সুযোগ পাইনি।'

ঃ 'অনেক দেরী করে ফিরেছেন। চাচীজান খুব চিন্তা করছিলেন।'

ঃ 'ভেবেছিলাম দু'দিন থেকেই ফিরে আসব। কিন্তু গ্রানাডার পরিস্থিতি আমাকে থাকতে বাধ্য করেছে।'

ঃ 'চাচীজান বলছিলেন, ওখান থেকে দু'ব্যক্তি এসে হঠাৎ করেই আপনাকে নিয়ে গেছেন।'

ঘাড় বাঁকিয়ে সালমার দিকে তাকালেন হাশিম। আবার সাঈদের দিকে ফিরে বললেনঃ 'উজিরে আজম আমায় ডেকেছিলেন। দুর্ভিক্ষে গ্রানাডার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ওরা শীতের শেষ পর্যন্ত শহর অবরোধ করে রাখলে হাজার হাজার মানুষ না খেয়েই মরে যাবে। লশকরের ভেতরও জনগণের মত বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। মুসার পরামর্শ অনুযায়ী শহর থেকে বেরিয়ে পূর্ণ শক্তিতে ওদের আক্রমণ করা দরকার। কিন্তু নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করছেন।'

ঃ 'আপনাকে তো ডেকে পাঠিয়েছিলেন উজিরে আজম। তিনিও কি মুসার বিরোধিতা করছেন?'

ঃ 'না, চূড়ান্ত আঘাত হানার পূর্বে দুশমনের জন্য আরো ক'টা রণক্ষেত্র তৈরী করতে চাইছেন তিনি। এতে ওরা দুর্বল হয়ে যাবে। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেছেন,

গ্রানাডাবাসীর বোঝা হালকা করার জন্য পাহাড়ী কবিলাগুলো কদ্দুর সহযোগিতা করবে। আমি বলেছি, নিজের এবং প্রতিবেশী কবিলাগুলোর জিম্মা আমি নিতে পারি। অন্য সব কবিলার জন্য তাদের সর্দারদের প্রয়োজন। হুকুমতের দূত এতক্ষণে ওদের কাছে রওয়ানা হয়ে গেছে।'

ঃ 'কবিলাগুলো আমাদের কখনো নিরাশ করেনি। এখনো গ্রানাডা সামান্য যা সাহায্য পায় তা ওদেরই ত্যাগের ফলে। মুসার সাথে আপনার দেখাহয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছেন, হাতিয়ার ছেড়ে দিলে যে বিপদ আসবে, গ্রানাডাবাসীকে তা জানিয়ে দাও। এজন্যই আমি তাড়াতাড়ি আসতে পারিনি।'

খানিক ভেবে সাঈদ বললঃ 'যদি মনে কিছু না করেন একটা প্রশ্ন করব।'

ঃ 'বলো।'

ঃ 'সুলতান আবু আবদুল্লাহ এবং আবুল কাশিম মুসাকে বাদ দিয়ে তো আবার কোন বিপজ্জনক ফয়সালা করে বসবে না?'

ঃ 'তাদের ব্যাপারে এমনটি কল্পনাও করতে পারি না। তবুও আমার ভয় হচ্ছে, বাইরের বড় ধরনের কোন সাহায্য না পেলে যুদ্ধবিরোধীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তোমার আব্বাজানের কোন পয়গাম এখনো পাইনি। আল্লাহ মালুম কোথায় আছেন তিনি। আমাকে দেখেই মুসা তার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন, ফিরবেন খুব শীঘ্রই– এর বেশী তাকে কিছু বলতে পারিনি। বেটা, দোয়া করো তিনি যেন সফল হন। তুর্কীদের কাছ থেকে কয়েকটা জংগী জাহাজ আনতে পারলে গ্রানাডাবাসীর মধ্যে দেখবে নতুন উদ্দীপনা। তখন দেখবে স্পেনের প্রতিটি মুসলমানের ঘর এক একটা মজবুত কিল্লা। সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছি, তার ফেরা পর্যন্ত কওম যেন দুশমনের সামনে টিকে থাকে। কিন্তু কওমের শিরায় আজ আর বেশী খুন নেই।'

ঃ 'আপনি হতাশ হবেন না। আমার বিশ্বাস, আব্বাজান খুব শীঘ্রই ফিরে আসবেন। তিনি না আসা পর্যন্ত গ্রানাডাবাসীও লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে।'

ঃ 'খোদা যেন তোমার আশা পূর্ণ করেন। কওমের ভবিষ্যৎ চিন্তা করলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সাঈদ। উঠানে আতেকা তার অপেক্ষা করছিল। সাঈদ তার কাছে থেমে বললঃ 'সত্যি বলতো আতেকা, চাচাকে নিয়ে কি এখনো তোমার দুশ্চিন্তা।'

ঃ 'না, তাকে নিয়ে আর কোন দুশ্চিন্তা নেই। আমিতো কেবল ওমরকে নিয়েই পেরেশান ছিলাম।'

ঃ 'কথাবার্তায় মনে হল গ্রানাডার পরিস্থিতিতে তিনি উৎকণ্ঠিত। এজন্য আজই ওখানে যেতে চাই আমি। জনাপঞ্চাশেক স্বেচ্ছাসেবক খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আজ সন্ধ্যা

নাগাদ এখানে পৌছবে। আমিও যাব তাদের সাথে। ওখানে গিয়েই পরিস্থিতি তোমায় জানাব।'

ঃ 'কিন্তু গ্রানাডার কোন পথ এখন নিরাপদ নয়।'

ঃ 'আমি জানি। কিন্তু এটাও ঠিক, দুশমনের ঝটিকা বাহিনী গত ক'হপ্তায় যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেছে। এখন রাতে এ এলাকায় পা রাখতে ভাববে, প্রতিটি ঝোপ আর পাথরের আড়ালে আমাদের লোকজন লুকিয়ে আছে। যে কোন বাঁকেই হয়ত শুরু হবে তীর বৃষ্টি। গ্রানাডা সড়কের শেষ ক'মাইল আমাদের জন্য বিপজ্জনক ছিল। সে পথ ছেড়ে দিয়েছি। গাড়ীর পরিবর্তে খচ্চরের পিঠে মাল বোঝাই করে এখন সংকীর্ণ পথে গ্রানাডা যাই, সেখানে দুশমন বাঁধা দিতে পারে না। কোন্ পথে রসদ আসছে, কখন পৌছবে ফৌজকে তা জানানো হয়। শহরের আশপাশে আক্রমণের ভয় হলে কাফেলার হিফাজতের জন্য সিপাইদের পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

ঃ 'আমি গ্রানাডার ব্যাপারে দারুণ পেরেশান। আপনি একটু জলদি ফিরে আসার চেষ্টা করবেন।'

আতেকার ধারণা ছিল গ্রানাডার বিপজ্জনক পরিস্থিতি হাশিমকে নিশ্চিন্তে ঘরে বসতে দেবে না। বরং নতুন উদ্যমে পাহাড়ী কবিলাগুলোর কাছে জিহাদের দাওয়াত দেবেন তিনি। কিন্তু জিহাদের দাওয়াত তো দূরের কথা, ঘর থেকেই বেরুতে চাইতেন না তিনি।

গ্রানাডা সম্পর্কে বিভিন্ন গুজব শুনে আশপাশের গ্রামের লোকজন আসত তার কাছে। সবাইকে একটা কথাই তিনি বলতেনঃ 'বুড়োদের কথার চাইতে গ্রানাডার প্রয়োজন নওজোয়ানের খুন। তোমরা আরো রক্ত ঢালতে পারলে এখানে না এসে চলে যাও গ্রানাডা। আর না হয় দোয়া কর, বাইরের কেউ যেন তোমাদের সাহায্যে পৌছে যায়। গ্রানাডার নেতাদের সাথে আমি দেখা করেছি। মুসলিম রাষ্ট্র নেতাদের সাহায্য চাইতে গেছেন হামিদ বিন জোহরা। একথা এখন আর ওদের কাছে গোপন নেই। তিনি সফল হবেন এ আশা নিয়ে ওরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে যাবে একথা আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি। কিন্তু দুর্ভিক্ষে গ্রানাডার অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। এজন্য হামিদ বিন জোহরার তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্য দোয়া কর তোমরা। দোয়া কর গ্রানাডার নেতারা যেন এমন কোন ভুল না করে বসেন, যাতে আমাদের পস্তাতে হয়।'

হাশিমের স্ত্রীও চিন্তিত ছিলেন। আতেকাকে তিনি বলতেনঃ 'বেটি, চাচার জন্য দোয়া করো। তিনি কখনো তো সাহস হারাদের দলে ছিলেন না। কোন দুশ্চিন্তা হয়তো তার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে। রাতভর বিছানায় কেবল এপাশ-ওপাশ করেন। অন্ধকারে ঘরময় পায়চারী করেন কখনো কখনো।'

ঃ 'চাচীজান', শান্তনার স্বরে বলতো আতেকা। 'কওমের প্রত্যেক কল্যাণকামী ব্যক্তিই এখন উৎকণ্ঠিত। যারা আজাদীর বিনিময়ে শান্তি চায়, গ্রানাডায় থাকার সময়

তাদের কারো কথায় চাচা হয়তো ব্যথা পেয়েছেন। সাঈদের আব্বার কোন খবর নেই, তার উদ্বেগের এও একটা কারণ। আমার বিশ্বাস, তিনি কোন সুখবর নিয়ে এলে চাচাজান আবার সাহস ফিরে পাবেন।'

গ্রানাডায় যাবার এক সপ্তাহ পরও কোন সংবাদ পাঠায়নি সাঈদ। একদিন মুসাকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল নানান গুজব। কেউ বলছিলঃ 'আবু আবদুল্লাহর দরবার থেকে নিরাশ হয়ে একাই শত্রুকে হামলা করেছিলেন তিনি। দুশমনের ব্যূহ চিরে চিরে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছেন।' কেউ আবার বলছিলঃ 'দু'হাতে দুশমন হত্যা করতে করতে নদী পারে পৌঁছে ছিলেন মুসা। মারাত্মক আহত অবস্থায় ঘোড়াসহ লাফিয়ে পড়েছিলেন নদীতে। অন্ধকারে তার লাশ আর ভেসে উঠেনি।' অনেকে বলছিলঃ 'একাকী দুশমনের সাথে লড়তে লড়তে তিনি পাহাড়ে চলে গেছেন। পাহাড়ী কবিলাগুলোর ফৌজ নিয়ে ফিরে আসবেন আবার।'

কিন্তু পরদিন সারা গাঁয়ে খবর রটল দুশমনের দেয়া সন্ধির সব শর্ত আবু আবদুল্লাহ মেনে নিয়েছে। এর তিনদিন পর ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা হাশিমের ঘরে এল সাঈদ। উঠানে রোদ পোহাচ্ছিলেন হাশিম। পাশে বসেছিলেন সালমা। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এল সাঈদ। হাশিম উঠে বসলেন। নীরবে একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরছিল সাঈদের দু'চোখ বেয়ে। অসহায়ের মত দৃষ্টি নামিয়ে আনলেন হাশিম।

ঃ 'বসো, বাবা।' সালমা বললেন।

হাশিমের পাশে বসল ও। সালমার এতীম ভাতিজী খালেদা। পাঁচ বছরের শিশু। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আতেকাকে ডাকছিলঃ 'আপা তিনি এসেছেন। মনসুরের মামা এসেছেন আপা।'

কক্ষ থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এল আতেকা। ওদের কাছে এসে থামল। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো লাল করে ফেলেছিল ও। ফ্যাকাশে চেহারা।

সালমার হাতের ইশারায় তার কাছে বসল সে। নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

ঃ 'সাঈদ, কি হবে এখন?' ধরা গলায় সালমা প্রশ্ন করল।

ঃ 'চাচীজান, আমার মনে হয় কওমের ইচ্ছে করার স্বাধীনতাও ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আগামী দিনের প্রতিটি প্রশ্নের জওয়াব খুঁজতে হবে দুশমনের চেহারায়।'

ঃ 'মুসা শহীদ হয়েছেন, তোমার কি বিশ্বাস হয়?'

ঃ 'হ্যাঁ, তার শূন্য ঘোড়া দুশমনরা শহরে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাকে ঘুরানো হয়েছে শহরের অলিগলিতে। একটা ভীতির ছায়া পড়েছে শহরে। হুকুমত শহরের জনগণকে বোঝাচ্ছে যে, সুলতান মাত্র সত্তর দিন লড়াই বন্ধ রাখার চুক্তি করেছেন। এ সময়ের মধ্যে বাইরের কোন সাহায্য পৌঁছে গেলে আবার লড়াই শুরু হবে।'

হাশিম বললেনঃ 'সত্তর দিন পর আবার লড়াই শুরু হবার সম্ভাবনা থাকলে মুসা নিরাশ হতেন না। ফার্ডিনেন্ড বোকা নন। তিনি জানেন, সত্তর দিন পর গ্রানাডাবাসী দ্বিতীয়বার আর তরবারী ধরতে পারবে না।'

সংকোচ জড়ানো কণ্ঠে হাশিমকে সাঈদ প্রশ্ন করলঃ 'সুলতান আবু আবদুল্লাহ এবং আবুল কাশিম হাতিয়ার সমর্পণের ফয়সালা করেছেন, তা কি আগে থেকেই আপনি জানতেন?'

ঃ 'না, আমি শুধু এদ্দুর জানতাম, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি শেষ হয়ে গেছে আবু আবদুল্লাহর। আবুল কাশিমের হাত এতটা শক্ত নয় যে নিজের মর্জি মত লড়াই চালাবে। আবু আবদুল্লাহর দরবারে বিরোধীদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় যদি তিনি কোন ভুল ফয়সালা করে থাকেন, তবে এক উজিরের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আবুল কাশিম বিরোধিতা করবেন না।

তার সাথে যখন দেখা হয়েছে, নিরাশ মনে হল তাকে। আমাকে বলেছিলেনঃ 'মুসার দৃঢ় হিম্মত এবং দুরন্ত সাহস সত্ত্বেও সত্য থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। সন্ধি প্রিয় ওলামা এবং ওমরা ছাড়াও ফৌজি অফিসাররা এ লড়াইর পরিণতি সম্পর্কে নিরাশ। ভয় হয়, বাদশাহ সালামত আবার এ হুকুম আমায় না দিয়ে বসেন যে, যে কোন কোন মুল্যে আমাদের সন্ধি করা উচিৎ।'

ঃ 'সন্ধি প্রিয়রা আবুল কাশিমের সমর্থন লাভ করেছিল, এ ব্যাপারে মুসার সাথেও তিক্ত হয়ে গিয়েছিল তার সম্পর্ক। গ্রানাডার ঘরে ঘরে এমন কথা আলোচনা হচ্ছে।'

ঃ 'না, এখনো ভেতরের ব্যাপারটা জনগণ জানে না। আসল কথা হচ্ছে, দেরী না করেই শহর থেকে বেরিয়ে পূর্ণ শক্তিতে হামলা করতে চাইছিলেন মুসা। সে মনে করেছিল, এ পরিস্থিতিতে গ্রানাডার নেতারা এর বিরোধিতা করবে না। এ জন্যই নেতাদের আল্‌হামরায় জমায়েত করার পরামর্শ তিনি আবু আবদুল্লাহকে দিয়েছিলেন, যাতে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। কিন্তু আবুল কাশিমের ভয় ছিল, প্রভাবশালী ওমরা এবং ওলামারা এর বিরোধিতা করবে।

মুসাকে আবুল কাশিম বলেছিলেন, ভর জলসায় আপনার পরামর্শ নাকচ করা হলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে জনগণের ওপর। এজন্য খোলা দরবারে এ পরামর্শ না তুলে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আপনার পক্ষেই সমর্থন বেশী থাকবে। গ্রানাডাবাসী ময়দানে একা থাকবে না, আপনি যদি হতাশাগ্রস্তদের এ আশ্বাস দিতে পারেন তবেই তা সম্ভব।

কিন্তু গ্রানাডার নেতাদের সম্পর্কে মুসার ধারণা ছিল ভুল। গ্রানাডা থেকে ফেরার পর আমি কেন এত পেরেশান, এ প্রশ্ন করেছিলে। তখন পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছি। এখন তোমাদের তা বলতে পারব। আমার আশংকা ছিল, ভর জলসায় এ প্রসংগ তুললে, বেশীর ভাগ লোকই মুসাকে সমর্থন করবে না। মুসা খুব তাড়াহুড়া করছিলেন একথা আমি বলছি না। কারণ, গ্রানাডার পরিস্থিতিই তাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করছিল।

তবু তার কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দৃঢ়তাকে সম্মান দেখিয়েও বলি, আমার ভয় হচ্ছিল, গ্রানাডাবাসী এ ব্যক্তিত্বের সাহসের সম্মান রাখবে না।

আবুল কাশিমকে গাল দিয়ে লাভ নেই। যে হুকুমত জাতির জন্য অভিশাপ, তিনি সে হুকুমতের উজীর মাত্র। এখন তার শেষ চেষ্টা হবে চুক্তির সময়ের মধ্যে বেশী করে সাহায্য লাভ করা। এর পর যদি আমাদের ভাগ্যে গোলামী লেখা না হয়ে থাকে, আল্লাহর কোন বান্দা হয়ত আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু এ মুহূর্তে যুদ্ধের পরিবর্তে বুদ্ধি দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।

এখন গ্রানাডাবাসীর ফয়সালা বদলানোর সাধ্য আমার নেই। আশানুরূপ কোন অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এমন কিছু করা উচিৎ নয় যাতে দুশমন এ এলাকা আক্রমণের বাহানা পেয়ে যায়। তুমি হামিদ বিন জোহরার সন্তান। তোমার যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিৎ। তোমার হেফাজত করা আমার বড় দায়িত্ব। কথা দাও, চুক্তির এ দিনগুলোতে অসাবধান লোক থেকে দূরে থাকবে।

যে কোন মুহূর্তে বিক্ষোভে ফেটে পড়ার মত লোকের অভাব গ্রানাডায় নেই। এরা তোমার কাছে এলে মনে রেখ, তাদের সাথে দুশমনের গোয়েন্দা থাকতে পারে। আমার বিশ্বাস, এখন রসদের অভাব হবে না। তুমি না হলেও সে কাজ চলবে। একান্তই যদি যেতে চাও, আমিন ও ওবায়েদ ছাড়া অন্য কারো কাছে থাকবে না।

আমি এখনো তোমার পিতার অপেক্ষা করছি। এখনো আশায় আছি, মৃতপ্রায় কওমের জন্য জিন্দেগীর নতুন পয়গাম নিয়ে তিনি আসবেন। কিন্তু কোন আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত, নীরবে নিশ্চিন্তে অনাগত পরীক্ষার প্রস্তুতি আমাদের নিতে হবে।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন চাচাজান, আমি অসাবধান হব না। আমার মনে হয় এখন আপনার গ্রানাডা থাকা উচিৎ। ওখানকার স্বাধীনতাপ্রিয়দের আপনার পরামর্শের প্রয়োজন।'

ঃ 'এখন আমার পরামর্শে কোন ফায়দা হবে মনে হয় না। তবুও আমি দু'তিন দিনের মধ্যেই গ্রানাডা রওনা করব। অবশ্য ফিরেও আসব তাড়াতাড়ি। কোন কারণে আমার দেরী হলে যদি তোমার আব্বার কোন পয়গাম এসে যায়, কাউকে বলবে না। তিনি নিজে এলেও কিছু করার পূর্বে যেন আমার সাথে পরামর্শ করেন। তার আসার সংবাদ পেলেই আমি পৌঁছে যাব। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন, ওদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এখন কাজ করতে হবে।'

চারদিন পর। গ্রানাডা চলে গেছেন হাশিম। গ্রানাডা থেকে তিনজন ফৌজি কর্মচারী ছুটিতে বাড়ী এসেছিল। ওরা বললঃ 'গ্রানাডার বিভিন্ন স্থানে সন্ধির এবং আবু আবদ-ল্লাহর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে। পরের সপ্তায় এক বিক্ষোভ মিছিল এগিয়ে গেল আলহামরার দিকে। মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য সেনাবাহিনীকে ময়দানে আসতে হল।

ফার্ডিনেন্ড এ অবস্থায় অত্যন্ত চিন্তিত, এমন খবর শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। চুক্তির শর্তানুযায়ী জামানত হিসেবে যাদের সেন্টাফে পাঠানোর কথা, খুব শীগগীরই তাদের পাঠাতে আবু আবদুল্লাহকে চাপ দিচ্ছেন ফার্ডিনেন্ড। নয়তো তিনি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি মানবেন না।

কারো মতে সন্ধির সমর্থকরা দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু করার ন্যূনতম সম্ভাবনাও শেষ করে দিতে চাইছে। ওরা আবু আবদুল্লাহকে পরামর্শ দিচ্ছে, যাদের দ্বারা বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে, ওদের জামানত হিসেবে সেন্টাফে পাঠিয়ে দেয়া হোক। এজন্য আবু আবদুল্লাহও এর সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।'

খবর শুনেই হাশিমের ঘরে এল সাঈদ। আতেকাকে ও বললঃ 'এ সংবাদ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তবুও আমি গ্রানাডা যেতে চাই। হাশিম চাচাকেও খুঁজে বের করা দরকার। অনেক দিন হল তিনি গিয়েছেন। গাঁয়ের চার ব্যক্তি যাবে আমার সাথে। একটু পরই আমরা রওয়ানা করব।'

আতেকা এবং তার চাচী ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিদায় দিল তাকে। খানিক পর দ্রুতগামী পাঁচটি ঘোড়া গ্রানাডার পথ ধরল।

দু'দিন হল সাঈদ গিয়েছে। হাশিম ফিরে এসে ক্লান্তিতে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।

একটু পর সালমাকে তিনি বললেনঃ 'বিবি, এতদিন পর্যন্ত আশা ছিল জামানত হিসেবে যাদের পাঠান হচ্ছে আমীন ও ওবায়েদকে তাদের লিষ্ট থেকে বাদ দেবেন আবুল কাশিম। কিন্তু এতে সুলতান দস্তখত করে ফেলেছেন। এক কপি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ফার্ডিনেন্ডের কাছে। যে কোন মুহূর্তে ওদের সেন্টাফে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

অশ্রু মুছতে মুছতে সালমা বললেনঃ 'কিন্তু আবুল কাশিম তো আপনার দোস্ত।'

ঃ 'আবুল কাশিমের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। সম্ভব হলে তিনি আমার সাহায্য করতেন। সিপাহসালারের যুক্তি হচ্ছে, ফৌজকে শান্ত রাখতে হলে আমীন ও ওবায়েদের মত অফিসারকে জামানত হিসেবে পাঠানো দরকার। এরপরও আবুল কাশিম আমায় কথা দিয়েছেন, অল্প ক'দিনের মধ্যেই ওদের ছাড়িয়ে আনবেন। সাহস হারিয়ো না সালমা। সন্তানদের চেয়ে এ গ্রামটাকে রক্ষা করাই আমার সামনে বড় সমস্যা ছিল। ফার্ডিনেন্ড আমাকে দুশমন আর সুলতানকে বিদ্রোহী ভেবে এ এলাকায় ফৌজ পাঠাক তা আমি চাইনি, যাতে হাজারো মানুষের হত্যার অপরাধ আমার ঘাড়ে পড়বে।

যে চারশো জনকে ফার্ডিনেন্ডের ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে ওরা কয়েদী নয়, মেহমানের ব্যবহারই পাবে। শুধু ভবিষ্যতের আশার সব প্রদীপ নিভে গেছে, এটাই আমার দুঃখ।'

বেদনা ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে চাচার দিকে তাকিয়েছিল আতেকা। ধরা আওয়াজে ও

বললঃ 'সাঈদ আপনাকে খুঁজতে গ্রানাডা গিয়েছিল। আপনার সাথে দেখা করেনি?'

ঃ 'হ্যাঁ, দেখা করেছিল। আমি সাথে আনতে চাইছিলাম। কিন্তু ওর জরুরী কিছু কাজ থাকায় আমার সাথে আসেনি। আমার বিশ্বাস ও কোন বিপজ্জনক পথে যাবে না। ফিরে আসবে খুব শীঘ্র।'

নহরের ওপারে সে বাড়ীটায় আটকে ছিল আতেকার দৃষ্টি, সময়ের আঁধার ঘূর্ণিতে যেখানে ও এখনো দেখছিল আশার ক্ষীণ আলোর ছটা।

ঃ 'আতেকা,' সিঁড়ি থেকে চাচীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আতেকা, বেটি, এখনো তুমি দাঁড়িয়ে আছ। বেটি, খুব ঠান্ডা পড়ছে।'

ঃ 'আসছি চাচীজান।' বেদনামাখা কণ্ঠে জওয়াব দিল ও।

সেন্টাফের রাণী ছাউনী

১৪৯১ সাল। বিদায়ী মাসের এক সোনালী সকাল। ঝিলিমিলি সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। দক্ষিণের পাহাড়ী এলাকা থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল কুয়াশার চাদর। সিয়ারানেভিদা, আলফাজরা আর আলহুমার পর্বত চূড়ায় ঝলমল করছিল বরফের শাদা টুপি। সচল হয়ে উঠছিলো সেন্টাফের ফৌজি ক্যাম্প। খীমার অল্প দূরের এক পাহাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন রাণী ইসাবেলা। তার দৃষ্টির সামনে খেলা করছিল গ্রানাডার আবছা ছবি। কখনো সে দৃষ্টি ছাউনি ছাড়িয়ে ছুটে যেত ভিগার বিরাণ বস্তির দিকে। বস্তির ধ্বংসস্তূপ যুদ্ধের ভয়াবহতার প্রমাণ দিচ্ছিল। নিমিষে তার দৃষ্টি আবার ঘুরে যেত সে যাদুর শহরের দিকে, দু'মাইল দূর থেকে যাকে বার বার দেখেও তিনি তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। যে শহরের গম্বুজ আর আকাশ ছোঁয়া মিনার তার মনের ক্যানভাসে আঁকছিল রঙিন ছবি।

যুদ্ধের দিনগুলোতে যখন তিনি এ পাহাড়ের ওপর থেকে প্রথমবার গ্রানাডার দৃশ্য দেখেছিলেন, সূর্য তখন ডুবো ডুবো। তার মনে হয়েছিল; সেন্টাফ আর আলহামরার দূরত্ব মুহূর্তে ঘুচে গেছে। এরপর থেকে এ পাহাড় হয়েছিল তার নিত্য বিচরণ ক্ষেত্র। পাহাড়ে আরোহণের জন্য পথ করে দেয়া হয়েছিল। পর্বত-চূড়ায় টানানো হয়েছিল রাজকীয় শামিয়ানা।

সাধারণত শাহী খীমা থেকে বেরোলে চাকরাণী আর খাদেমার বিরাট দল থাকত

তার সাথে কিছু মন খারাপ থাকলে নিজস্ব পরিচারিকাকেও তিনি সইতে পারতেন না। আর্জিকাস শাহী সীমা থেকে বেরুলেন, সাথে ছিল মাত্র দু'জন বান্দা। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ে ওদেরও বিদায় করে দিলেন তিনি।

রাণীর উদ্বেগের কারণ ছিল, কার্ডিজের বিশপ এবং গীর্জার বিচারক যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিরোধিতা করে ফার্ডিনেন্ডকে পরামর্শ দিয়েছেন, চুক্তি ভেঙ্গে সমগ্র শক্তি নিয়ে গ্রানাডা হামলা করতে।

এ চিঠির জওয়াব দেয়া জরুরী ছিল। কিন্তু ফার্ডিনেন্ড জেমসের চিঠিতে হালকা নজর বুলালেন মাত্র। রাতের খাবারের সময় রাণী চিঠির প্রসঙ্গ তুললে তিনি বললেনঃ 'এখন আমি পরিশ্রান্ত। ভোরের দিকে চিন্তা করব।'

ভোর হতেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

চাঁদোয়ার নীচে খানিক দাঁড়িয়ে রইলেন ইসাবেলা। পিছু সরে বসলেন একটা চেয়ারে। হঠাৎ ঘোড়ার শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে ডানদিকে তাকাতে লাগলেন।

চূড়ায় উঠে ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এলেন ফার্ডিনেন্ড। রাণীর হাতে চুমো খেয়ে বললেনঃ 'আজ দারুণ শীত। তুমি আরো খানিক বিশ্রাম করবে?'

ঃ মঞ্জিল এগিয়ে এলে মুসাফির বিশ্রাম নিতে পারে না। যুদ্ধবিরতির দশদিন শেষ হয়ে গেছে। আজ ভোর হতেই আপনাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছিলাম। গ্রানাডা আর সেন্টাফের মাঝের এ ছ'মাইল পথ পার হতে আমাদের আরো লাগবে ষাট দিন।'

ঃ রাণী, কেন বুঝছ না এ ষাটদিন আর ছ'মাইল যে কওমের জীবন মৃত্যুর অন্তিম দূরত্ব, এ জমিনে যারা আটশো বছর শাসন করেছে। আমি জানি তোমার মনে এখনো জেমসের চিঠির প্রভাব রয়েছে। কিন্তু বুড়ো পাদ্রী এর কি বুঝবে, যে কওমকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে এসেছি— কয়েক বছরের মধ্যে ওরাই জাবালুত্তারেক থেকে পিরেনিজের চূড়া পর্যন্ত গীর্জার পতাকাগুলো ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিল। কে বুঝাবে জেমসকে, এ কওমের পতন যখন শুরু হয়েছিল, টাইগ্রীস থেকে আলকবীর উপত্যকা পর্যন্ত কয়েকটা মঞ্জিল পেরোতে গীর্জাগুলোর সম্মিলিত শক্তির লেগেছিল চারশো বছর। কখনো ওদের প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠলে ওদের কয়েকদিনের বিজয়ের মোকাবেলা করতে পারতো না গীর্জার সন্তানেরা কয়েক বছরেও।'

দু'জন বসলেন। রাণী বললেনঃ 'আমার চিন্তাধারা আপনার চেয়ে ভিন্ন নয়। স্পেনে মুসলমানদের স্বাধীনতার প্রদীপ নিভে যাচ্ছে আমার স্বামীর হাতে, এ যে আমার অহংকার। আমার মনে হয়, জেমসের চিঠিটা ভালভাবে পড়লে, সে আপনার বিজয়কে গুরুত্ব দেয় না, এ ভুল ধারণা আপনার হতো না।'

ঃ 'আমি তার চিঠি পড়েছি। সে চাইছে চুক্তি ভেঙে এ মুহূর্তে আমরা গ্রানাডা হামলা করি। সেতো এক পাদ্রী। কিন্তু আমি এক দূরদর্শী সম্রাট। সে ভাবছে গ্রানাডাবাসী মরে গেছে। এখন লাশগুলো দাফন করাই বাকী। কিন্তু আমি মনে করি, গ্রানাডা এমন এক

আগ্নেয়গিরি, যার ভেতর এখনো জ্বলন্ত লাভাস্রোত উথাল-পাথাল করছে। তাকে অগ্নিগিরির মুখে গীর্জার ক্ষমতার মসনদ তৈরীর পূর্বে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, শীতল হয়ে গেছে এর ভেতরের অগ্নিসিন্ধু।'

গ্রানাডা থেকে আমাদের ফৌজ আর ছ'মাইল দূরে। তবুও আমাদের কাজটি বাইরে নয় গ্রানাডার চার দেয়ালের মধ্যে হবে, চুক্তির সময়ই এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়েছি। বছরের পর বছর ধরে যে কাজ করতে পারতো না আমাদের লশকর, ওদের হাতে তা হচ্ছে। গ্রানাডার অভ্যন্তর থেকেই ওরা ভেঙে দিচ্ছে কওমের স্বাধীনতার সুদৃঢ় কঠিন প্রাচীর। যাকে ওরা তাদের শেষ রক্ষক মনে করে, তাকে দিয়ে আমি এমন এক কাজ করাচ্ছি, যার জন্য আমাদের হাজারো বাহিনীর খুন ঝরাতে হতো। আমার এ সফলতা কি কম গুরুত্বপূর্ণ বলবো?'

: 'যিশুর কাছে প্রার্থনা করি, আবু আবদুল্লাহকে দিয়ে যা করাতে চাইছেন, তা যেন সফল হয়। কিন্তু আপনার ভক্ত যে একবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে, আবার তাকে বিশ্বাস করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

: 'সুলতানের কিসমত একথাই চিঠিতে লিখেছে। আমি তার ওপর নির্ভর করি একথা ঠিক নয়। সে বিলাস প্রিয়, অলস এবং অস্থিরচিত্ত যুবক। তবু তাকে আমার প্রয়োজন। নিজের কওমের ধ্বংসের জন্য সে যা করেছে আর কাউকে দিয়ে তা হবে না। গ্রানাডা ফৌজের অবস্থা সে আহত সিংহের মত, ঝোঁপের আড়ালে যে নিজের ক্ষত চাটছে। নিজে এগিয়ে সিংহকে আঘাত করব না। আমি চাইছি আবু আবদুল্লাহ আহত সিংহটাকে বেঁধে আমার সামনে হাজির করুক।'

: 'আপনার কি ধারণা, আগামী ষাট দিনের মধ্যে গ্রানাডাবাসী যদি যুদ্ধের ফয়সালা করে বসে আবু আবদুল্লাহ তাদের আবেগ উচ্ছ্বাসের সামনে দাঁড়াতে পারবে?'

: 'প্রতিটি ঝড়ের সাথে উড়ে চলা এবং বানের পানির সাথে ভেসে চলার মত লোক আবু আবদুল্লাহ। এ সময় তার কোন অবলম্বন প্রয়োজন। আমার আপন পিতার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছিল। মূসা যখন তার হাত ধরলো, দাঁড়িয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে। গ্রানাডায় এখন দ্বিতীয় কোন মুসা নেই। সে এখন এমন এক ব্যক্তির করুণায়, জয়-পরাজয়ে যার ওপর নির্ভর করে। তাকে সে এমন এক স্থানে নিয়ে এসেছে, যেখান থেকে ফেরার আর কোন পথ নেই। আর মূসা তুর্কী আর বরবরীদের কাছে যে দূত পাঠিয়েছিল, ঈশ্বরের কৃপায় এখন সে মাল্টার কয়েদখানায় পড়ে আছে। ওরা বাইরের কোন সাহায্য পেলে আমাদের অবস্থা বদলে যেত।'

: 'যিশুর কৃপায়, আপনার শেষ আশঙ্কাটাও দূর হয়েছে।'

: 'তাকে বন্দী করে যখন আমার সামনে আনা হবে, পরিচিতজনরা বলবে এ ব্যক্তি হামিদ বিন জোহরা, আমার সন্দেহ দূর হবে তখন।'

উদ্বিগ্ন হয়ে রানী প্রশ্ন করলেনঃ 'হামিদ বিন জোহরা ভেবে মাল্টাবাসীরা কি অন্য

কাউকে গ্রেফতার করতে পারে না। আমাদের দূত হয়ত এ ব্যাপারে বেশী খোঁজ খবরও নেয়নি।'

ঃ 'না, আমাদের মাল্টার দূত অত্যন্ত হুশিয়ার। আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে, তাকে নিয়ে আসার জন্য যে জাহাজ পাঠান হয়েছিল, এখনো তা ফিরে আসেনি।'

ঃ 'আপনি বলছিলেন তুর্কীদের জাহাজ রোম উপসাগরে ঘোরাফিরা করছে। আমাদের জাহাজ তো কোন বিপদে পড়েনি?'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরাকে হাতে পাবার বিনিময়ে একটা জাহাজ তেমন কিছুই না।'

ঃ 'সে কি এতই বিপদজনক?'

ঃ 'কখনো একজন পাহারাদারের চিৎকার আঁধারের তাঁজ কেটে ছুটে যায় বস্তিবাসীর কানে। যেখানে রাতে হানা দেব একজন পাহারাদারের আওয়াজও যেন কণ্ঠ থেকে বের না হয় এর ব্যবস্থা করা আমার প্রথম দায়িত্ব।'

প্রিয় খেলনা হারিয়ে যাওয়া শিশুর মত স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন রাণী।

ঃ 'রাণী, আমি তোমাকে পেরেশান করতে চাইনি। আমার বিশ্বাস, নতুন বছরের শুরুতেই তোহফা হিসেবে গ্রানাডাকে তোমার সামনে পেশ করতে পারব। যুদ্ধের কোন কোন চাল শুধু সিপাহসালার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। এমন কিছু কথা আছে তোমাকে যা এখনো বলিনি। তার মানে তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি তা নয়। বরং হঠাৎ খোশ খবর শুনিয়ে আরো খুশী করে দিতে চাইছি।'

খুশীতে উজ্জ্বল উঠল রাণীর চেহারা। দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন রাণী। হাতের ইশারায় পূব দিকে দেখিয়ে ফার্ডিনেন্ড বললেনঃ 'এই উপত্যকার চাতুর সামনে দেখতো।'

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রাণী বললেনঃ 'ওখানে তো অনেক লোক দেখা যায়। ওখানে কি করছে ওরা?'

ঃ 'সড়ক মেরামত করছে। তুমি খেয়াল করনি, তিনদিন থেকেই চলছে এ কাজ। দৃষ্টিকে আরো মাইলখানেক এগিয়ে নিলে গ্রানাডার লোকদের দেখতে পাবে। সম্ভবত নিজের অংশের কাজ ওরা শেষ করেছে।'

ঃ 'কিছুদিনের মধ্যে সেন্টাফ থেকে রসদ নিতে পারবে, এ ধারণা গ্রানাডাবাসীদের দিয়েছে আবুল কাসিম। আরো বলেছে, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসও কেনাকাটা করতে পারবে এখান থেকে। একটু এদিকে এসো।'

চূড়ার অপর প্রান্তে পৌছলেন দু'জন। 'সেন্টাফে আসার উত্তর পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখতো!' ফার্ডিনেন্ড বললেন। 'এ পথে এত গরুরগাড়ী সম্ভবত আর দেখনি!'

ঃ 'ওরা কি করছে?' এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন রাণী।

মৃদু হাসলেন ফার্ডিনেন্ড।

ঃ 'ফল-ফসল, তরি-তরকারী, কাঠ, ঘাস, ডিম, ভেড়া-বকরীর পালও দেখবে।

আমি নির্দেশ দিয়েছি দু'দিনের মধ্যে ফ্রোসাজিনির গুদাম ভরে ফেলতে। পরন্তু সেটাফের পথ খুলে দেয়া হবে, এ পয়গামও আবুল কাসিমের কাছে পৌঁচেছে। আফসোস, কাজটা একটু দেরীতে হয়ে গেল।'

উৎকণ্ঠা লুকানোর চেষ্টা করে রাণী বললেনঃ 'আসলেও এদিকটায় ব্যবসার পথ খুলে দিতে চাইছেন নাকি?'

ঃ 'হ্যাঁ, আমি প্রমাণ করতে চাই, কার্ডিনেল রহমদীল রাণী শত্রুর প্রজাদের না খেয়ে মরতে দেবেন না। তেমন নিশ্চয়ই আমার এ কাজ পছন্দ করবে না।'

ঃ 'আমার তো মনে হয় একথা শুনলে সে আত্মহত্যাই করতে চাইবে।'

কার্ডিনেলের ঠোঁটে ফুটল মৃদু হাসি।

ঃ 'তাকে এদ্দুর বললেই কি যথেষ্ট নয়, অভাব আর গোলামীর স্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষেপ করার বিনিময়ে গ্রানাডাবাসীকে অল্প ক'দিন ভাল খাবার দেয়া এমন কঠিন নয়? শুনে আশ্চর্য হবে, এ পরামর্শও দিয়েছে আবুল কাসিম। তার অভিযোগ, আফ্রিকার পাহাড়ী কবিলাগুলোর কাছ থেকে রসদ-সামান পেতে থাকলে ওদের সাথে গ্রানাডাবাসীর সম্পর্ক গভীর হয়ে যাবে। তার এ অভিযোগ আমি দূর করে দিয়েছি। এখন গ্রানাডাবাসীকে সস্তায় খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে। ক্ষুধার্ত মানুষেরা পেট পুরে খেতে পারলে লড়াই না করে বরং আরামে ঘুমুতে চাইবে।'

ঃ 'এতসব জানলে অত পেরেশান হতাম না। তবুও একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, আমাদের দুশমনরা এদেশ আটশ' বছর শাসন করার পর নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে এতটা উদাসীন হল কি করে? এও কি ওরা বুঝে না, আমাদের জন্যে গ্রানাডার দুয়ার খুলে গেলে ওদের কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে।'

ঃ 'ওরা সব জানে। কোন কওমের পতন শুরু হলে মুক্তির সোজা পথ ছেড়ে দেয়ার বাহানা খুঁজতে থাকে ওরা। নিজকে প্রবঞ্চিত করে এভাবে যে, এ পদ্ধতিই কল্যাণকর। জাতীয় চরিত্রের রূপ পাল্টে যায়। সংগ্রাম আর জিহাদের চেয়ে আত্মহত্যাকেই সহজ মনে করে। এই হচ্ছে আমাদের দুশমনদের অবস্থা। ওরা জিন্দেগীর কঠোর জিম্মাদারী থেকে বাঁচার জন্য জাতির মহলে থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে চাইছে। আমাদের খোশ কিসমত, যাদের চিন্তাধারা ওদের শেষ আশ্রয়, তারাই নিজের ভবিষ্যত আমাদের সাথে জুড়ে দিয়েছে।'

ঃ 'ক'হপ্তা পরই আবু আবদুল্লাহর বাদশাহী খতম হয়ে যাচ্ছে। আলপুজারায় পাঠিয়ে দেয়া হলে একজন জমিদারের চেয়ে তার ক্ষমতা বেশী থাকবে না। আমরা ইচ্ছে করলেই গলা ধাক্কা দিয়ে সে জমিদারী থেকেও তাকে বের করে দিতে পারব। একথা কি জানে সে? আবু আবদুল্লাহর ক্ষমতা শেষ হয়ে গেলেও আবুল কাসিম উজির থাকবে, সম্ভবতঃ এ ভুল ধারণা তার নেই। এর পরও কোন আশায় সে এ খেলা খেলছে?'

হেসে ফেললেন কার্ডিনেল। বললেনঃ 'খেলা তার নয়, আমাদের। ওতো কেবল

দ্বারায় মুক্তি। আবু আবদুল্লাহ অমানুষিক নৃত্য পর্যায়ও যে মৃত্যুকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে। আবুল কাশিমের মত ধূর্ত ব্যক্তির পক্ষে তাকে বুঝানো অসম্ভব ছিল না যে, আমরা আপনার স্বার্থেই সবকিছু করছি। যুদ্ধ বিরতির আলোচনার সময় তার মত আহমেদ ছিল, হাতিয়ার ছেড়ে দিলেও আলহামরা থেকে তাকে বের করা হবে না।'

: 'এ জন্যই কি আমার বিরোধিতা সত্ত্বেও তার শর্ত আপনি মেনে নিয়েছিলেন?'

: 'তোমার বিরোধিতার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের লশকর গ্রানাডায় প্রবেশ করলে আবু আবদুল্লাহ আলহামরায় থাকবে না। তার আবদার গ্রহণ করার পূর্বেই এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়েছি।'

: 'কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব! কি বলে আমরা চুক্তির বিরোধিতা করব?' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন রাণী।

: 'এর জন্য আমাদের কোন বাহানার প্রয়োজন হবে না। সময়মত আবুল কাশিমই একদিনের মধ্যে এ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে। যে জায়গা সে তখন আলহামরা থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এ মুহূর্তে তাকে ভুলের মধ্যে রাখতে হবে। এ জন্য তার কোন আবদারই আমি বাতিল করিনি। তার দূতদেরও বুঝাতে চাইছি যে, অনেক কিছুই তাকে দিতে চাইছি। চুক্তির দ্বিতীয় দিন তাকে গোপনে জানিয়েছি, গ্রানাডার মুসলিম প্রজাদের আস্থা সৃষ্টির জন্য একজন সহকারী প্রয়োজন। সে বেকুব ভাবছে, আবুল কাশিমকে পাঠিয়ে তাকে আমি পরীক্ষা করছি। হয়তো তাকেই আমার সহকারী বানাবো। ও আমাকে প্রতারিত করতে চাইছে। আমিও ভুলের মধ্যেই রাখতে চাই তাকে।'

কার্ডিনেল কতক্ষণ রাণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর তার নিরুত্তাপ কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলঃ 'রাণী, আবুল কাশিমকে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে হবে না। ওদের তরী ডুবে যাচ্ছে দেখে সে এখন আমাদের কিশতিতে সওয়ার হয়েছে। ও ভাবছে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন। এ জন্যই ও আমাদের সাথে গাদ্দারীতে এত বেশী এগিয়ে গেছে যে, ফিরে আসার কোন পথ এখন তার জন্য খোলা নেই। এবার নিশ্চিন্ত হবে তো?'

: 'হ্যাঁ।' মুচকি হাসলেন রাণী। 'শুকরিয়া। আপনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আজই তোমসকে লিখব, রাজনীতির ব্যাপারে আপনার কোন পরামর্শ আমার স্বামীর প্রয়োজন নেই। আপনি কেবল দোয়া করতে থাকুন। হায়! হামিদ বিন জোহরার কোন খবরও যদি পেতাম।'

: 'তাকে নিয়ে এত পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। কদিন আগেও ভেবেছি, গ্রানাডাবাসী যদি যোগ্য কোন নেতৃত্ব পায় এবং জনগণকে আবু আবদুল্লাহ আর আবুল কাশিমের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার পাশাপাশি বাইরের কোন সাহায্য পেয়ে যায়, তাহলে আমাদের এতদিনের সব চেষ্টা ধূলায় মিশে যাবে।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে রাণী তাকিয়ে রইলেন সম্রাটের দিকে। 'এর কি কিছু বিকল্প আপনি

ভেবেছেন?'

ঃ 'তোমায় একটা সুসংবাদ দিতে পারি। সব ষড়যন্ত্রের মূল আমি উপড়ে ফেলেছি। তোমার মনে আছে, শান্তি চুক্তির সাথে সাথে অল্প পশ্চিমে একটা ছাউনি তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছিলাম? ওখানে দিনরাত এখন পুরোদস্তুর কাজ চলছে।'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি মনে করি এ সংকীর্ণ উপত্যকা ফৌজের জন্য আদৌ উপযুক্ত নয়। গ্রানাডা যখন আমাদেরই হয়ে যাচ্ছে, অতিরিক্ত লশকর তো প্রয়োজন নেই। তারপরও এ অস্থায়ী ছাউনীর প্রয়োজনটা কি?'

ঃ 'যদি বলি ছাউনির কাজ শেষ হলেই গ্রানাডার চাবি থাকবে তোমার হাতে?'

ঃ 'ভাল কোন খবর শোনাতে চাইলে আমায় আপনি পরীক্ষায় ফেলেন কেন?' রাণীর কণ্ঠে অনুযোগ। 'ঈশ্বরের দোহাই, বলুন না কি হচ্ছে ওখানে?'

বিজয়ীর মত রাণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন সম্রাট।

ঃ 'রাণী নতুন ছাউনী আমার সিপাইদের জন্য নয়, বরং এ পিঞ্জরা দুশমনের জন্য তৈরী করছি। এ মাসের শেষের দিকে গ্রানাডার চারশো অফিসার আমাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। এরা হবে সেসব প্রভাবশালী বংশের যাদের সহযোগিতা ছাড়া গ্রানাডায় কোন বিপ্লবই সফল হবে না।'

রুদ্ধশ্বাসে স্বামীর দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রাণী।

ঃ 'আবু আবদুল্লাহ এবং তার উজির কি ভেড়া বকরীর মত ওদের বেঁধে আমাদের কাছে নিয়ে আসবে? ফৌজ এবং এবং জনগণ এতে বাঁধা দেবে না?'

ঃ 'সে জিম্মা আবুল কাশিমের। আমার পরামর্শ মতই সে কাজ করছে। গ্রানাডাবাসীর জন্য ব্যবসায়ের পথ খুলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে, ওরা ভাববে আমরা দুশমন নই এবং তাদের বন্ধু। তখন বাঁধা দেয়ার প্রশ্নই আসবে না।'

ঃ 'চারশো সম্মানিত ব্যক্তি?'

ঃ 'হ্যাঁ। ওরা এমন ব্যক্তি যাদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য গ্রানাডার স্বাধীনতাকে ভুলে যাবে ওরা। তখন আমাদের প্রতিটি কথাই মানতে তারা বাধ্য হবে।'

ঃ 'মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। আপনি কি মনে করেন আবুল কাশিম এমন কাজ করবে, জনগণও কোনই বাঁধা দেবে না?'

ঃ 'এ প্রস্তাব সে মেনে নিয়েছে। জনতার রোষ থেকে বাঁচার একটাই পথ, প্রিয়জনদের জন্য ওদের আত্মীয়রাই বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে তরবারী ধরবে।'

ঃ 'জেমসের চিঠির ব্যাপারে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। দূত ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আপনি যদি ওকে কিছু সময় দেন, কাল ভোরেই বিদেয় করে দেব।'

ঃ 'ঠিক আছে। কালই তাকে ডেকে পাঠাব। আজ আমি ব্যস্ত। আবুল কাশিমের দূত আমার অপেক্ষা করছে হয়ত।'

হাশিমের ঘরে এ কোন মেহমান

যুদ্ধ বিরতির বিশদিন কেটে গেছে। এ দিনগুলো ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতই মনে হয়েছিল আতেকার কাছে। ও বার বার অসহায়ের মত নিজকেই প্রশ্ন করছিল, কোন আলৌকিক শক্তি বলে কি আগামী পয়তাল্লিশ দিনে এ কওম অপমানকর গোলামী থেকে রক্ষা পাবে? হামিদ বিন জোহরা অকস্মাৎ এসে কি আমাদের এ পয়গাম দেবেন যে, তুর্কী, মেসোপটেমিয়া আর মরক্কোর মুজাহিদরা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছেন।'

এর জবাবে কখনো দৃঢ়তা আর বিশ্বাসের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠত ওর চেহারা। আবার কখনো ডুবে যেতো হতাশার নিঃসীম আঁধারে।

গোধুলী এক সন্ধ্যা। আকাশের ছেঁড়া মেঘেরা রাঙছিল আবীর রঙে। হঠাৎ ভেসে এল খালেদার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরঃ 'আপা, আপা, মনসুরের মামা আসছেন।'

চকিতে সিঁড়ির দিকে চাইল আতেকা। ছুটে এসে খালেদা তার হাত ধরে টানতে লাগল। নীচে নেমে এল দু'জন। আঙ্গিনায় কেউ নেই। আতেকার উৎকণ্ঠা দেখে হাসতে লাগল খালেদা।

ঃ 'তিনি এখানে নেই। আসুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তাকে দেখেই আমি চিনে ফেলেছি। আরো ক'জন সওয়ার আসছে তার পিছু পিছু।'

তাকে ঠেলে দেউড়ির দিকে নিয়ে গেল খালেদা। দরজার কাছে পৌঁছে বললঃ 'উপরে আসুন। এখান থেকে দেখা যাবে না।'

দেউড়ির কাছে পৌঁছে এদিক ওদিক তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে আতেকা বললঃ 'তাকে কোথায় দেখেছ তুমি?'

হেসে খালেদা বললঃ 'উপরে আসুন। ওখান থেকে দেখতে পাবেন।'

সংকীর্ণ সিঁড়ি ভেঙ্গে দেউড়ির ছাদে উঠে এল ওরা। খালেদা রেলিং ধরে নীচের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ আওয়াজে বললঃ 'ওদিকে দেখুন আপা। ঐ যে তারা আসছেন।'

আতেকার দৃষ্টি ছুটে গেল অল্প দূরের কাফেলার দিকে। অনিমেষ চোখে সাঈদের দিকে তাকিয়ে রইল ও। ওরা তখন হাবেলীর পশ্চিম কোণে। পেছনে আরো দু'জন সওয়ার।

দরজার সামনে এসে ওরা ঘোড়া থেকে নামল। চকিতে সাঈদের সঙ্গীর দিকে চোখ পড়ল আতেকার। হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে গেল ওর শিরায় খুনের সন্তরণ। তার মাথায়

শাদা প্যাগড়ী, পিঙ্গল রঙের চোখ। একটা কান বরাবর কাটা। চোখ আর কানের ফাঁকে হালকা জখমের চিহ্ন। পরিচ্ছন্ন দাড়ি। মাথার চুল প্যাগড়ীতে ঢাকা। গোঁফ আর ভ্রু কাল না হয়ে ইষৎ লাল হলে ও নিঃসন্দেহে বলত, এই সেই ব্যক্তি, যার মূর্তি ওর মনে আঁকা রয়েছে।

চাকররা বেরিয়ে হাতে নিল ঘোড়ার বলগা।

ঃ 'ওর ঘোড়া আস্তাবলে বেঁধে আমার ঘোড়া বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাও।' সাঈদ বলল। 'জাফরকে বলো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আসছি। হাশিম চাচা বাড়ী আছেন তো!'

একজন চাকর জবাব দিলঃ 'পাশের গাঁয়ে জানাজায় গেছেন তিনি। ফেরেননি এখনো। আপনি ভেতরে আসুন, তিনি এসে পড়লেন বলে!'

দেউড়ি পেরিয়ে আঙ্গিনায় এল সাঈদ। ছাদের এক পাশে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল আতেকা। সঙ্গীসহ মেহমানখানায় চলে গেল সাঈদ।

ঃ 'আপা, তাকে ডাকব!' খালেদা বলল।

ঃ 'না। খানিক অপেক্ষা করো।'

ক'মিনিট পর হলরুম থেকে সাঈদ বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি ছাদ থেকে নেমে তার পথ আগলে দাঁড়াল আতেকা।

ঃ 'সাঈদ, তোমার সাথে কে এসেছে?' প্রশ্ন করল ও।

ঃ 'ওর নাম তালহা। কার্ডিজ থেকে পালিয়ে এসেছিল। আবুল কাশিমের অফিসে কিছুদিন থেকে দোভাষীর কাজ করছে। যুদ্ধ বিরতি আলোচনায় সে-ই দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেছিল। কয়েকদিন আগে আমার সাথে পরিচয়। ও এসেছে ওমরের সাথে। ওমর বলল হাশিম চাচাও নাকি তাকে চেনেন। ও যখন গ্রানাডা এসেছিল, তার অতীত কাহিনী শুনে চাচা দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর পর আমীন বা ওবায়েদের কাছে এলেই সে থাকত ওমরের সাথে। দেখলেও মনে হয় ও আসলেই মজলুম।

আজ ভোরে শুনেছি জামানত হিসেবে যাদের পাঠানোর কথা ওদের সেন্টাফের ছাউনীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

ঃআমীন এবং ওবায়েদ ওদের সাথে রয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। কথাটা শুনেই আমি ওদের বন্ধুদের সাথে দেখা করেছি। ওমরও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। বাড়ী এসে চাচাকে শান্তনা দেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রিয় লোকদের এক গোপন বৈঠকে আমায় যোগ দিতে হয়েছে। অনেক সময় লেগেছে ওখানেই। দুপুরে যখন সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তালহাকে নিয়ে ওমর এসে বললঃ 'আগামীকাল বাড়ী যাবার সময় ওকে নিয়ে যেও। উজিরে আজম ওর মাধ্যমে

আব্বাজানের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। ওমর নিজেই তার সাথে আসতে চাইছিল। কিন্তু গ্রানাডার এ পরিস্থিতিতে ও ছুটি পায়নি।

একটু ভেবে আতেকা বললঃ 'তুমি কি নিশ্চিত ওর নামই তালহা?'

ঃ 'আমাকে তো তাই বলা হয়েছে। কিন্তু তুমি এত পেরেশান কেন?'

ঃ 'অতীত আমায় সবাইকে সন্দেহ করতে শিখিয়েছে। ওতবার কথা তোমাকে বলেছিলাম। দেখতে ঠিক এর মতই ছিল। ওতবার কানের যে স্থান আমার তীরে যখমী হয়েছিল এরও সে স্থানে কাটা। কিন্তু তার চুল দাড়ি ছিল লাল। এর দাড়ি ছাড়া চুল দেখা যাচ্ছে না। গোঁফ আর ভ্রু কাল না হয়ে লাল হলে বুঝতাম, ওতবাই নিজের নাম পাল্টে তালহা হয়েছে।'

ঃ 'আতেকা, যে ঝড় বয়ে গেছে তোমার ওপর দিয়ে কঠিন প্রাণ মানুষও তা সইতে পারত না। কিন্তু মানুষকে এত সন্দেহ করা ঠিক নয়। তোমার পিতার হত্যাকারী তোমার ঘরে পা রাখার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। তুমি নিজেই বলছ, তার গোঁফ আর ভ্রু ছিল লাল। এর জখমের চিহ্ন দেখেই তুমি সন্দেহে পড়েছ। দু'জনের এক রকম হওয়া বিচিত্র নয়।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল আতেকা।

ঃ 'সাঈদ, আসলেও আমি সন্দেহপ্রবণ হয়ে গেছি। আমি মনে করেছিলাম কৃত্রিম উপায়ে সে গোঁফের রং পাল্টে ফেলেছে। এখন ভেতরে চলো। চাচীজান দারুণ পেরেশান।'

আতেকার সাথে হাঁটা দিল সাঈদ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা পৌছল চাচীর কাছে। সাঈদ গ্রানাডার অবস্থা শুনাল তাকে। আমীন এবং ওবায়েদের ব্যাপারে শান্তনা দিয়ে হাশিম চাচার জন্য অপেক্ষা করল কতক্ষণ। শেষে উঠতে উঠতে বললঃ 'সম্ভবত তিনি রাতে আসবেন না। আমাকে এবার উঠার অনুমতি দিন। ভোরেই তার খিদমতে হাজির হব আমি। আতেকা, এখনো মেহমানকে নিয়ে কোন সন্দেহ থাকলে আমি সাথে নিয়ে যাচ্ছি।'

ঃ 'না, না, আমার কোন উৎকণ্ঠা নেই। ও এখানেই থাক। চাচাজান শুনলে মন খারাপ করবেন।'

এশা পর্যন্ত সালমা হাশিমের অপেক্ষা করলেন। এক খাদেমকে বললেনঃ 'সম্ভবত তিনি আসবেন না। মেহমানের জন্য খানা পাঠিয়ে দাও।'

সালমা আতেকার সাথে কথা বলছিলেন, কামরায় প্রবেশ করল খাদেমা। ঃ 'মুনীব এসে সোজা মেহমানখানায় চলে গেছেন। মেহমানের সাথে আলাপ শেষ করে তিনি খাবেন।'

আচম্বিত উঠে দাঁড়াল আতেকা।

ঃ 'চাচীজান আমি যাচ্ছি। আমার ঘুম আসছে।'

ঃ 'এত তাড়াতাড়ি?'

ঃ 'আমার শরীরটা ভাল নেই। নামাজ শেষেই ঘুমিয়ে পড়ব।'

পাশের কক্ষ থেকে বেরিয়েছিল খালেদা। ও বললঃ 'আপা, আপনি বলেছিলেন গল্প শুনাবেন। আমি থাকব আপনার সাথে।'

ঃ 'না, না।' চঞ্চল হয়ে বলল ও। 'তুমি নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ো। নামাজ শেষ করেই তোমার কাছে আসব আমি।'

ঃ 'আপনি তো নামাজ শেষ করেই শুয়ে পড়বেন।'

হাত ধরে তাকে অপর কক্ষে নিয়ে গেল আতেকা। বিছানায় শুইয়ে কৃত্রিম রাগের স্বরে বললঃ 'বাচাল মেয়ে, এখন ঘুমিয়ে পড়ো। না হয় আর কখনো গল্প শুনাব না।'

তার রাগ দেখে নীরব হয়ে গেল খালেদা। আতেকা বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ধড়ফড় করছিল তার দীল। নিজের কামরায় এসে দাঁড়াল ও। ঘুলঘুলিতে কান লাগিয়ে শুনতে লাগল মেহমানের আলোচনা। চাকরদের কক্ষগুলোর ছাদ থেকে এ ছিদ্রটা কয়েক গজ মাত্র উঁচু।

হাশিম বলছিলেনঃ 'তিনি এসেছেন অথচ আমি জানব না এ কি করে সম্ভব? এসব গুজবে কান দেয়া আবুল কাশিমের জন্য ঠিক নয়।'

ঃ 'জনাব,' মেহমানের কণ্ঠ। 'হামিদ বিন জোহরার ব্যাপারে প্রথম সংবাদ ছিল, তিনি মাল্টার কয়েদখানায় বন্দী।'

ঃ 'তিনি বন্দী, আবুল কাশিম কি তা জানতেন?'

ঃ 'না, ফার্ডিনেন্ড এ খবর গোপন রেখেছিলেন। যুদ্ধ জাহাজও পাঠিয়েছিলেন তাকে আনার জন্য। মাল্টায় ফার্ডিনেন্ডের দূত হামিদ বিন জোহরা ভেবে অন্য কাউকে বন্দী করেছে কি-না, এ সন্দেহ দূর করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। তাকে সনাক্ত করার জন্য একজন গোয়েন্দাও পাঠান হয়েছিল। কয়েকদিন পর্যন্ত এ জাহাজের কোন খোঁজ-খবর ছিল না। মাল্টা থেকে সংবাদ দেয়া হয়েছিল এ জাহাজেই হামিদ বিন জোহরা রয়েছেন। আমরা ভেবেছি সম্ভবত জাহাজ কোন বিপদে পড়েছে।

সর্বশেষ সংবাদ হল, অকস্মাৎ বিদেশী তিনটি জাহাজ এ জাহাজকে আক্রমণ করে পালিয়ে গেছে। ডুবে যাওয়া জাহাজের এক মাঝি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। সে বলেছে, একটা জাহাজে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জাহাজটি ছিল উপকূলের খুব নিকটে।'

ঃ 'আপনি বলতে চাইছেন হামিদ বিন জোহরাকে তুলে নেয়ার জন্যই জাহাজ এসেছিল।'

ঃ 'ফার্ডিনেন্ড এমন সন্দেহই করছেন। কোন বড় কারণ ছাড়া কোন জাহাজ এ ঝুঁকি নিতে পারে না।'

নিস্তব্ধতা নেমে এল কক্ষে। আবার মুখ খুললেন হাশিম :

ঃ 'এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। যদি তাকে উপকূলে পৌঁছানো হয়ে থাকে, খুব শীঘ্রই এখানে এসে যাবেন তিনি।'

ঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রানাডা অথবা এখানে না এসে হয়ত কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে সঠিক সময়ের ইন্তেজার করবেন তিনি। তবু এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তাকে এমন কিছু করতে দেয়া যাবে না যাতে ফার্ডিনেন্ড চুক্তি ভঙ্গের বাহানা খুঁজে পান।'

ঃ 'কোন ভাল খবর নিয়ে এলে তিনি হয়ত এখানে অথবা গ্রানাডা যাবেন। আর যদি লুকিয়েই থাকেন তবে আবুল কাশিমের পেরেশানীর কোন কারণ নেই।'

ঃ 'তার পেরেশানীর বড় কারণ হচ্ছে, যে চারশো জনকে আমানত হিসেবে দুশমনের হাওলা করা হয়েছে তাদের জীবন বাঁচানোর জিম্মা তাঁর। আপনারও দু'ছেলে রয়েছে তাঁদের সাথে। অন্যদের ব্যাপারে না হলেও নিজের সন্তানদের জন্য নিজের জিম্মাদারী পুরো করবেন, আপনার উপর আবুল কাশিমের এ বিশ্বাস রয়েছে।'

ঃ 'আবুল কাশিম কি এখনো ভাবছেন যে, নিজের ঘর পুড়তে হামিদ বিন জোহরার হাতে আমি আগুন তুলে দেব?'

ঃ 'না, তার ভয় হচ্ছে, হামিদ বিন জোহরাকে শান্ত রাখতে না পারলে, তিনি যদি কোন হাঙ্গামার সৃষ্টি করেন খৃষ্টানরা সর্বপ্রথম এ এলাকায় পাশবিক অত্যাচার চালাবে। আপনার জন্য গ্রানাডাবাসীর কোন দরদ থাকবে না। ফার্ডিনেন্ডের কয়েদখানায় আপনার ছেলেদের যে কি অবস্থা হবে আপনিই তা ভাল বুঝেন।'

আবার নীরবতা ছেয়ে গেল কামরায়। এবারো মুখ খুললেন হাশিম।

ঃ 'কিন্তু আমি কি করতে পারি? তাকে সঠিক পথে আনবইবা কিভাবে? তিনি যদি কবিলাগুলোকে উত্তেজিত করতে পারেন, প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করার সাহস কারো হবে না।'

ঃ 'উজিরে আজমেরও এই কথা। তাকে বিদ্রোহ ছড়ানোর সুযোগ দেয়া যাবে না। যত তাড়াতাড়ি পারেন তাকে খুঁজে বের করুন। বুঝিয়ে বলুন। তাকে দিয়ে ভয়ের কোন কারণ দেখা দিলে কয়েক হপ্তা অথবা কয়েক মাস তার মুখ বন্ধ করার চিন্তা ভাবনা করা যাবে।'

ঃ 'তাকে কি গ্রেফতার করতে চাইছেন!'

ঃ 'হ্যাঁ। তাকে সোজা পথে আনতে না পারলে যে কোন পদক্ষেপ নিতে আমরা কুন্ঠিত হব না। তাকে রাখতে হবে এমন স্থানে জনগণের কানে তার আওয়াজ যেখান থেকে পৌঁছবে না। গ্রানাডা পৌঁছে থাকলে আমরা সময় মত পদক্ষেপ নেব। এতে আমাদের কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু শহরের বাইরে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করলে

এ দায়িত্ব পালন করতে হবে আপনাকে। আমরা শুনেছি তার ছেলে সাঈদ এবং অল্প বয়েসী নাতি এখানেই থাকে। এরা তার দারুণ প্রিয়।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরা যদি বিদ্রোহ করতে চান তবে দশ বিশটা ছেলে সন্তানের মায়া তাকে সেপথ থেকে রুখতে পারবে না।'

ঃ 'এ জন্যই গ্রানাডায় সাঈদকে গ্রেফতার করা হয়নি। উজিরে আজম এমন কিছু করতে চান না যাতে লোকজন ক্ষেপে উঠতে পারে।'

ঃ 'তাহলে তিনি কি করতে চাইছেন?'

ঃ 'তার ইচ্ছে প্রভাবশালী লোকদেরকে আপনি হামিদ বিন জোহরার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। ফার্ডিনেন্ডের প্রতিশোধের ভয় দেখাতে পারেন কোন কোন সর্দারকে। কাউকে লোভ দেখিয়েও নীরব রাখতে পারেন। আবুল কাশিম কথা দিয়েছেন, আপনি যা চাইবেন, তাই আপনাকে দেয়া হবে। প্রয়োজনে ফার্ডিনেন্ড এবং সুলতানের মোহর অংকিত ডকুমেন্টও দেয়া হবে আপনাকে।'

আবারও নীরবতা নেমে এল কক্ষে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চাচাকে আতেকা বলতে চাইছিল, এই আমার পিতার হত্যাকারী। ওতবা এর নাম। কিন্তু কণ্ঠ থেকে আওয়াজ বের হল না। পালাতে চাইছিল ও। কিন্তু চলার শক্তি যেন ওর নিঃশেষ হয়ে গেছে।

হাশিম বললেনঃ 'যদি তিনি কোন আশার খবর নিয়ে আসেন, আর লোকেরা জানতে পারে যে আমি তার বিরোধিতা করছি, তাহলে এ এলাকায়ই আমি থাকতে পারব না।'

ঃ 'আপনার কোন বিপদ এলে আবুল কাশিমের বন্ধুত্বে আস্থা রাখতে পারেন। অবশ্য কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সরাসরি তার বিরোধিতা করার পরামর্শ আপনাকে দিচ্ছি না। পরিস্থিতি অনুকূলে না আসা পর্যন্ত আপনাকে গোপনে কাজ করতে হবে। আবুল কাশিমের ধারণা, যে কোন পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে সে আপনার পরামর্শ নেবে। তাকে যদি বাইরে বিদ্রোহ ছড়ানোর পূর্বে গ্রানাডার স্বপক্ষীয় লোকদের সঙ্গে নেবার পরামর্শ দেন, আপনার সব পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। কারণ গ্রানাডার বাইরে থাকলেই কেবল হামিদ বিন জোহরা আমাদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। কাল ভোর থেকেই তার খোঁজে লোক নিয়োগ করুন। গ্রানাডার বর্তমান পরিস্থিতি তাকে খুলে বললে সম্ভবত কোন পদক্ষেপ তিনি নেবেন না।'

ঃ 'একটু ভাবতে দিন আমাকে। সকালে আপনাকে হয়ত কোন আশার বাণী শোনাতে পারব। তবে গ্রানাডা তার সাথে দুশমনের মত ব্যবহার করুক, কখনোই তা বরদাশত করব না আমি। ওবায়েদ আর আমীনও সম্ভবত এছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ করবে না।'

ঃ 'আপনি কিভাবে ভাবতে পারলেন, গ্রানাডায় তার কোন বিপদ এলে এক মুহূর্তের জন্যও আবুল কাশিম উজির থাকতে চাইবেন? আমার ধারণা, তার চরম দুশমনও

আলোচনায় তার ওপর হাত তুলতে সাহস করবে না। আসলে আমরা তাকে নিরাপদ ও নীরব রাখতে চাইছি। আমার তো বিশ্বাস আপনার আর উজিরের চিন্তাধারায় কোন পার্থক্য নেই। এবার আপনি বিশ্রাম করুন। শেষ রাতেই আমাকে রওয়ানা করতে হবে। আপনার সাথে তখন হয়ত দেখা হবে না। আপনি ঘুম থেকে উঠলেই আমায় কাছে পাবেন। রাতে হয়ত এমন কোন পরিকল্পনা মাথায় আসতে পারে, যাতে আমিও আপনার সাথে রওয়ানা করব। যে যাই হোক, অবশ্যই আপনাকে বিদায় দিতে আমি আসব।

সীমাহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে কক্ষে ফিরে এল আতেকা। কক্ষময় পায়চারী করছিল ও।

প্রভু আমার! এখন আমি কি করব? আমি কমজোর, অসহায়। এ বাড়ীতে এক এতীম বালিকা আমি। চাচার বিরুদ্ধে এ গ্রামের কেউ আমার কোন কথা শুনবে না। মালিক আমার, চাচাকে এ অপরাধ থেকে রক্ষা করার শক্তি আমায় দাও।

লোনা পানিতে ভেজা আঁখি নিয়ে নামাজের জন্য দাঁড়াল ও। নামাজ শেষে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিল বিছানায়। দূর দিগন্ত থেকে ভেসে আসছিল মেঘের গর্জন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানায় এপাশ ওপাশ করল ও। হঠাৎ তার মনে হল নীচে কেউ যেন দরজার কড়া নাড়ছে। তাড়াতাড়ি জানালা খুলে বাইরে দেখতে লাগল আতেকা। দ্রুত আঙ্গিনা পার হচ্ছিলেন হাশিম। একজন মশালধারী হেঁটে যাচ্ছে তার সামনে। চোখের পলকে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল তারা।

কোথায় গেলেন তিনি? হঠাৎ কি মেহমানকে কিছু বলা প্রয়োজন অনুভব করলেন চাচা? তবে কি হঠাৎ তার বিবেক জেগে উঠেছে, যাতে এক শাহজাদার গলা টিপে দিতে তিনি প্রস্তুত হয়েছেন? তিনি কি বাজার হওয়ার আগেই হামিদ বিন জোহরাকে তালাশ করতে চাইছেন? প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসছিল তার মনে। কিন্তু কোন সন্তোষপ্রদ জওয়াব ছিল না একটারও।

বাজ পড়ার শব্দে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ী। হঠাৎ করেই মেঘের তীব্রতার সাথে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ও। এমন বর্ষায় চাচা সফর করবেন না, তাহলে আগামী দিন সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি থাকলে হয়ত মেহমানও থেকে যাবেন। চাচার উপস্থিতিতে সাঈদের ঘরে যাওয়াও আমার জন্য সম্ভব নয়। কিন্তু তাকেও তো সংবাদ দেয়া জরুরী। এখন অনেক সময় ধরে মেহমানের সাথে কথা বললে ভোরে চাচাকে ঘুমুতে হবে। তিনি দরজা খুললেই আমি বেরিয়ে যাব।

সাঈদ বলেছিল ভোরে চাচার কাছে আসবে। বৃষ্টি থামলে মসজিদে ফজর পড়েই এদিকে আসবে হয়ত। যাই হোক আমি যাবই তার কাছে। এ শাহজাদার সাথে চাচার আলোচনার প্রতিটি শব্দ আমার শোনা দরকার ছিল। কিন্তু এখন বৃষ্টি। তাদের সব কথা আমি শুনতে পাব না।

এক অসহায় অস্থিরতা নিয়ে পাথরের মত স্থির হয়ে বিছানায় বসে রইল আতেকা।

আতেকার পেরেশানী

গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠল আতেকা। আধো আলো-আধাঁরীতে কক্ষটা থমথমে। পাশ ফিরে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর কল্পনায় কেঁপে উঠল তার শরীর। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল ও। তাড়াতাড়ি চাদর পরে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। আঙ্গিনায় গিয়ে একটু দাঁড়াল।

বৃষ্টি ছিল না। ঘন কুয়াশায় কয়েক কদম সামনেও দেখা যাচ্ছিল না কিছু। আঙ্গিনা পেরিয়ে ফটকে গিয়ে ও দেখল দরজা বন্ধ। দরজার সামনের ভেজা মাটিতে হঠাৎ তার নজর পড়ল। ঘোড়া পায়ের ছাপ। তাড়াতাড়ি মেহমানখানার দিকে ছুটল ও। কক্ষের দরজা খোলা। মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করে আবার ছুটল আস্তাবলের দিকে। ওখানে মাত্র তিনটে ঘোড়া। মেহমানের ঘোড়া ছাড়া চাচার ঘোড়াও গায়েব। ওরা চলে গেছে এ ব্যাপারে ওর আর কোন সন্দেহ রইল না। দ্রুত পায়ে ফটকের কাছে ফিরে এসে চাকরকে ডাকতে লাগল।

এক চাকর দরজা খুলে আশ্চর্য হয়ে তাকাতে লাগল তার দিকে।

ঃ 'চাচাজান কোথায় গেছেন?' প্রথম প্রশ্ন করল আতেকা।

ঃ 'কোথায় যাচ্ছেন আমাদের বলেননি। মাঝ রাতে সাঈদের ওখান থেকে ফিরে মেহমানের সাথে রওয়ানা হয়ে গেছেন।'

ঃ 'তুমি কি নিশ্চিত যে তিনি সাঈদের ঘরে গিয়েছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। তিনি খানিক বিশ্রাম করার পরই জাফর এসেছিল। আমি বললাম তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তবুও সে বলল আমি এখনি দেখা করব।'

ঃ 'জাফর কেন এসেছিল তুমি জান?'

ঃ 'না, ও শুধু বলেছিল এক জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমি যে তার সাথে দেখা করতে চাইছি কেউ যেন জানতে না পারে।

আমার ভয় ছিল, ঘর থেকে বেরিয়েই আমার আর জাফরের ওপর তিনি বিরক্ত হবেন। ভয়ে ভয়ে দরজার কড়া নাড়লাম। রেগে গেলেন তিনি। কিন্তু শান্ত হয়ে গেলেন জাফরের কথা বলতেই। খোদার কসম! তার জন্য এ রাত ছিল বিড়ম্বনার রাত। তিনি ঘর থেকে বেরুতেই বৃষ্টি শুরু হল। মাঝরাত পর্যন্ত আমি তার জন্য বসে রইলাম। একটু নিশ্চিন্ত হলাম তার ফিরে আসার পর। শেষ রাতে আবার তিনি আমায় জাগিয়ে ঘোড়ার

পিঠে জিন বাঁধতে বললেন।'

ঃ 'তার সাথে মেহমানও সাঈদের ঘরে গিয়েছিল?'

ঃ 'না, সে আরামে ঘুমিয়েছিল।'

ঃ আচ্ছা, বাইরের দরজা খুলে দাও।'

ঃ 'এত জলদি! এখনো তো ভোর হয়নি!'

ঃ 'বেকুব, ঐ যে ভোরের আলো ফুটেছে। তাড়াতাড়ি কর।'

ঃ 'আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, সময় নষ্ট করো না। জলদি করো।'

কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিল দারোয়ান। দ্রুত বেরিয়ে এল আতেকা। চোখের পলকে হারিয়ে গেল দারোয়ান দৃষ্টির আড়ালে। নহর পার হচ্ছিল ও। পথ পিচ্ছিল হওয়ায় তার গতি ছিল অনেকটা মন্থর। নহরের মাঝ দিয়ে এখনো কিছু পানি বইছিল। উঁচু পাথরে পা ফেলতে লাগল ও। হঠাৎ পা ফসকে পড়ে গেল পানিতে। ভিজে গেল কোমর পর্যন্ত। তাড়াতাড়ি উঠে কাদা পানি নিয়েই আবার সে ছুটতে লাগল। নহরের ওপারে সাঈদদের বাড়ী পৌঁছে দেখল বাইরের ফটক বন্ধ। কবাট ধরে ধাক্কা দিল ও। পূর্ণ শক্তিতে ডাকতে লাগল সাঈদকে। কিন্তু ভেতর থেকে কোন জওয়াব এল না।

পাঁচিলের মত ফটকও উঁচু ছিল। চঞ্চল হয়ে আতেকা কতক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে লাফ দিয়ে ধরে ফেলল পাঁচিলের কার্ণিশ। সাবধানে দেহটাকে পাঁচিলের উপর তুলে লাফিয়ে পড়ল ওপাশে। বড়সড়ো উঠানের অর্ধেকটা পেরিয়ে এল ও। কুয়াশার চাদরের ফাঁকে দেখা গেল দোতলা বাড়ী। হালকা আলো ভেসে এল কোণার এক কক্ষ থেকে। আরেকটু এগিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল ও। সাঈদকে ডাকতে ডাকতে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল কামরায়। বিছানার পাশে একজন লোক বসে কেবলার দিকে মুখ করে মুনাজাত করছিল। তার চেহারা দেখা যাচ্ছিল না। তাড়াতাড়ি মুনাজাত শেষ করে আতেকার দিকে তাকাল লোকটি। 'সাঈদ ..... সাঈদ নেই' চিৎকার দিয়ে আতেকা বলল। 'কে আপনি। সাঈদ কোথায়?' লোকটি আতেকার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নজর বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। সাঈদের চেয়ে বিঘৎ খানেক উঁচু। চেহারা ছাড়া বাকী দেহ ভারী চাদরে ঢাকা। চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল এ কোন সাধারণ ব্যক্তি নয়।

ঃ 'সাঈদ এখানে নেই।' নির্ভয়ে জওয়াব দিল লোকটি।

ঃ 'কোথায় সে?' আতেকার উৎকণ্ঠা মেশানো প্রশ্ন।

ঃ 'তিনি এমন অভিযানে গেছেন যা বলার পূর্বে আমাকে জানতে হবে কে আপনি?'

বিরক্ত হয়ে আতেকা বললঃ 'সে কি আমার চাচার সাথে গেছে।'

ঃ 'আমি জানি না কে আপনার চাচা।' এ গাঁয়ে আমি এক আগন্তুক।'

ঃ 'চাচাকে রাতে এখানে ডাকা হয়েছিল। আমায় পেরেশান করবেন না। জাফর

কোথায়?'

ঃ 'আপনি আতেকা?'

মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল ও। নিজকে সংযত করার চেষ্টা করে বললঃ 'তা আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে?'

ঃ 'আপনার ব্যাপারে অনেক কিছুই আমি জানি। হামিদ বিন জোহরার সান্নিধ্যে কতক দিন কাটিয়েছি আমি। ছেলে আর নাতির মত আপনাকেও তিনি অধিকাংশ সময় স্মরণ করতেন। আপনার পিতা যেখানে সমাহিত সে কিল্লার কথাও শুনেছি। এ বাড়ীতে এসেছি বন্ধু হিসেবে। সাঈদ ও জাফরের মতই আমাকেও আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।'

ঃ 'জাফরও তাদের সাথে গেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'আপনি যে বললেন হামিদ বিন জোহরার সফর সংগী ছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তার পক্ষ থেকে সাঈদের জন্য কি কোন পয়গাম নিয়ে এসেছেন?'

লোকটি বিমূঢ়ের মত চাইতে লাগল তার দিকে। দরজার বাইরে শোনা গেল কারো পায়ের আওয়াজ। ঘাড় ফেরাল আতেকা।

জোবাইদা কক্ষে ঢুকে আশ্চর্য হলে বললঃ 'বেটি তুমি? এ সময়?'

ঝাঝাল কণ্ঠে আতেকা বললঃ 'এখন কথার সময় নেই চাচী। আমি জানতে চাই সাঈদের আব্বা এখন কোথায়?'

ঃ 'বেটি! রাতের বেলা হঠাৎ করেই চলে গেছেন তিনি। সম্ভবত গ্রানাডা যাবেন। কিন্তু এখন একথা কাউকে বলা যাবে না।'

পাংশু হয়ে গেল আতেকার চেহারা। ধরা আওয়াজে ও বললঃ 'হাশিম চাচা কি তার সাথে দেখা করেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। এখানে এসেই তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এর একটু পর হঠাৎ তিনি রওনা হয়ে গেলেন।'

আগন্তুকের দিকে ফিরে আতেকা বললঃ 'আপনি কি তার সাথেই এসেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, তাকে এখানে পৌছে দিতে এসেছি।'

ঃ 'তিনি যখন মাল্টায় বন্দী ছিলেন, তাকে আনতে দুশমন জংগী জাহাজ পাঠিয়েছিল, একথা কি তিনি বলেছিলেন আপনাকে?'

আশ্চর্য হয়ে আগন্তুক জওয়াব দিলঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু এত কথা আপনি জানলেন কিভাবে?'

প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করে আতেকা বললঃ 'স্পেনের উপকূলে কার্ডিজের জাহাজ দু'টো ডুবেছিল কিভাবে? আক্রমণকারী জাহাজ এসেছিল কোনদিক থেকে?'

ঃ 'সব প্রশ্নের জওয়াব আমি দিতে পারি। কিন্তু আমার প্রশ্ন এত সব এত জলদি আপনি জানলেন কি করে?'

ঃ 'গতরাতে উজিরের দূত এসেছিল আমার চাচার কাছে। তাদের কথায় আমার আংশকা হয়েছিল যে, হামিদ বিন জোহরা গ্রানাডা গেলে তাকে গ্রেফতার করা হবে। তিনি এখানে কখন পৌছেছেন আমি জানি না। নয়তো তাকে সাবধান করতাম।'

ঃ 'আপনি এত চিন্তিত হবেন না।' শান্তনার স্বরে বলল আগন্তুক। 'গ্রানাডা গেলে কি বিপদ আসতে পারে সে ব্যাপারে তিনি পূর্ণ সচেতন। তবুও তার ধারণা গাদ্দাররা জানার পূর্বে গ্রানাডা পৌছতে পারলে জনগণ তার সাথে থাকবে। আপনার চাচাকেও তিনি বিশ্বাস করেননি।'

ঃ 'আবুল কাশিমের দূত এবং চাচা শেষ রাতে কোথায় চলে গেছেন তা কি আপনি জানেন? আমার বিশ্বাস গ্রানাডা ছাড়া তারা আর কোথাও যাননি। গাদ্দারদের সাথে যোগসাজস করে তার বিরোধিতা করাই তাদের উদ্দেশ্য।'

চাচী জোবাইদার দিকে ফিরে বলল ওঃ 'আমি গ্রানাডা যাচ্ছি। চাকরকে জাগিয়ে বলুন এ উপত্যকার সামনে ঘোড়াসহ আমার জন্য অপেক্ষা করতে।'

দরোজার দিকে পা বাড়াল আতেকা।

ঃ 'দাঁড়ান।' আগন্তুকের কণ্ঠ। থমকে পেছনে চাইল ও।

ঃ 'আপনি কি নিশ্চিত যে আপনার চাচা........'

ঃ 'আমি জানি।' কথার মাঝেই আতেকা বলল। 'চাচার বিরুদ্ধে কিছু বললে লোকেরা আমায় পাগল ভাববে। হামিদ বিন জোহরার কাছে আমার পিতার শাহাদাতের খবর শোনার সাথে হয়ত শুনেছেন কেউ বারুদ দিয়ে কিল্লা উড়িয়ে দিয়েছিল। সেই গাদ্দারই গতরাতে আমার চাচার সাথে আলাপ করেছিল। নিজের নামের সাথে চুলদাড়ির রংও পাল্টে নিয়েছিল সে। কিন্তু সে কান বদলাতে পারেনি, আমার তীরে যে কান যখম হয়েছিল। তাকে দেখেই আমি চিনেছি। চাচার সাথে তার আলোচনা শুনে নিশ্চিত হয়েছি যে, চাচার বিবেক কেনার জন্যই তাকে পাঠানো হয়েছে।'

ঃ 'এ পরিস্থিতিতে গ্রানাডা যাওয়া আপনার জন্য নিরাপদ নয়। তার কাছে আপনার পয়গাম পৌছানোর জিম্মা আমি নিচ্ছি। গ্রানাডায় হামিদ বিন জোহরার কোন নিবেদিত প্রাণ বন্ধুর প্রয়োজন হলে আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন। ইচ্ছে করেই আপনার প্রশ্নের জওয়াব দেইনি। তবুও বলতে হচ্ছে, স্পেনের যে জাহাজে ছিলেন তিনি, তার ওপর তুর্কী জাহাজ আক্রমণ করেছিল। দুটো জাহাজ ডুবিয়ে সে জাহাজই স্পেনের উপকূলে পৌছে দিয়েছিল তাকে।'

ঃ 'ঐ জাহাজেই কি আপনি তার সফর সংগী ছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।' চোখ নীচু করে জওয়াব দিল সে। 'আমি ছিলাম সে জাহাজের কাপ্তান। অন্য দুটো জাহাজ আমার সাহায্যে এসেছিল।'

এই প্রথম গভীরভাবে আগন্তুকের দিকে তাকাল আতেকা। তার চেহারায় খেলা করছিল প্রজ্ঞা, সাহস আর শরাফাতের ছবি। ওর মনে হচ্ছিল, ভয়, উৎকণ্ঠা আর হতাশার অন্ধকার নিমেষে ভরে গেছে আলোর বন্যায়। ও বললঃ 'আপনাকে তো তুর্কী মনে হচ্ছে না?'

ঃ 'বেটি!' জোবাইদা বলল। 'মনসুরের নানা বলছিলেন, স্পেনের এক বড় খান্দানের সাথে এর সম্পর্ক। দ্বিতীয় বারের মত সে আমার জীবন রক্ষা করল। তিনি কিন্তু গ্রানাডা যেতে পারছেন না। আমার সামনেই তিনি বলেছিলেন, গ্রানাডা এর জন্য বিপজ্জনক। আমি খুব শীঘ্রই ফিরে এসে ওকে বিদায় দেব। কোন কারণে আসতে না পারলে তিনি সাঈদকে পাঠিয়ে দেবেন। সাঈদও আমাকে বার বার তাগিদ করে বলেছে, গাঁয়ের কারো সাথেই যেন তিনি দেখা না করেন।'

ঃ 'অকারণে গ্রানাডা যাবার ঝুঁকি নেই তা তিনি চাননি।' আগন্তুক বলল। 'কিন্তু এখন তো প্রয়োজনে যাচ্ছি। আপনার চাকরকে আমার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করতে বলুন।'

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে জলদি করুন চাচী।' চঞ্চল হয়ে বলল আতেকা।

বেরিয়ে গেল জোবাইদা। আবার আগন্তুকের দিকে ফিরল আতেকা।

ঃ 'গ্রানাডার কাউকে আপনি চেনেন?'

ঃ 'না, শৈশবে আব্বার সাথে একবার ওখানে গিয়েছিলাম। চারদিন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম। আব্বার সে বন্ধুর কথাও এখন আর মনে নেই।'

ঃ 'তাহলে একজন চাকরকে সাথে নিয়ে নিন।'

ঃ 'না, সরকার এতটা সচেতন হলে এ গাঁয়ের কারো আমার সাথে থাকা ঠিক হবে না।'

ঃ 'আমার মনে হয় তাকে খুঁজে পেতে আপনার কোন কষ্ট হবে না। আপনি আলবিসিনের বড় চকে চলে যাবেন। মসজিদের সাথেই অর মাদ্রাসা। বাড়ীর একটা দরজা পেছন দিকে আরেকটা মাদ্রাসার আঙ্গিনা পর্যন্ত। অনেকদিন থেকে বাড়ীতে কেউ নেই। হয়তো অন্য কোথাও তিনি থাকবেন। তবু মাদ্রাসায় গেলেই তার খোঁজ পাবেন। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন। আমি বাইরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।'

কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল আতেকা। কয়েক মিনিট পর আগন্তুক বেরিয়ে এল কামরা থেকে। চেহারা ছাড়া শরীরের বাকী অংশ জুব্বায় ঢাকা। কোমরে চামড়ার খাপে তরবারী ঝুলানো।

আঙ্গিনায় জোবাইদা এবং আতেকা ছাড়াও দু'জন চাকর দাঁড়িয়ে ছিল। একজনের হাতে ঘোড়ার বলগা। লম্বা লম্বা পা ফেলে চাকরের হাত থেকে বলগা তুলে নিল সে। ঘোড়ায় চড়ে চোখের পলকে বেরিয়ে গেল খোলা ফটক দিয়ে।

আচম্বিত এক কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল মনসুর। কান্না জড়ানো আওয়াজে বললঃ

'তিনি চলে গেছেন?'

জোবাইদা শান্ত্বনা দিয়ে বললঃ 'বেটা, এক জরুরী কাজে গেছেন তিনি।'

ঃ 'কিন্তু মামা তো তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। আমাকে জাগাননি কেন? তিনি আর ফিরে আসবেন না।'

ঃ 'নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তার কামরায় গিয়ে দেখ সব জিনিসপত্র রয়ে গেছে।'

কক্ষের দিকে ছুটল মনসুর। আতেকা জোবাইদাকে বললঃ 'তার নাম জানেন আপনি?'

ঃ 'তার নাম সালমান।'

ঃ 'সালমান যে তুর্কী জাহাজের কাপ্তান হাশিম চাচা কি জেনেছেন?'

ঃ 'না, তোমার চাচাকে শুধু বলেছেন, এ আলফাজ্জরার এক আরব কবিলার সর্দারের সন্তান। রাস্তায় আমার হিফাজতের জন্য একে দেয়া হয়েছে।'

ঃ 'তাদের সব কথা আপনি শুনেছিলেন!'

ঃ 'হ্যাঁ। ওদের কথা বলার সময় আমি পাশের কামরায় ছিলাম। তোমার চাচা গাদ্দারদের সাথে শামিল হয়েছেন তার কথা শুনে এ কল্পনাও করা যায়নি। তিনি দু'ছেলেকে জামানত হিসেবে সেন্টাফে পাঠানোতে সাঈদের আব্বা খুব রাগ করেছেন। তাকে তিনি ভীরু কাপুরুষ বলে গালিও দিয়েছিলেন। তোমার চাচা শুধু বলেছেন, আমি বাধ্য হয়েছি। প্রস্তুতির জন্য সময় চাইছিলাম আমরা। বাইরের কোন সাহায্য পেলে দুশমনের বিরুদ্ধে তরবারী ধরার সময় ভাবব না ওরা আমার ছেলেদের সাথে কেমন ব্যবহার করছে। তুমি তো বলছ, গ্রানাডায় একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাই যদি হবে তোমার চাচা কেন বার বার বলছিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রানাডা আপনার জন্য মোটেও নিরাপদ নয়।'

ঃ 'হাশিম চাচা কি একথা বলেছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তিনি কি জওয়াব দিয়েছিলেন?'

তিনি বলেছিলেনঃ 'আমি ভেবে দেখব। এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।'

ঃ 'চাচী! হাশিম চাচা তাকে প্রভাবিত করতে চাইছিলেন। কারণ সাঈদের পিতার আস্থা নেই তার ওপর। এত দ্রুত তার চলে যাবার কারণ হচ্ছে, গাদ্দারদের তার ব্যাপারে খবরদার করার সুযোগ তিনি হাশিম চাচাকে দিতে চাননি। তাহলে গ্রানাডা পৌছলেই তাকে গ্রেফতার করা হবে। এখনো আমার বিশ্বাস, তিনি সোজা গ্রানাডায়ই গেছেন।'

একটু ভেবে প্রশ্ন করল জোবাইদাঃ 'তারা কখন গেছে তুমি বলতে পারবে?'

ঃ 'চাকর বলেছে তারা শেষ রাতে রওয়ানা হয়েছেন।'

ঃ 'মাঝরাতে তোমার চাচাকে বিদায় করেই সাঈদের আব্বা চলে গেছেন। তাহলে তোমার চাচার আগেই তিনি গ্রানাডা পৌছে যাবেন।'

হাসতে হাসতে মনসুর ফিরে এসে বললঃ 'তিনি তীর তূণীর আর কাপড়-চোপড় রেখে গেছেন। সাথে নিয়ে গেছেন তরবারী আর পিস্তল।'

ঃ 'তার কাছে তুমি পিস্তল দেখেছ?' আতেকার প্রশ্ন।

ঃ 'হ্যাঁ। আমার সামনেই পিস্তলটা তেপয়ে রেখেছিলেন তিনি। বারুদের একটা ব্যাগও দেখেছি তার সাথে। খালাম্মা! এগুলো তো অপ্রয়োজনীয় বলে ছেড়ে যাননি? তিনি ফিরে আসবেন এ বিশ্বাস কি আপনার আছে?'

ঃ 'ইন্‌শাআল্লাহ অবশ্যই তিনি আসবেন। কিন্তু তুমি এত পেরেশান হচ্ছো কেন আমি বুঝতে পারছি না।'

ঃ 'আমি পেরেশান নই। তিনি না বলে চলে গেছেন এ জন্য আমার খুব রাগ হয়েছে। জোবাইদা চাচীও আমাকে জাগাননি। নানাজী যাবার সময় বলে গেছেন, তুমি এখন থেকে মেহমানের দেখাশোনা করবে।'

ঃ 'তুমি তখন জেগেছিলে?'

ঃ 'হ্যাঁ। নানাজীকে বিদায় করে অনেকক্ষণ আমি তার সাথে আলাপ করেছি।'

ঃ 'তোমার আবোল-তাবোল কথায় তিনি রাগ করেননি তো?'

ঃ 'কেন?' তেতে উঠল মনসুর।

ঃ 'মাঝ রাতে কথা বলার চেয়ে ঘুমানো বেশী প্রয়োজন, এও তুমি বুঝতে পারনি?' হাসি চাপার চেষ্টা করল আতেকা।

এবার ক্ষেপে গেল মনসুর।

ঃ 'চাচী। ওর কাপড়-চোপড় দেখুন তো। যেন সারা রাত মাছ ধরেছে।'

হেসে উঠল আতেকা।

ঃ 'বেটি, ঠান্ডা লেগে যাবে। আগুন জ্বালাবো, ভেতরে চলো।'

ঃ 'না, এখনি আমি বাড়ী ফিরে যাব। কি মনসুর! তুমি আমার সাথে যাবে?'

জওয়াব না দিয়ে তার আংগুল ধরে হাঁটা দিল মনসুর।

অবরুদ্ধ হাশিম

উজিরের আলীশান মহল। এক বড় সড় কামরায় বসেছিলেন গ্রানাডার আটজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এক গোলামের সাথে দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালেন হাশিম। সালাম

দিয়ে সসংকোচে ভেতরে ঢুকলেন। সালামের জওয়াব দিয়ে তার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াল সবাই। কারো সাথে মোসাফেহা না করে দরজার কাছের এক চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। তার চেহারা ছিল ফ্যাকাশে।

কতক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল কক্ষ।

ঃ 'আপনাকে খুব উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে?' বলল গ্রানাডার এক ব্যবসায়ী।

ধরা গলায় হাশিম বললেনঃ 'শুধু উৎকণ্ঠা বললে সবটুকু বলা হবে না। আবুল কাশিম কখন আসবেন?'

ঃ 'আলহামরায় গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার এসে না পড়লে তিনি এই এসে পড়লেন বলে। আমরা অনেক্ষণ ধরে তার অপেক্ষা করছি।'

খানিক পর কক্ষে এল আরো চার ব্যক্তি। আবু আবদুল্লাহর দুরদর্শিতা, উজিরের বুদ্ধি এবং ফার্ডিনেন্ডের বদান্যতা সম্পর্কে লোকদের আলোচনা চঞ্চল হয়ে শুনছিলেন হাশিম। এক বুড়ো শিক্ষক বলছিলেনঃ 'আমার ভয় ছিল, কিছু অপরিনামদর্শী সন্ধি চুক্তির ব্যাপারে লোকদের ভুল বোঝাতে পারে। খোদার শোকর, ওদের দিক থেকে গ্রানাডাবাসী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। উজিরে আজমকে গতকালও যারা বুজদিল বলে গালি দিয়েছে তারাই আজ তাকে মনে করছে জাতির সেবক। জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রানাডার মায়েরাও সুলতানকে দোয়া করছে।'

একজন সর্দার বললেনঃ 'উজিরে আজমকে ধন্যবাদ দেয়া উচিৎ। শহরের প্রভাবশালী পরিবারের যুবকদেরকে ফার্ডিনেন্ডের হাওলা করে যুদ্ধের সকল সম্ভাবনা দূর করে দিয়েছেন। এখন আর কেউ লোকদের ক্ষেপাতে পারবে না।'

ঃ 'কদিন পূর্বেও কে ভেবেছিল দুশমনের সেনা ছাউনী হবে আমাদের জন্য বড় আমদানী কেন্দ্র। গ্রানাডার বাজারগুলো ভরে যাবে ফল-ফসল আর খাদ্যদ্রব্যে।'

আরেকজন বললঃ 'গত পরশু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ষাটটা গাড়ী মাল লোঝাই হয়ে এসেছিল। গতকাল এসেছে একশোরও বেশী। খচ্চর আর গাধার পিঠেও এসেছে অনেক মালামাল। গ্রানাডায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম দ্রুত কমে যাচ্ছে। দক্ষিণের পথ বন্ধ করে ফার্ডিনেন্ড আমাদের বড় উপকার করেছেন। জাতিকে মৃত্যুর হাত থেকে এনে শান্তিপূর্ণ জীবন দান করেছেন আবুল কাশিম। এ তার রাজনৈতিক বিজয়।'

হঠাৎ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল আবুল হাশিমের। তিনি বললেনঃ 'খোদার দিকে চেয়ে নিজকে আর ধোকা দেবেন না।'

কক্ষের শব্দরা হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। সবার দৃষ্টিগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল হাশিমের ওপর। নীরবতা ভেংগে এক ব্যক্তি বললঃ 'আপনি কি বলতে চান?'

ঃ 'আমাদের চারশো ব্যক্তি মেহমানের আদর পাবে কয়েক হপ্তা। এর বিনিময়ে এ কওমের গলায় পরানো হবে গোলামীর বেড়ী। দিনকয়, ফার্ডিনেন্ডের বদান্যতা আর

নেতাদের দূরদর্শিতার গান গাইতে পারো। এরপর তোমাদের ভবিষ্যত বংশধর তোমাদের কবরে অভিশম্পাত করবে। সেন্টাফের সাথে তোমাদের বাণিজ্যের পথ খুলে গেছে এতে তোমরা খুঁজে পেয়েছে সুখী হবার পথ। কিন্তু তোমরা জাননা এ পথ ধরে কি বিপদ আসছে তোমাদের জন্য। এ অল্প কদিনের সুখ শান্তির খেসারত দিতে হবে তোমাদের ভবিষ্যত বংশধরদেরকে অনাগত কাল ধরে।'

সবাই নীরবে তাকিয়েছিল হাশিমের দিকে। গ্রানাডার এক বড় ব্যবসায়ী বললঃ 'হাশিম! তোমার কি হয়েছে? যুদ্ধ বিরতিতে তুমি খুশী হওনি?'

ঃ 'এক পরাজিত হতাশ ব্যক্তি মুসিবত থেকে বাঁচার জন মৃত্যুর আকাংখা করতে পারে, কিন্তু জাতির গোলামী এবং ধ্বংসে সন্তুষ্ট হতে পারে না।'

ঃ 'কিন্তু এ ধারণা তো আগে তোমার ছিল না। আমি যদ্দুর জানি দু'ছেলেকে ফার্ডিনেন্ডের কাছে পাঠানোর সময় তোমার কোন আপত্তি ছিল না। এখন এমন কোন কথা বলা তোমার উচিৎ হবে না, যাতে গ্রানাডার শান্তি বিঘ্নিত হয়।'

ঃ 'নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার অধিকারও কি আমার নেই?'

এক বুড়ো জওয়াব দিলঃ 'তোমার ভুলের জন্য প্রাণ ভরে অনুশোচনা কর। কিন্তু তা উজিরে আজমের বাড়ীতে নয়!'

ঃ 'আর দু'সপ্তাহ পর গ্রানাডা কব্জা করবে ফার্ডিনেন্ড।' দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বললেন হাশিম। 'তখন এ বাড়ী আমাদের বুদ্ধিমান উজিরের বাসগৃহ থাকবে না।'

আরেকজন বললোঃ 'আরে দূর, ওর সাথে কথা বলো না। নিজের ছেলেদের ব্যাপারে ও খুব পেরেশান। আমার বিশ্বাস, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার এ উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ছেলেদের সাথে দেখা করার একটা ব্যবস্থা করার জন্য আবুল কাশিমকে আমরা অনুরোধ করবো।'

হাশিম চিৎকার দিয়ে বললেনঃ 'খোদার দিকে চেয়ে বারবার আমার ছেলেদের প্রসংগ তুলবে না।'

এরপর কথা বাড়াল না কেউ। খানিক পর কক্ষে প্রবেশ করলেন আবুল কাশিম। সবাই দাঁড়িয়ে গেল তার সম্মানে। দাঁড়িয়েই তিনি এক যুবককে প্রশ্ন করলেনঃ 'এখন শহরের পরিস্থিতি কি?'

ঃ 'এখনো কোন দুঃসংবাদ পাওয়া যায়নি।'

এগিয়ে সামনের কুরসীতে বসলেন আবুল কাশিম।

ঃ 'প্রিয়জনদের খোঁজ খবর নিতে বার বার আমার কাছে আসতে হবে না। ফার্ডিনেন্ডের কাছে আপনাদের চেয়ে বেশী আরামে আছে ওরা। 'শান্তিপূর্ণভাবে যুদ্ধ বিরতির দিনগুলো কাটাব' ফার্ডিনেন্ডকে এ আশ্বাস দিতে পারলে ওদের বেশী দিন জামানত হিসেবে তিনি রাখবেন না। সেন্টাফের সাথে বাণিজ্যের পথ খুলে যাওয়া আমাদের জন্য বিরাট কামিয়াবী। অযথা সময় নষ্ট না করে জনগণের কাছে যাওয়া

উচিৎ আপনাদের। ওদেরকে বলুন হুকুমত যা করছে তোমাদের কল্যাণের জন্যই করছে।'

অনেকক্ষণ মাথা নুইয়ে বসেছিলেন হাশিম। আচম্বিত তার দিকে নজর পড়তেই চমকে আবুল কাশিম বললেনঃ 'মাফ করুন। আপনি এখানে আমি জানতাম না। কখন এসেছেন?'

ঃ 'এই মাত্র।'

এক ব্যক্তি বললঃ 'জনাব, আপনার বিজয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন। তার ধারণা, ব্যবসার পথ খুলে আপনি বড় রকমের ঝুঁকি নিয়েছেন।'

ঃ 'আপনাদের জানা উচিৎ তার চিন্তাধারাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আপনাদের অনুমতি পেলে তার সাথে কিছু জরুরী কথা বলব।' দাঁড়িয়ে একে একে সবার সাথে মোসাফেহা করে বিদায় করলেন তিনি। আবার কুরসীতে বসে হাশিমকে তিনি প্রশ্ন করলেনঃ 'আমার সংবাদ পেয়েছিলেন তো!'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তাহলে গ্রানাডায় না এসে বাড়ী থাকাই উচিৎ ছিল আপনার। হামিদ বিন জোহরার ব্যাপারে শোনা কথাটা হয়ত ঠিক নয়। কিন্তু স্পেনের উপকূলে ফার্ডিনেন্ডের দু'টি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এর পূর্বে ফার্ডিনেন্ড আমাদের বলেছিলেন, মাল্টার কয়েদখানা থেকে হামিদ বিন জোহরাকে বহনকারী জাহাজ নিখোঁজ হয়ে গেছে। হয়ত তুর্কী অথবা বরবরীদের জাহাজ তাতে আক্রমণ করেছে। হামিদ বিন জোহরাকে ছিনিয়ে এনে রেখে গেছে স্পেনের উপকূলে। আমার ধারণা ছিল, গ্রানাডা আসার পূর্বে সে আপনার সাথে দেখা করবে। আপনি সাহস না দিলে হয়ত কোন পদক্ষেপ নেবে না। যদি হামিদ বিন জোহরা ফিরে এসে থাকে তবে কবিলাগুলোকে উত্তেজিত করতে তার বেশী সময় লাগবে না। আপনি এখনি গিয়ে ওদের শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। আপনার এ খেদমত ফার্ডিনেন্ড ভুলবেন না। অবশ্য আমি বুঝি, ছেলেদের জন্য আপনি পেরেশান। আমাকে বিশ্বাস করুন। হামিদ বিন জোহরার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারলেই ওদের ছাড়িয়ে আনব।'

ঃ 'আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। এখনি ডেকে নিয়ে আসুন ওদের।'

ঃ 'কিন্তু হঠাৎ আপনার এ উৎকণ্ঠার কারণ তো বুঝতে পারছি না?'

ঃ 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি স্পেন থেকে চলে যাব।'

ঃ 'কারণ?'

ঃ 'গ্রানাডায় দুশমনের অনুপ্রবেশ আমি সইতে পারব না। আপনি চাইছিলেন আমি নীরব থাকি। গাঁ থেকে চলে গেলে আমাকে নিয়ে আপনার সব দুর্ভাবনা কেটে যাবে।'

ঃ 'ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে নিয়ে আমার দুর্ভাবনা নেই। আপনি তো জানেন, ফার্ডিনেন্ডের আস্থা অর্জনের জন্য চারশো অফিসারকে জামানত হিসেবে পাঠান হয়েছে।

দু'একজনকে আনার চেষ্টা করলে ফার্ডিনেন্ড কি ভাববেন বলুন তো? অন্যদের ব্যাপারেই বা আমি কি জওয়াব দেব?'

জিহ্বা দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে হাশিম বললেনঃ 'খোদার দিকে চেয়ে আমায় সাহায্য করুন। ছেলেদের স্থানে আমি নিজেই ফার্ডিনেন্ডের ছাউনীতে যেতে প্রস্তুত।'

ঃ 'এর আগে আপনি মোটেও উৎকণ্ঠিত ছিলেন না। হঠাৎ এভাবে পেরেশান হওয়ার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ থাকা উচিৎ।'

ঃ 'এর আগে আমি দেশ ছাড়ার কথা ভাবিনি। এখন এখানে একদিন থাকাও আমার জন্য চরম ধৈর্যের পরীক্ষা। আমার ছেলেরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, মরার পূর্বে মনকে এ ব্যাপারে শান্ত্বনা দিতে চাইছি।'

গভীর চোখে হাশিমের দিকে তাকালেন আবুল কাশিম। আচম্বিত স্বর পাল্টে বললেনঃ 'আপনি আমার কাছে কিছু গোপন করছেন। আপনার দৃষ্টিতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনাই তার স্বাক্ষ্য দিচ্ছে। নিশ্চয়ই এমন এক বৈঠক থেকে আপনি উঠে এসেছেন যেখানে শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে।'

ঃ 'আমি গ্রাম থেকে সোজা আপনার এখানে এসেছি।'

ঃ 'আমি জানি। কিন্তু সোজা কথা কেন বলছেন না।'

ঃ 'সোজা কাথা?'

ঃ 'হ্যাঁ। আমাদের পাওয়া সংবাদ ভুল নয়। একথা কেন বলছেন না, হামিদ বিন জোহরা ফিরে এসেছে। তার সাথে দেখাও হয়েছে আপনার। এ জন্যই কর্তব্য থেকে পালানোর পথ খুঁজছেন। হাশিম! আমায় বোকা বানাতে পারবেন না। আপনাকে দেখেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, হামিদ বিন জোহরা ফিরে এসেছে। তার আগমনকে মনে করছেন ঝড়ের পূর্বাভাস। তাহলে শুনুন, সে যদি গ্রানাডা প্রবেশ করে থাকে, আপনার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে লোকদেরকে উত্তেজিত করার সুযোগ তাকে না দেয়া। আমরা দু'জন যে একই নৌকায় সওয়ার। ডুবে যাওয়া থেকে নৌকাকে বাঁচানো আমাদের দু'জনারই দায়িত্ব। বলুন কোথায় সে?'

ঃ 'তিনি গ্রানাডা আসেননি। আসলেও বলতাম না তিনি কোথায়?'

ঃ 'গতরাতে আপনি বাড়ী ছিলেন। সে আপনার সাথে গ্রানাডা না এসে থাকলে নিশ্চয়ই বাড়ীতে। ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ।'

চিৎকার দিয়ে হাশিম বললেনঃ 'গ্রামে তাকে গ্রেফতার করতে পারবেন না।'

ঃ 'তাকে গ্রেফতার করার কোন প্রয়োজন নেই। তাকে শুধু শহর থেকে দূরে রাখতে চাইছি। ছেলেদের দুশমন না হলে আমার সাথে আপনাকে সহযোগিতা করতে হবে।'

হাত তালি দিলেন আবুল কাশিম। কক্ষে ঢুকল পাহারাদার।

ঃ 'এখুনি কোতওয়ালের কাছে গিয়ে শহরের সবগুলো ফটকে পাহারা বসাতে বল। হামিদ বিন জোহরা শহরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে গ্রেফতার করে আমার কাছে নিয়ে

আসবে।'

পাহারাদার চলে গেলে আবার হাশিমের দিকে ফিরে বললেনঃ 'গ্রানাডায় পৌঁছার পূর্বে সে যদি কবিলাগুলোকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে, তবে প্রতি কদমে আপনার সাহায্য প্রয়োজন। সন্তানদের কল্যাণ চাইলে অবশ্যই হুকুমতের সাথে আপনাকে সহযোগিতা করতে হবে। আপনাকে কথা দিচ্ছি, তার কোন ক্ষতি হবে না। আমি গ্রানাডাকে শুধু ধ্বংস থেকে বাঁচাতে চাইছি। যদি বলেন বরবরী অথবা তুর্কীদের জাহাজ স্পেনের উপকূলে ভিড়ছে, আমিই সর্বপ্রথম অভ্যর্থনা জানাব। কিন্তু সে তো একা এসেছে। মন ভুলানো কথা ছাড়া লোকজন তার কাছে আর কিছুই পাবে না।'

ঃ 'জনাব, তাকে গ্রানাডা আসা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব। কিন্তু তাকে গ্রেফতার করার জন্য আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারব না।'

ঃ 'আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। তাকে গ্রেফতারী থেকে বাঁচাতে হলে আপনার উচিৎ লোকদের উত্তেজিত করা থেকে তাকে বিরত রাখা।'

এক গোলাম কামরায় ঢুকে বললঃ 'জনাব, কোতওয়াল আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী। কি এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে তিনি এসেছেন।'

ঃ 'এখানে নিয়ে এসো।'

ফিরে গেল গোলাম। কক্ষে ঢুকল দৈত্যের মত এক ব্যক্তি। বয়স পঞ্চাশের ওপর মনে হয়। কোন ভূমিকা ছাড়াই সে বললঃ 'আমি এদিকেই আসছিলাম। পথে দেখা হল আপনার দূতের সাথে। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী পাহারাদারদের হুকুম পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ঃ 'এখন আমার নির্দেশের কারণ জানতে এসেছ?'

ঃ 'না, জনাব। আমি জানি আপনি অযথা কোন নির্দেশ দেন না। আমি এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেয়েছি।'

ঃ 'কি খবর?'

জওয়াব না দিয়ে হাশিমের দিকে চাইতে লাগলো কোতওয়াল। আবুল কাশিম বল-লেনঃ 'চুপ করে আছ কেন? গ্রানাডার কোনখবর হাশিমের অজানা নয়।'

ঃ 'জনাব, হামিদ বিন জোহরা শহরে প্রবেশ করেছেন। নিজের বাড়ী খালি। মাদ্রাসায়ও নেই। আল বিসিনের কাছে কোথাও অবস্থান করছেন। এ গুজবও হতে পারে। কিন্তু শহরের লোকজন আল বিসিনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আমাদের লোকেরা কয়েকজনকে বলতে শুনেছে যে, আজ আলবিসিনের মসজিদে হামিদ বিন জোহরা বক্তব্য রাখবেন। লোকেরা বলছে, মুসলিম দেশগুলো থেকে তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছেন।'

আবুল কাশিম চাইলেন হাশিমের দিকে।

ঃ 'এ অসম্ভব। তিনি এখানে এসেছেন এ কল্পনাও করা যায় না।'

ঃ 'তাকে গ্রানাডায় আসতে আপনি নিষেধ করেছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'দু'ছেলে ফার্ডিনেন্ডের কাছে তাও বলেছেন?'

ঃ 'আমার বলার পূর্বেই তিনি জেনেছেন।'

ঃ 'এ পরিস্থিতিতে সে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। হয়তো এ জন্যই গ্রানাডা আসার সংবাদ আপনার কাছে গোপন করেছে। সে যাই হোক, তার বর্তমান অবস্থা জানতে আমাদের দেরী হবে না।'

ঃ 'তোমায় এখন কি করণীয় বুঝিয়ে বলতে হবে না নিশ্চয়ই?' কোতওয়ালকে বললেন তিনি। 'আলবিসিনের বিশ্বস্ত লোকদের কাছ থেকে সংবাদ নিতে থাক। মনে রেখ, জনগণ উত্তেজিত হতে পারে এমন কোন কথা বলবে না। এখনি আবার আমাকে সুলতানের কাছে যেতে হবে। যাদের আত্মীয় জামানত হিসেবে গেছে, তাদেরকে আলহামরায় জমায়েত করার চেষ্টা করব। এ মুহূর্তে শহরের সবগুলো ফটক বন্ধ রাখতে হবে।'

ঃ 'জনাব, হামিদ বিন জোহরা শহরে প্রবেশ করে থাকলে নীরবে বসে থাকবে না। তাকে শায়েস্তা করার লোক আলবিসিন থেকে নেয়া যেতে পারে।'

উঠে দাঁড়ালেন হাশিম। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেনঃ 'গ্রানাডায় হামিদ বিন জোহরার গায়ে হাত দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তাকে হত্যা করলে শহরের কোথাও তোমরা নিরাপদে থাকতে পারবে না।' তারপর আবুল কাশিমের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'এবার আমায় অনুমতি দিন।'

ঃ 'কোথায় যাবেন?'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরাকে খুঁজে দেখব। সম্ভবত ধ্বংসের পথ থেকে তাকে ফেরাতে পারব।'

ঃ 'না, এখন আপনি বাইরে যেতে পারবেন না।'

হতভম্বের মত উজিরের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় তিনি বললেনঃ 'তার মানে, আমি আপনার কয়েদী।'

ঃ 'না, এখন আপনার হিফাজতের জিম্মা আমার। আমার বাড়ী থেকে হামিদ বিন জোহরার ভক্তরা আপনাকে বেরুতে দেখলে আস্ত রাখবে না। কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত এখানেই আপনাকে থাকতে হবে।'

হাশিম বলতে চাইলেন কিছু। কোতওয়াল এবং উজির কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন হাশিম। দেখলেন দরজার বাইরে নাংগা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহারাদার। ফিরে এসে আবার কুরসীতে বসে পড়লেন তিনি।

পথের পাশে এক পুরনো বাড়ীতে প্রবেশ করল সালমান। গ্রানাডা এখনো কয়েক ক্রোশ দূরে। সড়কের দু'পাশের অধিকাংশ বাড়ীই অনাবাদী। ভাঙ্গা। দু'একটা বাড়ীতে মাত্র মানুষের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়।

বাঁয়ে ছাদ ধ্বসা মসজিদ। পাশেই খচ্চরের গাড়ীতে শুকনো ঘাস ভরছিল দু'ব্যক্তি। গাড়োয়ানের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ডান দিকে একটা বড় বাড়ীর চার দেয়াল। স্থানে স্থানে ভাঙ্গা। হাবেলীর সামনে পৌছল সালমান। হঠাৎ লাঠি ভর দিয়ে এক বুড়ো বেরিয়ে আচানক ঘোড়ার সামনে পড়ে গেল। ঘোড়ার গতি ছিল মন্থর। বল্গা টেনে তাকে ডানে সরিয়ে নিল সালমান। কিন্তু না এগিয়ে পিছু সরতে গেল বুড়ো। ফলে ঘোড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল নীচে। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সালমান। তাকে মাটি থেকে তুলতে তুলতে বললঃ 'মাফ করুন। চোট লাগেনি তো? আমি দারুণ লজ্জিত।'

ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল এক যুবক। রেগে বললঃ 'ঘোড়া চালনা শিখতে হলে খোলা মাঠ দরকার ছিল। ঘোড়ায় চড়লে চোখ-কান খোলা রাখা উচিৎ।'

বুড়ো বললঃ 'মাসুদ, তুমি বড় আহম্মক। আমার কিছুই হয়নি। আসলে দোষ ওর নয়, আমার।'

হাবেলী থেকে বেরিয়ে এল এক বালিকা। বুড়োর হাত ধরে বললঃ 'কি হয়েছে চাচাজান?'

ঃ 'কিছু নয় বেটি।'

বালিকার বয়স দশের মত। হালকা-পাতলা গড়ন। দেখলেই বুঝা যায়, এর ওপর দিয়ে অতীতে অনেক ঝড় বয়ে গেছ। সালমানের দিকে তাকিয়ে ও বললঃ 'আপনি কি গ্রানাডা থেকে এসেছেন?'

ঃ 'না, ওখানে যাচ্ছি।'

ঃ 'মাসুদ।' সালমান বলল। 'ভাই, হঠাৎ তিনি ঘোড়ার সামনে পড়ে গিয়েছিলেন। চেষ্টা করেও তাকে রক্ষা করতে পারিনি বলে দুঃখিত।'

ঃ 'প্রথমটায় আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করুন।'

সালমানের ঘোড়া ছিল ঘামে ভেজা। ক্লান্ত। মাসুদ তার বলগা ধরে বললঃ 'মনে হয় আপনার ঘোড়া তৃষ্ণার্ত। অনুমতি পেলে পানি পান করিয়ে নিয়ে আসি।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

ঃ 'এক্ষুণি ফিরছি।'

ঘোড়া নিয়ে মসজিদের কুয়ার দিকে চলে গেল সে।

ঃ 'সম্ভবত আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন?' মেয়েটি বলল।

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'আপনি তো নাস্তাও করেননি। আমাদের ঘরে খানা প্রস্তুত। আসুন।'

ঃ 'শুকরিয়া। আমার খুব তাড়া।'

বুড়ো বললেনঃ 'চলো বেটা। গাঁয়ের সর্দারের মেয়ে তোমায় দাওয়াত করেছে। লড়াইয়ের পর এ ভাঙ্গা বাড়ীতে তুমিই প্রথম মেহমান। আসমাকে নিরাশ করো না।'

স্নেহ ভরে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে সালমান বললঃ 'আমার তাড়া না থাকলে তোমার দাওয়াত ফিরিয়ে দিতাম না। তোমার আব্বাকে আমার সালাম দিয়ে বলবে সময় পেলে ফিরতি পথে আমি খানা খেয়ে যাব।'

ঃ 'ওর আব্বা শহীদ হয়ে গেছেন।' বলল বুড়ো।

আসমার দিকে চাইল সালমান। অশ্রুতে টলমল করছিল তার চোখ দুটো।

বুড়ো বললেনঃ 'যুদ্ধের সময় এ গ্রাম বিরান হয়ে গেছে। মুনীব বিবি বাচ্চাদের আন্দারাস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গেল হপ্তায় আমরা এখানে এসেছি। কয়েকজন আমাদের পূর্বেও এসেছে। আবার লড়াই শুরু না হলে হয় তো অল্প ক'দিনেই গ্রাম আবাদ হয়ে যাবে।'

ফ্রকে চোখ মুছতে মুছতে আসমা বললঃ 'চাচা, যুদ্ধ আবার হবে। আম্মাজান বলছিলেন, এবার আন্দারাস না গিয়ে গ্রানাডায়ই থাকবেন।'

ঘোড়াকে পানি খাইয়ে ফিরে এল মাসুদ। বললঃ 'জনাব, ঘোড়াটা দারুণ তৃষ্ণার্ত ছিল। জানোয়ারের প্রতি একটু খেয়াল রাখবেন।'

তার হাত থেকে বলগা নিয়ে আসমার দিকে ফিরে সালমান বললঃ 'কথা দিচ্ছি আসমা, সুযোগ পেলে তোমার সাথে দেখা করেই যাব।'

ঃ 'কবে আসবেন?'

ঃ 'গ্রানাডায় খুব বেশী কাজ নেই। আজও ফিরে আসতে পারি।'

ঃ 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

ঃ 'অনেক দূর থেকে।' ঘোড়ায় সওয়ার হল সালমান।

ঃ 'একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।' বলেই ভেতরে ছুটে গেল সে। চঞ্চল হয়ে সালমান চাইতে লাগল এদিক ওদিক।

বুড়ো বললঃ 'এ বালিকার জন্য হলেও আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে। এখন তো ওর অনেকটা সয়ে গেছে। আন্দারাসে তার পিতার শাহাদাতের সংবাদ শুনে অবস্থা এমন হয়েছিল যে, কোন সশস্ত্র সওয়ার দেখলেই পিতার বন্ধু মনে করত।'

ঃ 'গ্রানাডায় কোন বন্ধুর বাড়ী উঠবেন, না সরাইখানায় থাকবেন?' প্রশ্ন করল

বুড়ো।

ঃ 'আমি জানি না। অবস্থা হিসেবে যা করার করব। হয় তো থাকতেও হবে না।'

ঃ 'আমি জিজ্ঞেস করছি কারণ, ওখানে ঘোড়ার খাদ্যের তীব্র সংকট। আপনার ঘোড়া ক্ষুধার্ত রাখার মত নয়। আমাদের সরাইখানায় থাকতে চাইলে আপনার কোন কষ্ট হবে না। এখানে ঘাস কিনতে এসেছিলাম আমি।'

ঃ 'শুকরিয়া। গ্রানাডায় অবস্থান করলে আপনাদের ওখানেই থাকব। কোথায় আপনার সরাইখানা?'

ঃ 'দক্ষিণ ফটক দিয়ে ঢুকে সোজা এগিয়ে যাবেন। একটু এগুলেই বাঁয়ে দেখবেন সরাইখানার দরজা। মালিকের নাম আবদুল মান্নান। আপনার কাউকে জিজ্ঞেসও করতে হবে না। সরাইয়ের দরজা এত বড়, নির্ঝঞ্ঝাটে টাংগা যাওয়া আসা করতে পারে। সড়কের ওধারে গোসলখানা। কয়েক কদম পেরুলেই বিরাট চক। আমার নাম ওসমান।'

দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এল আসমা। সালমানের হাতে দুটো আপেল দিয়ে বললঃ 'আমাদের বিরান হয়ে যাওয়া বাগানে কতগুলি আপেল খুঁজে পেয়েছি। আগে এলে ব্যাগ বোঝাই করে দিতে পারতাম। আম্মাজান সবগুলো বেঁচে দিয়েছেন। এ দু'টো মাত্র বাকী ছিল।'

সালমান বিমূঢ়ের মত বালিকার দিকে তাকাল। ওর হাত থেকে আপেল দু'টি নিয়ে আঘাত করল ঘোড়ার পিঠে। কিছুক্ষণ এ নিষ্পাপ বালিকার মুখচ্ছবি ঘুরতে লাগল তার চোখের সামনে। যার চেহারা স্পেনের আলো ঝলমল অতীত আর আঁধার ভবিষ্যতের সাক্ষ্য বহন করছিল।

সালমান যখন শহরের ফটকে পৌঁছল, ভেতরে যাচ্ছিল একটা টাংগা। তার পেছনে ঘাস, লাকড়ি এবং শস্য ভর্তি গাড়ীর ভীড়। টাংগার পেছনের গাড়ীগুলো সামনে এগুতেই নেজা দেখিয়ে গাড়োয়ানকে থামিয়ে দিল পাহারাদার।

ডিমের ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তি এগোনোর চেষ্টা করল। কিন্তু পাহারাদার তাকে ধাক্কা দিয়ে চিৎ করে ফেলে দিল। গাধা রেখে ছুটে এল এক ব্যক্তি। ডিমওয়ালাকে মাটি থেকে তুলে পাহারাদারের উপর ফেটে পড়ল। ঃ 'এক দুর্বল ব্যক্তির সাথে শক্তি পরীক্ষা করতে তোমার লজ্জা আসা উচিৎ ছিল।'

তার দেখাদেখি অন্যরাও যোগ দিল তার সাথে। ডিমওয়ালা টুকরি নিয়ে কয়েক কদম পিছনে সরে পাহারাদারকে এলোপাথাড়ি গালি দিতে লাগল। একটু দূরে ঘোড়া থামাল সালমান। গাড়োয়ানকে হাঙ্গামার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললঃ 'এ পাহারাদার অত্যন্ত জালেম। ইচ্ছে হলেই ফটক বন্ধ করে দেয়। আমরা ঘন্টা খানেক এখানে দাঁড়িয়ে আছি। এইমাত্র এক আমীরের গাড়ী এলে দরজা খুলে দিয়েছিল। এখন আবার বন্ধ করে দিচ্ছে।'

ফটকের দিকে চাইল সালমান। কপাটের পাল্লা ঠেলছিল দু'জন সিপাই। তাড়াতাড়ি ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল সে। দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাদাররা চিৎকার দিয়ে সরে গেল ডানে বাঁয়ে। আর দু'জন নেজা নিয়ে ছুটল তার পিছু পিছু। একবার মাত্র পিছন ফিরে চাইল সালমান। এরপর হাওয়ার তালে উড়ে চলল তার ঘোড়া।

খানিক পর বাঁয়ে দেখা গেল প্রশস্ত দেউড়ি। ঘোড়া থামাল সে। চকিতে পিছনের দিকে তাকিয়ে বাগ ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ীর চওড়া উঠানে। মাঝ বয়েসী এক লোক কুরসীতে বসা। ছিমছাম দেহের গড়ন। তার নিকটে এসেই ঘোড়া থেকে নামল সাল-মান। বারান্দা থেকে এক নফর এসে বলগা নিয়ে নিল তার হাত থেকে।

ঃ 'এটা কি আবদুল মান্নানের সরাইখানা?'

ঃ 'জ্বী হ্যাঁ।' নফর বলল।

ঃ 'তিনি কোথায়?'

সুদর্শন লোকটি দাঁড়িয়ে বললঃ 'বলুন, আমিই আবদুল মান্নান।'

ঃ 'ওসমানের কাছে আপনার ঠিকানা পেয়েছি।' ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে চাইল সালমান। 'পথের এক বস্তিতে আমাদের সাক্ষাৎ। একটা বিশেষ কাজে শহরে এসেছি আমি। ঘোড়াটা ক্লান্ত। এখানেই তাকে রেখে যেতে চাই।'

নফরকে আবদুল মান্নান বললঃ 'ঘোড়া আস্তাবলে নিয়ে যাও।'

ঘোড়া নিয়ে হাঁটা দিল নফর। সালমান ফটকের দিকে এগিয়ে যেতেই আবদুল মান্নান বললঃ 'দাঁড়ান।'

সালমান দাঁড়িয়ে চঞ্চল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঃ 'দেখুন আমার খুব তাড়া।'

আবদুল মান্নান এগিয়ে এসে তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বললঃ 'আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। আপনার কোন বিপদ এলে অথবা কেউ আপনার পিছু নিয়ে থাকলে কোথাও পালানোর দরকার নেই। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

ঃ 'ফটকের পাহারাদার সম্ভবত আমার পিছু নিয়েছে। অবশ্য ওদের অনেক পেছনে ছেড়ে এসেছি। কোন সওয়ারী না পেয়ে থাকলে আপাতত কোন ভয় নেই। কাজ শেষ করতে পারলে ওরা আমার সাথে কি ব্যবহার করবে সে ভয় করি না।'

ঃ 'এ কোন সমস্যাই নয়। ওরা এ পর্যন্ত আসতে সাহস পাবে না। আজ শহরের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে হুকুমতের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিলে চারপাশের লোক আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কোথায় যাবেন আপনি?'

ঃ 'আলবিসিন পর্যন্ত।'

ঃ 'সামনের গলিতে টাংগা পাবেন।'

সড়কে গিয়ে সালমান বললঃ 'আপনার শোকর গোজারী করছি। এবার আমায় অনুমতি দিন।'

মোসাফেহা করে আবদুল মান্নান জিজ্ঞেস করলোঃ 'ওসমান কবে আসবে আপনাকে বলেছে কিছু?'

ঃ 'ওকে আমি আসতে প্রস্তুত দেখেছি। তবে পাহারাদাররা দরজা বন্ধ রাখলে হয়তো তাকে বাইরেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'

ঃ 'আমি যাচ্ছি, আপনি ফিরে এলে অভ্যর্থনার জন্য তাকেই পাবেন।'

চৌরাস্তায় পৌঁছে একটা মিছিল দেখতে পেল সালমান। মিছিলের সামনে এক ব্যক্তি নাকাড়া বাজিয়ে বলছেঃ 'গ্রানাডার স্বাধীনতা প্রিয় বন্ধুরা! হামিদ বিন জোহরা তোমাদের জন্য জিন্দেগীর এক নতুন পয়গাম নিয়ে এসেছেন। তিনি গ্রানাডা পৌঁছে গেছেন। আজ মাগরিবের নামাজ শেষে আলবিসিনের জামে মসজিদে তিনি বক্তৃতা করবেন। গাদ্দারদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে চাইলে তার ঝান্ডার নীচে সমবেত হোন।'

এ ঘোষণা শুনে হামিদ বিন জোহরার নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল সালমান। টাংগায় সওয়ার হয়ে আলবিসিনের পথ ধরল সে।

মাদ্রাসার দরজায় এসে থামল টাংগা। কোচওয়ানের হাতে এক দীনার দিয়ে বন্ধ দরজার দিকে এগোল সালমান। কয়েকবার ভারী কবাটে আঘাত করে ধাক্কা দেয়ার চেষ্টা করল ও। মনে হল ভেতর থেকে শেকল টানা। দরজার কড়া নেড়ে ও ডাকতে লাগলঃ 'কেউ আছেন? ভেতরে আছেন কেউ? দরজা খুলুন।'

পাশে দাঁড়িয়েছিল কতক ছাত্র এবং তিনজন সশস্ত্র যুবক। ওদের একজন বললঃ 'ভেতরে কেউ নেই। মাদ্রাসা ছুটি হয়ে গেছে।'

ঃ 'কোচওয়ান,' সালমান বলল, 'তাঁর বাড়ীর দরজা পেছনের গলিতে। ওখানে চাকর-নফর পাব নিশ্চয়ই!'

ঃ 'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

টাংগায় চড়ল সালমান। মসজিদের ওপাশ ঘুরে ওরা পৌঁছল পেছনের সংকীর্ণ গলিতে। কোচওয়ান বললঃ 'সামনের সংকীর্ণ গলিতে টাংগা ঢুকবে না। গিয়ে দেখুন, হয় তো মাদ্রাসার মত বাড়ীও শূন্য। তাহলে তো আপনাকে ফিরে যেতে হবে। আসা যাওয়ার ভাড়ার চেয়ে বেশীই আমায় দিয়েছেন। আমি খুশী হয়েই আপনার অপেক্ষা করব।'

ঃ 'না, তুমি যাও। আমার কিছু দেরী হতে পারে।' বলেই হাঁটা দিল সালমান।

টাংগা ঘুরাচ্ছিল কোচওয়ান। মাদ্রাসার সামনের লোকগুলো এসে ঘিরে ধরল তাকে। বলিষ্ঠ চেহারার এক নওজোয়ান বললঃ 'কে এই ব্যক্তি?'

ঃ 'জানি না। সম্ভবত বাইরে থেকে এসেছে। আলবিসিনের পথ চিনে না সে। মনে হয় শরীফ ঘরের সন্তান। আমায় এক দীনার দিয়েছে।'

ঃ 'ও কাকে খুঁজছে?'

ঃ 'তাও জানি না। প্রথম বলেছিল আলবিসিনের জামে মসজিদে চলো। পথে এসে

বলল, মসজিদের পাশের মাদ্রাসায় আমায় নামিয়ে দিও। ওখানে আমার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করব।'

ঃ 'আহম্মক! তুমি জান না এ গলিতে হামিদ বিন জোহরার বাড়ী? গ্রানাডার প্রতিটি গাদ্দার আজ তাকে খুঁজছে। ভাগো এখান থেকে।'

চঞ্চল হয়ে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল কোচওয়ান। তিন ব্যক্তি ঢুকল গলির মধ্যে। সালমান এক বুড়োকে জিজ্ঞেস করছিলঃ 'আপনি কি এ গলিতেই থাকেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। সাত নম্বর বাড়ীটি আমার।'

ঃ 'এটা কি হামিদ বিন জোহরার বাড়ী?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'এ বাড়ীর দরজা কবে থেকে বন্ধ তা জানেন আপনি?'

ঃ 'ফজরের পরও দরজা খোলা দেখেছি। যখন শুনলাম হামিদ বিন জোহরা এসেছেন, ছুটে গেলাম, তখন দরজায় তালা লাগানো। কয়েকজন লোক বাইরে দাঁড়িয়ে। ওদের জিজ্ঞেস করে জানলাম মাদ্রাসা ছুটি হয়ে গেছে। সম্ভবত মাদ্রাসার ফটক বন্ধ করে এপথে তিনি বেরিয়ে গেছেন।'

ঃ 'আমি হামিদ বিন জোহরার সাথে দেখা করব। আপনি এমন এক ব্যক্তির ঠিকানা দিন যিনি আমায় তার ঠিকানা দিতে পারবেন।'

ঃ 'আমি অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু কেউ বলতে পারেনি।'

বলিষ্ঠ চেহারার সেই নওজোয়ান খানিক দূরে দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিল। একটু এগিয়ে বললঃ 'জরুরী প্রয়োজন হলে আমি আপনার সাহায্য করতে পারি। তার ঠিকানা জানার মত লোক আমার হাতে রয়েছে। আসুন আমার সংগে।'

ঃ 'কোথায় তিনি?'

ঃ 'বেশী দূরে নয়। আসুন।'

সালমান হাঁটা দিল তার সাথে। অন্য যুবকরাও অনুসরণ করল ওদের। সংকীর্ণ গলি ছাড়িয়ে ওরা বড় সড়কে পা রাখল। হঠাৎ লোকটি প্রশ্ন করলঃ 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

ঃ 'আন্দারাস থেকে।'

ঃ 'আজই এসেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার আসার সংবাদ কি ওখানেই পেয়েছিলেন?'

চঞ্চল হয়ে সালমান বললঃ 'সব কথা আপনাকে বলতে পারব না। হামিদ বিন জোহরা আমাকে ভাল করেই চেনেন। তার জন্য এক জরুরী পয়গাম নিয়ে আমি এসেছি।'

ঃ 'মাফ করুন। আপনাকে আমি সন্দেহ করছি না। এখন আমরা এমন এক

পরিস্থিতির মোকাবিলা করছি, যখন এক ভাই অপর ভাইয়ের মোসাফেহা করতেও ভয় পায়।'

ঃ 'আমি জানি। কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না।'

ঃ 'ওলীদ' অপর যুবক বলল, 'আমাদের সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়।'

গলির মাথা থেকে ডানে মোড় নিতেই ক'জন তরুণকে দেখা গেল। বেশ ভূষায় মনে হচ্ছিল ছাত্র। ওরা হামিদ বিন জোহরার আগমন সংবাদ প্রচার করছিল। আশপাশের বাড়ী থেকে বেরিয়ে লোকেরা ভীড় করছিল ওদের চারপাশে। সালমানের সঙ্গীকে দেখে একজন বললঃ 'ঐ ওলীদ আসছে। ও নিশ্চয়ই জানে তিনি কোথায় উঠেছেন।'

মুহূর্তে লোকেরা এসেছে ভীড় জমাল ওলীদের চার পাশে। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলঃ 'হামিদ বিন জোহরা কোথায় আপনি বলতে পারবেন?'

ঃ 'না।'

ঃ 'সত্যি কি তিনি গ্রানাডা পৌছেছেন?'

ঃ 'নকীবদের বিশ্বাস করা উচিৎ। তার ঠিকানা জানলেও আপনাদের বলতাম না। বক্তৃতা করার সময় নিজের চোখেই তাকে দেখতে পাবেন। এ মুহূর্তে আপনাদের চেয়ে হুকুমতের গাদ্দাররা তাকে নিয়ে বেশী উৎকণ্ঠিত। তার আগমনে দ্বিতীয় বার লড়াই শুরু হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মসজিদের আশপাশে কয়েকটি গাদ্দারকে ঘুরতে দেখেছি। তাদের কেউ এখানেও তো থাকতে পারে! সন্ধ্যা পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন। এখন সময় নষ্ট করবেন না। আমার জরুরী কাজ আছে।'

হাঁটা দিল ওলীদ। লোকেরা সরে গেল এদিক ওদিক। এতক্ষণে খানিক আগের উৎকণ্ঠা দূর হল সালমানের।

খানিক পর এক পুরনো বাড়ীতে প্রবেশ করল ওরা। মুসাফিরখানা বলেই মনে হল সালমানের কাছে। গেট পেরোলে প্রশস্ত আঙ্গিনা। আঙ্গিনার তিন পাশে ছোট ছোট কক্ষ। বাইরে রোদে শুয়ে নাক ডাকছিল এক বুড়ো। বাড়ীতে আর কেউ নেই।

ঃ 'আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন?' সালমানের প্রশ্ন।

ঃ 'এটা ছাত্রাবাস। ছাত্ররা সবাই বিকেলের মাহফিলের প্রচার করছে।'

ঃ 'কিন্তু আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?'

ঃ 'জামিলের কক্ষে একটু বিশ্রাম করুন। তার খোঁজ নিয়ে এখনি আমি ফিরে আসছি।'

ঃ 'দেখুন, হামিদ বিন জোহরার জীবনের কোন মূল্য যদি আপনার কাছে থাকে তবে সময় নষ্ট করবেন না। এখুনি তার কাছে আমায় পৌছে দিন।'

ঃ 'তার বিরুদ্ধে কি কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে?'

ঃ 'আমি একবারই বলেছি তার জীবন বিপন্ন।'

ঃ 'গ্রানাডার গাদ্দাররা তার খুনের পিয়াসী, এ তার জন্য নতুন নয়। তবুও আপনাকে তার কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করব। তার ঠিকানা খুঁজে পেলে মোটেও দেরী করব না। হয়তো তিনিও এখানে আসতে পারেন। আপনার নামটা বলুন।'

ঃ 'আমি সালমান। সুযোগ পেলে সাফাই পেশ করতে পারি, কিন্তু আমার পক্ষে গ্রানাডায় কোন সাক্ষী হাজির করতে পারব না।'

ঃ 'তর্ক করে কোন লাভ হবে না। অতিরিক্ত সময় নষ্ট করতে না চাইলে আরেকটু ধৈর্য ধরুন।' একথা বলেই দ্রুত গতিতে বেরিয়ে গেল ওলীদ। সালমান অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল সংগীদের দিকে।

জামিল তার সংগীকে বললঃ 'ওয়েস, ফটক বন্ধ করে দাও। বাইরের কেউ যেন ভেতরে আসতে না পারে।' 'জনাব', সালমানকে বলল সে, 'চিন্তার কোন কারণ নেই। যদি হামিদ বিন জোহরা আপনাকে চেনেনই, খুব শীগগীরই দেখা পেয়ে যাবেন। আসুন।'

বাধ্য হয়ে তার সাথে হাঁটা দিল সালমান। উঠান পেরিয়ে এক কক্ষে ঢুকল ওরা। কক্ষে আসবাবপত্র তেমন নেই। চাটাই বিছানো মেঝে। ডান দিকের দেয়ালের সাথে লাগানো খাটিয়া। সংক্ষিপ্ত বিছানা ওতে। পাশের তাকে প্রদীপের কালি জমে গেছে। খাটিয়ার পাশে তেপয়, চেয়ার। কক্ষের এক কোণে কাঠের সিন্দুক। পানির সোরাহীর উপর মাটির ঢাকনা। ডান পাশের দরজার সাথে বড়সড় বুক সেল্ফ কেতাবে আঁটা। ছাদের কাছে ছোট্ট ঘুলঘুলি।

ঃ 'তশরীফ রাখুন।' চেয়ার দেখিয়ে জামিল বলল।

তরবারী খুলল না সালমান। কোমরের বেল্ট ঢিলা করে বসে পড়ল চেয়ারে। জামিল পাশের খাটিয়ায় বসতে বসতে বললোঃ 'প্রথম যখন এ কক্ষে প্রবেশ করেছিলাম, মনে হয়েছিল কোন কয়েদখানায় এসেছি। সম্ভবত আপনারও একই অবস্থা?'

ঃ 'হ্যাঁ।' বিরক্তির সাথে জওয়াব দিল সালমান। 'এ বাড়ীটাই আমার কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে।'

ঃ 'এর বয়স শত বছরেরও অধিক। প্রথমে ছিল কয়েদখানা। পরে সরকার এ বাড়ীটা এক ইহুদী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। সে সরাইখানা খুলল এখানে। ইহুদীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী একে এক মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে তার একমাত্র পুত্র শহীদ হল। তিনি অর্ধেক সম্পত্তি ছাত্রদের দান করে 'তিনজা' চলে গেলেন।'

প্রকাশ্যে খুব আগ্রহের সাথে ওর কথা শুনছিল সালমান। আসলে এ ব্যাপারে তার কোন আকর্ষণই ছিল না।

জামিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললঃ 'মাফ করুন। আপনাকে খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করিনি। সম্ভবত আপনি নাস্তাও করেননি। এখনি নিয়ে আসছি।'

ঃ 'না, না, আমার খাবারের জন্য ভাবতে হবে না। কাজ শেষ না হলে ক্ষুধাই লাগবে না।'

ঃ 'ধৈর্য, সাহস এবং বুদ্ধি অটুট রাখা একজন সিপাইয়ের প্রথম কর্তব্য।' বলেই বেরিয়ে গেল জামিল। ক'মিনিট পর ফিরে এল পানির জগ হাতে।

ঃ 'আসুন।' জগ বারান্দায় রেখে বলল জামিল, 'হাত মুখ ধুয়ে নিন।'

কক্ষ থেকে বেরোল সালমান। চাকর খাঞ্চা হাতে ভেতরে ঢুকল। জামিল তার হাতে পানি ঢালতে ঢালতে বললঃ 'বাইরে থেকে খানা আনতে হবে না। মাহ্ফিলের প্রচারের জন্য সব ছাত্ররাই বেরিয়ে গেছে। ওদের খানাগুলো পড়ে আছে ছাত্রাবাসে।'

তেপয়ে খাঞ্চা রেখে ফিরে গেল নওকর। দু'জন ভেতরে এসে মুখোমুখী বসল।

ঃ 'বিছমিল্লা করুন।' খাঞ্চার কাপড়ের ঢাকনা সরিয়ে জামিল বলল।

ঃ 'আপনি খাবেন না?'

ঃ 'না, আমি খেয়েছি।'

ঃ 'সঙ্গীদের ডাকুন।'

ঃ 'ওরাও খেয়েছে।'

খেতে লাগল সালমান। সবেমাত্র দু'টুকরা রুটি মুখে পুরেছে, উঠান থেকে ভেসে এল কারো পায়ের শব্দ। কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়েস এসে দাঁড়াল দরজায়।

ঃ 'জামিল, একটু বেরিয়ে এসো। কতক বেকুব ফটকের বাইরে জটলা করছে। কে নাকি বলেছে হামিদ বিন জোহ্রা এখানে। ভেতরে আসতে চাইছে ওরা। আমি বলেছি এখানে তিনি নেই, কিন্তু তারা বিশ্বাস করছে না। তোমার কথা হয় তো ওরা শুনবে।'

ঃ 'চলো।' জামিল বেরিয়ে যেতেই বাইরে থেকে দরজার শিকল লাগিয়ে দিল ওয়েস।

হতভম্ব হয়ে গেল সালমান। ছুটে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

ঃ 'ওয়েস, জামিল, দরজা খোল।' কবাট খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করে চিৎকার দিয়ে বলল সে, 'কি করছ তোমরা? দরজা খোল।'

বাইরে থেকে কোন জওয়াব এল না। রাগে দুঃখে দরজায় কিল-ঘুসি মারতে লাগল সে। চওড়া প্রাচীর। মজবুত কবাটে বিফল হল তার সব চেষ্টাই।

ঃ 'জনাব,' ওয়েসের কণ্ঠস্বর। 'জোর করে বেরোবার চেষ্টা করা বৃথা। শহরে হামিদ বিন জোহ্রার কাজ শেষ হলে আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে।'

ঃ 'আহম্মক! কমবখ্ত! তোমরা হামিদ বিন জোহ্রার দুশমন আর শত্রুর চর না হলে আমার কথা শোন।'

ঃ 'প্রাণ খুলে গালি দিতে পারেন। কোন ফায়দা হবে না। আলবিসিনে সব অপরি-চিতকে দুশমন মনে করতে হবে, এ নির্দেশ আমরা পেয়েছি। আপনি আগন্তুক। আমাদের সন্দেহ হয় তো অমূলক। এজন্য পরে লজ্জাও পেতে হবে আমাদের। কিন্তু এ

মুহূর্তে হামিদ বিন জোহরাকে শেষ কথাগুলো বলার সুযোগ করে দেয়া আমাদের দায়িত্ব।'

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে ওলীদকে ডাকো। তার সাথে কথা বলব।'

ঃ 'আমার সাথে কথা বলেও ফায়দা হবে না। একটু ধৈর্য ধরুন। আপনাকে আমরা সন্দেহ করি না। তবুও সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানেই আপনাকে থাকতে হবে। বেরোনোর চেষ্টা করবেন না। ঘুলঘুলি দিয়ে নজর করলে দেখবেন বাইরে আটজন সশস্ত্র পাহারাদার। তাদের হাতে আপনার রক্ত ঝরুক তা আমি চাই না।'

বিষণ্ন কণ্ঠে সালমান বললঃ 'ওলীদ, খোদার দিকে চেয়ে আমার একটা কথা শোন। হামিদ বিন জোহরা আমার বন্ধু। তার পুত্র সাঈদ এবং চাকর জাফর আমায় চেনে। তাঁর সাথে আমাকে দেখা করতে না দিলে কমপক্ষে তাঁকে বলবে হাশিমকে যেন বিশ্বাস না করেন। হাশিম তাঁর গাঁয়ের এক রইস। সে গাদ্দারদের সাথে হাত মিলিয়েছে। কোনক্রমেই সে যেন হামিদ বিন জোহরার কাছে যেতে না পারে।'

ঃ 'তাহলে আপনি আন্দারাস নয়, এসেছেন তার গ্রাম থেকে। আপনার প্রথম কথাই মিথ্যে। সে যাই হোক, সুযোগ পেলেই আপনার পয়গাম তাকে পৌঁছাব। হাশিমকে নিয়ে অতটা পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। তার চেয়েও বড় দুশমন রয়েছে। আপনি আমাকে কর্তব্যে বাঁধা দিচ্ছেন। খোদা হাফেজ।'

যতক্ষণ ওদের পায়ের শব্দ শোনা গেল, দাঁড়িয়ে রইল সালমান। এরপর অবসন্ন দেহটা টেনে নিয়ে এল চেয়ারে। খানিক পর উঠে দরজা ভাংগার ব্যর্থ চেষ্টা করল। আবার চঞ্চল হয়ে পায়চারী করল ঘরময়। এ বন্দী দশা থেকে মুক্ত হওয়ার বিভিন্ন উপায় মনে আসল তার। সাথে সাথে ভাবল ওদের ছাড়া তো হামিদ বিন জোহরাকে খুঁজে পাব না। তাহলে বেরিয়েই কি লাভ? আবার মনে আসতো নতুন ভাবনা। যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়ে যেত সে। তরবারী, খঞ্জর এবং পিস্তল ছাড়াও দু'ব্যাগ কার্তুজ ছিল তার কাছে। দুঃসাহসী সালমান ওলীদের কথায় ভয় পাবার পাত্র নয়। কিন্তু বেরিয়েই বা কি করবে সে।

তার মনের অবস্থা এমন ছিল যে, কখনো কোন বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে রক্ত টগবগিয়ে উঠত তার। আবার নিজকে প্রশ্ন করত, হামিদ বিন জোহরার জন্য ওলীদ এবং তার সংগীদের চিন্তাধারা কি ভিন্ন? হয়তো এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা ওরা করছে, একজন আগন্তুকের সাথে এমনটি করা ছাড়া ওদের কোন উপায় নেই। ওর মনে হত, ওলীদ তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেঃ 'আমার বন্ধু! তোমার সাথে তো আমাদের দুশমনী নেই। কেন বোঝ না যে,.আরো অনেকে হামিদ বিন জোহরাকে ভালবাসে। তোমার মত অনেকেই তাকে খুঁজছে। তাদের কেউ মুক্তি পিয়াসী, কেউ গাদ্দার। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার সময় আমাদের নেই। হামিদ আমাদের শেষ আশ্রয়। কওমের কাছে তার অন্তিম কথাগুলো বলার সুযোগ দিতেই হবে।'

ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠা দূর হতে লাগল সালমানের। প্রায় এক প্রহর পর বিছানায় শুয়ে সে এ প্রশান্তি অনুভব করছিল যে, নিজের সাহস এবং বুদ্ধি পরিমাণ দায়িত্ব সে পালন করেছে। এর বেশী কিছু করার সাধ্য তার নেই। ভাবতে ভাবতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সালমান।

শেষ হুঙ্কার

হামিদ বিন জোহরার কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছিল আবিসিনের গণজমায়েতে।

প্রিয় দেশবাসী

গাফলতের নিদ্রা থেকে জাগাবার জন্যে অথবা কবরের মত নীরবতা ভাঙ্গার জন্যে যদি আমার আওয়াজের প্রয়োজন হয়ে থাকে, আমার শেষ দায়িত্ব পালন করার পুরো চেষ্টা আমি করব। স্বাধীনতার নিভু নিভু প্রদীপে আজ খুনের প্রয়োজন। কিন্তু এক দুর্বল বুড়ো অশ্রু ছাড়া তোমাদের কিছুই দিতে পারবে না। এক ব্যক্তির অশ্রু সমগ্র জাতির অপরাধ খন্ডন করতে পারে না। রাজনৈতিক ভুল সংশোধন করা সম্ভব। যুদ্ধে একবার হারলে দ্বিতীয় বার জয়লাভ করা যায়। ভাঙ্গা কেল্লা মেরামত করাও সম্ভব। পথহারা কাফেলা আবার ফিরে পেতে পারে প্রভাতের আলোক রশ্মি, কিন্তু জাতির সম্মিলিত অপরাধের কোন কাফফারা হয় না।

গ্রানাডার ভায়েরা!

যে বিপজ্জনক অপরাধে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছ, শেষ বারের মত তা থেকে তোমাদের ফেরাতে চাইছি। এরপর অনুগ্রহের সকল দুয়ার তোমাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। রাতের সে বিভীষিকা থেকে তোমাদের সাবধান করতে চাইছি, যা কোনদিন শেষ হবে না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকা একটা জাতির চরম অপরাধ। তিক্ত হলেও সত্য যে, তোমাদের নেতারাই সে অপরাধে অপরাধী। তারা তোমাদের জন্য খোদার রহমতের সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। গলা টিপে দিয়েছে ভবিষ্যতের সব আশা-আকাংখার। ছিন্ন করেছে নৈতিকতার সকল বাঁধন।

শুধু তোমরাই যদি এর খেসারত দিতে তাহলে আমি এত পেরেশান হতাম না। কিন্তু তোমাদের শাসকরা শুধু তোমাদেরই নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও সব শান্তি সুখের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে। মনে রেখ, তোমাদের স্বাধীনতা দুশমনের হাতে তুলে দিলে তোমাদের জন্য নেমে আসবে অন্তহীন মুসীবত। সে ভয়াবহ আঁধারের কল্পনা করে কেঁপে উঠছে আমার অন্তরাত্মা। আজ এখানে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত সেই অনাগত

অন্ধকার সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করতে চাইছি।

আমার বন্ধুরা,

যে চুক্তিকে তোমরা ভবিষ্যতের শান্তি-সুখের কারণ মনে কর, তা নিয়ে কথা না বলাই ভাল। এ হচ্ছে সে বিশাল দৈত্যের চেহারার সুন্দর অবগুণ্ঠন, যার হাত পৌঁছেছে তোমাদের শাহরগ পর্যন্ত। যদি ভেবে থাক, ভেড়া হয়ে নেকড়ের সাথে সহাবস্থান করবে, তবে তোমাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা আমার বৃথা। মানবতার অতীত ইতিহাস থেকে যদি কিছু শিক্ষাও পেয়ে থাকি, আমি বার বার বলব তোমরা জাহান্নামের দুয়ারে ধর্ণা দিচ্ছ। এ হচ্ছে ভ্রষ্টতা আর লাঞ্ছনার শেষ মঞ্জিল। তোমরাই শুধু এ জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, আমার ভয় শুধু এজন্যই নয় বরং শত শত বছর ধরে এ আগুনে পুড়বে তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা।

বেঁচে থাকার জন্যই কেবল তোমরা দুশমনের গোলামী কবুল করেছ। তোমাদের অনাগত সন্তানেরা গোলামীর জিঞ্জিরকে কণ্ঠহার ভেবেও বাঁচার অধিকার পাবে না। তোমরা শুধু গোলামীই করবে তাই নয়, বরং অত্যাচারের দুঃসহ যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে। তোমরা দেখেছ কার্ডিজ আর আরাগুনের পাশবিক নির্যাতন। দেখেছ রক্ত পিপাসু পাদ্রীদের হত্যালীলা। তোমরা দেখেছ নিরাপরাধের কাছে স্বীকৃতি আদায় করতে। গনগনে আগুনের মাঝে জ্বলন্ত মানুষের বুকফাটা চিৎকার তোমরা শুনেছ।'

জমায়েতে শ্লোগান উঠল,

'আবু আবদুল্লাহ গাদ্দার।

আবুল কাশিম দুশমনের গোয়েন্দা।'

খানিক নীরব থেকে হামিদ বিন জোহরা আবার শুরু করলেনঃ

'প্রিয় ভায়েরা,

এ শ্লোগান তাদের সোজা করতে পারবে না। শান্তির প্রত্যাশায় ওরা কবরের আবাসকেই বেছে নিয়েছে। ক্ষমতার জন্য ছিল ওদের লড়াই। গাদ্দারীর দাম উসুল হবে, এ ধোঁকা নিজকে হয় তো আবু আবদুল্লাহ দিতে পারে। তার উজিরও প্রবঞ্চিত করতে পারে নিজের আত্মা। কোন কোন আলেম মুসলমানদের এ দুঃসময়ে দ্বীন, ঈমান এবং অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা না করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফার্ডিনেন্ডের জুব্বায় চুমু খাচ্ছে। এ লড়াই অস্তিত্বের লড়াই। এ লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানো অর্থ হলো ধ্বংসের পথ বেছে নেয়া।

মানবতার মহান উদ্দেশ্য থেকে যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, যদি বিচ্যুত হও ইসলামের আদর্শ থেকে, তা হলে পশুর মত বেঁচে থাকার জন্যেও এসব হায়েনার মোকাবিলা করতে হবে। এরা তোমাদের খুনের পিয়াসী, এরা তোমাদের গোশত হাড্ডি এবং অস্থিমজ্জা চূর্ণবিচূর্ণ করার পূর্বে দেখতে চাইছে, তোমরা পুরোপুরি তাদের কব্জায়। যে চেতনা নিয়ে এক দূর্বল মেষ শিং ব্যবহার করতে বাধ্য হয়, সে অনুভূতিও নেই তোমাদের মধ্যে। মনে রেখো, তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে,

পুড়িয়ে দেয়া হবে সকল লাইব্রেরী, মসজিদগুলো রূপান্তরিত হবে গীর্জায়। নিঃসীম আঁধারে ডুবে যাবে তোমাদের ভবিষ্যতের প্রতিটি মনজিল।

এ শহরের ধ্বংসস্তুপ দেখে ইতিহাস বলবে, এ সেই হতভাগা মানুষের আবাস, দুনিয়ায় সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করার পর যারা স্বেচ্ছায় অপমানের পথ ক্রয় করে নিয়েছিল। এ ধ্বংসস্তুপ সে কাফেলায় শেষ মঞ্জিল, যে কাফেলার পথ প্রদর্শকরা চোখে লাগিয়েছিল স্বার্থের চশমা। নিজের হাতেই যারা নিজের গলা টিপে আত্মহত্যা করেছিল– এ সে জাতির কবরস্থান।

প্রিয় বন্ধুরা,

বার বার আমায় প্রশ্ন করা হয়েছে, সমুদ্রের ওপারের ভাইদের কাছ থেকে কি পয়গাম নিয়ে এসেছি? আমার জওয়াব হচ্ছে গ্রানাডাবাসী যদি সম্মানের পথ গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌র রহমত তাদের নিরাশ করবে না। দুনিয়ার প্রতিটি মুসলিম সাহায্য করবে তাদের। যদি ইসলামের জন্য শাহাদাত কবুল করে লড়াই কর, শুধু বরবরীই নয়, তুর্কের বিশাল সাম্রাজ্যও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। যদি তোমরা সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে পার, রোম উপসাগরে দেখবে তুর্কীদের যুদ্ধ জাহাজ তোমাদের জন্য এগিয়ে আসছে।

কিন্তু তোমরা নিরাশ হয়ে গেছ। বাইরের সাহায্য ভেতরের বিশ্বাসঘাতকতাকে পরিবর্তন করতে পারে না। তোমরা বাইরের মুসলমানদের গ্রানাডার পথ দেখাওনি, দেখিয়েছ দুশমনদের। স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বালো দেহের খুনে। যদি তোমরা মরণ ঘুমে থাকো, কবরের আঁধারে কেউ তোমাদের ডাকতে যাবে না।'

এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলঃ 'জনাব, আপনার প্রতিটি কথাই সত্য। কিছু মনে না করলে জানতে চাই, কয়েদীদের ব্যাপারে আপনি কি ভেবেছেন?'

শ্লোগান মুখরিত হয়ে উঠল সমগ্র মসজিদঃ 'বসো। থামো। ওকে বের করে দাও। ও সরকারী গোয়েন্দা।'

দু'হাতে উর্ধ্বে তুলে হামিদ বিন জোহরা বললেনঃ 'আপনারা উত্তেজিত হবেন না। এখনো আমার কথা শেষ হয়নি। আপনাদের প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি।'

সবাই নীরব হয়ে গেল। প্রশ্নকারীকে তিনি বললেনঃ 'আমার ভাই, আপনার এ প্রশ্ন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে আমার কাছে। বলুন তো, দুশমনকে সন্তুষ্ট করার জন্য যারা ওদের বন্দী করে সেন্টাফে পাঠিয়েছেন, এ জাতি সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন তারা? যে জওয়ানদের ষড়যন্ত্র করে পাঠানো হয়েছে ওদের কোন দোষ নেই। ওদের বলা হয়েছিল, তোমরা অল্প ক'দিন মাত্র ওখানে থাকবে। এ সুযোগে তোমাদের জাতি প্রস্তুতি নিতে পারবে। এখন আপনাদের বলা হচ্ছে, আবার যুদ্ধ শুরু করলে ওরা ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু এ ষড়যন্ত্রকে আমরা সফল হতে দিতে পারি না।

যাদের সেন্টাফে পাঠানো হয়েছে ওরা ছিল জাতির আত্মা। গাদ্দাররা ওদের কয়েদ করতে পারে, কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে আসার সাধ্য ওদের নেই। আপনাদের হিম্মত, সাহস আর দৃঢ়তাই শুধু তাদের ফিরিয়ে আনতে পারে। আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে, আমরা স্বাধীনভাবে ইজ্জত সম্মান নিয়ে গ্রানাডায় থাকতে চাই। কিন্তু ভেড়া বনলে রক্তপিপাসু হায়েনারা আপনাদের নিঃশেষ করে দেবে।

প্রিয় দেশবাসী,

চুক্তির যে সব শর্ত আমি জেনেছি, তাতে আত্মসমর্পণ অথবা পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার জন্য সত্তর দিন সময় দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ছিল চরম ধোকা। সত্তর দিনের ভেতর গাদ্দাররা এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে, যাতে যুদ্ধ করার হিম্মত নিঃশেষ হয়ে যায়। সংবাদ পেয়েছি, গাদ্দাররা এখন আলহামরায় বৈঠক করছে। যে কোন মুহূর্তে ওরা দুশমনের জন্য শহরের ফটক খুলে দিতে পারে। আপনারা হবেন তখন খৃষ্টানদের গোলাম। তাই, মুহূর্তের জন্যও ওদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গাফেল থাকলে আপনাদের চলবে না।

আজই আমি গ্রানাডা পৌছেছি। যুদ্ধে অভিজ্ঞ লোকদের সাথে আমার পরামর্শ করতে হবে। অনাগত দুর্যোগের আভাস দেয়া আমার কর্তব্য ছিল। আমার জিম্মা আমি পূর্ণ করেছি।'

বক্তৃতা শেষ করলেন হামিদ বিন জোহরা। আলবিসিনের খতিব দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'ভদ্র মহোদয়গণ, শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এক স্থানে হামিদ বিন জোহরার অপেক্ষা করছেন। আপনাদের কাছে তিনি বিদায় চাইছেন। আপনারা তার সাথে যাবেন না। মসজিদের বাইরে তার হেফাজতের জন্য সশস্ত্র লোকজন রয়েছে। এশার আজান হচ্ছে, একটু পরই জামাত শুরু হবে।'

মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন হামিদ বিন জোহরা। সড়কে দাঁড়ানো টাংগার উঠে বসলেন তিনি।

ঘুম থেকে জেগে উঠল সালমান। গাঢ় আঁধারে ডোবা কক্ষ। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল ও। চোখ লাগাল দরজার ছোট্ট ছিদ্র পথে। বাইরেও ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভেসে এল মানুষের কণ্ঠস্বর। ওদের কথাবার্তা এবং হাসি শুনে আশ্বস্ত হল সালমান। দেয়ালে হেলান দিয়ে ও বসে পড়ল। দিনের ঘটনাবলী ধীরে ধীরে ভীড় জমাতে লাগল তার চোখের সামনে। ভাবনার গভীরে ডুবে গেল ও। 'আতেকা' যাকে দেখেছে, সে হয়তো দেখতে তার পিতার হত্যাকারীর মতই ছিল। অজানা আশংকায় আমায় পেরেশান করেছে ও। হামিদ বিন জোহরার কাছে যেতে পারলেও এক বালিকার কথায় কি তিনি এত বড় দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতেন? সে জন্য তো যে কোন ঝুঁকি

নিতে তিনি প্রস্তুত?

আসলে ওলীদের কথাই ঠিক। হামিদ বিন জোহ্‌রার শুভাকাংখীরা গাদ্দারদের ব্যাপারে সচেতন। আতেকার পয়গাম পৌছাতে পারলেও এরচে বেশী সাবধান হতো না ওরা। এর বেশী কি করতে পারি আমি? ওরা আমায় সন্দেহ করে কয়েদ করে রাখল। কল্পনায় আতেকাকে বলছিল সালমানঃ 'অবুঝ মেয়ে, অযথাই আমায় পেরেশান করেছ। গাদ্দাররা শত ভয়-ভীতি দেখানোর পরও যিনি ফার্ডিনেন্ডের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা করতে পারেন, তোমার চাচার ষড়যন্ত্রে ভয় পেয়ে দায়িত্ব থেকে সরে যাবেন, এ তুমি ভাবলে কিভাবে?'

তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ওলীদ হামিদ বিন জোহ্‌রাকে আমার সংবাদ পৌছে দিয়েছে। মসজিদ থেকে সোজা তিনি এখানেই আসবেন, নয়তো আমায় ডেকে পাঠাবেন। ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর উদ্বেগ বেড়ে যেতে লাগল তার। তবে কি ওলীদ আমার সংবাদ তাকে দেয়নি? বক্তৃতা শেষেই কি তিনি গ্রানাডা ছেড়ে চলে গেছেন? গাদ্দাররা কি তার পথ রোধ করার চেষ্টা করবে না? না, না, এমন হতেই পারে না। এ হতভাগা জাতির এখনো তার প্রয়োজন রয়েছে। তাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

আঙ্গিনায় শোনা গেল কারো পায়ের শব্দ। একটু পরই দরজা খুলে গেল। কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল সালমান। এবার ক্ষোভ নয় অনুযোগ তার কণ্ঠেঃ 'তোমরা যেমন জালিম তেমনি বেকুব।'

ঃ 'জনাব, জাফরের কণ্ঠ, 'আপনি গ্রানাডা পৌছেছেন তা আমার বিশ্বাসই হয়নি।'

জাফরকে দেখেই সব অভিমান দূর হয়ে গেল তার।

সালমান জাফরের হাত ধরে অন্য পাঁচজনের চেয়ে একটু দূরে নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললঃ 'তিনি ভাল আছেন তো?'

ঃ 'হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর। তার বক্তৃতা শেষ হবার আগে জানলে এসে আপনাকে নিয়ে যেতাম। আমরা মসজিদ থেকে বেরোবার সময় ওলীদ সাঈদের কাছে আপনার কথা বলেছে। পিতার সাথে প্রয়োজন না থাকলে সাঈদও আপনার কাছে আসতো। আপনাকে ওলীদের ঘরে পৌছে দিতে তিনি আমায় নির্দেশ দিয়েছেন। কাল ভোরেই আপনাকে নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে যাব। ওলীদের পক্ষ হয়ে ক্ষমা চাইতে সে আমায় বলেছে।'

ঃ 'কোথায় সে?'

ঃ 'হুজুরের সাথে।'

ঃ 'তারা কোথায় গেছেন?'

ঃ 'এক বন্ধুর বাড়ীতে। ওখানেও তার সাথে দেখা হবে না। তিনি গ্রানাডার নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে মিটিং করছেন। বেশ সময় থাকবেন ওখানে। এখন ওলীদের বাড়ী চলুন। আমাকে আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আপনার ঘোড়া

কোথায়?'

ঃ 'দক্ষিণ দরজার খানিক দূরে একটা সরাইখানায় রেখে এসেছি। সরাইয়ের মালিক আবদুল মান্নান। সে হয়ত আমার অপেক্ষা করছে।'

ঃ 'আবদুল মান্নান আমার পরিচিত। বড় ভাল লোক। তাকে যদি বলতেন আমি হামিদ বিন জোহরার বন্ধু, তবে এত ঝামেলায় পড়তে হতো না। সাঈদের ওখানে পৌঁছে আপনার ঘোড়া আনিয়ে নেব।'

ঃ 'আবদুল মান্নান যদি বিশ্বস্ত হয়, তার কাছে যাওয়াই কি ভাল নয়! সেখানেই তাঁর অপেক্ষা করি। আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস গ্রানাডায় হামিদ বিন জোহরা নিরাপদ?'

ঃ 'তাঁর বক্তৃতার পর লোকদের অবস্থা দেখলে এ প্রশ্ন করতেন না। এখন এখানে একা পথে বেরুলেও কেউ তাকে আক্রমণ করতে সাহস করবে না। তবুও বেশী সময় তিনি গ্রানাডায় থাকবেন না। তার নির্দেশ অমান্য করে আপনি গ্রানাডা এলেন কেন? হাশিমের ব্যাপারে আপনি জানলেনই বা কিভাবে?'

সংক্ষেপে সব ঘটনা বলল সালমান। চিন্তিত ভাবে জাফর বললঃ 'গ্রানাডা এসে আমি হাশিমকে দেখিনি। এলে নিশ্চয়ই হুজুরকে খুঁজে বের করতেন। আমি বুঝি না হামিদ বিন জোহরা গ্রানাডা আসার কথা বলাতে বার বার তিনি নিষেধ করেছিলেন। গাদ্দারদের সাথে যোগ দিলে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে এতটা পেরেশান হবেন কেন? আসলে সব আতেকার সন্দেহ। তার সন্দেহ অমূলক হলেও উদ্বেগের কোন কারণ নেই। সকল গাদ্দারই তার খুনের পিয়াসী। হাশিম তাদের সাথে যোগ দিলে এমন কিছু হয়নি। গ্রানাডায় তার কাজ আপাততঃ শেষ। দক্ষিণে রওয়ানা করলে সবগুলো কবিলা তার সহযোগিতা করবে।'

ঃ 'জানি, নিজের জন্য তিনি ভাবেন না। তবুও আতেকাকে কথা দিয়েছিলাম, তার পয়গাম তাঁকে পৌঁছে দেব। তাঁর সাথে কথা না বলতে পারলে, কমপক্ষে সাঈদকে এ কথাগুলো বলবে। আর আমাকে কথা দাও হামিদ বিন জোহরা গ্রানাডার বাইরে যাবার ইচ্ছে করলে আমায় সংবাদ দেবে। তার গন্তব্যে নিরাপদে পৌঁছা পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকব।'

ঃ 'কথা দিলাম।'

ঃ 'আমি তোমার প্রতীক্ষা করব।'

দুজন যুবকের সাথে আলহামরার পথ ধরল সালমান। গলি ঘুপঁচি পেরিয়ে প্রশস্ত সড়কে পড়ল ওরা। সড়কের বিভিন্ন স্থানে মিছিল। বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান দিচ্ছিল আবু আবদুল্লাহ এবং গাদ্দারদের বিরুদ্ধে। সাঈদের কাছে ও শুনল, বিক্ষোভকারীরা আল্‌হামরার সামনে জমায়েত হচ্ছে। আরো সামনে এগিয়ে সড়কের বড় মোড়েও দেখল বিশাল মিছিল।

ঃ 'আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না।' সালমান বলল 'সামনের পথ আমি

চিনি।'

কিছুক্ষণ পর সরাইখানার গেটে প্রবেশ করল সালমান। ওসমান অভ্যর্থনা জানিয়ে বললঃ 'আমি আপনার প্রতীক্ষা করছিলাম। সরাইয়ের মালিক আপনার জন্য বড় চিন্তিত ছিলেন। আমায় বলেছেন, তার ফেরা পর্যন্ত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে।'

ঃ 'তিনি কোথায় গেছেন?'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার বক্তৃতা শুনতে। এখন কোন মিছিলের সাথে হয়ত আলহামরা চলে গেছেন। তিনি বেশী দেরী করবেন না। আপনি দেরীতে আসবেন জানলে আমিও বক্তৃতা শুনতে যেতাম। আপনি নিশ্চয়ই বক্তৃতা শুনেছেন?'

ঃ 'আমি দুঃখিত। তার বক্তৃতা শুনতে পারিনি।'

ঃ 'আসুন। রাতে কি এখানেই থাকবেন?'

ঃ 'কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। আমার এক সংগীর জন্য অপেক্ষায় আছি। তার সাথে পরামর্শ করে যা করার করব।'

হাঁটতে হাঁটতে আঙ্গিনায় চলে এল ওরা। ওসমান এক নফরকে ডেকে বললঃ 'মেহমানকে উপরে নিয়ে যাও, হাতমুখ ধোবেন। আমি খানা নিয়ে আসছি।'

ঃ 'আমার ক্ষিধে নেই। অজুর পানি হলেই চলবে।'

ঃ 'সরাইয়ের মালিক নিজের বাসায় আপনার জন্য খানা তৈরী করিয়েছেন। অবশ্যই চারটে মুখে দিতে হবে। নইলে তিনি মন খারাপ করবেন। অজু করে নামাজ পড়ে নিন। আমি খানা নিয়ে আসছি। আসুন গোসল খানা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

সালমান নীরবে অনুসরণ করল তার।

সালমানের থাকার কক্ষ ছিল দোতলায় গেট সোজা ঠিক ওপরে। সড়কের দিকে একটা জানালা। বিছানায় দামী চাদর বিছিয়ে ওসমান বেরিয়ে গেল।

নামাজের জন্য দাঁড়াল সালমান। সড়কে একটু পর পর শোনা যেতে লাগল ঘোড়ার খুরের শব্দ। নামাজ শেষ হতেই কয়েক জন লোকের আওয়াজ ভেসে এল সড়ক থেকে। উঠে জানালা খুলে ও বাইরের দিকে তাকাল। সড়কের দু'ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ক'ব্যক্তি।

একজন বললঃ 'আরে ভাই, ও নিশ্চয় গাদ্দার। সম্ভবত এখন শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দেখছো না যাচ্ছে সোজা গেটের দিকে।'

ঃ ধ্যেৎ, গাদ্দাররা কয়েক দিনেও ঘর ছেড়ে বের হবে না। সম্ভবত ওরা হামিদ বিন জোহরার সঙ্গী। হয়তো কোন কাজে পাঠানো হয়েছে।'

আরেকজন বললঃ 'হামিদ বিন জোহরার সংগীরা পথ চলতে মুখ ঢেকে রাখবে, তা হয় না। তাদের দেখেই শান্ত্রী ফটক খুলে দেবে কেন?'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার একজন সাধারণ চাকরের জন্যও আজ ফটক বন্ধ রাখবে না।'

চতুর্থ জন বললঃ 'পরিস্থিতি পাল্টে গেছে তা ভাল করেই পাহারাদাররা জানে। গাদ্দার হলে বাইরে না গিয়ে যেতো সেন্টাফের ছাউনিতে। তাদের আশ্রয় দিতে পারে শুধু ফার্ডিনেন্ড।'

অন্য একজন বললঃ 'আরে ভাই, অযথা সময় নষ্ট করো না। চলো আলহামরার দিকে।'

ঃ 'চলো।'

জানালায় খিল এঁটে চেয়ারে বসল সালমান। ভেজান দরজা ঠেলে ওসমান ভেতরে ঢুকল। হাতে খাঞ্চা। খাবার টেবিলে রাখতেই সালমান প্রশ্ন করলঃ 'ওসমান, সড়কে কোন সওয়ার দেখেছ?'

ঃ 'হ্যাঁ। সরাইখানা থেকে বের হতেই ছোট ছোট তিনটি দল দেখেছিলাম। সংখ্যায় বিশের মত হবে। সবাই মুখোশ পরা। রাত না হলে দু'একজনের ঘোড়া চিনতে পারতাম। আপনি আসার পূর্বেও আট-দশজনকে ফটকের দিকে যেতে দেখেছি।'

ঃ 'পাহারদাররা ওদের জন্য ফটক খুলে দিয়েছে, তবে কি কোন অভিযানে গেছে ওরা?'

ঃ 'আমার কাছেও আশ্চর্য লাগছে। শুধু পুলিশের অনুমতি থাকলেই রাতে ফটক খোলা হয়। কিন্তু আজ তো সকাল থেকেই গেট বন্ধ। মালিকের কাছে আপনি আমার কথা না বললে হয়তো এখনো ওখানেই আমায় থাকতে হতো?'

ঃ 'তার মানে সহসা শহর থেকে বেরোতে হলে আবদুল মান্নান আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, পুলিশ সুপারের সাথে তার জানাশোনা রয়েছে। তার কারণে আরো অনেকে শহরে ঢুকতে পেরেছিলেন।'

ঃ 'ওদের জন্য ফটক খোলা হয়েছে কিনা, সে খবর নিতে পারবে? রাষ্ট্রের লোক হলে রক্ষীরা তোমায় হয়তো বলবে না। কিন্তু আশপাশের লোকজন নিশ্চয়ই দেখে থাকবে।'

ঃ 'দরকার হলে এখনি জেনে আসতে পারি।'

ঃ 'আমার ঘোড়া সাথে নিয়ে যাও।'

ঃ 'ঘোড়ার প্রয়োজন নেই। আমি এখুনি আসছি।'

কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল ওসমান। দ্রুত খাওয়া সেরে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল সালমান। দূরের আকাশে মেঘ জমেছে হয়তো। ওর কানে ভেসে আসছিল মেঘের গর্জন।

আবদুল মান্নান কক্ষে প্রবেশ করে বললঃ 'খোদার শোকর আপনি ফিরে এসেছেন। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনার অপেক্ষা করেছিলাম। পরে ভাবলাম হয়তো হামিদ বিন জোহরার বক্তৃতা শুনে ফিরে আসবেন।'

ঃ 'তার বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি।'

ঃ 'আপনার শোনার প্রয়োজন ছিল। তার কণ্ঠে শুনেছি মুসার প্রতিধ্বনি। ডুবো ডুবো নৌকার মাঝি হিসেবে নিজের শেষ কর্তব্য তিনি পালন করেছেন।'

ঃ 'আপনি কি মনে করেন এ বক্তৃতার পরও গ্রানাডাবাসী জেগে উঠবে না?'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার যা করার তা করেছেন। এর পূর্বেও মুসার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এমনি সুর। কিন্তু কই? বাইরের সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে যদি হামিদ বিন জোহরা কয়েক সপ্তাহ আগে ফিরে আসতেন তবু এদের জাগানোর জন্য এক অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন হতো।'

ঃ 'মাফ করবেন', কথা শেষ করতে করতে বলল সে। 'আপনি একজন মেহমান আর আমি সরাইখানার মালিক। আমি একটু আলহামরা যাব। ইচ্ছে করলে আমার সাথে আসতে পারেন।'

ঃ 'আমাকে একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ওসমানকে এক কাজে বাইরে পাঠিয়েছি। আমার এক বন্ধুরও আসার কথা।'

হাঁপাতে হাঁপাতে কক্ষে প্রবেশ করে ওসমান বললঃ 'জনাব, ওরা শহর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

ঃ 'কে শহর থেকে বেরিয়ে গেছে?' আবদুল মান্নানের প্রশ্ন।

জবাবে সংক্ষেপে মুখোশধারীদের কথা বলল সালমান।

ঃ 'ওরা স্বাধীনতার স্বপক্ষের হলে খুব শীঘ্রই আমরা তা জানতে পারব। কিন্তু হুকুমতের গোয়েন্দা হলে দু'কারণে ওরা শহর থেকে বেরুবে। পাহাড়ী কবিলাগুলোকে হামিদ বিন জোহরার সাহায্য করতে নিষেধ করা অথবা তার পথ আগলানো। পনের-কুড়ি জন লোক দক্ষিণের সব ক'টা পথ রুখতে পারবে না।'

ঃ 'এ জন্য অন্য সব ফটক দিয়েও লোক বের করেছে হয়তো। গাদ্দাররা আজ নিশ্চেষ্ট ছিল না। সে যাই হোক, হামিদ বিন জোহরাকে এ সংবাদটা পৌছানো প্রয়োজন।'

ঃ 'আমায় এজাযত দিন।' দাঁড়িয়ে আবদুল মান্নান বলল।

ঃ 'কোথায় যাবেন?'

ঃ 'সম্ভবত ভোরেই তিনি এখান থেকে চলে যাবেন। তার আগে তাকে সতর্ক করা জরুরী।'

ঃ 'আপনি জানেন তিনি কোথায় আছেন?'

ঃ 'না, ইচ্ছে করেই তা জানতে চাইনি। তাতে গোয়েন্দারা হয়তো অনুসরণ করবে। যেভাবেই হোক তার কাছে আমি সংবাদটা পৌছাব।'

ঃ 'আমি জানি না আপনাকে তিনি কদ্দুর গুরুত্ব দেবেন। কষ্ট করে আমাকে তার কাছে পৌছে দিলে সম্ভবত ভাল হত।'

ঃ 'ওসমান,' সালমান বলল, 'আমার ঘোড়া তৈরী রেখ। এখান থেকে আচম্বিত রওয়ানা হওয়ার দরকার হতে পারে। কেউ আমার খোঁজ করলে রেখে দিও।'

ওসমান বেরিয়ে গেল। আবদুল মান্নান এবং সালমান সিঁড়ি পার হচ্ছিল, কানে এল টাংগার খটাখট শব্দ। সড়কে চলে এল দু'জন। টাংগা থেকে নেমে জাফর বললঃ 'আগামী কালই আপনাকে নিয়ে আমাকে গ্রামে চলে যেতে বলেছেন তিনি। ফজর পড়েই আমি আসব। আপনি প্রস্তুত থাকবেন।'

ঃ 'আমরা তার খোঁজে যাচ্ছি।' সালমান বলল। 'এক্ষুণি আমাদেরকে তার কাছে পৌছে দাও।'

ঃ 'কিন্তু তিনি ....'

চঞ্চল হয়ে সালমান বললঃ 'জলদি করো। কথা বলার সময় নেই। দূরে কোথাও গিয়ে থাকলে আমরা টাংগায় যেতে পারব। তিনি তোমার ওপর রাগ করবেন না, এ জিম্মা আমার।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে জাফর বললঃ 'গ্রানাডায় তার সাথে আপনার দেখা হবে না। তিনি চলে গেছেন।'

ঃ 'কোথায়?'

ঃ 'আমায় বলেননি। তার হঠাৎ রওনা হওয়ায় আমিও আশ্চর্য হয়েছি। তার সাথে দেখা করতে গেলে এক নওকর বলল তিনি আলহামরার দিকে গেছেন।'

ঃ 'আলহামরার দিকে!'

ঃ 'হ্যাঁ। বিক্ষোভকারীরা আলহামরা পুড়িয়ে দিতে চাইছিল। তিনি গিয়ে তাদের শান্ত করেছেন। তার পিছনে আসছিল হাজার হাজার বিক্ষোভকারী। অতি কষ্টে তাদের সরিয়ে সশস্ত্র পাহারাদাররা তাকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। ভীড় ঠেলে তার কাছে পৌছেই আপনার প্রসংগ তুললাম। সাঈদ তখন তার সাথে ছিল না।'

ঃ 'সাঈদ তার সাথে ছিল না?'

ঃ 'তিনি ছিলেন সামনের গাড়ীতে। ওলীদ ছাড়াও হুজুরের সাথে দু'জন অপরিচিত লোক ছিল।'

ঃ 'ভূমিকার দরকার নেই, খোদার দিকে চেয়ে বল তিনি কোথায় গেছেন?'

ঃ 'টাংগা পূবের ফটকে পৌছতেই শান্ত্রীরা গেট খুলে দিল। বাইরে দাঁড়িয়েছিল সাতটি ঘোড়া। আমার ঘোড়াও ছিল ওখানে। ওলীদ সওয়ার হল তাতে। সে আমাকে বলল, তুমি আমার ঘোড়া নিয়ে যেও।'

সালমান ওসমানের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? জলদি আমার ঘোড়া নিয়ে এসো।'

ঃ 'জ্বী, এক্ষুণি নিয়ে আসছি।' আস্তাবলের দিকে ছুটতে ছুটতে বলল ওসমান।

ঃ 'আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

ঃ 'পরে বলব। আগে বল আল্‌হামরা পর্যন্ত তার পিছু না ছুটে আমার কাছে আসোনি কেন? সত্যি করে বল তিনি কোথায় গেছেন?'

ঃ 'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমায় ধমক দিয়ে বললেন, মেহমানকে নিয়ে গ্রামে চলে যাও। আমি কি জানতাম তিনি বেরিয়ে যাবেন?'

ঃ 'এখন ওর সাথে কথা বলে লাভ হবে না।' আবদুল মান্নান বলল। 'আমার মনে হয় গাদ্দারদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল। এ জন্যই পূবের দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন। নিশ্চয় কোন পাহাড়ী কবিলার কাছে তিনি যাচ্ছেন। সম্ভবত বৃষ্টি আসছে। তাহলে তিনি হয় তো পথে থেমে যাবেন।'

ঃ 'আমি শুধু একটা পথই চিনি। আমার দৃষ্টিতে সে পথই তার জন্য সবচে বিপজ্জনক। আচ্ছা আমি কি শহর থেকে বেরুতে পারব?'

ঃ 'শহর থেকে বেরুতে কোন সমস্যা হবে না। আপনি ঘোড়া নিয়ে আসুন। আমি টংগায় যাচ্ছি। দক্ষিণের ফটকে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। আপনাকে দেখে যদি শান্ত্রীরা ফটক খুলে দেয়, কোন কথা না বলেই বেরিয়ে যাবেন। আর নয় ফিরে আসবেন।'

ঃ 'ফিরে আসবো?'

ঃ 'তাহলে শহরের অন্য ফটকে চেষ্টা করতে হবে।'

সালমান পকেট থেকে একটা থলি বের করে বললঃ 'এতে একশো স্বর্ণমুদ্রা আছে। আপনার প্রয়োজনে আসতে পারে।'

ঃ 'না, ওটা আপনার কাঁছেই রাখুন। দোয়া করুন আমার জানাশোনা অফিসারদের যেন ফটকে পেয়ে যাই।'

ঃ 'আমার একটা ভাল ধনুক এবং ক'টা তীর প্রয়োজন।'

সরাইয়ের মালিক এক চাকরকে তীরধনু আনার হুকুম করে তাড়াতাড়ি টাংগায় চড়ে বসল। জাফর তার হাত ধরে বললঃ 'এখানে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারলে আমিও তার সাথে যাব। না হয় আপনি পাহারাদারদের বলবেন, এর পেছনে একজন লোক আসছে। ওলীদের ঘোড়া নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ফিরে আসব। পথে বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকলে এর একা যাওয়া উচিৎ নয়। আলহামরা থেকে কিছু লোক আমি নিয়ে আসছি?'

ঃ 'তুমি আমার ঘোড়া নিতে পার।' আবদুল মান্নান বলল। 'কিন্তু তার গতি খুব শ্লথ। অন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে দেরী হয়ে যাবে।'

ঃ 'যাদের দ্বারা বিপদ আশংকা করা হচ্ছে ওরা তোমার আল্‌হামরার বিক্ষোভকারীদের অপেক্ষায় থাকবে না। তোমার জন্য আমি এক মুহূর্তও দেরী করতে পারছি না।'

বিমূঢ়ের মত সালমানের দিকে চাইতে লাগল জাফর। তার কাঁধে হাত রেখে সাল-

মান বললঃ 'মন খারাপ করো না। আমি শুধু সন্দেহ দূর করতে যাচ্ছি। যদি তাদের পথে পেয়ে যাই তোমার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দেব।'

ঃ 'তার ব্যাপারে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। তার সঙ্গীরাই তার হিফাজতের জন্য যথেষ্ট। তার সাথে দু'জন অপরিচিতকে বড় অফিসার মনে হয়েছে। একজনের চোখ ছাড়া বাকী চেহারা নেকাবে ঢাকা। পাহারাদার তাদের দেখেই ফটক খুলে দিয়েছিল। আমি ভাবছি আপনাকে নিয়ে। আপনি যে একা যাচ্ছেন?'

ঃ 'আমার জন্য চিন্তা করো না। ইন্‌শাআল্লাহ তোমার গাঁয়ের পথ আমি ভুলব না।'

ঘোড়া নিয়ে সরাইখানা থেকে বের হল ও। বৃষ্টি শুরু হয়েছিল এরই মধ্যে। সুনসান সড়কে তীব্র গতিতে ছুটে চলল তার ঘোড়া। টাংগা দাঁড়ান ছিল ফটকের কাছেই। চারজনের একজনকে অফিসার মনে হল তার। দু'জন খুলছিল গেটের পাল্লা। দরজার কাছে কিঞ্চিৎ থামল ও। দরজা খুলে যেতেই ছুটিয়ে দিল ঘোড়া।

গেট পার হয়ে চকিতে পেছনে ফিরে চাইল সালমান। অফিসার হাত তুলে বিদায় জানালেন। জোরে 'খোদা হাফেজ' বলে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষল সালমান। হাওয়ার তালে উড়ে চলল তার ঘোড়া।

শাহাদাতের শিরিণ শরাব

ক্রমশঃ বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ছিল। পূর্ণ গতিতে ছুটে একটা বাড়ীর কাছে পৌঁছল সালমান। ডান এবং বাঁয়ের দুটি সড়ক এসে এখানে মিশেছে। খানিক থেমে চারপাশটা দেখে নিয়ে আবার ছুটে চলল আগের গতিতে।

মাইল খানেক চলার পর ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি ভেসে এল তার কানে। তাড়াতাড়ি লাগাম টেনে ধরল সে আপন ঘোড়ার। সড়ক থেকে সরে লুকিয়ে পড়ল গাছের আড়ালে। পূর্ণ গতিতে পাশ কেটে ছুটে গেল দুটো ঘোড়া। আকাশের বিদ্যুৎ চমকের সাথে ও দেখল ঘোড়াগুলি আরোহী শূন্য।

এতোক্ষণ ও নিজকে প্রবোধ দিচ্ছিল এই ভেবে যে, হামিদ বিন জোহরা হয়তো অন্য পথে বেরিয়ে গেছেন। পথে এসে বাড়ী যাবার ইচ্ছে ত্যাগ করে কোন পাহাড়ী কবিলার কাছে গেছেন। কিন্তু দু'টো শূন্য ঘোড়া ছুটতে দেখে হতাশ হয়ে গেল ও। আবার তার মনে হল, হামিদ এবং তার ছেলের ঘোড়া হলে যেতো গ্রামের দিকে। এ ঘোড়া দু'টো গ্রানাডার দুশমনদের। তিনি দুশমনের মোকাবিলা করে বেঁচে আছেন।

বিভিন্ন চিন্তা পাক খেয়ে যাচ্ছিল তার মনে। ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল ঘোড়ার চলার গতি।

আচম্বিত আবারো ঘোড়ার পায়ের শব্দ এল তার কানে। সামনের সড়কের নীচু অংশ পানিতে ডোবা। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। ডানে কিছু গাছ আর ভাংগা বাড়ী নজরে পড়ল তার। লাগাম টেনে ঘোড়া সরিয়ে নিল বাড়ীর পেছনে। তাড়াতাড়ি ঘোড়াটা গাছের সাথে বেঁধে সড়কের ধারে এক বৃক্ষের আঁড়ালে দাঁড়াল ও।

খানিক পর বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল ছ'জন সওয়ার। বৃষ্টির পানি গড়াচ্ছিল সড়কের ওপর দিয়ে। হঠাৎ থেমে গেল ওরা। ওদের কথাবার্তার শব্দ আসছিল কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না। ঢালুর মাঝখানটায় পানি বেশী ছিল। ওরা সার বেঁধে সাবধানে পা ফেলে এগুচ্ছিল। পানির স্থান পার হয়ে আবার থামল ওরা। সালমানের খুব কাছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ওদের আওয়াজ এবার স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সালমান।

একজন বলছিলঃ 'অযথাই আমরা বৃষ্টিতে ভিজছি। এতোক্ষণে ওরা গ্রানাডা পৌছে গেছে। ওখানে তাদের গায়ে হাত তোলার প্রশ্নই আসে না!'

ঃ 'ওরা শহরে প্রবেশ করলে আমাদের পরিণতি কি হবে তা জান?' আর একজন বলল।

ঃ 'দোয়া কর, পাহারাদার যেন ওদের জন্য ফটক খুলে না দেয়। নয় তো শহরে লংকাকান্ড বেঁধে যাবে।' তৃতীয় জন বলল।

ঃ 'ফটকে ওরা যদি বলে হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীরা আমাদের ধাওয়া করছে, শাস্ত্রীরা দরজা না খুলেই পারবে না। আমার তো মনে হয় ওরা আমাদের ধরে বিক্ষোভকারীদের হাতে তুলে দেবে।'

ঃ 'আমাদের সংগী ভেবে পাহারাদার ওদের জন্য ফটক খুলে দিতে পারে। আমরা যখন পৌছব বিক্ষোভকারীরা তখন থাকবে গেটে। যদি জানতাম হামিদ বিন জোহরাকে হত্যা করতে যাচ্ছি তবে কক্ষনো যেতাম না। অপরিচিত লোকগুলোর সাথে আমাদের পাঠিয়ে বলা হয়েছিল, কোন দুশমনকে গ্রেফতার করার জন্য আমাদের সাহায্য প্রয়োজন। আমি তীর ছুঁড়তে নিষেধ করেছিলাম, তোমরা এর সাক্ষী।'

ঃ 'আপনি তখনই নিষেধ করেছিলেন, যখন ধনু থেকে তীর বেরিয়ে গেছে। যে তীরের শিকার হয়েছে পাঁচ ব্যক্তি। এখন আমরা সবাই একই নৌকার যাত্রী। আমরা কিভাবে জানব, আমাদের তীরের টার্গেট হামিদ বিন জোহরা। এখন একজন আরেক জনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। ভালোয় ভালোয় বাড়ী পৌছে যাবার চেষ্টা করতে হবে। ওরা যদি শহরে প্রবেশ করেই থাকে তবে বাইরে থেকে আমরা পরিস্থিতি দেখব। এর মধ্যে আমাদের বাকী লোক এলে এক সঙ্গে শহরে ঢুকব। পুলিশ সুপার হয়তো পাহারাদারদের বিশ্বাস করবে না। নিজেই গেটে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।'

হামিদ বিন জোহরার দু'জন সংগীকে এরা পায়নি। ভাবল সালমান। সন্দেহে শূন্য

ঘোড়ার পিছু ধাওয়া করছে। সাথে সাথে খেয়াল হল, শূন্য ঘোড়ার আরোহীরা যদি আহত হয়ে লুকিয়ে থাকে, তবে এরা শহরের ফটকে পৌঁছেই বুঝবে এতোক্ষণ শূন্য ঘোড়ার পেছনে ধাওয়া করেছে। অসংখ্য গাদ্দার তখন তাদের খোঁজে বেরিয়ে আসবে।

সামনের সওয়ার ঘোড়া ছুটাতেই তীর চালাল সালমান। আর্ত চিৎকার ভেসে আসার সাথে সাথে আরো দু'টো তীর ছুঁড়ল ও। খানিকক্ষণ পানি কাদায় ঘোড়ার ছুটাছু-টি আর জখমীদের চিৎকার শোনা গেল। পানি ভেংগে পালাচ্ছিল এক সওয়ার। আর একজন সংগীকে ডাকছিল। নিশ্চিন্তে গাছে বাঁধা ঘোড়া খুলে তাতে সওয়ার হল সাল-মান। মুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের কাছে গিয়ে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'দাঁড়াও। এখন আর বাঁচতে পারবে না।'

আহত ব্যক্তি হাত উপরে তুললঃ 'আমার ওপর দয়া করুন। আমি আহত।'

ঃ 'নীরবে আমার সামনে চলো।'

নীরবে সে সালমানের আগে আগে চলতে লাগল। পানিটুকু পার হয়ে সালমান বললঃ 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও। তোমার সংগীরা তোমার সাহায্যে আসবে না।'

অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলল লোকটি। ভয় জড়ানো কণ্ঠে বললঃ 'আমায় ক্ষমা করুন, আমি নিরপরাধ।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারী ক্ষমার যোগ্য নয়।'

ঃ 'আমি অপারগ ছিলাম। আমি আক্রমণ করিনি। এরা সবাই তার সাক্ষী।'

কি ভেবে সালমান বললঃ 'তোমরা যে দু'জনের পিছু নিয়েছিলে, শহরের অর্ধেক লোক ওদের পাশে জমায়েত হয়েছে। আফসোস, তোমাদের এ ষড়যন্ত্র আমরা একটু দেরীতে বুঝেছি। তোমাদের দয়া দেখানো ক্ষমাহীন অপরাধ। তবুও যদি হামিদ বিন জোহরার ব্যাপারে সত্যি সত্যি সব কথা বল, আমি তোমার জীবন রক্ষা করতে পারি।'

ঃ 'আপনি কথা দিচ্ছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। আমার ওয়াদা গাদ্দারদের ওয়াদা নয়।'

ঃ 'আপনার সংগীরা কোথায়?'

ঃ 'খামোশ।' গর্জে উঠল সালমান। 'তুমি শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দেবে। মিথ্যা বললে গর্দান উড়িয়ে দেব। বল আক্রমণ হয়েছে কোন স্থানে?'

ঃ 'কিল্লার কাছে নহরের যে পুল, তার এপাশে।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরা কি নিহত?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তার ছেলে সাঈদ?' ধরা গলায় প্রশ্ন করল সালমান।

ঃ 'তার কথা বলতে পারি না। সম্ভবত পালিয়ে গেছে।'

ঃ 'কত জনকে হত্যা করেছ তোমরা?'

ঃ 'আমরা সাতটা লাশ পেয়েছি। তার মধ্যে দু'জন আমাদের সংগী। খোদার কসম

আমি আক্রমণ করিনি।'

গর্জে উঠল সালমানঃ 'তুমি মিথ্যা বলছ।'

ঃ 'আমি মিথ্যা বলিনি। হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের আমরা চিনি না। গ্রানাডা থেকে বের হবার সময়ও জানতাম না হামিদ বিন জোহরার পথ রুখতে যাচ্ছি আমরা। পুলিশ সুপার আমাদের বলেছে, ক'জন লোক এক বিপজ্জনক অভিযানে যাচ্ছে, তোমরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাও। আমরা যখন শহর থেকে বের হলাম, মুখোশধারীরা পৌছল তার একটু পরে। আমাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে দেয়া হল। একদল পূর্বে আর একদল দক্ষিণে এগিয়ে গেলাম। আমরা তেরজন এসেছি এখানে।'

ঃ 'বেকুব! সংক্ষেপে বল হাতে এত সময় নেই।'

ঃ 'আমি যে সত্য বলছি সব না শুনলে বুঝতে পারবেন না। আমরা যখন পুলের কাছে, তখন মুষল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। আমাদের কমান্ডার পাঁচজনকে পুলের ওপারে ঘোড়া নিয়ে যেতে বললেন। অন্যরা সড়কের দু'পাশের ঝোপের আঁড়ালে লুকিয়ে তার হুকুমের অপেক্ষায় রইলাম। ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসতেই কেউ বললঃ 'দাঁড়াও! সামনে এগোবে না।' সাথে সাথে নির্দেশ এল তীর ছোঁড়ার। প্রথম আক্রমণেই পাঁচজন পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। আচম্বিত এক সওয়ার সড়ক থেকে নেমে পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করে আমাদের একজনকে হত্যা করল। বিদ্যুৎ চমকালো আকাশে। দেখলাম পশ্চিম দিকে পালিয়ে যাচ্ছে দু'জন সওয়ার। ঘোড়ার জিনের উপর নুয়েছিল একজন। আর একজন ধরে রেখেছিল তার ঘোড়ার বলগা। আমি সংগীদের তীর ছুঁড়তে নিষেধ করলাম। তা না হলে ওরাও বাঁচতে পারত না। সে পশুরা আমাদের ধমক দিয়ে বললঃ 'তিনজনের একজনও যদি বাঁচে তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেব।'

ঃ 'থাক, সাফাই গাইতে হবে না। আমি জানি তোমরা কত ভাল। তোমাকে হামিদ বিন জোহরার কথা জিজ্ঞেস করছি।'

ঃ 'তিনি নিহত হয়েছেন। মাটিতে পড়ার পর কে যেন তার বুকে এবং মাথায় তলোয়ারের আঘাত করেছিল। দু'জন জখমী কাৎরাচ্ছিল। ওদের কোতল করে দেয়া হয়েছে।'

ঃ 'তাদের লাশ?'

ঃ 'নহরে ফেলে দিয়েছি। সম্ভবত এখন নদীতে পৌছে গেছে।'

ঃ 'মিথ্যা কথা।'

ঃ 'খোদার কসম, লাশ আমরা নদীতে ফেলে দিয়েছি।'

ঃ 'সড়কে তোমরা মাত্র দু'জন সওয়ার দেখেছিলে?'

ঃ 'হ্যাঁ। পথের মোড় থেকে আরো এগিয়ে শোনলাম ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। আমাদের ধারণা ওরা দু'জন। তৃতীয় ব্যক্তি গুলি চালিয়ে আমাদের একজনকে হত্যা করল। এই সুযোগে সে দু'জন পালাতে পেরেছিল।'

ঃ 'ওরা তোমাদের হাতে এলে গাদ্দাররা তোমাদের বেশী করে পুরস্কৃত করবে।'

ঃ 'বিশ্বাস করুন আমায়। আমরা ইচ্ছে করলে ওদের সবাইকে হত্যা করতে পারতাম। আসলে আমরা নিজেরাই পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারিনি।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরা নিহত হবার পরও তোমাদের কমান্ডারকে চিনতে পারনি?'

ঃ 'না। ওরা মুখোশ পরেছিল।'

ঃ 'ঐ ঝুপড়িতে চলে যাও। বৃষ্টি থেকে বাঁচবে। গ্রানাডা পৌঁছেই কাউকে তোমার সাহায্যে পাঠিয়ে দেব।'

ঃ 'না, না।' আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল যখমীর মুখ থেকে। 'আমার উপর জুলুম করবেন না। গ্রানাডার কেউ যদি জানে আমি হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারী, তবে আমার ছাল তুলে ফেলবে।'

ঃ 'তাহলে তুমি কোথায় যেতে চাও?'

ঃ 'জানি না। তবে গ্রানাডা নয়। ভোর পর্যন্ত বেঁচে থাকব এমন ভরসাও নেই।'

ঃ 'তোমাদের মত লোক এত তাড়াতাড়ি মরে না। যখমের চেয়ে তোমার ভয়টাই বেশী। তুমি ক্ষমার অযোগ্য। তবুও তোমার জীবন বাঁচানোর কথা দিয়েছি। তোমার কথায় বুঝেছি, আর সব পুলিশ ছিল তোমার অধীন।'

ঃ 'অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমার দায়িত্ব ছিল মুখোশধারীদের হুকুম তামীল করা। নেতার নির্দেশের পর আমার নির্দেশ কোন কাজে আসতো না।'

ঃ 'আমার মনে হয় তোমাকে ছেড়ে তোমার সংগীরা গ্রানাডা যাবে না। চল দেখি, সম্ভবত ওরা কোথাও লুকিয়ে আছে।'

অসহায়ের মত সালমানের আগে আগে হাঁটা দিল লোকটি। প্রায় একশো কদম এগোতেই ভেসে এল কারো কণ্ঠঃ 'ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া, মারওয়ান।'

ঘোড়া থামিয়ে সংগীকে সালমান বললঃ 'দাঁড়াও। তোমার নাম কি?'

ঃ 'ইয়াহইয়া।'

ঃ 'মাটিতে শুয়ে সঙ্গীদের ডাকো। নয় তো গর্দান উড়িয়ে দেব।'

মাটিতে শুয়ে পড়ল ও। সংগীদের ডেকে বললঃ 'আমি এখানে।'

ঃ 'নাদান, জোরে চিৎকার কর। ওদের সাবধান করার চেষ্টা করলে খঞ্জর ঢুকবে তোমার বুকে। ওদের বল তুমি আহত। মৃত ভেবে হামলাকারীরা তোমায় ছেড়ে গেছে।'

গলা ফাটিয়ে সঙ্গীদের ডাকল লোকটি। বাঁয়ের ঝোপের আড়ালে লুকালো সালমান। ক'মিনিট পর ডান দিকের ক্ষেতে শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে লোকটি বললঃ 'ইয়াহইয়া তুমি কোথায়?'

ঃ 'এই তো এখানে।'

ঃ 'মারওয়ান কোথায়?'

ঃ 'জানি না।'

ঃ 'হামলাকারীরা?'

ঃ 'জানি না। সম্ভবত গ্রানাডা পৌছে গেছে। জলদি এসো। এখান থেকে আমাদের এক্ষুণি পালাতে হবে।'

ঃ 'ওরা ক'জন ছিল?'

ঃ 'জানি না। আরো কতক্ষণ, এমনি বাজে বকলে গ্রানাডা থেকে হাজার হাজার লোক এখানে পৌছে যাবে।'

আবার ভেসে এল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। দেখতে দেখতে চারজন সওয়ার উঠে এল সড়কে। যখমীকে তুলতে তুলতে বললঃ 'কত বার বলেছিলাম, সড়ক থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিৎ। তোমার ঘোড়া আমরা ওখানে বেঁধে এসেছি।'

ঘোড়া থেকে নামল দু'জন। একজন বললঃ 'কথা বলার সময় নেই। ওকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাও। আমি মারওয়ানকে খুঁজে দেখি। ও পূব দিকে পালিয়েছিল। গ্রামে চলে গেছে সম্ভবত।'

আর একজন তাকে ঘোড়ায় তুলতে তুলতে বললঃ 'আগে ফয়সালা কর আমরা কোথায় যাব।'

ঝোঁপের আড়াল থেকে হুংকার এলঃ 'এখন তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। সাথে সাথেই গুলির শব্দ। লাফ মারল ঘোড়া। লোকটি পড়ে গেল নীচে। চোখের পলকে সালমান উঠে এল সড়কে। তার তলোয়ারের আঘাতে নীচে পড়ল আরো একজন। পালাতে চাইল তৃতীয় ব্যক্তি। তার পেছনে ঘোড়া ছুটালো সালমান। আচম্বিত বাঁয়ে মোড় নিয়ে সালমানের প্রথম আঘাত থেকে বেঁচে গেল লোকটি। আবার সালমান চলে এল তার কাছে। গা বাঁচিয়ে সরে যেতে চাইল সে। আঘাত করল সালমান। লোকটির কাটা পা আটকে রইল ঘোড়ার সাথে। ধপাস করে মাটিতে পড়ল তার দেহটা। ভয় পেয়ে কয়েক লাফ দিয়ে থেমে গেল ঘোড়া।

হঠাৎ কারো আওয়াজে পেছন ফিরে চাইল সালমান। ঘোড়া ছুটাল ও। ধস্তাধস্তি করছে দু'ব্যক্তি। ঃ'ইয়াহইয়া।' অনুচ্চ আওয়াজে ডাকল সালমান। জওয়াবে ভেসে এল করুণ চিৎকার। এক ব্যক্তি উঠে পালাতে চাইল। আরেক জন ধরে ফেলল তার পা। উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে।

ইয়াহইয়া ভাংগা আওয়াজে বললঃ 'ওকে যেতে দেবেন না। আপনার দিকে তীর ছুঁড়তে চাইছিল ও।'

আবার পালাতে চাইল লোকটি। সালমান লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। চোখের পলকে লোকটির রক্তে রংগীন হয়ে উঠল সালমানের তরবারী।

ঃ 'ইয়াহইয়া,' সালমান বলল 'ভেবেছিলাম লোকটার সাথে তুমিও পালিয়ে গেছ। তোমার সাহায্য দরকার। তুমি পালালেও পিছু নিতাম না। এখন তোমার একটা ঘোড়া প্রয়োজন।'

ঃ 'এখন কোন কিছুই দরকার নেই আমার। আমার জিন্দেগীর শেষ মঞ্জিল এসে গেছে। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মানুষ তওবা করতে পারে, এ ধারণা আপনি আমায় দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ। আপনি এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যান।'

ঃ 'এখন তুমি আমার সঙ্গী। তোমাকে এভাবে ফেলে আমি কিছুতেই চলে যেতে পারি না। কাছেই গ্রাম আছে। আমার বিশ্বাস ওখানে তোমার চিকিৎসা চলবে।'

তার হাত বগলে চেপে ধরতে যাচ্ছিল সালমান। উষ্ণ রক্তে ডুবে গেল তার আঙ্গুল। চঞ্চল হয়ে তার বুকে গাঁথা খঞ্জর টেনে তুলল সালমান। কঁকাতে কঁকাতে ইয়াহইয়া বললঃ 'আপনার তীর বিঁধেছিল আমার পাঁজরে। খুলে ফেলেছি তখনই। কিন্তু এ খঞ্জর ......!'

কাশতে লাগলো ইয়াহইয়া। সাথে সাথে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। খানিক পর আবার ও বললঃ 'আমি জানতাম না সে ওৎ পেতে আছে আপনার অপেক্ষায়। মনে করেছিলাম ভয়ে পালাতে পারছে না। কিন্তু যখন ও ধনুতে তীর জুড়তে লাগল, আমি তার হাত ধরে ফেললাম। সে বলছিল, তুমি দুশমনের সাথে মিশে আমাদের ধোঁকা দিয়েছ। তার শক্তি আমার চেয়ে বেশী ছিল না। কিন্তু আমি ছিলাম আহত। আপনি যাদের ধাওয়া করেছিলেন ওরা তো পালিয়ে যেতে পারেনি?'

ঃ 'না।'

ঃ 'আমি আপনার সাথে যাবো না। এখানেই আমার জীন্দেগীর সফর শেষ। আর কোথাও যাবার দরকার হবে না আমার।'

ঃ 'তোমাকে এখানে ছেড়ে যাব না আমি। সাহসের সাথে কাজ করলে খুব শীগগীরই কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যাব। এখানে তোমার জন্য ঘোড়া নিয়ে এসেছি। উঠতে পারবে না সাহায্য করতে হবে?'

জওয়াব এল না ইয়াহইয়ার।

ঃ 'ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া!' ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল সে। এগিয়ে নাড়ি দেখল তার। ইয়াহইয়া তখন নীরব, নিস্পন্দ।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ও। এরপর ঘোড়ায় তুলে নিল তার লাশ। সড়কের পাশে পড়োবাড়ীর মধ্যে লাশ রেখে আবার ঘোড়ায় সওয়ার হল সালমান।

ভোরে যে বাড়ীতে অল্প বয়েসী এক বালিকা তাকে দাওয়াত দিয়েছিল ঘোড়া এগিয়ে চলল সে দিকে। ততোক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে মেঘের ভেলার ফাঁকে ফাঁকে তখন লুকোচুরি খেলা করছিল নবমীর চাঁদ।

রহস্যময়ী সেই মহিলা

গাঁয়ের কাছে এসে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল সালমান। সড়কের ডান পাশে সুনসান গলি। গলিতে ঢুকে বাঁয়ের শেষ বাড়ীটার সামনে ঘোড়া থামাল সে। অন্যান্য বাড়ীর মত এ বাড়ীও অনাবাদী মনে হল। চার দেয়ালের মাঝে মাঝে ভাংগা। ফটকের একটা পাল্লা নেই।

চকিতে চারদিক দেখে ভেতরে প্রবেশ করল ও। ছোট্ট উঠোন। সামনের খোলা দরজার ভাংগা পাল্লা বাতাসের ঝাপটায় ঠক ঠক শব্দ করছিল।

মুহূর্ত কয়েক নীরব থেকে ও সাবধানে ডাক দিলঃ 'কেউ আছেন, আছেন কেউ?'

জবাব না পেয়ে ঘোড়াটা খুঁটির সাথে বেঁধে বেরিয়ে এল সালমান। এগিয়ে গেল মসজিদের দিকে। বড়সড় গেটের কাছে গিয়ে এদিক ওদিক চাইল আবার। আলতো পায়ে এগিয়ে গেল পাঁচিলের কাছে। পাঁচিলের ভাংগা ফোকরে মাথা গলিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। চোরের মত প্রবেশ করাটা ওর পছন্দ হল না। কিন্তু ভেতরের গেট এত দূরে, সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করলেও কেউ শুনতো না। বাগানের মধ্য দিয়ে প্রায় একশো কদম এগোল ও। কিল্লার মত বিশাল বাড়ীর উঁচু চার দেয়ালের মাঝামাঝি ফটক। আস্তে কড়া নাড়ল দরজার। কিন্তু জবাব এল না। আবার দরজায় জোরে আঘাত করে ডাকাডাকি শুরু করলঃ 'মাসূদ।'

নারী কণ্ঠ ভেসে এল ভেতর থেকেঃ 'কে আপনি?'

ঃ 'মাসূদকে ডেকে দিন। ও আমায় চেনে।'

ঃ 'একটু দাঁড়ান।'

মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সালমান। হঠাৎ পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনে চমকে উঠল। গম্ভীর কণ্ঠে কেউ প্রশ্ন করলঃ 'কে আপনি?'

পেছন ফিরে চাইল সালমান। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক ব্যক্তি। হাতে তরবারী।

ঃ 'মাসূদ।' ও বলল। 'আজ সকালে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। অসময়ে তোমাদের কষ্ট দিচ্ছি বলে দুঃখিত। বাইরের ফটক বন্ধ ছিল। বন্ধ না হলেও এত দূরে আমার আওয়াজ পৌঁছত না। তুমি বাইরে আছ জানলে বাড়ীর লোকদের কষ্ট দিতাম না। বাড়ীতে সংবাদ পাঠিয়ে বল আমি হামিদ বিন জোহরার সংগী।'

ঃ 'তোমার নাম কি?' ভেতর থেকে আওয়াজ এল।

কণ্ঠস্বর পরিচিত মনে হল সালমানের কাছে। ও বললঃ 'আমি সালমান।'

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ওলীদ। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না সালমান।

ঃ 'সাঈদ তোমার সাথে?' প্রশ্ন করল সে।

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'আহত?'

ঃ 'কিন্তু ও যে আহত আপনি জানলেন কিভাবে?'

ঃ 'আমি অনেক কিছুই জানি। তবে ওকে নিয়ে এখানে আসছেন তা জানতাম না।'

ওলীদের প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে সব ঘটনা বলল সালমান। নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল ওলীদ। তারপর মাসুদকে বললঃ 'সাঈদ কেমন আছে?'

ঃ 'ওর জ্ঞান ফেরেনি এখনো। এখন ব্যান্ডেজ বাঁধা হচ্ছে। তবে ভয়ের কারণ নেই। সুস্থ হয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ। আমি এক্ষুণি আসছি।'

ভেতরে চলে গেল ওলীদ। মাসুদের সাথে হাঁটা দিল সালমান। পাঁচিল ঘেঁষে এগিয়ে চলল ওরা। ডানে ঘুরে প্রবেশ করল এক কক্ষে। বড়সড় কামরা। প্রদীপ জ্বলছে ভেতরে। সালমানের সকালের দেখা বুড়ো নওকর দাঁড়িয়েছিল দরজায়। সালমানকে দরজার সামনে রেখে মাসুদ ফিরে গেল। শরীর থেকে ভেজা জামাকাপড় খুলে বুড়োর হাতে দিয়ে কক্ষের ভেতর ঢুকল সালমান।

কাপড়ের পানি ঝেড়ে দেয়ালের সাথে ঝুলানো আংটায় শুকোতে দিল বুড়ো। চুল্লীর আগুন উসকে দিয়ে চলে গেল বাইরে।

শীতে শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে, এতক্ষণ পর অনুভব করল সালমান। চেয়ার টেনে আগুনের কাছে হাত ছড়িয়ে দিল ও।

প্রায় আধ ঘন্টা ওলীদের অপেক্ষায় বসে রইল সালমান। উঠানে কারো ভারী পায়ের শব্দে দরজার দিকে ফিরে চাইল। কক্ষে ঢুকল ওলীদ। বিধ্বস্ত চেহারা।

ঃ 'কি হয়েছে ওলীদ?' সালমানের উদ্বেগ জড়ানো প্রশ্ন।

সালমানের পাশের চেয়ারে বসতে বসতে ওলীদ বললঃ 'ওর অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে। কিন্তু এখনো জ্ঞান ফেরেনি।'

নীরবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। অকস্মাৎ ওলীদের চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রুর বন্যা। মাথা নুইয়ে দিল ও।

ঃ 'ভাই, তোমায় সবর করতে হবে।'

বড় কষ্টে কান্না থামিয়ে ওলীদ বললঃ 'এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, হামিদ বিন জোহরা চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তীরের প্রথম আক্রমণেই ঘোড়া থেকে তাঁকে পড়তে দেখেছি। এরপরও মনকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্ছিলাম এই ভেবে যে,

দুশমনরা তাঁকে হয়তো কোতল করেনি। হয়তো বন্দী করে নিয়ে গেছে তাঁকে। লোকেরা তো বলবে তাঁকে মৃত্যুর মুখে রেখে আমি পালিয়ে এসেছি। খোদা সাক্ষী, সাঈদকে বাঁচানোর প্রশ্ন না হলে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ওখানেই থাকতাম। মরণ পর্যন্ত নিজের প্রতি আমার এ ঘৃণা থাকবে যে আমি ছিলাম এক অথর্ব বন্ধু। আপনাকে তাঁর কাছে যেতে দিলে হয়তো তিনি বেঁচে যেতেন।'

ঃ 'তাঁর মনজিল তিনি দেখেছিলেন। তাকে পথ থেকে সরানো আমাদের সাধ্য ছিল না। এখন আমাদের বড় দায়িত্ব হচ্ছে সাঈদকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। তার জখম বিপজ্জনক নয় তো?'

ঃ 'এ মুহূর্তে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না।'

ঃ 'ভাল কোন ডাক্তারের খোঁজ দিলে আমি গ্রানাডা যেতে প্রস্তুত।'

ঃ 'সরকারী গোয়েন্দা এদ্দুর পর্যন্ত আসবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলে গ্রানাডার ভাল ডাক্তারকে এখানে নিয়ে আসতাম। আপনি অত চিন্তা করবেন না। ব্যান্ডেজ এখনো শেষ হয়নি। খানিক পরই তাকে আপনি দেখতে পাবেন।'

ঃ 'আচ্ছা, তৃতীয় ব্যক্তি কি পালাতে পেরেছেন? হামলাকারীদের দু'জনকে কোতল করে সে সবার টার্গেট হয়ে গেছে। তাকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আপনি কি জানেন সে কোন দিকে গেছে? তাহলে আমি তার সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

ঃ 'সে চলে গেছে অনেক দূরে। আমরা চেষ্টা করেও তার কাছে পৌঁছতে পারব না। আপনি তার জন্য চিন্তা করবেন না। আমরা ঘোড়া না হারালে অথবা সাঈদের এ অবস্থা না হলে আমিই যেতাম তার সাহায্যে।'

ঃ 'সে তৃতীয় ব্যক্তি কে?'

ঃ 'মাফ করুন, তার ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না। এমন কি নাম বলারও অনুমতি নেই। শুধু এদ্দুর জেনে রাখুন, সে একজন মশহুর যোদ্ধা।'

ঃ 'পুলের কাছে যেতে তিনি আপনাদের নিষেধ করেছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'এ বাড়ী কি সাঈদের জন্য নিরাপদ?'

ঃ 'আপাততঃ এরচে ভাল আর কোন স্থান নেই। তার অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হলে গ্রানাডায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। এখন এখানেই ক'দিন রাখতে হবে। এ মহিলা আমার মামার মেয়ে। তার ধারণা, জ্ঞান ফিরলেও ক'দিন সাঈদ চলাফেরা করতে পারবে না।'

ঃ 'ওর জ্ঞান না ফিরলে একজন ভাল ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন।'

ঃ 'আমার পিতা একজন বিখ্যাত ডাক্তার। দরকার হলে তিনি এসে যাবেন। কিন্তু গোয়েন্দারা অত্যন্ত সচেতন। তিনি বেরোবেন, আর হত্যাকারীরা তার পিছু নেবে এ ঝুঁকি আমরা নেব না। আমার বোন বদরিয়া তার শিষ্যা। অনেক ডাক্তারের চেয়েও

ভাল। শরীর থেকে তীর খোলার জন্য সাঈদকে অজ্ঞান করতে হয়েছিল।'

ঃ 'যে লাশ রেখে এসেছি, তার সৎকারের ব্যবস্থা করা দরকার। সড়কের উপর দিয়ে পানি গড়াচ্ছে যেখানে, তার পাশেই এক ভাঙা বাড়ীতে রেখে এসেছি তাকে। ওখান থেকে একটু দূরে নিয়ে তাকে দাফন করতে হবে।'

ঃ 'জায়গাটা আমি চিনেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

ঃ 'আবার সাঈদকে দেখে আসুন। ওর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে আমিও আপনার সাথে যাব।'

মাসুদ কক্ষে ঢুকল।

ঃ 'ও ফিরে এসেছে।' ওলীদকে বলল সে। 'পুলের আশপাশে নাকি সে কোন লাশ দেখেনি। সে বলেছে প্রয়োজন হলে আপনি তার ঘোড়া নিতে পারেন।'

ঃ 'না থাক, ওমরকে এখানে নিয়ে এস।'

ফিরে গেল মাসুদ। আবার সালমানের দিকে ফিরে ওলীদ বললঃ 'আপনার কাছে অনেক কিছু জানার ছিল। কিন্তু এখনি আমাকে গ্রানাডা যেতে হচ্ছে। অন্য ঘোড়াটাও আমার কাজে আসবে। এ মুহূর্তে আপনি গ্রানাডায় যেতে পারছেন না।'

ঃ 'গ্রানাডার বর্তমান পরিস্থিতি না জেনেই ফিরে যাব?'

ঃ 'না, না, আপনি যেতে পারবেন না। পথে আপনার সব কথা সাঈদ আমাকে বলেছে। আপনি গ্রানাডা গেছেন এজন্য সে দারুণ উদ্বেগের মধ্যে ছিল। আপনি এখানেই থাকুন। আমি খুব জলদি ফিরে আসব। কোন কারণে সাঈদকে এ স্থান থেকে সরাতে হলেও আপনার সাহায্য প্রয়োজন হবে। আপনি কতদিন থাকতে পারবেন?'

ঃ 'চারদিন পর উপকূলে একটি জাহাজ আমার অপেক্ষা করবে। আমি নির্দিষ্ট সময়ে না পৌঁছলে, ক'দিন পর আবার আসবে। এভাবে দু'মাস পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ আসতে থাকবে। এর বেশী সময় থাকতে হলে উপকূলের অনেকের সাহায্য নিতে পারব।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার স্বাভাবিক মৃত্যু হলে সাঈদকে এতটা ভয় করত না ওরা। কিন্তু এখন হুজুরের সংগীদের খুঁজতে হয়তো ওকে গ্রেফতার করতে পারে। আর যদি বাইরের লোক এসেছে জানতে পারে তাহলে ওরা পাগল উঠবে। এজন্য আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

মাসুদের সাথে কক্ষে ঢুকল ওমর। চল্লিশের মত বয়স। তার সাথে সালমানের পরিচয় করিয়ে দিল ওলীদ। লাশ দাফন করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বিদায় করে মাসুদকে ঘোড়া আনতে বলল। ওরা চলে গেলে সালমান বললঃ 'আমার মনে হয় গ্রানাডায় অর্ধেক কাজ রেখে এসেছি। এজন্য আবার যেতে হবে আমায়। আপনার সংগীদের জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে, হামিদ বিন জোহরার মৃত্যু সংবাদ এখুনি যেন মানুষের কাছে প্রচার না করে।'

ঃ 'আমাদের যে কোন ভুলে ওরা সুযোগ নেবে। সাঈদ আহত। আশা করি তৃতীয় ব্যক্তি আমার পূর্বে গ্রানাডা পৌঁছতে পারবে না। অবশ্য বিশ্বস্ত লোক ছাড়া আমিও কাউকে একথা বলব না।'

দরজায় উঁকি মেরে এক বৃদ্ধা খাদেমা বললঃ 'জনাব, বদরিয়া মেহমানকে নিয়ে ভেতরে যেতে বলেছেন।'

ওরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

বিশাল কক্ষ। নিঃশব্দে চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়েছিল সাঈদ। মনে হয় গভীরভাবে ঘুমুচ্ছে। সালমান এগিয়ে গিয়ে তার কপালে হাত রাখলো। ভেতর থেকে ভেসে এল নারীর কণ্ঠস্বর।

ঃ 'ওর সাথে কথা বলতে পারবেন না। ওর মধ্যে এখনো ঔষধের ক্রিয়া রয়েছে।'

ঘার ফিরিয়ে চাইল সালমান। গাম্ভীর্যপূর্ণ এক অনিন্দ্য সুন্দর রমনীয় চেহারায় আটকে রইল তার দৃষ্টি।

ঃ 'বদরিয়া।' ওলীদ বলল। 'ও সালমান। হামিদ বিন জোহরা শহীদ হয়েছেন। তার এবং আমাদের আরো চারজন সংগীর লাশ শত্রুরা নহরে ফেলে দিয়েছে। এখুনি আমি গ্রানাডা যেতে চাই। সাঈদের হিফাজতের জন্য ও এখানে থাকবে। অবস্থার অবনতি দেখলে কাউকে আব্বাজানের কাছে পাঠিয়ে দিও।'

ঃ 'দুশমনের তীরে যদি বিষ মাখানো না থাকে, তাকে কষ্ট দিতে হবে না। আপনি ওখানে গিয়েই কিছু ঔষধ পাঠিয়ে দেবেন। একটু দাঁড়ান, মামার কাছে একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি। হয়তো তিনি ভাল কোন পরামর্শ দিতে পারবেন।'

ঃ 'বাসায় যাওয়া গ্রানাডার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। হয়তো আত্মগোপন করে থাকতে হবে ক'দিন। তবুও আব্বার কাছে তোমার চিঠি পৌঁছানোর চেষ্টা করব।'

ঃ 'আমি এখনি আসছি।'

পাশের কক্ষে চলে গেল বদরিয়া। সালমান বললঃ 'ঔষধ পাঠানোর ভাল কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে জাফরকে পাঠিয়ে দেবেন। সোজা সরাইখানায় গেলে তাকে পেতে পারেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি যদি নিরাপদে পৌঁছে থাকেন, তাকে আমার সালাম দেবেন। কখনো গ্রানাডা যেতে পারলে তার সাথে অবশ্যই দেখা করব।'

ঃ 'তাকে আপনার কথা বললে তিনি আপনার সাথে দেখা করতে চাইবেন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করতে হলেও তার প্রয়োজন। আপাততঃ তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবেই তিনি পরিচিত।'

পাশের কক্ষের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বদরিয়া। চিঠিটা তুলে দিল ওলীদের হাতে। সালমানের সাথে মোসাফেহা করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ওলীদ।

বদরিয়া একটা চেয়ার টেনে চুল্লীর কাছে নিয়ে গেল। বললঃ 'মাফ করুন। আপনি যে বৃষ্টিতে ভিজে এসেছেন, আমার খেয়ালই ছিল না, এখানে বসুন। আমি শুকনো

কাপড়ের ব্যবস্থা করছি।'

আগুন পোহাতে পোহাতে সালমান বললঃ 'আপনিও বসুন। এখন তত ঠান্ডা লাগছে না। জামা কাপড়ও শুকিয়ে এল বলে।'

সাঈদের নাড়ি দেখল বদরিয়া। সালমানের কয়েক কদম দূরের এক চেয়ারে বসে বললঃ 'ওলীদ বলেছে, আপনি নাকি তুর্কীদের যুদ্ধ জাহাজে থাকেন। হামিদ বিন জোহরার বন্দী এবং মুক্তির কাহিনী শোনার বড় আগ্রহ আমার। তিনি কি স্পেন থেকে রওনা হতেই বন্দী হয়েছিলেন?'

ঃ 'না, মরক্কোর উপকূল পর্যন্ত তিনি পৌছে ছিলেন। বরবরীদের একটা জাহাজ তাকে কস্তনতুনিয়া পৌছানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু পথে মাল্টার দুটো যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণ করেছিল সে জাহাজটাকে। লাফিয়ে পড়েছিল যারা, বন্দী করে তাদের মাল্টা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত হামিদ বিন জোহরার ব্যাপারে কিছুই জানত না ওরা। আসলে নীরবে বসেছিল না দুশমন। একদিন ফার্ডিনেন্ডের দূতের সামনে হাজির করা হল বন্দীদের। হামিদ বিন জোহরাকে মাল্টার কয়েদখানা থেকে স্পেনের এক যুদ্ধ জাহাজে নিয়ে আসা হল। তখন সাগরে টহল দিচ্ছিল তুর্কীদের দুটো যুদ্ধ জাহাজ। সাঁঝের আবছা আঁধারে ওরা এক ঝলক মাত্র দেখল স্পেনীশ জাহাজ। প্রভাতেই আক্রমণ করল দু'দিক থেকে। বাধ্য হয়ে শাদা পতাকা তুলল ওরা। হামিদ বিন জোহরার তখন ভীষণ জ্বর। দু'দিন পর্যন্ত অজ্ঞান ছিলেন তিনি। জ্ঞান ফিরল তৃতীয় দিন। জ্ঞান এলে তার প্রথম প্রশ্ন ছিল গ্রানাডা সম্পর্কে। যখন যুদ্ধবিরতি চুক্তির কথা বলা হল তিনি চিৎকার দিয়ে বললেনঃ 'না, না, তোমরা মিথ্যে বলছ। এ কখনো হতে পারে না। মুসা বিন গাস্সানকে চেন না তোমরা।'

এর পরপরই আবার তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরল পরদিন। তিনি বললেনঃ 'স্পেনীশ জাহাজের কাপ্তানের তলোয়ার তাকে ফিরিয়ে দাও। তার সাথে ভদ্র ব্যবহার কর। জাহাজের অন্য সব অফিসাররা যখন আমাকে হত্যা করার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেবলমাত্র তিনিই তার বিরোধিতা করেছিলেন।'

ঃ 'তখন কি আপনি তাঁর সাথেই ছিলেন?'

ঃ 'না, যে জাহাজ দু'টো স্পেনীশ জাহাজ আক্রমণ করেছিল, তার একটার কাপ্তান ছিলাম আমি। মুক্তির পর তাঁকে আমার জাহাজেই তোলা হয়েছিল। আমাদের কিছু যুদ্ধ জাহাজ গ্রীক থেকে আফ্রিকার দিকে যাচ্ছিল। নৌবাহিনী প্রধান ছিলেন টারভেলস। গ্রানাডার ব্যাপারে তার উৎকণ্ঠা দেখে তাকে তার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেনঃ 'এখুনি গ্রানাডা গিয়ে চেষ্টা করুন দুশমন যেন গ্রানাডা কব্জা করতে না পারে। গ্রানাডাবাসী অস্ত্র সমর্পণ করলে সুলতানের কাছে আপনার যাওয়া না যাওয়া সমান। আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা মজবুত থাকলেই কেবল আমরা স্পেনের সাহায্য করতে পারি।'

হামিদ বিন জোহরাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন নিজেই সুলতানের কাছে আসবেন। তাকে স্পেনে পৌছানোর জিম্মা দেয়া হল আমাকে। বরবরীদের নৌসেনাপতি আমাদের নৌবাহিনী প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। আমার জাহাজের পাহারাদার হিসেবে ওদের দুটো জাহাজ এল আমার সাথে।

স্পেনের উপকূলের কয়েক মাইল দূরে টহল দিচ্ছিল ওদের দু'টো জাহাজ। আমাদের পিছু নিল ওরা। তখনো সূর্য ডোবার ঘন্টা দুয়েক বাকী। আমরা জাহাজের মুখ ফিরিয়ে দিলাম পশ্চিম দিকে। ছুটতে লাগল ওরা। তীব্র গতিতে এগিয়ে আমার জাহাজের মুখে এল দুশমনের জাহাজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা জাহাজ জ্বলতে লাগল আমার নিক্ষিপ্ত গোলায়। ওদের দ্বিতীয় জাহাজ পালিয়ে যেতে চাইল সাগরের দিকে। কিন্তু সে আমাদের জাহাজের সামনে পড়ল। ফাঁক থেকে বেরিয়ে হামলা করলাম আ-মিও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডুবে গেল ওদের জাহাজ। কিন্তু হামিদ বিন জোহরাকে নামিয়ে দেয়ার নিরাপদ কোন স্থান পেলাম না। সরে এলাম আরো ডানে। আমাদের নৌ-প্রধানের নির্দেশ ছিল, হামিদ বিন জোহরার নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে যেন ফিরে না যাই।

সঙ্গীরা বিদায় নিলেন। আমার সহকর্মীকে জাহাজ নিয়ে ফিরে যেতে বললাম। তখনো হাঁটাচলার উপযুক্ত হননি হামিদ বিন জোহরা। সতর্ক পা ফেলে তাকে নিয়ে এগিয়ে চললাম পাহাড়ী পথে। ভোরের দিকে বেদুঈনদের তাঁবু সামনে পড়ল। একটা ঘোড়া কিনলাম ওদের কাছ থেকে। এরপর আমরা রাখাল আর কৃষকদের বস্তিতে ঢুকে পড়লাম।

বস্তির সর্দার ছিলেন হামিদ বিন জোহরার ছাত্র। অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। ক'দিন থাকতে বললেন সেখানে। কিন্তু হুজুর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে প্রস্তুত ছিলেন না। খাওয়া শেষে আবার আমরা রওয়ানা হলাম।

বাড়ী পৌছলাম দু'দিন পর। আমার জিম্মাও শেষ। কিন্তু হঠাৎ তিনি গ্রানাডায় যাবার ফয়সালা করলেন। ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন আমাকে। কিন্তু পরিস্থিতি আমায় গ্রানাডা যেতে বাধ্য করেছে।'

ঃ 'গাদ্দাররা যদি জানতে পারে যে আপনি হামিদ বিন জোহরার সঙ্গী, তুর্কী জাহাজের কাপ্তান, তাহলে সাথে সাথে দুশমনকে অবহিত করবে। এর পর আপনি আর ফিরে যেতে পারবেন না। যদি সাঈদের জন্যই থেকে থাকেন, তবে আমি বলব, এখানে অপেক্ষা করা আপনার জন্য মোটেও উচিৎ নয়।'

ঃ 'এ পরিস্থিতিতে সাঈদের কোন সাহায্য করতে পারব না তা আমিও জানি। কিন্তু যাবার পূর্বে গ্রানাডার বর্তমান অবস্থা তো জানা দরকার। ওলীদের কোন সংবাদ না পেলে, নিজেই গ্রানাডা যাবার ঝুঁকি নেব। বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে আমাদের নৌ-প্রধানের কাছে কোন সংবাদ পাঠাবেন বলেই হয় তো আমায় রেখে দিয়েছিলেন তিনি।'

বদরিয়া মন দিয়ে সালমানের কথা শুনছিল। সালমানের মনে হচ্ছিল তার বুকের পাষাণটা যেন ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। ঘরে ঢোকার সময় এক নজর মাত্র দেখেছিল বদরিয়াকে। এরপর ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যত বারই তার দিকে দৃষ্টি পড়েছিল, এক ঝাঁক লজ্জা এসে জড়িয়ে ধরত তাকে।

ওর কেন যেন মনে হল প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কথা হয়ে যাচ্ছে, সাথে সাথে নীরব হয়ে গেল ও।

খানিক নীরব থেকে বদরিয়া বললঃ 'আমার কেবলই মনে হয় আপনি আমাদের দেশের মানুষ। বাইরের কোন লোক স্পেনের উপকূল সম্পর্কে এতটা জানে না।'

ঃ 'আলমিরিয়ার এক আরব পরিবারে আমার জন্ম। মা ছিলেন বরবরী বংশের। সে অনেক বড় কাহিনী।'

ঃ 'আপনি ক্লান্ত না হলে সে দীর্ঘ কাহিনী আমি শুনব।'

বদরিয়ার পীড়াপীড়িতে সালমান বলতে লাগলঃ 'ব্যবসা এবং জাহাজ চালনা ছিল আমার বংশের পেশা। চারটি জাহাজ ছিল আমার পিতার। আলমিরিয়া এবং মালাকা ছাড়াও মরক্কো এবং মেসোপটেমিয়ায় আমাদের ব্যবসা ছিল। এ জন্য অধিকাংশ সময় আব্বা বাইরে বাইরে থাকতেন। আমার দু'বছরের সময় আম্মা মারা যান। আব্বা তখন বাড়ী ছিলেন না। নানাজান এসে নিয়ে গেলেন আমাকে। দু'মাস পর আব্বা এসে আমায় নিয়ে গেলেন মালাকা। ওখানেই আমার প্রাথমিক শিক্ষা। তার ইচ্ছে ছিল আমি জাহাজ চালক হই। মাঝে মাঝে সাথে নিয়ে যেতেন আমাকে। একবার দু'মাসের দীর্ঘ সফরে গেলেন তিনি। আমি খুব কান্নাকাটি করলাম। ফিরে এসে আমায় সাথে নিয়ে গেলেন। এরপর থেকে জাহাজই হল আমার ঘরবাড়ী। আমার শিক্ষার জন্য জাহাজে একজন স্থায়ী শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। তুর্কীরা যখন ইটালী হামলা করেছিল, আব্বাজান স্বেচ্ছায় তাদের সাহায্য করেছিলেন। তখন আমি ছিলাম নিজের বাড়ীতে।

ক'মাস পর তিনি ফিরে এলেন। সুলতান আবুল হাসান তাকে মালাকার ক্যাডেট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ করলেন। আমি আরো এক বছর তার সাথে ছিলাম। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি আমাকে কন্তনতুনিয়া পাঠিয়ে দিলেন। যুদ্ধের সময় সংবাদ পেলাম তাকে রিয়ার এডমিরাল পদে উন্নীত করা হয়েছে।'

ঃ 'তাহলে আপনি রিয়ার এডমিরাল ইব্রাহিমের ছেলে?'

ঃ 'যুদ্ধের সময় নানার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি মামার কাছে। তার আত্মীয় স্বজন তখন হিজরত করে চলে গেলেন আলজেরিয়া। দু'মাস পর আবার সংবাদ পেলাম এক লড়-াইয়ে আব্বাও শহীদ হয়ে গেছেন। এর পর স্পেনের সাথে আমার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল।

তুর্কী নৌবাহিনীর বর্তমান এডমিরাল কামাল রইস অনেক পূর্ব থেকেই আমার পিতাকে জানতেন। তিনি কখনো কস্তুনতুনিয়া এলেই আমার খোঁজ খবর নিতেন।

আব্বাজানের মৃত্যুর পর আমার মুরুব্বী ছিলেন তিনিই। শিক্ষা শেষ হতেই আমাকে নৌবাহিনীতে ভর্তি করে নিলেন।'

হঠাৎ কঁকাতে লাগল সাঈদ। ধীরে ধীরে ডাকতে লাগল আতেকাকে। তাড়াতাড়ি দু'জনই তার বিছানার দিকে এগোল। তার নাড়িতে হাত দিয়ে সালমানের দিকে চাইল বদরিয়া। সাঈদ অজ্ঞান। ক'বার এপাশ ওপাশে করে নীরব হয়ে গেল ও। বদরিয়া বললঃ 'অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর জ্ঞান ফিরবে না। আপনি আরো খানিক বসলে কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

আগের জায়গায় এসে বসল ওরা।

ঃ 'আপনার আপত্তি না হলে ওর জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই থেকে যেতে চাই।' সালমান বলল।

ঃ 'ওলীদ বলেছে গাদ্দারদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হুজুরকে হুঁশিয়ার করার জন্যই নাকি আপনি গ্রানাডা গিয়েছিলেন। ওদের ষড়যন্ত্রের খবর আপনি জানলেন কিভাবে?'

ঃ 'সাঈদের গ্রামের একটা মেয়ে সেদিন ভোরে আমার কাছে এসেছিল। ও-ই আমায় বলেছে। কিন্তু এ এক দুর্ঘটনা। ওলীদের বাড়াবাড়িতে আমি হামিদ বিন জোহরার কাছে যেতে পারিনি। ওরা একটা কক্ষে আমাকে বন্দী করে রেখেছিল।'

ঃ 'গাঁয়ের সে মেয়েটা কে? আর ও জানলই বা কিভাবে?'

বদরিয়ার আগ্রহে পুরো ঘটনা বলল সালমান।

ঃ 'অজ্ঞান অবস্থায় আতেকাকে দু'বার ডেকেছে সাঈদ। এর অবস্থার উন্নতি না হলে ভোরে হয়তো ওকে ডাকতে হবে। কিন্তু তার চাচা যদি গাদ্দারদের দলে ভিড়ে থাকে বাড়ী থেকে বেরোতে কষ্টই হবে তার।'

ঃ 'সাঈদের জন্য তাকে ডাকতে হলে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। দু' এক দিনের মধ্যে সরকারী গোয়েন্দারা গোটা এলাকা ছেয়ে ফেলবে।'

ঃ 'গাদ্দারদের গোয়েন্দারা এ বাড়ীতে পা রাখার দুঃসাহস করবে না। সাঈদ জখমী তাও তাদের জানার কথা নয়। এজন্যই ওলীদ তাড়াহুড়া করে গ্রানাডা চলে গেছে।'

ঃ 'আপনি বললে আমি ওখানে যেতে প্রস্তুত।'

ঃ 'এখন নয়। সকাল পর্যন্ত ওর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে। মেয়েটাকে পেরেশান না করে তখন তাকে ভাল সংবাদ দিতে পারবেন।'

নিঃশব্দে কেটে গেল কিছু সময়। নীরবতা ভেঙ্গে বদরিয়া বললঃ 'কাল আমার মেয়ের সে কি আনন্দ! আমায় এসে বলল, এক মুজাহিদ গ্রানাডা গেছেন। ফিরতি পথে আমাদের মেহমান হবেন। আপনি আসার একটু আগে সে ঘুমিয়েছে।'

ঃ 'আমায় রাখতে ও গোঁ ধরেছিল। আসলে তাকে খুশী করার জন্যই কথাটা বলেছিলাম। তাকে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ হচ্ছে, আমার কাছে এ এক দুঃস্বপ্নের মতই মনে হচ্ছে।'

ঃ 'সাঈদের মত আপনাকে নিয়েও আমি ভাবছি। গাদ্দাররা টের পেলে আপনাকে

ধরে ফার্ডিনেন্ডের হাওলা করে দেবে। গ্রানাডার কিছু নেতার সাথে সাক্ষাৎ করা জরুরী না হলে আমি আপনাকে দেশে ফিরে যেতে বলতাম। আপনি যে তুর্কী নৌবাহিনীর লোক, কেউ যেন তা জানতে না পারে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি আন্দারাস থেকে এসেছেন। আমার স্বামী আপনার চাচাতো ভাই। তাঁর নাম ছিল আবদুল জাব্বার।'

ঃ 'যতদিন এখানে থাকব গ্রানাডার স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের কোন উপকার করতে না পারলেও ক্ষতি করব না।'

ঃ 'আপনি আসার একটু আগেই ওলীদ বলছিল, হামিদ বিন জোহরার খুন ঝরায় আল্লাহর রহমতের দুয়ার আমাদের জন্য রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন কে আমাদের মুক্তির পথ দেখাবে? সে যখন বলল আপনি তুর্কী নৌবাহিনীর লোক, আচম্বিত মনে হল আমরা একা নই। গ্রানাডাবাসীর ব্যাপারে নিরাশ হলেও তুর্কী ভাইদের ব্যাপারে আমি নিরাশ নই।'

ঃ 'হায়, তুর্কীদের পক্ষ থেকে যদি কোন সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার আমার থাকতো! যুদ্ধ বিরতি চুক্তি আবার অস্ত্র সমর্পণের ভূমিকা না হয়, আমাদের নৌ-প্রধান এ ভয় করেছিলেন। এজন্যই লোকদের সংগঠিত করার জন্য তাড়াহুড়া করে হামিদ বিন জোহরাকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। আমাদের দোয়া করা উচিৎ গ্রানাডাবাসী আগেভাগেই যেন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত না করে বসে। হামিদ বিন জোহরা মানুষের মনে যে আবেগের সৃষ্টি করেছে, তাও যেন নিঃশেষ না হয়ে যায়।'

উদাস হয়ে গেল বদরিয়ার চেহারা। বললঃ 'জাতীয় নেতৃবৃন্দ যখন মোনাফেকী আর গোমরাহীর পথ খুঁজে নেয়, চরিত্রহীন আর ফাসেক হয় কওমের ভাগ্যের নিয়ামক, তখন সাধারণ মানুষ কি করতে পারে? ওরা মুক্তির পিপাসায় পাগল হয়ে হামিদ বিন জোহরাকে সঙ্গ দেয়নি, বরং হিংস্র হায়েনার আক্রোশ থেকে বাঁচার জন্য তার পাশে এসেছিল। এবার যখন ওরা শুনবে, স্বাধীনতার জন্য রক্ত দেয়ার আহ্বান করার কেউ নেই, অতিরিক্ত আত্মত্যাগ করতে হবে না ভেবে খুশীই হবে ওরা। অনেকের মত আমার স্বামীও জীবন দিয়েছেন গ্রানাডার আজাদীর জন্য। আমরা এখানে ছিলাম না। এই ক'দিন হল মাত্র এসেছি।'

ঃ 'আপনার নওকর সেকথা আমায় বলেছে। আমার মনে হয় এখানে না এলেই ভাল করতেন।'

ঃ 'এখানে থাকা যখন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখনি এখান থেকে গিয়েছি। শুধু নিজের কথা হলে স্বামীর সাথেই থাকতাম। চল্লিশ জনের বেশী আহত ছিল এ বাড়ীতেই। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ লেগেছিল সমগ্র দেশে। আমার স্বামী জোর করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন ক'দিন পর তিনিও যাবেন। কিন্তু তাঁর আর যাওয়া হয়নি। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য তিনি জীবন কোরবান করলেন। এ

বাড়ীর পেছনেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে।'

দীর্ঘ সময় ধরে দু'জনে কথা বলল। একসময় বদরিয়া বললঃ 'মাফ করুন। কথা বলতে গিয়ে সময়ের খেয়াল ছিল না। আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

ঃ 'আমায় নিয়ে ভাববেন না। সাঈদের পাশে থেকেই আমি বেশী শান্তি পাব।'

ঃ 'আমি ছাড়াও সাঈদের জন্য খাদেমা এবং আরো দু'জন নওকর রয়েছে। যদি আপনাকে হঠাৎ চলে যেতে হয় এজন্য খানিক বিশ্রাম করে নিন।'

খাদেমাকে ডাকল বদরিয়া। করিডোর থেকে কক্ষে ঢুকল সে। পাশের কক্ষ থেকে আসমার আওয়াজ ভেসে এল।

ঃ 'বেটি, আমি এখানে। ভোর হতে তো অনেক দেরী। তুমি ঘুমোও। আমি আসছি।'

চোখ ডলতে ডলতে কক্ষে ঢুকল আসমা। আশ্চর্য হয়ে ও তাকিয়ে রইল সালমানের দিকে। আচম্বিত দৌড়ে এসে বললঃ 'আপনি তো জখমী নন?'

ঃ 'আমি ভাল। তুমি কেমন আছ?'

ঃ 'আমি আম্মাজানকে বলেছিলাম, আপনি অবশ্যই ফিরে আসবেন। আম্মা আমায় ঠাট্টা করেছিলেন। আমি সারাদিন আপনার পথের দিকে তাকিয়েছিলাম। বৃষ্টির সময় আম্মা বললেন আপনি আসবেন না। মামাজানকে দেখে ভাবলাম আপনি আসবেন।'

ঃ 'বেটি, অত কথা বলো না। ওকে বিশ্রাম করতে দাও। তুমিও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। খাদেমা এঁকে মেহমানখানায় নিয়ে যাও।'

ঃ 'না, না, ওকে কষ্ট করতে হবে না?' উঠতে উঠতে বলল সালমান। ও ফিরে এল নিজের কক্ষে। চুল্লীতে তখনও আগুন জ্বলছিল। আগুনের পাশেই ওর কাপড় শুকাচ্ছিল।

ঃ 'আপনার কিছু লাগবে?' মাসূদ বলল।

ঃ 'না, তুমি বিশ্রাম করগে।'

চুল্লীর আগুন উস্‌কে দিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল মাসূদ।

পিতা এবং পুত্র

উজির আবুল কাশিমের বাসগৃহ। অসহায় হাশিম কয়েক বার মহল থেকে বেরোতে চাইলেন। কিন্তু পাহারাদার এবং নফরদের ব্যবহারে মনে হল, তিনি যেন বন্দী। ধমক এবং গালি দিয়েও কিছু হয়নি। রাগে একজনের মুখে চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। সুলতান

আর উজিরকে গাদ্দার বলেছিলেন। অথচ নফররা শুনেও যেন শুনতে পায়নি। প্রকাশ্যে তাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাচ্ছিল ওরা। কিন্তু দরজা থেকে নাংগা তলোয়ারের পাহারা সরাতে রাজি ছিল না।

তার প্রশ্নের জবাবে পাহারাদাররা বললঃ 'উজিরে আজম আপনাকে এখানে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার বাইরে যাওয়া নাকি বিপজ্জনক। তিনি না ফেরা পর্যন্ত আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। আপনি বাইরে গেলে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তিনি আমাদের চামড়া তুলে ফেলবেন। আমাদের প্রতি নির্দেশ আপনাকে যেন কষ্ট না দেই। কিন্তু বের হবার চেষ্টা করলে যেন গ্রেফতার করি।'

হাশিম উজিরের বাসার খাবার খেতে অস্বীকার করল। দুপুরে শীতের বাহানায় রোদ পোহাতে চাইল। পাহারাদাররা তাকে নিয়ে গেল উঠানে। ঘন্টা খানেক চোখ বন্ধ করে রোদে বসে রইলেন তিনি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করলেন গেটের দিকে। পঞ্চাশ কদমও যাননি, ছুটে এসে পাহারাদাররা তাকে ধরে এক কক্ষে নিয়ে আটকে রাখল। ক্ষুধার্ত পশুর মত কক্ষে পায়চারী করছিলেন তিনি। গ্রানাডায় কি হচ্ছে তা জানার জন্য হাশিম উদগ্রীব ছিলেন। পায়ের কোন শব্দ শুনলেই তিনি ডাকতেন। কিন্তু সবাই নিরুত্তর। এক অসহায় বেদনা নিয়ে তিনি বসে রইলেন বিছানায়।

রাতের দ্বিতীয় প্রহর। খুলে গেল কক্ষের দরজা। ভেতরে ঢুকল একজন অফিসার এবং দু'জন রাজকর্মচারী। একজন এসে প্রদীপ জ্বেলে দিল।

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে বল আর কতক্ষণ আমি তোমাদের বন্দী।' হাশিম বললেন। 'শহরে কি হচ্ছে? আবুল কাশিম কোথায়?'

অফিসারটি বললঃ 'শহরে বিদ্রোহের সম্ভাবনা রয়েছে। আবুল কাশিম তার বন্ধুদের এ থেকে দূরে রাখতে চাইছেন। আমার বিশ্বাস, খুব শীঘ্র সব ঠিক হয়ে যাবে। পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনার অনুমতি পেলে খানা পাঠিয়ে দেব।'

ঝাঝাল কণ্ঠে হাশিম বললেনঃ 'তোমরা আমায় বিষ এনে দিতে পার না?'

ঃ 'মাফ করুন। বেশী কথা বলতে পরছি না।' বলেই দরজার দিকে ফিরল অফিসার।

ঃ 'খোদার কসম লাগে, একটু দাঁড়াও।'

অফিসারটি দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু থেমে হাশিম বললেনঃ 'হামিদ বিন জোহরার খবর কি? আবুল কাশিম কি তাকে গ্রেফতার করেছে না হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে?'

ঃ 'তার নির্দেশের প্রয়োজন নেই। গ্রানাডার লাখ লাখ মানুষ শান্তি চায়, যাদের সন্তান অথবা প্রিয়জন ফার্ডিনেন্ডের জিম্মায় রয়েছে এ তাদের ব্যাপারে। আমার ছেলের কাছে শুনলাম আপনার দু'ছেলেও রয়েছে ওখানে। আমি এও জানি যে, গ্রানাডাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনিও কবুল করেছিলেন।'

রাগে ক্ষোভে চিৎকার দিয়ে উঠলেন হাশিমঃ 'তোমাদের এ লজ্জাজনক ষড়যন্ত্র

থেকে আমি দূরে থাকতে চাই। পাপ থেকে তওবা করার অধিকার আমার আছে। আমার এ অধিকার আবুল কাশিম কেড়ে নিতে পারবে না।'

ঃ 'যুদ্ধের আগুনে আবার গ্রানাডা জ্বলবে, এ যদি আপনার কাছে সঠিক পথ হয়, তবে এমন লোক থেকে গ্রানাডাকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। যে হামিদ বিন জোহরার কথায় আপনার মত ব্যক্তিত্বও প্রভাবিত, তার কথার যাদু অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

এ কথা বলেই সঙ্গীদের নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল অফিসার। জমাট বেদনা নিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন হাশিম।

একবার চেয়ারে বসতেন, আবার পায়চারী করতেন কক্ষে, এভাবেই অর্ধেক রাত কেটে গেল হাশিমের। অকস্মাৎ মাঝরাতে কক্ষের দরজা খুলে গেল। প্রদীপ হাতে ভেতরে প্রবেশ করল এক পাহারাদার।

ঃ 'মাননীয় উজির আপনাকে স্মরণ করেছেন।' বলল সে। 'তিনি আরো বলেছেন আপনার বিশ্রামে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করি।'

অন্তহীন ক্রোধ চেপে পাহারাদারের সাথে হাঁটা দিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর হলরুমে প্রবেশ করলেন। হাতের ইশারায় শূন্য চেয়ার দেখিয়ে আবুল কাশিম বললেনঃ 'বসুন।'

নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন দু'জন। আবুল কাশিমই প্রথম বললেনঃ 'আমার অনুপস্থিতিতে আপনার কষ্ট হয়েছে, এজন্য আমি দুঃখিত। আমি লোকদের বলেছিলাম আপনাকে যেন বেরুতে না দেয়। আমার ভয় ছিল, আপনি যুদ্ধবাজদের হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে পারবেন না। কেউ কি বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়? আমার মনে হয় আপনাকে না আটকালে আল্‌হামরার সামনে বিক্ষোভকারীদের দলে প্রথম থাকতেন আপনি।'

ঃ 'গ্রানাডাবাসীর মধ্যে যদি জীবনের ক্ষীণতম স্পন্দনও দেখতাম হামিদ বিন জোহরাকে এখানে আসতে বারণ করতাম না। হয়তো আমিও থাকতাম তার সাথে। ফার্ডিনেন্ড আমার ছেলেদের সাথে কি ব্যবহার করবে একথাও ভাবতাম না। ওসব মিছিলে আপনি ভয় পাবেন না। এ হল সেসব অসহায় মানুষের শেষ প্রতিরোধ যারা ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার বিশ্বাস, খুব শীঘ্রই গ্রানাডার অলিগলিতে নেমে আসবে কবরের জমাট নিস্তব্ধতা।'

ঃ 'আপনি নাকি বাইরে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন?'

ঃ 'আমি জানতে চেয়েছিলাম হামিদ বিন জোহরার সাথে আপনি কি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এখানে কেউ কোন কথাই বলল না।'

ঃ 'আমরা তার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করিনি। এমনকি তার পথেও বাঁধা দেইনি। শুনেছি তিনি পাহাড়ী অঞ্চলগুলো ঘুরে বিভিন্ন কবিলার লোকদের গ্রানাডা পাঠাবেন।'

ঃ 'নিরাশ কাবিলাগুলোকে বক্তৃতার শব্দমালায় জাগানো যাবে না। ওরা গ্রানাডা না এসে বরং নিজের অঞ্চলেই দুশমনের অপেক্ষা করবে। যুদ্ধ বিরতি চুক্তির ফলে ওদের আর আমাদের মাঝে ব্যবধান বেড়ে গেছে অনেক। তুর্কীরা যদি সাহায্য নিয়ে আসত, তবে হামিদ বিন জোহরা হয়তো সফল হতেন। তার বিশ্বাস যুদ্ধ জাহাজ আসবে। কিন্তু চুক্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই আসবে এ আশ্বাস তিনি আমাকে দিতে পারেননি।'

ঃ 'গ্রানাডায়ও তিনি শান্তনার বাণী শোনাতে পারেননি। তবুও শহরের বিরাট অংশ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। কবিলাগুলো এদের সাথে মিশে হয়তো দুশমনকে হত্যাযজ্ঞের আরেকটা সুযোগ করে দেবে। যে কোন অবস্থায় দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চান তিনি। চারশো বন্দীর কোন পরোয়া তার নেই। কবিলাগুলো শহরের পথ ধরলে দুশমনও শহরে ঢুকে যাবে।'

ঃ ' এর পরও তাকে বাঁধা দিলেন না?'

ঃ 'এ দায়িত্ব আমার একার নয়। যারা যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে ভাবেন, এ সমস্যা তাদের সবার।'

আবুল কাশিমের চোখে চোখ রেখে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন হাশিম।

ঃ 'তিনি যদি স্বেচ্ছায় কোথাও গিয়ে থাকেন নিজেই নিজের সব উৎকণ্ঠা দূর করে দিয়েছেন।'

ঃ 'আপনার কথা বুঝলাম না।'

ঃ 'গ্রানাডায় তার গায়ে হাত তোলার সাহস আপনার নেই। কিন্তু বাইরের দায়-দায়িত্ব তো আপনার নয়। আবুল কাশিম আমার কাছে কিছু গোপন করছেন। আমি জানতে চাই তার সাথে আপনি কি ব্যবহার করেছেন?'

ঃ 'আমার মনে হয় আমার কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

ঃ 'কি ভাবে?'

ঃ 'এখুনি বুঝতে পারবেন' বলে হাত তালি দিলেন আবুল কাশিম। হাশিম চঞ্চলভাবে চাইতে লাগলেন এদিক ওদিক। সামনের কক্ষ থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। খুলে গেল দরজা। হতভম্বের মত তিনি তাকিয়ে রইলেন ওমর এবং ওতবার দিকে।

ঃ 'ওমর, তোমার পিতা খুব পেরেশান। একটু শান্ত্বনা দাও তো!' উজির বললেন।

পিতার দিকে চাইল সে। কিন্তু মুখ খুলতে সাহস পেল না। এগিয়ে এল ওতবা। বললঃ 'ওমরের ভাইদের নিয়ে চিন্তা করবেন না। গ্রানাডায় যে আগুন জ্বেলেছিলেন হামিদ বিন জোহরা, চিরদিনের জন্য তা নিভে গেছে। লোকেরা আর সে পাগলের প্রলাপ শুনবে না, যে এ বিশাল শহরকে কবরস্থানে পরিণত করতে চেয়েছিল। আপনাকেও আর কোন কবিলার কাছে যেতে হবে না।'

ধরা কণ্ঠে হাশিম বললেনঃ 'তোমরা কি তাকে কোতল করেছ?'

ওতবা জওয়াব না দিয়ে তাকাল আবুল কাশিমের দিকে। ব্যথাতুর চোখে ছেলের দিকে তাকালেন হাশিম। সমগ্র শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললেনঃ 'ওমর! বল, তুমি এ ষড়যন্ত্রে শরীক ছিলে না! হামিদ বিন জোহরার খুনে রংগীন হয়নি তোমার হাত। মৃত্যুর পূর্বে আমি শুনতে চাই, অপমানকর গোলামী কবুল করেও আমার বংশধররা কওমের বিরুদ্ধে শেষ ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়নি। তুমি নীরব কেন?'

ঃ 'হাশিম, আপনার এ আবেগকে আমি সম্মান করি।' আবুল কাশিম বলল। 'হামিদ বিন জোহরা আপনার যেমন বন্ধু আমাদেরও দুশমন নয়। আমি ভাবতেই পারি না এক আধপাগল লোকের কথায় আপনি গ্রানাডাকে আরো ধ্বংস হতে দেবেন। আমরা যুদ্ধে হেরে গেছি, এ সত্য তো আপনিও স্বীকার করেছেন। কতক দাঙ্গাপ্রিয় লোকের এ আবেগ কিছু মুখরোচক শ্লোগানেই সীমাবদ্ধ থাকবে। গ্রানাডাবাসী এখন আর ঘর থেকে বেরোবে না। স্থানীয় কবিলাগুলোর বিচ্ছিন্ন হাঙ্গামা ফার্ডিনেন্ডের মাথা ব্যথার কারণ নয়। ওদের দেহের উষ্ণ রক্তধারা নিঃশেষ হয়ে গেলে এমনিতেই নীরব হয়ে যাবে। ফার্ডিনেন্ডের আক্রমণের ভয়ে আমরা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছি। লোকদের উস্‌কে দিয়ে হামিদ বিন জোহরাই তো এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।

হাশিম, নিজের সন্তানদের আপনি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারেন। কিন্তু অপরের ছেলে সন্তানদের জীবন বিপন্ন করার অধিকার আপনার নেই। লাখ লাখ অসহায় মানু-ষের বেঁচে থাকার অধিকারকে আপনি ছিনিয়ে নিতে পারেন না। ওরা শুধু বেঁচে থাকতে চায়। এ তাদের কোন অপরাধ নয়।'

কাঁপা আওয়াজে হাশিম বললেনঃ 'এসব অসহায় মানুষের পরাজয় সে সব গাদ্দারদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল যারা আমাদের সকল অতীত ঐতিহ্য দু'পায়ে দলে পিষে নিঃশেষ করে দিয়েছে। যারা নিভিয়ে দিয়েছে জাতির আলো ঝলমলে ভবিষ্যৎ। সেসব অসহায় এবং অপদার্থ শাসকদের পাপের প্রায়শ্চিত করার আহ্বান নিয়ে এসেছিলেন হামিদ বিন জোহরা, ক্ষমতার জন্য যারা জাতিকে বিকিয়ে দিয়েছিল।

আবুল কাশিম, তাকে আপনি পাগল বলতে পারেন, কিন্তু জাতি অপমানকর জীবন বেছে নিয়েছে, একথা বলতে পারবেন না। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর অধিকার হামিদ বিন জোহরার ছিল। তিনি ছিলেন বিবেকবান পুরুষ। দুশমনের গোলামীতে উদ্বুদ্ধ না হতে তিনি জাতির প্রতি অনুরোধ করেছিলেন। এ তার অপরাধ নয়। হামিদ বিন জোহরাকে হত্যা করে শুধু নিজেরাই নন, অনাগত বংশধরদের ভবিষ্যৎও চরম অন্ধকারের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। এ আঁধার ঘরে আলো জ্বলবে না কখনো। আমরা সে আঁধার রাতের মুসাফির যাদের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে ধ্রুবতারার উজ্জ্বল জ্যোতি। আর কেউ সেই পাগল হামিদ বিন জোহরার পথে চলার সাহস পাবে না। তিনি ছিলেন এ হতভাগা জাতির শিরায় রক্তের শেষ ফোটা। যে জমিনে এ খুন ঝরেছে, কেয়ামত

পর্যন্ত সে জমিন আমাদের এ অসহায়ত্বের জন্য বিলাপ করতে থাকবে।'

ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করে আবুল কাশিম বললেনঃ 'হাশিম, ধ্বংসের হাত থেকে গ্রানাডাকে রক্ষা করা অপরাধ হলে আপনিও সে অপরাধে অপরাধী। কবিলাগুলো যেন তার সাহায্য না করে সে দায়িত্বও তো আপনি নিয়েছিলেন। এখন লোকদের ভয়েই কেবল অস্বীকার করছেন। আমার বিরুদ্ধে কিছু বলার পূর্বে ভেবে দেখবেন, আপনার ছেলেও এ পাপের ভাগীদার। ষড়জোর লোকদের দু'এক দিনের জন্য ক্ষেপাতে পারবেন। এরপর সে চারশো বন্দীর পিতা এবং ভাই আপনাকে মুখ খোলার সুযোগ দেবে না। মনে রাখবেন, গ্রানাডার বড় বড় আলেমদের সমর্থনও আমি পাব।'

অনেকটা দমে গিয়ে হাশিম বললেনঃ 'লোকের কাছে মুখ দেখানোর যোগ্যতা আমার নেই। নয় তো আমি যে বুজদিল, লজ্জাহীন তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতাম। যদি পালিয়ে থাকি, তোমার ভয়ে নয় বরং লজ্জার কারণে। এরপরও তুমি সাক্ষী থেকো, হামিদ বিন জোহরার হত্যার ষড়যন্ত্রে আমি শরীক ছিলাম না।'

ক্রোধমাখা দৃষ্টিতে কতক্ষণ হাশিমের দিকে তাকিয়ে রইলেন আবুল কাশিম। এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। বললেনঃ 'এ খবর এখনো অল্প ক'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আপনি মুখ বন্ধ রাখলে আপনার ছেলে যে এর মধ্যে ছিল কেউ তা জানবে না। আপনি যে কবিলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাও কেউ জানবে না। আমরা এক নৌকার আরোহী। পার্থক্য শুধু আপনি আমার ওপর দায়িত্ব চেপে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। এখন আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। ভোর পর্যন্ত আশা করি সুস্থ হয়ে যাবেন। তখন বুঝবেন, বিবেকের তাড়না সত্ত্বেও বেঁচে থাকতে চাইছেন। হামিদ বিন জোহরার হত্যায় আমিও কম ব্যথিত নই। কিন্তু আমি এমন এক দেশের উজির যে দেশের জনগণ নিজের খুন ঢেলে স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বালাতে চায় না। বরং অসহায় অশ্রু দিয়ে বেঁচে থাকার পথ করে নিতে চায়। আপনি তো তাকে গ্রানাডায় আসতে বাঁধা দিয়েছিলেন। কারণ গ্রানাডার ব্যাপারে আপনিও নিরাশ। নতুন যুদ্ধের বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে চাইছিলেন আপনিও। আমার কোন প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমার বিশ্বাস, দু'দিন পর আলবিসিনের চৌরাস্তায় লোকদের কথা শুনলে আর কোন উৎকণ্ঠা থাকবে না।'

হাত তালি দিলেন আবুল কাশিম। সশস্ত্র পাহারাদার প্রবেশ করল কক্ষে।

ঃ 'একে মেহমানখানায় নিয়ে যাও।' আবুল কাশিম বললেন।

হাশিমের ক্রোধ বিবর্ণ চেহারায় ভেসে উঠল অপমানকর লজ্জা। আবুল কাশিমের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বললেনঃ 'আমি আপনার কয়েদী না হলে যেতে চাই।'

ঃ 'মাঝরাতে কেউ কয়েদীর সাথে কথা বলে না। আমি আপনার দুশমন হলেও এত রাতে যেতে দিতাম না। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। হামিদ বিন জোহরার সংগীরা এখন যথেষ্ট সজাগ। গ্রানাডার উত্তপ্ত পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে চলে যাবেন।'

নফরের সাথে হাঁটা দিল হাশিম। দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'ওমর, আমার সাথে এস।'

একা পিতার মুখোমুখী হতে সাহস পাচ্ছিল না ওমর। আবুল কাশিমের দিকে চাইতে লাগল সে।

ঃ 'ওমরের সাথে আমার কিছু কথা আছে।' আবুল কাশিম বললেন।

ব্যথা ভরা দৃষ্টিতে কতক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে আচম্বিত বেরিয়ে গেলেন হাশিম।

ওতবা ও ওমরের মুখোমুখী হলেন আবুল কাশিম। বললেনঃ 'হামিদ বিন জোহরার ছেলে গ্রানাডা পৌছে থাকলে খুব শীঘ্রই আমরা জানতে পারব। কিন্তু তোমাদের ফাঁকি দিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে থাকলে তাকে খুঁজে বের করা তোমাদের প্রথম কর্তব্য। কবিলাগুলোকে উত্তেজিত করার সুযোগ দেয়া যাবে না তাকে। গ্রামের বাড়ী গেলে ওমর তা বলতে পারবে।'

ওমর বললঃ 'সে ভাবনা আমাদের। ভোরেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

ঃ 'বেশী লোক সাথে নেবে না। এ পরিস্থিতিতে সরাসরি কোন সংঘর্ষে যাওয়া ঠিক হবে না। আর দেখো, সে যেনো তার পিতার হত্যাকারীদের চিনতে না পারে। বন্ধু রূপে তাকে কাবু করতে হবে। এবার যেতে পার। তোমার বাপ অপেক্ষা করছেন। কোথায় যাচ্ছ তাকে বলার দরকার নেই। আমার বিশ্বাস, দু'দিনেই তার সব পেরেশানী দূর হয়ে যাবে।'

ঃ 'তার সামনে যেতে আমার ভয় হচ্ছে।'

ঃ 'ঠিক আছে। এখন তার সাথে কথা বলাও উচিৎ নয়। সকালে তাকে আমি নিজেই শান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করব। এ মুহূর্তে সাঈদকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন। ও শুধু হামিদ বিন জোহরার ছেলেই নয়, ওকে ঘিরে এ মুহূর্তে একটা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে। তাকে ধরতে পারলে হামিদ বিন জোহরার সঙ্গীদেরও ধরা যাবে। ফার্ডিনেন্ডের ধারণা, যে জাহাজে হামিদ বিন জোহরা এসেছে, সে জাহাজের গোয়েন্দাও গ্রানাডায় রয়েছে। সাঈদের মাধ্যমে তাকে খুঁজে পেলে ফার্ডিনেন্ড তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। এখন হামিদের নিহত হবার সংবাদ গোপন থাকবে। তার সংগীরা রটিয়ে দিলেও তোমরা না জানার ভান করবে।'

ঃ 'খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে ওরা আমাদের সন্দেহ করবে, এ আগে থেকেই আমি জানতাম।' ওতবা বলল। 'এজন্য আগে থেকেই সংগীদের মুখ খুলতে নিষেধ করেছিলাম। ওদের কেউ শহরে প্রবেশ করলে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হবে। আগে থেকেই পাহারাদারদের উপর আস্থা ছিল না। ওরা যে বিদ্রোহীদের সাথে মিশেছে এখন তা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে। পুলিশের লোকেরাও তাদের কর্তব্য পালন করেনি। তাদের অফিসার যদি তীর ছুঁড়তে নিষেধ না করত, এ তিনজনও পালাতে পারত না। আশ্চর্য,

তিন মাইল পথ ঘুরেও আমরা পৌছে গেছি। অথচ দু'জন পুলিশ সোজা পথে এখনও আসতে পারল না।'

ঃ 'পাহারাদারদের তোমরা জিজ্ঞেস করেছিলে?'

ঃ 'না, আমরা পশ্চিমের গেট দিয়ে ঢুকে সোজা পুলিশ সুপারের কাছে চলে গিয়েছিলাম। তিনিও কোন সংবাদ দিতে পারেননি। তাড়াতাড়ি তাদের খোঁজে লোক পাঠিয়ে দিতে বলে এসেছি। আপনাকে সংবাদ দেয়া জরুরী না হলেও আমিও যেতাম। আমি আবার পুলিশ সুপারের কাছে যাব।'

ঃ 'আমরা একজন সওয়ারের পিছু নিয়েছিলাম।' ওমর বলল। 'কিন্তু হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল। হয়তো আমাদের ফাঁকি দিয়ে সড়কে যেতেই পুলিশের হাতে পড়েছে।'

ঃ 'এমনও তো হতে পারে যে, পুলিশ এখনো তাকে ধাওয়া করছে। তোমরা পুলিশ সুপারের কাছে গিয়ে তাকে খুঁজে বের কর। বিপদের গন্ধ পেলে সাথে সাথে আমায় জানাবে। এর পরই তোমাদের কর্তব্য হবে সাঈদকে খুঁজে বের করা।'

আবুল কাশিমের দেহরক্ষীদের উপ-প্রধান কক্ষে প্রবেশ করে বললঃ 'জনাব, পুলিশ প্রধান আপনার......' কথা শেষ না হতেই চেঁচিয়ে আবুল কাশিম বললেনঃ 'নিয়ে এসো তাকে।'

অফিসারটি বেরিয়ে গেল। এক মিনিট পর হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে প্রবেশ করল পুলিশ সুপার। কাদায় ভরা কাপড়-চোপড়। চেহারায়ও কাদা লেগেছিল।

ঃ 'জনাব', সে বলল, 'রাস্তার উপর চারটা লাশ পাওয়া গেছে। বাকী দু'জনকে খোঁজা হচ্ছে।'

ঃ 'এ চারজনই কি পুলিশের লোক?' চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করলেন আবুল কাশিম।

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তাদের হত্যাকারীরা জীবিত পালিয়ে গেছে?'

ঃ 'চারটা ছাড়া আর কোন লাশ আমরা পাইনি। একজন মরেছে পিস্তলের আঘাতে, বাকী তিনজন....'।

ক্রোধে চিৎকার দিয়ে আবুল কাশিম বললেনঃ 'তোমার ভীরুর হাড্ডিগুলো কোন অস্ত্রে মরেছে তা জানতে চাইনি। এখন ভোর পর্যন্ত বাকী দুটো লাশ খুঁজে পাবার চেষ্টা কর। আহত হয়ে ওরা যেন দুশমনের হাতে না যায়। তাহলে নিজের জন্য তোমাদেরকেই কোরবানী করে বসবে। তাদের খুঁজে বের করা এবং তাদের মুখ বন্ধ রাখা আমার নয় বরং তোমার কর্তব্য।'

আর কিছু বলার সাহস পেল না পুলিশ সুপার। সে পিটপিট করে তাকাতে লাগল আবুল কাশিমের দিকে। খানিকটা মোলায়েমভাবে আবুল কাশিম বললেনঃ 'লাশগুলো কি করেছ?'

ঃ 'এখানে আসছে।'

ঃ 'এখানে! আমার বাড়ী?' খেঁকিয়ে উঠলেন আবুল কাশিম।

ঃ 'না, ওগুলো যার যার বাড়ী পৌছে দেয়া হবে।'

ঃ 'কেন?'

ঃ 'ভাল মনে না করলে পথে আটকে দেয়া যাবে।'

ঃ 'লাশ কোথায় গুম করবে তা আমার মাথাব্যথা নয়। আমি বলছি, ওরা খবর পেলে এ লাশই হামিদ বিন জোহরার হত্যার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। যাও, আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না।'

ঃ 'যত শীঘ্র সম্ভব লাশগুলো গুম করে বাকী দু'জনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।' ওতবা বলল। 'এরপর হামিদ বিন জোহরার সঙ্গীদের পাকড়াও শুরু করবেন। আচ্ছা, পাহারাদারদের কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। ওরা বলল শহরে কেউ আসেনি। কিন্তু ওদের কথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।'

ঃ 'ইস্, নিজের লোকদের ব্যাপারে যদি এভাবে সতর্ক থাকতে!' আবুল কাশিম বললেন। 'এখন যাও। আমার সময় নষ্ট করো না।'

পুলিশ সুপার কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

ঃ 'ভোরেই তোমরা সাঈদের গ্রামে রওয়ানা কর।' ওতবা এবং ওমরের দিকে ফিরে বললেন আবুল কাশিম। 'পুলিশের লোকদের হত্যা করে শহরে না এসে হয়তো গ্রামেই আশ্রয় নিয়েছে ওরা। তোমরা ওদের দুশমন, হাবভাবে যেন বুঝতে না পারে। ওদেরকে গ্রামে আক্রমণ করার দরকার নেই। ওরা কোথায় জেনে নিয়ে সময় মত পদক্ষেপ নেব।'

উৎকট দুশ্চিন্তা নিয়ে মেহমানখানার সুবিশাল কক্ষে ঢুকলেন হাশিম। চঞ্চল হয়ে ঘরময় পায়চারী করলেন কতক্ষণ। হামিদ বিন জোহরা নিহত! এ যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। বার বার মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলেন এই বলে যে, আবুল কাশিম হয়তো মনগড়া গল্প দিয়ে তাকে পরীক্ষা করেছে। না হয় গ্রেফতার করে জানতে চাইছে তাকে হত্যা করলে তার বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া কি হবে। কিন্তু আচম্বিত ওমরের ছবি কল্পনায় ভেসে উঠলে দমে যেতেন তিনি।

অসহ্য মানসিক যাতনা নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। বারান্দায় দাঁড়ানো সশস্ত্র পাহারাদার।

ঃ 'জনাব আপনি কোথাও যাচ্ছেন?' তার পথ আগলে বলল সে।

ঃ 'উজিরে আজমের সাথে জরুরী কথা বলতে চাই।'

ঃ 'ভোরের আগে তাঁর সাথে দেখা হবে না।'

ঃ 'তিনি কি ভেতরে চলে গেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তাহলে আমার ছেলের সাথে দেখা করব।'

ঃ 'আপনার ছেলে?'

ঃ 'হ্যাঁ, তার কামরায় আছে।'

ঃ 'এখন উজিরে আজমের কক্ষে কি করে যাই বলুন?'

ঃ 'তোমার যাবার দরকার নেই। উজিরের সাথে কথা শেষ করেই ওমর যেন আমার কাছে চলে আসে। একজন চাকর দিয়ে আমার খবরটা পৌছে দাও। আর না হয় আমি নিজেই তার পথে দাঁড়িয়ে থাকব।'

ঃ 'আপনি আরাম করুন গে। আমি তাকে বলছি।'

চলে গেল পাহারাদার। কক্ষে না গিয়ে বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলেন হাশিম। মানসিক অস্থিরতার কারণে শীতও অনুভব হচ্ছিল না তার। ক'মিনিট পর পাহারাদার ফিরে এল। সাথে দিনের বেলার দেখা সে রক্ষী অফিসার। কয়েক কদম দূরে থামল পাহারাদার।

অফিসারটি এগিয়ে এসে বললঃ 'অনেকক্ষণ হল ওমর চলে গেছে। উজিরে আজম শহরের ক'জন নেতার সাথে আলাপ করছেন।'

হতাশায় ছেয়ে গেল আবুল হাশিমের চেহারা। ধরা গলায় তিনি বললেনঃ 'ওমর কোথায় গেছে?'

ঃ 'জানি না। বেশী প্রয়োজন হলে ভোরে তাকে পাঠিয়ে দেব। এখন আপনি বিশ্রাম করুন।'

ঃ 'না, এখনি তাকে প্রয়োজন?'

হাশিম এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই পথ আগলে দাঁড়াল অফিসার। ঃ 'মাফ করুন। উজিরে আজমের অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারছেন না। এ মুহূর্তে পাহারাদার গেট খোলার সাহস পাবে না।'

ক্রোধে দাঁত পিষে হাশিম বললেনঃ 'আমি উজিরে আজমের সাথেই কথা বলব।'

ঃ 'এখন তার সাথে দেখা হবে না।' বলেই হাঁটা দিল অফিসার। সমগ্র শক্তি দিয়ে চিৎকার দিতে চাইলেন হাশিম। কিন্তু কণ্ঠ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁর। ছুটে যেতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু পা দু'টো তুলতে পারছিলেন না। পড়ে যেতে যেতে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন বারান্দার থাম। পিট পিট করে চাইতে লাগলেন পাহারাদারের দিকে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তার। বুকের অসহ্য যন্ত্রণা বেড়ে যেতে লাগল প্রতি মুহূর্তে। হঠাৎ হাত ফসকে গেল। হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে বসে পড়লেন তিনি। পাহারাদার এগিয়ে তার হাত ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্তিম শক্তি দিয়ে তার হাত একদিকে ছুঁড়ে মারলেন তিনি। সাথে সাথে একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত তড়পালেন কাটা মুরগীর মত। হঠাৎ টান টান হয়ে গেল তার দেহ। নেমে এল মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকার।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল বেচারা পাহারাদার। তার প্রাণহীন দেহটা ঝুঁকে দেখল বার কয়েক। এরপর ছুটে গেল অফিসারকে সংবাদ দেয়ার জন্য। একটু পর তিন ব্যক্তি এসে লাশ তুলে নিয়ে গেল।

দেহরক্ষীদের অফিসার পাহারাদারকে কঠোরভাবে দরজা বন্ধ রাখার হুকুম দিয়ে এক নফরকে বললঃ 'এখনি কাউকে পুলিশ সুপারের জন্য পাঠিয়ে দাও। তাকে যেখানেই পাবে নিয়ে আসবে। তাকে শুধু বলবে, এক জরুরী কাজে উজিরে আজম আপনাকে তলব করেছেন। আর শোন, দরজায় অবশ্যই একটা টাংগা প্রস্তুত রাখবে।'

এক সিপাই বললঃ 'ওমরের জন্যই যদি পুলিশ সুপারকে ডেকে থাকেন, তার প্রয়োজন নেই। ওরা বেরিয়ে যাবার সময় ওতবা বলেছিল, এইতো ভোর হল বলে। বাকী সময়টুকু আমার ওখানে চলো।'

ঃ 'না, এখন ওমরকে প্রয়োজন নেই। হাশিমের মৃত্যুর সংবাদ বাইরের কেউ যেন জানতে না পারে। মনে রেখ এ নির্দেশ উজির আজমের।'

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। এক চাকর ওতবাকে জাগিয়ে বললঃ 'জনাব, পুলিশ সুপার আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে নাকি উজিরে আজম পাঠিয়েছেন।'

ক্রোধ চেপে সে বললঃ 'কোথায় সে?'

ঃ 'বাইরে টাংগায় বসে আছেন। তাকে হলরুমে বসতে বলেছিলাম। কিন্তু তার খুব তাড়া। ওমরের সামনে নাকি ভেতরে আসতে পারবেন না। তার সাথে আরো দু'জন সওয়ার। আপনি ঘুমিয়ে আছেন, একথা আমি বলেছি। কিন্তু তিনি কি এক জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছেন।'

বিছানা ছেড়ে জুতো পরে নিল ওতবা। জামাটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এল বাইরে। তাকে দেখেই টাংগা থেকে নেমে এল পুলিশ সুপার। বললঃ 'মাফ করুন। অসময়ে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু আপনাকে সংবাদ দেয়া জরুরী ছিল। হাশিমের ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন উজিরে আজম।'

ঃ 'আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন। এ সিদ্ধান্তের পরই তো আমরা চলে এসেছি। তিনি যদি আমাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেন তবে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হবে। এতে ওমরেরও কোন আপত্তি ছিল না।'

ঃ 'তিনি সরে গেছেন। আমি বাসায় যেতেই আবার জরুরী তলব করা হয়েছিল। হঠাৎ তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তার লাশ এখন সরকারী ডাক্তারের কাছে। তার মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখতে ডাক্তারকে বলা হয়েছে। উজিরের ধারণা, পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেলে ওমর পাল্টে যেতে পারে।'

হাশিমের মৃত্যু নিয়ে ছিটেফোঁটা দু' একটা প্রশ্ন করল ওতবা। বললঃ 'সময় মত ওমর এ সংবাদ পাবে। এখন ও মাতাল হয়ে পড়ে আছে। তার তো একটাই দুশ্চিন্তা ছিল যে, সাঈদের জন্য গ্রামে গেলে উজির আবার তার পিতাকে না মুক্ত করে দেন। সে

সাঈদকে যতটা ভয় পায়, তারচে বেশী ভয় পায় পিতার সামনে যেতে। এখন নিশ্চিন্তে ও কাজ করতে পারবে। কাজ শেষ হলে তাকে নিয়ে আর কোন মাথাব্যথা নেই। হাশিম রাতে উজিরের মেহমান ছিলেন, একথা কেউ যেন জানতে না পারে। লোকেরা ভাববে, হামিদ বিন জোহরার এক সংগীকে দূর করে দেয়া হয়েছে। যারা তাকে দেখেছে, তাদের বুঝিয়ে দেবেন।'

ঃ 'লাশ কি করব?'

ঃ 'লাশ গুম করে ফেলতে হবে। একাজে সম্ভবত আমার প্রয়োজন নেই। সময় মত আমরা ঘোষণা করে দেব যে, তিনি হামিদ বিন জোহরার সন্ধানে গেছেন, অথবা তিনি ছেলেদের দেখতে চাচ্ছিলেন, অথবা উজিরের চিঠি নিয়ে তিনি গেছেন সেন্টাফের সেনা ছাউনীতে।'

প্রেমের পরাগ

গ্রানাডার সংবাদের জন্য দারুণ উদগ্রীব ছিল আতেকা। ফজর পড়েই সাঈদদের বাড়ী চলে যেত ও। মনসুরকে তাগিদ দিয়ে বলত গ্রানাডা থেকে কেউ এলে যেন তাকে সংবাদ দেয়। এরপরও তার উৎকণ্ঠা দিন দিন বেড়েই চলল। রোদ পোহানোর ছুতায় ও ছাদে উঠে যেত। কখনো তাকিয়ে থাকত ঝরণার ওপারে সাঈদদের বাড়ীর দিকে। আবার কখনো ওর দৃষ্টি হারিয়ে যেত অনেক দূরে– গ্রানাডার পথে।

উপত্যকার ওপারে কোন সওয়ার দেখলেই ওর হৃদপিন্ডটা লাফিয়ে উঠত। নদী পেরিয়ে সওয়ার যখন অন্য পথ ধরত, কে যেন এক পোচ্ কালি লেপে দিত তার চেহারায়।

একদিন ছাদ থেকে নেমে আসবে ও, হঠাৎ দূরে দেখা গেল এক সওয়ার। ধীরে ধীরে পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে আসছে নীচের দিকে। নদীর কাছে আসতেই হারিয়ে গেল গাছের আড়ালে। একটু পরই আবার বেরিয়ে এল ফাঁকা জায়গায়। সওয়ারের মুখ ছিল ঝর্ণার ওপারের বস্তির দিকে। ছাদ থেকে ও দেখল সালমান সাঈদদের বাড়ীতে প্রবেশ করছে।

ও ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। অর্ধেক সিঁড়ি পেরিয়ে ভাবল সালমা তো তার দিকে তাকিয়ে আছে। চকিতে দৃষ্টি নামিয়ে আনল ও। এবার ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। উঠানের মাঝ দিয়ে ও এগুচ্ছিল গেটের দিকে। সালমা ডাকলোঃ 'কোথায় যাচ্ছ মা?'

ঃ 'মনসুরদের বাড়ী।'

পিছন না ফিরে ও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। একটু পর ঝর্ণা পার হতেই দেখা পেল মনসুরের।

ঃ 'আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।' ছুটে আতেকার কাছে এসে বলল মনসুর। 'মেহমান ফিরে এসেছেন। আপনাকে স্মরণ করেছেন তিনি।'

ঃ 'তিনি তোমার নানার কথা কিছু বলেছেন?'

ঃ 'না।'

ঃ 'সাঈদ বা জাফরের কথাও বলেননি?'

ঃ 'না। আপনার সাথে নাকি জরুরী কথা আছে। আপনাকে পথে পেলাম ভালই হল। কারো সামনে আপনার সাথে কথা বলতে বার বার তিনি নিষেধ করেছেন।'

ঃ 'তিনি তো আহত নন?'

ঃ 'না, সম্পূর্ণ সুস্থ।'

খানিকটা নিশ্চিত হয়ে তার সাথে হাঁটা দিল আতেকা। ও যখন মনসুরদের বাড়ী পৌছল, উঠানে দাঁড়িয়ে জোবাইদার সাথে কথা বলছিল সালমান।

মুহূর্তের জন্য থামল আতেকা। এগিয়ে প্রশ্নমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সালমানের দিকে। সালমান জোবাইদাকে বললঃ 'আপনি মনসুরকে ভেতরে নিয়ে নিন। আমি ওর সাথে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা বলতে চাই।'

মনসুরের হাত ধরে ভেতরে চলে গেল জোবাইদা। চঞ্চল হয়ে আতেকা বললঃ 'মনসুরকে ভেতরে পাঠানোর দরকার ছিল না। যে সংবাদ ওর জন্য কষ্টকর, তা আমার জন্যও কষ্টকর। আমরা সবাই দুঃসংবাদ শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

ঃ 'হায়! আপনার জন্য যদি কোন ভাল খবর নিয়ে আসতে পারতাম? এক দুর্ঘটনায় সাঈদ আহত।'

ঃ 'আপনি কি মনে করেন এরচে বড়ো কোন দুঃসংবাদ আনেননি?'

ঃ 'সাঈদ এখন আশংকামুক্ত।'

ঃ 'আমি তার পিতার কথা জিজ্ঞেস করছি। আপনাকে পাঠানো হয়েছিল যে জন্য। খোদার দিকে চেয়ে আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবেন না।'

ঃ 'তিনি এ হতভাগা জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্য করেছেন। তাকে বাঁধা দেয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছি, এজন্য আমি লজ্জিত। তিনি যখন আক্রান্ত, তখনো আমি তার সাথে ছিলাম না। রাতের বেলা হঠাৎ করেই তিনি গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।'

ঃ 'তিনি কি বেঁচে নেই? ইন্না লিল্লাহি......... ।'

কতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল আতেকা। ধরা গলায় সে বললঃ 'সাঈদ কোথায়?'

ঃ 'আহত হওয়ার পর গ্রানাডার কাছে এক গাঁয়ে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ওরা খুব বিশ্বস্ত। অজ্ঞান অবস্থায় ও বার বার আপনার নাম উচ্চারণ করছে।'

ঃ 'আমাকে কি তার কাছে পৌছে দেবেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। কিন্তু খুব সাবধানে যেতে হবে। হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীরা তার ছেলেকে খুঁজে ফিরছে। আপনাকে অনুসরণ করে ওরা যদি ওখানটায় পৌছে যায় তবে সাঈদের হিফাজত করা কঠিন হয়ে পড়বে। হাঁটা-চলা করতে সম্ভবত ওর আরো ক'দিন সময় লাগবে। আমার ঘোড়ায় উঠে বসুন। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পৌছতে হবে।'

ঃ 'আপনি?'

ঃ 'পায়ে হেঁটে যেতে পারব।'

ঃ 'হেঁটে যাওয়ার দরকার নেই। আস্তাবলে এখনো তিনটে ঘোড়া রয়েছে। আপনি আপনার ঘোড়া নিয়ে নিন। নদীর ওপারে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি এখুনি আসছি।'

ঃ 'সাঈদ গ্রানাডার পথের এক গাঁয়ে। বাড়ীর কেউ যেন জানতে না পায় আপনি কোন পথে যাচ্ছেন?'

ঃ 'এ পরিস্থিতিতে একত্রে বেরোনো ঠিক হবে না। তাহলে কেউ দেখলেই বুঝবে আমি কোথাও যাচ্ছি। পথে একটা ভাংগা কেল্লা দেখেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

ঃ 'ওখানটায় আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি অন্য পথে আসব। পথটা বেশ দীর্ঘ এবং কঠিন। আমার দেরী হলেও আপনি চিন্তিত হবেন না।'

ঃ 'কোন কারণে আমার দেরী হলে আপনি এগিয়ে যাবেন। কিল্লা পার হয়ে গ্রানাডার সড়ক এক গাঁয়ের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। সড়কের বাঁ পাশে মসজিদ। আরো ক'কদম এগিয়ে ডানে সর্দারের বাড়ী। সাঈদ ওখানে। আপনি অসংকোচে ঢুকে যাবেন। বাড়ীর সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি কে তা বলারও দরকার হবে না।'

ঃ 'সড়ক থেকে সে বাড়ী আমি দেখেছি। আপনি তো জোবাইদাকে সাঈদের কথা বলে দেননি?'

ঃ 'না, আমি শুধু বলেছি যে, আতেকার জন্য এক জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'সাঈদের সন্ধানকারীরা এখানে অবশ্যই আসবে। জোবাইদাকে বলতে হবে কেউ জিজ্ঞেস করলে যেন বলে, এক অপরিচিতের সাথে আতেকা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে।'

একথা বলেই আতেকা চলে গেল। সালমান সামনে পা বাড়াতেই জোবাইদা ও মনসুর ছুটে এল।

ঃ 'আপনি আমার কাছে কিছু গোপন করছেন।' জোবাইদার কণ্ঠে অনুযোগ।

ঃ 'আসলে আপনাকে অবিশ্বাস করিনি। জাফর এলে তার কাছেই সব শুনতে পাবেন।'

ঃ 'সাঈদ এবং তার পিতা কি ভাল আছেন?'

ঃ 'তাঁর সাথে আমার দেখা হয়নি।'

ঃ 'আপনি না আতেকার জন্য সাঈদের পয়গাম নিয়ে এসেছেন?'

ঃ 'তার পয়গাম অন্য লোকের মাধ্যমে পেয়েছি। দু'এক দিনের মধ্যেই জাফর এসে যাবে। আমি শুধু জানি সাঈদ গ্রানাডা নেই। ও কোথাও লুকিয়ে আছে। হাশিমের দিক থেকে ওর ভয় ছিল। এজন্য গাঁয়ে ফেরেনি। কেউ এসে যদি তার ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করে বলবেন, এক অচিন ব্যক্তি সাঈদের কথা বলে তাকে নিয়ে গেছে। সে আপনাকে বলেছে সাঈদ গেছে পশ্চিম দিকে।'

ঃ 'হাশিম তার দুশমন হলে সাঈদ কোনদিকে গেছে তা তাকে কিভাবে বলব।'

ঃ 'সাঈদ অন্য দিকেও তো যেতে পারে। সে যাই হোক, ওদেরকে আলফাজরার দিকে ঘুরিয়ে হয়ত আমরা সাঈদের সাহায্য করতে পারব। আপনাকে আমি সব কথা বলতে পারছি না। দুশমনের দৃষ্টি আলফাজরার দিকে ফিরিয়ে আপনি তার বড় উপকার করতে পারবেন।'

ঃ 'আপনি কি নিশ্চিত যে, হাশিম সাঈদের দুশমন?'

ঃ 'খুব শীঘ্রই তা জানতে পারবেন।'

ঘোড়ায় উঠে বসল সালমান। জোবাইদা কথা বাড়াতে সাহস পেল না।

ঃ 'মনসুর।' ঘোড়ার বলগা ধরে পেছনে ফিরে বলল সালমান 'তুমি চিন্তা করো না। তোমায় নিতে হয়ত তোমার মামা নিজেই আসবেন।'

ঃ 'আপনি আবার আসবেন?'

ঃ 'ইন্‌শাআল্লাহ অবশ্যই আসব।'

ঃ 'খোদা হাফেজ' বলে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল সালমান।

সংকীর্ণ দীর্ঘ পথ ঘুরে গভীর খাদ পার হল আতেকা। খাদের অপর প্রান্ত মিশেছে ভাংগা কেল্লার দক্ষিণের পাঁচিলের সাথে। তীর, ধনু এবং তরবারী সাথে নিয়ে এসেছিল ও।

সড়ক কয়েক কদম দূরে থাকতেই সালমানকে দ্রুত ফিরতে দেখল ও। হাত তুলে সে বললঃ 'তাড়াতাড়ি আসুন।'

ঘোড়া ছুটিয়ে মুহূর্তে ওর কাছে এল সে। সালমান ঘোড়ার বলগা ধরে তাড়াতাড়ি ভাংগা কেল্লার ভেতরে প্রবেশ করল।

ঃ 'কি হয়েছে?' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল আতেকা। 'আপনার ঘোড়া কোথায়?'

ঃ 'ক'জন সওয়ার এদিকে আসছে। আমি সামনের পাহাড় থেকে তাদের নামতে দেখেছি। আপনি জলদি উপরে উঠুন।'

আতেকা ঘোড়া থেকে নেমে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সালমান পাশের কক্ষে নিজের ঘোড়ার সাথে বাঁধল আতেকার ঘোড়া। ব্যাগ থেকে পিস্তল খুলে ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। জানালায় মাথা গলিয়ে বাইরে দেখছিল আতেকা। সালমানের পায়ের

শব্দে পিছন ফিরে বললঃ 'ওরা আটজন। পুলের কাছে এসে গেছে। হয়ত এ কিল্লায় খোঁজাখুঁজি করতে পারে।'

ঃ 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। পেছনে কোন সৈন্যবাহিনী না থাকলে এরা আমাদের জন্য বিপদ হবে না।'

আতেকা ধনুতে তীর জুড়তে জুড়তে বললঃ 'আমার ভাবনা, ওদের কেউ বাইরে অপেক্ষা করলে বেঁচে যাবে।'

ঃ 'চিন্তা করবেন না। এখান থেকেই আমরা ওদের রুখতে পারব। আমার ভয় আপনাকে নিয়ে। অযথা আবার তীর ছুঁড়ে না বসেন।'

আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আতেকা বললঃ 'আপনি চিন্তা করবেন না।'

পুল পেরিয়ে ওদের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেল সওয়াররা। আরেক জানালায় গেল আতেকা। ওখান থেকে মোড় পর্যন্ত দেখা যায়।

শ'খানেক কদম এগিয়ে আসার পর দেখা গেল ওদের। উৎকণ্ঠিত হল সালমান।

ঃ 'আপনি সরে আসুন। দেখে ফেলবে ওরা।'

এক পা পিছিয়ে এল আতেকা।

ঃ 'এ সম্ভবত সেই।'

ঃ 'কে?'

ঃ 'ওমর এবং তার সঙ্গী।'

ঃ 'ওমর সাথে হলে নিশ্চয়ই ওরা সাঈদের খোঁজে আপনাদের গ্রামে যাবে।'

নীরবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ভেসে আসতেই জানালার ধারে গেল আতেকা। দৃষ্টি ঘুরাল সড়কে। আচম্বিত ধনুতে তীর জুড়ল ও। তীর ছুড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু তার বাহু ধরে সরিয়ে নিল সালমান। অসহায় ক্রোধে তার দিকে ও তাকিয়ে রইল। সাথে সাথে ভেসে এল কারো কণ্ঠস্বরঃ 'গ্রামে যাবার পূর্বে এ কিল্লা খুঁজে দেখলে ভাল হয় না?'

ঃ 'সে এতটা গবেট নয়। এদিকে এলে গ্রামেও থাকবে না হয়ত। আমার তো মনে হয় কয়েক মাইল সামনে চলে গেছে।'

সালমানের হাত ছাড়িয়ে আবার জানালার দিকে পা বাড়াল আতেকা। কিন্তু সাল-মান তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিল তাকে। সালমানের শক্ত হাত থেকে ও নিজকে ছাড়াতে পারল না। চলে গেল সওয়াররা। সালমান বললঃ 'মাফ করুন। আমি ভেবেছি সত্যিই আপনি তীর ছুড়ে বসবেন। জানালা দিয়ে যেভাবে মাথা বের করলেন, ভাগ্যিস ওদের কেউ তখন এদিকে নজর করেনি।'

ঃ 'ওমর ছিল সামনে। সেই লোকটি আমার আওতায় আসতেই আপনি আমার সরিয়ে দিলেন। এই আমার দুঃখ।'

অশ্রুতে ভরে এল আতেকার দু'চোখ।

ঃ 'ওতবা কি তার সাথে ছিল?'

মাথা নাড়ল আতেকা। সাথে সাথে চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রুর বন্যা।

ঃ 'আতেকা! সাঈদকে বাঁচানো ওর কাছে থেকে প্রতিশোধ নেয়ার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। না হয় তোমার ইচ্ছে তো এখনো আমি পূর্ণ করতে পারি। ওরা কেল্লার ভেতর আসবে না। ইচ্ছে করলেই ওদের ধাওয়া করতে পারি। সতর্কতার জন্য আমরা কয়েক মিনিট এখানে অপেক্ষা করে বের হব।'

ঃ 'না, থাক। ওদের পেছনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।'

কিছুক্ষণ ওরা নীরবে কিল্লার উঠানের দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর নেমে এল ধীরে ধীরে।

ঃ 'আপনি দাঁড়ান, আমি এখনি আসছি।'

আতেকা দাঁড়াল। সালমান কিল্লা থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত। খানিক পর ফিরে এল। উঠানের চত্বরে দু'কবরের পাশে হাত তুলে দোয়া করছে আতেকা। চত্বরের আশপাশে আরো ক'টা কবর। সালমানও কবরের পাশে দু'হাত তুলে দাঁড়াল। দোয়া শেষে সালমান বললঃ ঃ 'ওরা এখন অনেক দূর চলে গেছে।'

ঃ 'আপনি কি জানেন এ দু'টো কবর আমার পিতামাতার?' হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল আতেকা।

ঃ 'হ্যাঁ, এ কবরে অনন্ত রহমতের ফুল বর্ষিত হোক। হামিদ বিন জোহরা এ কিল্লার পতন এবং আপনার পিতার শাহাদাতের কাহিনী আমায় শুনিয়েছেন।'

ঘোড়ায় চড়ে কিল্লা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। পুল পেরিয়ে হঠাৎ থামল সালমান। বললঃ 'মনসুরকে নিয়ে আমি চিন্তিত। তাকে সাথে নিয়ে এলেই বরং ভাল হতো।'

ঃ 'ওমরকে দেখেই তার কথা আমার মনে হয়েছিল। আপনি ভাববেন না। আমাদের গ্রামে হামিদ বিন জোহরার নাতির গায় হাত তোলার সাহস পাবে না ওমর।'

ঃ 'তবু আমার মনে হয় ওর যেন ওখানে থাকা ঠিক নয়। সাঈদের সাথে পরামর্শ করে যদি তাকে আনার সিদ্ধান্ত হয়, এখুনি আমায় ফিরে আসতে হবে।'

ঃ 'না, না, ওখানে গিয়ে আমরা অন্য ব্যবস্থা করব। ওখানে আপনার আবার যাওয়া ঠিক হবে না।'

সালমান কি ভেবে বললঃ 'আমি আপনার চেয়ে দু'তিন শো কদম এগিয়ে থাকব। হঠাৎ সড়কের পাশে লুকিয়ে পড়লে বুঝবেন সামনে বিপদ। আপনি তখন কোন বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। সরাসরি না গিয়ে বাড়ির পেছন দিক থেকে আমরা ভেতরে ঢুকব।'

পথে ওদের আর কোন বিপদ হয়নি। ওরা যখন বাড়ীর পেছনে পৌছল, মাসুদ ও আসমা তখন ওদের অপেক্ষায়। আসমা এগিয়ে এসে সালমানকে জড়িয়ে ধরল। বললঃ

'অনেক দূর থেকেই আমি আপনাকে চিনেছি। ভোর থেকে আমি ছাদে ছিলাম।'

সসংকোচে আতেকার দিকে তাকিয়ে ও বললঃ 'আসুন। আম্মাজান আপনার পথ চেয়ে আছেন। একটু আগে এলে যখমী কাকার সাথে কথা বলতে পারতেন। আম্মা বলেছেন আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। জেগে উঠবেন খুব শীঘ্র।'

আতেকা তার হাত ধরে বাড়ীর ভেতর ঢুকল। একটু পর সাঈদের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রু মুছছিল ও।

বদরিয়া তাকে বার বার সাহস দিচ্ছিলঃ 'আপনি একটু সাহস সঞ্চয় করুন। ইনশ-াআল্লাহ ও ঠিক হয়ে যাবে। আপনি বসুন। হয় তো ওর জ্ঞান ফিরবে। একটু পূর্বেও তার সাথে কথা বলেছি। আপনাকে সংবাদ দিয়েছি বলে ও খুব উৎকণ্ঠিত ছিল। এর পরও ও বারবার দরজার দিকেই তাকাচ্ছিল। আপনি খুব ঝুঁকি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু হাজার ঔষধের চেয়ে আপনার উপস্থিতি ওর জন্য বেশী উপকারী হবে। ও একটু সুস্থ হলেই আপনাকে পাঠিয়ে দেব।'

ঃ 'না, না', বেদনামাখা স্বরে বলল আতেকা। 'আবার হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের দেখা পাই, এমন দোয়া করবেন না।'

ওর অনিরুদ্ধ কান্না বেরিয়ে আসছিল গমকে গমকে।

নতুন খেলা

সাঈদের বাড়ীর একটু দূরে থামল ওমরের সংগীরা। ঘোড়া থেকে নেমে ওমর বললঃ 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আমি খবর নিয়ে আপনাদের ডেকে পাঠাব।'

ঃ 'আমিও তোমার সাথে যাব।' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলল ওতবা। দু'টো ঘোড়ার বলগা দু'জনের হাতে নিয়ে ওরা বাড়ীর আঙ্গিনায় পা রাখল।

ঃ 'সাঈদ! সাঈদ!' ডাকতে লাগল ওমর। বাড়ীর ডান পাশ থেকে ছুটে এল দু'জন চাকর। বললঃ 'তিনি এখানে নেই।'

ততোক্ষণে ভেতরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছে জোবাইদা এবং মনসুর। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে লাগল ওমর এবং তার সঙ্গীর চঞ্চলতা। ওমর এগিয়ে বললঃ 'আমি জানি সাঈদ ভেতরে। ওকে এক জরুরী পয়গাম দিতে হবে।'

ঃ 'ও ভেতরে নেই।' জোবাইদার জওয়াব। 'ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন।'

কথা না বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকল ওমর। নীচতলা খোঁজাখুঁজি করে উপরে উঠে গেল।

তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সাঈদকে পেল না। এদিকে আঙ্গিনায় ওতবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল জোবাইদার মুখের দিকে। ওমর ফিরে এসে বললঃ 'জোবাইদা, ওরা কোন দিকে গেছে?'

ঃ 'ওমর, আমি মিথ্যে বলিনি। সাঈদ তার পিতার সাথে গ্রানাডা গেছে। কেউ এখনো ফেরেনি।'

কিন্তু ওমর সন্তুষ্ট হল না এতে। ওতবা বললঃ 'ওমর এসো। এখানে সময় নষ্ট করে লাভ হবে না।'

জোবাইদার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনল ওমর। ঃ 'মনসুর, তুমিও মামাকে এখানে দেখনি?'

ঃ 'না।'

দু'জন বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়াল। ওতবা বললঃ 'চাকরদের দেখেই আমি বুঝেছি সাঈদ এখানে নেই। অত খোঁজাখুঁজির দরকার ছিল না। দেখনি আমাদের দেখেই কি ভয় পেয়েছিল মেয়েটা।'

ঃ 'আপনি শুধু বলুন, কিভাবে কথা বের করতে হয় আমি জানি।'

ঃ 'এখন নয়। প্রয়োজন হলে তোমায় বাঁধা দেব না। সাঈদ এলে হামিদ বিন জোহরার কথা নিশ্চয়ই ওরা শুনতো। তাহলে পরিস্থিতি হতো অন্য রকম।'

ঃ 'এখন আমরা কি করতে পারি?'

ঃ 'হয়তো অপেক্ষা করতে হবে। সাঈদ গ্রানাডা না গিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই এখানে আসবে। আহত হয়ে হয়তো অন্য কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। আমার বিশ্বাস ও যেখানেই থাকুক বাড়ীতে একটা সংবাদ পাঠাবেই। ওর ভাগ্নে যেহেতু এখানে, এলাকা ছেড়ে যাবে না। ওদের বাড়ীতে আগত লোকদের খোঁজ-খবর নিতে হবে আমাদের।'

ঃ 'চলুন। আমাদের বাড়ীতে বিশ্রাম করবেন। আমাদের চাকরদের এখানে পাহারায় বসিয়ে দেব। আচ্ছা, আপনার কি ধারণা, উজিরে আজম আব্বাকে খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে না? আমার ভয় হয়, তিনি হঠাৎ আবার এসে না পড়েন। তাহলেই আমি গেছি!'

ঃ 'কতবার বলেছি এ পরিস্থিতিতে তিনি বেরোতে পারবেন না। এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হলে এ গাঁয়ে পা রাখারই সাহস পেতাম না। পিতা হিসেবে তিনি হয় তো তোমায় ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমায়? সাঈদের ব্যাপারটা চুকে গেলে তোমার পিতাকে বোঝানো যাবে যে, আমরা যা করেছি শুধু দেশ ও জাতির জন্য। এখন চলো, তোমার লোকেরা না আসা পর্যন্ত আমাদের একজন থাকবে এখানে।'

একটু পর ওরা এগিয়ে গেল ওমরের বাড়ীর দিকে।

বাড়ী পৌঁছেই এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হল ওমর। ফটকের দুয়ার খোলা। ধারে-কাছে কোন চাকর-বাকর নেই। গাঁয়ের কয়েক ব্যক্তি গেটের বাইরে বসা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ওমর। ঘোড়া থেকে নেমে ওদের প্রশ্ন করলঃ 'আমাদের

লোকগুলো কোথায় চলে গেছে?'

ঘোড়ার বলগা ধরে এক বুড়ো বললঃ 'জানি না। সকালে দু'জনকে ঘোড়া নিয়ে বেরুতে দেখেছি। অন্যরা সম্ভবত তার আগেই চলে গেছে। আপনাদের চাকরানী ওদের খুঁজছে।'

চঞ্চল হয়ে ওতবার দিকে চাইল ওমর। এর পর ছুটে ভেতরে চলে গেল। ক'মিনিট পর ফিরে এসে ঘোড়া পাঠিয়ে দিল আস্তাবলে। ওতবাকে নিয়ে গেল মেহমানখানায়।

ঃ 'কি ব্যাপার ওমর?' ওতবার প্রশ্ন। 'তোমাকে এমন উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে কেন?'

ধরা গলায় ও বললঃ 'আতেকা নেই। ভোরেই নাকি কোথায় চলে গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আহত হয়ে আশপাশের কোথাও লুকিয়ে আছে সাঈদ।'

ঃ 'আতেকা কি নাসিরের মেয়ে?'

ঃ 'হ্যাঁ। আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল, সাঈদ এদিকে এলে আতেকাকে ডেকে পাঠাবেই।'

চাচাতো বোনের কথা ওতবাকে কয়েকবারই বলেছে ও, হালকাভাবে। কিন্তু সাঈদের সাথে তার এ আকর্ষণের কথাটা জানায়নি কখনো। মানসিক উৎকণ্ঠা গোপন করার চেষ্টা করে ও বললঃ 'হয়তো গ্রামের কোন বাড়ীতেই সে আছে। সকালে ভ্রমণের নামে বেরিয়ে এখনো ফেরেনি।'

ঃ 'কেউ কি তার কাছে এসেছিল?'

ঃ 'না. তবে বের হওয়ার সময় ও বলেছিল সাঈদদের বাড়ী যাচ্ছে। ওখান থেকে ফিরেই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে। গাঁয়ের লোকেরা শুধু বলতে পারল, দক্ষিণের পথ ধরেছিল সে। আপনি বসুন। আমি যাচ্ছি।'

ঃ 'কোথায়?'

ঃ 'সাঈদদের বাড়ী। আমার বিশ্বাস সাঈদের সাথে ওর দেখা হয়েছে। হয়তো বলেছে আমি অমুক স্থানে অপেক্ষা করব, তুমি এসো।'

ঃ 'সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে?'

ঃ 'চাকরানী আর তার ভাগ্নের মুখ থেকে কথা বের করব। প্রয়োজন হলে ওদের চামড়া তুলতেও পিছপা হব না।'

ঃ 'তুমি নিশ্চিন্তে এখানে বসো।'

ঃ 'আমি নিশ্চিন্তে বসব?' আশ্চর্য হল ওমর।

ঃ 'হ্যাঁ। এ মুহূর্তে তুমি বেরুতে পারবে না।'

ঃ 'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।'

ঃ 'কোন বুদ্ধি এখন তোমার মগজে ঢুকবে না। তুমি কি জাননা, হামিদ বিন জোহরার কোন আত্মীয়ের একটা চিৎকার গ্রামের সমস্ত লোকদের মুহূর্তে জড়ো করে ফেলতে পারে? ওখানে সাঈদের খোঁজ পাবে জানলেও গ্রামের লোকদের সাহায্য তোমার

প্রয়োজন। তাছাড়া আতেকা তার সাথে থাকলে এ এলাকায় কেউ তাদের দিকে চোখ তোলারও সাহস পাবে না।'

ঃ কিন্তু যে করেই হোক, আতেকাকে আমি ফিরে পেতে চাই।'

ঃ 'তুমি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না, আমি পারি। এখন নীরবে আমার কথা শোন।'

অবসন্ন দেহটা চেয়ারে ঢেলে দিল ওমর। আরেকটা চেয়ার টেনে তার সামনে বসল ওতবা। বললঃ 'এখন আমাদের শেষ চেষ্টা, সাঈদের ভাগ্নেকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। সাঈদকে সংবাদ পাঠাব, আতেকাকে আমাদের হাতে তুলে না দিলে তোমার ভাগ্নেকে পাঠানো হবে সেন্টাফের সেনা ছাউনীতে। এর পর দেখো, দু'জন কিভাবে হুড়হুড় করে আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যায়। কিন্তু ওকে পাকড়াও করার সময় এখন নয়। রাতে আমরা ওদের বাড়ীতে ঢু মারব। তুমি শুধু দু'জন বিশ্বস্ত লোক পাহারার জন্য ওখানে পাঠিয়ে দাও। আর না হয় আমার লোকেরাই থাকবে। তবে তোমাদের থাকতে হবে একটু দূরে। আমরা কারো সন্দেহে পড়তে চাই না। এবার তুমি যেতে পার, আমি একটু বিশ্রাম করব। মনে রেখ, আমার কথার নড়চড় হলে আজ থেকে দু'জনের পথ আলাদা হয়ে যাবে।'

ঃ 'আপনার সাথে আমি একমত। তবুও আব্বাকেই আমার ভয় হয়।'

ঃ 'তোমাকে কতবার বলেছি এ পরিস্থিতিতে তাকে ছাড়া হবে না। এলেও কোন ক্ষতি হবে না। তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।'

ঃ 'আপনি, আপনি কখন এ সংবাদ পেলেন?'

ঃ 'ভোরে। তুমি তখন ঘুমিয়েছিল এ জন্য জাগাইনি। রাগ করনি তো?'

ঃ 'না। আসলে আব্বাকে আমি ভয় পাই না। সৎ ভাইদের নিয়েই আমার যত দুশ্চিন্তা।'

ঃ 'তোমার কর্তব্য ঠিক মত পালন করলে ওরা হবে তোমার অনুগ্রহের পাত্র। তোমার অনুমতি ছাড়া ওখান থেকে ও আসতে পারবে না। আমি ফার্ডিনেন্ডকে বলব, আমার এ বন্ধুকে এলাকার সর্দার বানিয়ে দিন। কিন্তু তোমার একটা ইচ্ছা হয় তো সফল হবে না। সাঈদের জন্য যে মেয়ে চাচার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, সে এত সহজে তোমার কাছে ধরা দেবে না।'

ঃ 'সাঈদের জন্যই ও আমায় ঘৃণা করে। সাঈদকে পাকড়াও করতে পারলে ওকে পথে আনতে কষ্ট হবে না।'

ঃ 'তুমি ওকে ভালবাস, একথা তো কখনো আমায় বলনি?'

ঃ 'আমি সব সময়ই ভাবতাম, আমার জীবনের বড় ইচ্ছেটা আপনাকে বলব। আপনিও আমায় নিরাশ করবেন না।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস, সাঈদের ভাগ্নের জন্য ও যে কোন ত্যাগ স্বীকার করবে। তোমার

আর তার মাঝের ঘৃণার দেয়াল ভেংগে দিতে চাইলে আরো ক'দিন তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। বেশী বেয়াড়া হলে গীর্জার আদালতের সাহায্য নেব। তাকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে যাবে তুমি। গীর্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য তোমায় ভালবাসতে বাধ্য হবে ও।'

ঃ 'আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আতেকাকে পাওয়া আমার জীবন-মরণ প্রশ্ন।'

তীর্যক দৃষ্টিতে ওমরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল ওতবা।

নিশি রাত। গভীর ঘুমেই মনে হল কে যেন দরজার কড়া নাড়ছে। হড়বড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল জোবাইদা। কক্ষের এক কোণে নিভু নিভু দীপ। পাশের বিছানায় মনসুর। ঘাড় ঘুমে আচ্ছন্ন। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জোবাইদা। এগিয়ে গেল প্রদীপের দিকে। দু আঙ্গুলের মাথায় প্রদীপের ফুলকি ঝেড়ে তেল ভরল। দরজার দিকে তাকাল এবার নিশ্চুপ। ভুল শুনেছে ভেবে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তে। দরজায় টোকা পড়ল আবার।

ঃ 'কে?' অনুচ্চ আওয়াজে প্রশ্ন করল জোবাইদা।

ঃ 'আমি।' চাকরের কণ্ঠ। 'দরজা খুলুন। তাড়াতাড়ি করুন। সাঈদের সংবাদ নিয়ে একটা লোক এসেছে।'

দরজা পর্যন্ত ছুটে গেল জোবাইদা। শিকলে হাত দিতে গিয়েও থেমে গেল ও। কি ভেবে বললঃ 'কি বলছে লোকটা?'

ঃ 'সাঈদের অবস্থা খুব খারাপ। এখনি মনসুরকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

ঃ 'সাঈদ কোথায়?' দ্রুত দরজা খুলতে খুলতে প্রশ্ন করল সে।

আচম্বিত তার গলা টিপে ধরল এক ব্যক্তি। পেছনে ধাক্কা দিয়ে বললঃ 'এখনি জানতে পারবে সাঈদ কেথায়?'

চোখের পলকে আরো তিন ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করল। আহত বিস্ময়ে ওমর এবং তার সংগীদের দিকে তাকিয়ে রইল জোবাইদা। তার চোখের সামনে তরবারী ধরে ওমর বললঃ 'চিৎকার করলে গর্দান উড়িয়ে দেব। বল সাঈদ ও আতেকা কোথায়?'

জবাব দিল না জোবাইদা, বরং চাকরের দিকে ঘৃণা মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার মুখে মারের দাগ। রক্ত ঝরছে নাক থেকে। জোবাইদার দিকে তাকিয়ে চাকরটা মাথা নুইয়ে দিল। বললঃ 'আমি বেকসুর। ওরা বলেছে দরজা না খুললে বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

গর্জে উঠল ওমরঃ 'একে তার সংগীদের কাছে নিয়ে বেঁধে রাখো।' চিৎকার দিয়ে ওমর বললঃ 'তুমি আমার বংশের মুখে কালি দিয়েছ। বল আতেকা কোথায়?'

ঃ 'আতেকা?'

তার গালে এক চড় মেরে ওমর বললঃ 'এখন আর আমায় ধোকা দিতে পারবে না।

আমি জানি সাঈদ এখানে এসেছিল। আতেকা তার সাথে চলে গেছে।'

ঃ 'খোদার কসম! সাঈদ এখানে আসেনি।'

ঃ 'ওমর' ওতবা বলল, 'সময় নষ্ট করো না। ছেলেটাকে বাইরে নিয়ে যাও। এসব লোকদের কিভাবে বাগে আনতে হবে তা আমি জানি।'

বিছানার কাছে গিয়ে মনসুরকে ঝাকুনি দিতে লাগল ওমর। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল মনসুর। ওমর ঠাস করে চড় মারল তার গালে।

ঃ 'যদি শব্দ কর গলা টিপে দেব। বল তোমার মামা কোথায়?'

ওমরের জামার কলার চেপে ধরল জোবাইদা।

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে ওকে কিছু বল না। সাঈদের খবর ও কিছুই জানে না।'

ঃ 'তাকে প্রচন্ড শক্তিতে ঘুসি মারল ওমর। ও একদিকে পড়ে গেল। ক্ষেপে গেল মনসুর। ঝাপিয়ে পড়ল ওমরের উপর। কিন্তু ওতবা ঘাড় ধরে তাকে ঠেলে দিল। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বিছানায় পড়ল সে। আবার উঠতে চাইল। ওমর এগিয়ে লাথি মারল তার বুকে। আবার পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল মনসুর।

ঃ 'ওকে তুলে বাইরে নিয়ে যাও।' নির্দেশ দিল ওতবা।

মনসুরকে কাঁধে ফেলে বের হতে যাচ্ছিল ওমর। জোবাইদা তাকে বাঁধা দিয়ে কিছু বলতে চাইল। বুকে তরবারী ধরে ওতবা বললঃ 'বুড়ি, এ ছেলের জীবন তোমার প্রিয় হলে চুপ থাকো। ওকে বাঁচানোর একটাই পথ, সাঈদকে সংবাদ পাঠিয়ে বল আতেকাকে আমাদের হাতে তুলে দিতে, আর নিজে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।'

ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল জোবাইদা। বললঃ 'আমি জানি না আপনাদের কাছে কি অপরাধ করেছে সাঈদ। অথচ বাড়ী পর্যন্ত আসেনি ও। আতেকা কোথায় তাও আমার জানা নেই।'

ঃ 'হয়তো এখনো তার খবর তুমি জান না। আশপাশের কোথাও লুকিয়ে আছে। বেঁচে থাকলে ভাগ্নের জন্য অবশ্যই আসবে। ওকে বলবে লোকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলে তার ভাগ্নের লাশও দেখবে না। আমরা তার দুশমন নই। কিন্তু নতুন করে যারা যুদ্ধ বাঁধাতে চায়, তাদের আমরা সুযোগ দিতে পারি না। এর বেশী আমি কিছু বলতে চাই না। চাকররা ভোর পর্যন্ত নিজের কক্ষেই আটকানো থাকবে। ওদের ছেড়ে দিয়ে আমাদের ব্যাপারে মুখ খুলতে নিষেধ করে দেবে। মনে রেখ আবার যদি আমাদের আসতে হয়, একজনকেও জিন্দা রাখব না।'

নিজের অজান্তেই ওতবার পায়ে পড়ল জোবাইদা।

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে ওকে মেরো না। কথা দিচ্ছি, তোমার সব হুকুম আমি মানব,

এই আমি কসম করছি।'

কিন্তু দ্রুত পায়ে ওতবা বেরিয়ে গেল।

বাড়ী ছেড়ে একটু দূরে এসে দাঁড়াল ওরা। ওতবা বললঃ 'ওমর, এবার নিশ্চিন্তে বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর। একে আমি সাথে নিয়ে যাব। আশপাশে থাকলে আতেকা খুব শীঘ্র ফিরে আসবে না। এলেও আমরা তার সংবাদ পেয়ে যাব।'

আর একজনের দিকে ফিরে সে বললঃ 'জাহাক, মনসুরের জন্য ওরা মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। রাতভর বাড়ীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে তুমি। বাড়ী থেকে কেউ বেরুলেই অনুসরণ করবে।'

ঃ 'গাঁয়ের আরো কিছু লোক নিলে ভাল হয় না? আতেকার খোঁজ পেলে ওরা বাকী রাত ওখানেই পাহারা দেবে?'

ঃ 'জাহাককে পথ দেখানোর জন্য কেবল একজন লোক দিতে পার। সময় মত সে তোমায় খবরদার করবে। গ্রামের বাইরে যাবার পথগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখবে অন্যরা। তিনজনকে আমি রেখে যাব। গাঁ থেকে বাইরে বেরোবার পথে পাহারা বসাবে তুমি। কিন্তু কোন বাড়ীতেই হামলা করবে না। তাহলে গ্রামের সবাই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আতেকাকেও হারাতে হবে।'

ঃ 'এ ছেলেকে গ্রানাডা নেব না, ভিগায় আমার বাড়ীতে রাখব। আতেকাকেও এখানে রাখা যাবে না। মনসুরের জন্য বাড়ী এলে তাকে ওখান পর্যন্ত নেয়া কষ্টকর হবে না।'

ঃ 'জাহাক, ঝরণার পারে তোমার ঘোড়া নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে থাকবে।' জাহাকের দিকে ফিরে বলল সেঃ 'এ বাড়ীর কেউ যদি গাঁয়েরই কোন বাড়ীতে যায়, সাথে সাথে আমাকে খবর দেবে। সওয়ার হয়ে রওয়ানা করলে বুঝবে দূরে কোথাও যাবে। তখন একাই তার অনুসরণ করবে তুমি। অবশ্যই নিরাপদ দূরত্বে থাকবে যেন সন্দেহ না করতে পারে। ওদের অবস্থান দেখে তুমি সোজা পুলিশ সুপারের কাছে চলে যাবে।'

আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে তার হাতে দিয়ে সে বললঃ 'পুলিশ প্রধান খুব সতর্ক। তার কয়েকজন লোক গ্রানাডার পথে মারা গেছে। সবাইকে তিনি বিদ্রোহীদের চর মনে করেন। তোমাকে বিশ্বাস নাও করতে পারে। এ আংটি দেখালেই তিনি তোমাকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।'

কিছুক্ষণ পর তিনজন সংগী নিয়ে রওয়ানা করল ওতবা। একজন জড়িয়ে রেখেছিল মনসুরকে। ওর কিছুটা জ্ঞান ফিরেছিল। এদের সব কথাই শুনতে পেয়েছিল সে। কিছু দূর চলার পর সড়কের ডানে এক মেঠো পথে এগিয়ে চলল ওরা। তখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরলেও ভয়ে কারো সাথে কথা বলার সাহস পেল না মনসুর।

১

তৃতীয় ব্যক্তির রহস্যপূর্ণ তৎপরতা

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরছিল সাঈদের। ওর কানে এল আতেকার কণ্ঠস্বর। দুঃস্বপ্ন মনে করে নিশ্চুপ পরে রইল ও। আতেকা বার বার বদরিয়াকে জিজ্ঞেস করছিলঃ 'ওর জ্ঞান এখনো কেন ফিরছে না?'

ঃ 'আপনি চিন্তা করবেন না।' শান্ত্বনা দিচ্ছিল বদরিয়া। 'আশা করি খুব শীঘ্র ঔষধ ক্রিয়া করবে। কিন্তু একটু সতর্কভাবে কথাবার্তা বলতে হবে।'

ঃ 'আমার ভয় হয়, এখানে আমায় দেখে আবার রেগে না যান। বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করলে, আমরা যে হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের পথে দেখেছি, একথা কিভাবে গোপন করব? কাউকে পাঠিয়ে কি বাড়ীর সংবাদ নেয়া যায় না? আমার বিশ্বাস, জ্ঞান ফিরলে তার প্রথম প্রশ্নই হবে মনসুরকে ঘিরে।'

ঃ 'ওলীদ যদি সাঈদের কথা না বলে থাকে তবে সোজা ও বাড়ী চলে যাবে।' সালমান বলল। 'তার কাছে আমরা মনসুরের সংবাদ পাব। তা না হলে নিজেই যাব আমি।'

ঃ 'ওমরের ইচ্ছে খারাপ হলে গ্রামবাসীদের সাহায্য নেয়া যাবে। এ কাজ আমার জন্য বেশী সহজ। ওমর আস্ত একটা পাগল। মনসুরকে তার অত্যাচার থেকে বাঁচাতে দরকার হলে চাচার পায়ে পড়ব আমি। আমার জন্য সে কষ্ট পাবে তা হয় না। কিন্তু যাবার পূর্বে এর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

সাঈদের জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু চোখ মুদে নিঃসাড় পড়ে রইল ও। আচম্বিত কেঁপে কেঁপে উঠল তার দেহ। খুলে গেল চোখের পাতা। নীরব হয়ে গেল সবাই। সাঈদের দৃষ্টি আটকে রইল আতেকার চেহারায়। তার চোখের তারায় নাচতে লাগল অসংখ্য প্রশ্নের ফুলঝুরি।

তাড়াতাড়ি তার কপালে হাত রাখল বদরিয়া।

ঃ 'আতেকার কোন দোষ নেই। আপনার অবস্থা খারাপ দেখে আমিই তাকে আনিয়েছি।'

বসতে চাইল সাঈদ। কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে গেল আবার। নিজের মনেই বিড় বিড় করতে লাগল ও।

ঃ 'ভেবেছিলাম স্বপ্ন দেখছি। হায়! ওকে যদি ডেকে না পাঠাতেন। এ অবস্থায় কেউ কারো সাহায্য করতে পারব না।'

এর পরের কথাগুলো বোঝা গেল না। কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল ওর শরীর।

বদরিয়া এবং সালমান জোর করে ঔষধ খাওয়ালো তাকে। ক্ষণিকের জন্য চোখ খুলল ও। সবার প্রতি দৃষ্টি ঘোরালো একবার। ধীরে ধীরে এক হয়ে এল চোখের পাতা। গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল সাঈদ।

ঘন্টা দুয়েক পর সালমান মেহমানখানায় ফিরে গেল। পাশের কক্ষে আসর নামাজ শেষ করল বদরিয়া। আসমা ও আতেকা বসেছিল সাঈদের পাশে। বদরিয়ার কাছে দৌড়ে এসে আসমা বললঃ 'আম্মাজান, আবার তার জ্ঞান ফিরেছে। তিনি আতেকা খালাম্মার সাথে কথা বলছেন। মেহমানের নামাজ শেষ হলে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি?'

ঃ 'না। ওদের কথা বলতে দাও। মেহমানকে বিরক্ত করো না। তাকে শুধু বলবে, তার অবস্থা আগের চে কিছুটা ভাল।'

ঘন্টাখানেক পর একটা চিৎকার শুনে ছুটে সাঈদের কক্ষে প্রবেশ করল বদরিয়া। সাঈদ তখন অজ্ঞান। বিছানার পাশে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে আতেকা।

ঃ 'কি হয়েছে?' বদরিয়ার আতংকিত প্রশ্ন।

অতি কষ্টে কান্না থামিয়ে ও বললঃ 'তাকে ভালই দেখলাম। হঠাৎ ওমর আর ওতবার প্রসংগ তুললাম। হয়ত অর্ধ বেহুশ অবস্থায় আমাদের কথা শুনেছিলেন। তার উপর্যুপরি প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারলাম না। সব কথা তাকে খুলে বললাম। হাশিম চাচার গাদ্দারীর কথা বলতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু আচম্বিত অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।'

ঃ 'ভেবেছিলাম, নিশ্চিন্তে আপনার সাথে কথা বললে কিছুটা সুস্থ হবেন। ওমর এবং ওতবার প্রসংগ না টানলেই ভাল ছিল। এখন জ্ঞান ফিরলে তার উদ্বেগ আরো বেড়ে যাবে। আবার তাকে ঘুমের বড়ি খাওয়াতে হবে। যাও আসমা, মেহমানকে ডেকে নিয়ে এসো।'

রাতের প্রথম প্রহর। তখনো সাঈদের জ্ঞান ফেরেনি। কক্ষের এক কোণে বসে ওরা কথা বলছিল। চাকর এসে বললঃ 'গ্রানাডা থেকে একজন লোক এসেছে। সে নাকি সাঈদের নফর। পাঠিয়েছে ওলীদ।'

ঃ 'তুমি তাকে নাম জিজ্ঞেস করেছ?' আতেকা প্রশ্ন করল।

ঃ 'তার নাম জাফর।'

ঃ 'সে একা?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

সালমান দাঁড়িয়ে বললঃ 'আমি দেখছি।'

চঞ্চল হয়ে আতেকা বললঃ 'অন্য কেউ তো হতে পারে। আপনি খালি হাতে যেতে পারবেন না।'

ঃ 'আমার কথা চিন্তা করবেন না। জাফর না হলেও তো দেখব সে কে?'

চাকরকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে গেল সালমান। নিশ্চুপ বসে রইল বদরিয়া ও

আতেকা। একটু পর জাফরকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল সালমান। বিছানায় শোয়া সাঈদের দিকে তাকাল জাফর। চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রুর বান। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ও কতক্ষণ তাকিয়ে রইল আতেকার দিকে।

ঃ 'কিন্তু আপনি ......?'

আতেকা চাইল বদরিয়ার দিকে।

ঃ 'আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি।' বদরিয়া বলল।

সালমান বললঃ 'ওলীদ তোমায় পাঠিয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। ভোরে এক নফর সরাইয়ের মালিকের কাছে এসে বলল তিনি আমার অপেক্ষা করছেন। প্রয়োজনীয় কি কথা আছে। তিনি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে ঔষধ নিতে বললেন। আপনাকে কি সংবাদ দেবেন, তাই আমাকে বললেন সরাইখানায় অপেক্ষা করতে ।

আমি আবু নসরের কাছে গেলাম। তিনি ঔষধ দিয়ে বললেন, আগামী কাল পর্যন্ত সাঈদের অবস্থার পরিবর্তন না হলে আমাকে সংবাদ দিও। পরিস্থিতি অনুকূলে পেলে আমি নিজেই যাব অথবা অন্য কাউকে পাঠাব। এই নিন, তিনি একটা চিঠিও দিয়েছেন।'

ঔষধ বদরিয়ার হাতে তুলে দিয়ে চিঠি খুলে পড়তে লাগল সালমান। জাফর পকেট থেকে আরেকটা চিঠি বের করে বললঃ 'এ চিঠিটার জন্য সারাদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।'

চিঠি খুলে সালমান পড়তে লাগল।

প্রিয় ভাই,

আমি তৃতীয় ব্যক্তি, আঁধার রাতে যে সঙ্গীদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। আপনার সাথে আমার মোলাকাত অত্যন্ত জরুরী। এজন্য আমার অপেক্ষা করবেন। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করেই আপনার সাথে দেখা করার চেষ্টা করব। হয়ত আপনাকে গ্রানাডা আসতে হবে। যে যুবকের কাছে আমার নাম শুনেছেন, সে এক জরুরী কাজে চলে গেছে। কয়েকদিন তার সাথে আপনার দেখা হবে না। চিন্তার কিছু নেই। এখানে আপনার আর একজন বন্ধুকে আমি জানি। তার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করব। এ পরিস্থিতিতে আপনি বাড়ীর বাইরে যাবেন না। আপনার গ্রানাডার বন্ধুদের কোন সংবাদ দিতে হলেও ইনশাআল্লাহ একজন বিশ্বস্ত দূত খুব শীঘ্র আপনার কাছে পৌঁছবে। খোদা হাফেজ।'

-তৃতীয় ব্যক্তি।

ঃ 'জাফর', চিঠি বন্ধ করে সালমান বলল, 'এ দূত কে তুমি জান?'

ঃ 'না।'

ঃ 'এ চিঠি কে লিখেছে?'

ঃ 'আমি তাকে দেখিনি। ওলীদের সাথেও দ্বিতীয়বার আমার দেখা হয়নি। সরাইখানায় এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মালিকের মাধ্যমে সংবাদ পেয়েছি তিনি কোথাও গেছেন।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার শাহাদাতের খবর কি ওলীদ তোমায় বলেছিল?'

ঃ হ্যাঁ।'

ঃ 'সাধারণ লোক যেন এ কথা জানতে না পারে, ওলীদ এ কথা তোমায় বলে দেয়নি?'

ঃ 'বলেছে। তা না হলে গ্রানাডার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে এ কথা আমি প্রচার করতাম।'

ঃ 'ওলীদের কথা মেনে চলবে। এখন তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। মনসুরের প্রতি নজর রেখো। দেখবে ও যেন ঘর থেকে বেরুতে না পারে।'

ঃ 'তার কি কোন বিপদ.....?' জাফরের উৎকণ্ঠা জড়ানো কণ্ঠ।

ঃ 'হ্যাঁ। ওমর ও তার সংগীরা বাড়ী গেছে। আমার ভয় হয় সাঈদের সংবাদের জন্য তার ওপর আবার অত্যাচার না করে। বাড়ী ঢোকার পূর্বে খোঁজ-খবর নিও। হয়তো তোমার অপেক্ষায় কোথাও লুকিয়ে আছে ওরা।'

ঝাঁঝের সাথে জাফর বললঃ 'হাশিমের ছেলে আমাদের বাড়ীতে পা-ও রাখতে পারবে না। তার খুলি উপড়ে দেব না? ওমর বাড়ী গেছে আপনি কিভাবে জানলেন?'

সংক্ষেপে পুরো ঘটনা শুনাল সালমান। স্তব্ধ বিস্ময়ে কতক্ষণ সালমানের দিকে তাকিয়ে রইল জাফর। বললঃ 'তবে তো এখুনি আমাকে বাড়ী যেতে হয়।'

ঃ 'ওর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকলে এখানে নিয়ে এস।' বদরিয়া বলল।

ঃ 'আমার মনে হয় ওর সাথে ওমর বেশী বাড়াবাড়ি করবে না। করলে গাঁয়ের লোকেরা আস্ত রাখবে না তাকে।'

ঃ 'তবুও সাবধানে থাকবে।' আতেকা বলল।

জাফর বললঃ 'সে ভাবনা আমার। গ্রামে গিয়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করব, ওমর যাতে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে পালায়।'

ঃ 'বাড়ী এসে আতেকাকে না পেলে ও হয়ত শক্তি দেখাতে চাইবে। তুমি কিন্তু উত্তেজিত হবে না। এমন ভাবও করবে না, যাতে ও বুঝতে পারে তুমি হামিদ বিন জোহরার শাহাদাতের খবর জানো। কোনক্রমেই যেন ও তোমায় সন্দেহ না করতে পারে। সাঈদের কাছে থাকার দরকার না হলে আমি নিজেই তোমার সাথে যেতাম।'

ঃ 'আপনাকে এখানে থাকার জন্য ওলীদ বার বার বলে দিয়েছেন।' জাফর বলল। 'আপনাকে প্রয়োজন হলে সংবাদ পাঠাব।'

ঃ ঠিক আছে, চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।'

বেদনামাখা দৃষ্টিতে কতক্ষণ সাঈদের দিকে তাকিয়ে রইল জাফর। অশ্রু মুছতে মুছতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল ওরা। জাফর ঘোড়ায় চড়ে সালমানকে বললঃ 'মনসুরের জন্য চিন্তা না হলে এক মুহূর্তের জন্যও এখান থেকে নড়তাম না। কথা দিন ওর শরীর ভাল না হলে আপনি যাবেন না। অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেলে আমাকে অবশ্যই খবর দেবেন।'

শান্ত্বনার স্বরে সালমান বললঃ 'কথা দিচ্ছি। অত বিচলিত হয়ো না। ইন্‌শাআল্লাহ ও খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।'

ঃ 'এখনো যে ওর জ্ঞান ফেরেনি।'

ঃ 'ঔষধের ক্রিয়া। তার ঘুমানো দরকার ছিল।'

ঃ 'মনে হয় ডাঃ আবু নসরের ব্যবস্থাপত্র ভালই হবে।'

সালমানের ওপর চোখ বুলিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জাফর।

ভোরের আলো ফুটেছে এইমাত্র। ঘুম জড়ানো চোখে সাঈদের বিছানার পাশে বসেছিল আতেকা। কক্ষে ঢুকল বদরিয়া। গভীর চোখে তাকালো আতেকার দিকে। এগিয়ে সাঈদের নাড়ি দেখল সে। বললঃ 'বলেছিলাম না আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। এখন পাশের কক্ষে খানিকটা ঘুমিয়ে নিন। ওকে কি ঔষধ খাইয়েছিলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'আশ্চর্য! এখানো তার জ্ঞান ফিরল না?'

ঃ 'একবার জ্ঞান ফিরেছিল। অনেকক্ষণ কথা বলল আমার সাথে। শরীর কাঁপতে লাগল শেষ রাতে। আমি আপনাকে জাগাতে চাইলাম। কিন্তু ও নিষেধ করল।'

ঃ 'আমায় জাগানো উচিৎ ছিল। এখনো ওর জ্বর পড়েনি। এবার আপনি পাশের কামরায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড় ন।'

ঃ 'এখন আমার ঘুম আসবে না।'

ঃ 'বোন, আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। যান ঘুমুন গে।' স্নেহ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে।

আতেকা পাশের কক্ষে চলে গেল। বদরিয়া বসল সাঈদের পাশে। নাড়ি দেখল তার। বুড়ো চাকর ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বললঃ 'মেহমান সাঈদকে দেখতে চাইছেন।'

ঃ 'নিয়ে এসো।' নওকর ফিরে গেল। একটু পর ভেতরে ঢুকল সালমান।

ঃ 'আসুন। রাতে ওর একবার জ্ঞান ফিরেছিল। অবস্থা আগের চেয়ে অনেকটা ভাল। কিন্তু জ্বর পড়ছে না যে!'

সালমান তার নাড়ি দেখে বললঃ 'আপনি ভাল মনে করলে আমি গ্রানাডা থেকে ডাক্তার নিয়ে আসি।'

ঃ 'না, দরকার হলে আমি অন্য লোক পাঠাব।'

ওরা কথা বলছে, ঝড়ের বেগে কক্ষে প্রবেশ করল মাসুদ। ভয়ার্ত কণ্ঠে ও বললঃ 'জাফর ফিরে এসেছে।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে সালমান প্রশ্ন করলঃ 'কোথায় সে? এখানে নিয়ে এসো।'

মাসুদ বেরিয়ে গেল। পাশের কামরা থেকে আতেকা প্রশ্ন করলঃ 'জাফর কি ফিরে এসেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ।' বদরিয়া জবাব দিল। 'তুমি বিশ্রাম করগে।'

ঃ 'ওকে মনসুরের কথা জিজ্ঞেস করব। খোদা! ও যেন ভাল সংবাদ নিয়ে আসে।'

জাফর ও মাসুদ কামরায় প্রবেশ করল। চেহারা দেখেই মনে হচ্ছিল কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে ও। টলোমলো চোখে মাথা নিচু করে জাফর বললঃ 'আমার বাড়ি যাবার পূর্বেই মনসুরকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা।'

ঃ 'কারা নিয়েছে?' বসা থেকে উঠে দাঁড়াল সালমান।

ঃ 'ওমর এবং তার সংগীরা। আমার স্ত্রীকে এই বলে শাসিয়েছে যে, আতেকা বাড়ী না গেলে মনসুরের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে।'

ঃ 'ওরা কোন দিকে গেছে?'

ঃ 'জানি না। সড়কের কোথাও ওদের দেখিনি।'

ঃ 'ওমরকে খুঁজেছ?'

ঃ 'না, সম্ভবত সে কোথাও চলে গেছে। তার অনুসরণ না করে আপনাকে সংবাদ দেয়াটা আমি জরুরী মনে করেছি।'

মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল আতেকা।

ঃ 'এর সবই আমার জন্য। আমার জন্য সাঈদের ভাগ্নে বিপদে পড়বে তা হতে পারে না। আমি ফিরে যাব।'

বানের পানির মত অশ্রু গড়াতে লাগল ওর গাল বেয়ে।

ঃ 'এ নিয়ে আমরা পরে ভাবব।' সালমান বলল। 'আগে জাফরের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে নিই। মাসুদ! জলদি ঘোড়া তৈরী কর।'

মাসুদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। সালমান বললঃ 'জাফর, তুমি সোজা এখানেই এসেছ?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'পথে কাউকে তোমার অনুসরণ করতে দেখেছ?'

ঃ 'আমি বাড়ী থেকে বেরুতেই ঝরণার ওপার থেকে একজনকে মনে হল আমার অনুসরণ করছে।'

ঝাঝের সাথে সালমান বললঃ 'মনসুরের কথা শুনেও বুঝতে পারনি কেউ তোমাকে অনুসরণ করতে পারে! ওদের কোন গোয়েন্দা এসে থাকলে তাকে এ বাড়ীর পথ দেখিয়ে দিয়েছ!'

ঃ 'আবছা আঁধারে লোকটাকে চিনতে পারিনি। দু'জনার মাঝে দূরত্ব ছিল অনেক। গ্রামের কাছে এসে আমার সন্দেহ জাগল, ও হয়তো আমায় অনুসরণ করছে।'

ঃ 'সে এ গ্রাম পর্যন্ত তোমার সাথে এসেছে? ইস্, তুমি একটা আস্ত গবেট!'

ঃ 'নিজের ভুল আমি স্বীকার করছি। সব কথা শুনলে আমাকে এতটা বেকুব ঠাওরাবেন না। গ্রামের কাছে এসে বুঝলাম সে আমার পিছু নিয়েছে। মসজিদের কাছে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম। ঘোড়াটা গাছের সাথে বেঁধে ঢুকে পড়লাম মসজিদের ভেতরে। তখন ফজরের জামাতের জন্য তৈরী হচ্ছিল সবাই। আজান হয়েছিল আগেই। মসজিদের আঙ্গিনায় গিয়ে দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে দৃষ্টি ছুঁড়লাম পথের দিকে। সে তখন পথের একপাশে দাঁড়িয়ে। আমাকে মসজিদে ঢুকতে দেখেছিল সে। যতক্ষণ আমার ঘোড়া পথের পাশে থাকবে, সেও নিশ্চিন্ত থাকবে। আমি মসজিদের পেছনের দেয়াল টপকে বেরিয়ে এলাম। দীর্ঘপথ ঘুরে পৌছলাম এই মাত্র। লোকেরা নামাজ শেষ করে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ও সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।'

খানিকটা আশ্বস্ত হল সালমান। বললঃ 'আগের মতই মসজিদের পেছন দিক দিয়ে মসজিদে ঢুকবে। ঘোড়ায় চড়ে সোজা গ্রানাডার পথ ধরবে। তোমার সাথে পথে আমার দেখা হবে। খবরদার, তুমি তাকে সন্দেহ করেছ, ও যেন বুঝতে না পারে।'

ঃ 'আপনার দেরী হলে সেই সরাইখানায় আমি আপনার অপেক্ষা করব।'

ঃ 'তুমি সাধারণ গতিতে চলবে, আমার দেরী হবে না। এখন যাও।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল জাফর।

ঃ 'আপনি কি করতে চান?' বদরিয়ার প্রশ্ন।

ঃ 'সাঈদকে এখান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়ার সুযোগ আপনাকে দিচ্ছি। গ্রামে ওর জন্য কি আর কোন নিরাপদ স্থান আছে?'

ঃ 'মাইল দেড়েক দূরে শেখ আবু ইয়াকুবের গ্রাম। আমরা আসার চারদিন পূর্বে তিনি গাঁয়ে ফিরেছেন। তাঁকে সংবাদ দিলে খুশী হয়েই সাঈদকে আশ্রয় দেবেন। কিন্তু এখন তো ওর নড়াচড়াই বিপজ্জনক।'

ঃ 'গোয়েন্দাটা একা হলে আপাতত সাঈদের জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই। পথেই ওর ব্যবস্থা করব। এর পরও সাঈদ ও আতেকাকে যে কোন মুহূর্তে বেরোবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আচ্ছা, সে গ্রামটা কোন দিকে?'

ঃ 'আমাদের বাড়ী থেকে পূবে একটা সড়ক চলে গেছে। এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ী পথ। এ সড়ক আবু ইয়াকুবের বাড়ী পর্যন্ত চলে গেছে।'

ঃ 'আবু ইয়াকুব বিশ্বস্ত হলে তাকে এখানেই ডেকে পাঠানো যায়।'

ঃ 'তিনি আমার স্বামীর বন্ধু : দু'তিন দিন পর পরই আমাদের দেখতে আসেন।'

ঃ 'আমি ফিরে গেলে যদি সাঈদ এবং মনসুরের জীবন বেঁচে যায়, তবে নিশ্চয় আমি যাব।' বলল আতেকা। 'আমি এসেছি এ জন্য সাঈদও রাগ করেছিল।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার খুনে যাদের হাত রঙ্গীন হয়েছে সে হিংস্র নরপশুদের হাতে সাঈদ আপনাকে তুলে দেবেন না। জীবন দিয়েও আপনি মনসুরকে ছাড়াতে পারবেন না। আপনি ওদের হাতে পড়লে সাঈদের শাহরগ পর্যন্ত ওদের হাতগুলো পৌঁছে যাবে।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল সালমান। থমকে দাঁড়াল আবার। পিছনে ফিরে বদরিয়াকে বললঃ 'ওর প্রতি খেয়াল রাখবেন।'

ঃ 'আপনি ভাববেন না। কিন্তু ....'

বদরিয়ার কথা শেষ না হতেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সালমান।

গ্রাম থেকে দু'মাইল দূরে জাফরের সাথে আরেকজন সওয়ার দেখতে পেল সালমান। ওরা চলছিল স্বাভাবিক গতিতে। একই সাথে। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সালমান। কাছে গিয়ে বাগ টেনে ধরল সে। ফিরে চাইল পিছন দিকে। গাট্টা-গোট্টা ধরনের একটা লোক। নিজের ঘোড়া তার পাশে নিয়ে ও প্রশ্ন করল ঃ 'একি গ্রানাডার সড়ক?'

ঃ 'হ্যাঁ।' বেপরোয়াভাবে জওয়াব দিল লোকটি। এগিয়ে গেল কয়েক কদম।

ঃ 'এই সেই ব্যক্তি।' অস্ফুট কন্ঠে বলল জাফর।

ঃ 'আমি জানি। কিন্তু এ স্থান আক্রমণ করার উপযুক্ত নয়। ক'জন লোক এদিকে আসছে। তাদের পেছনে গাড়ীও থাকতে পারে। ও আরেকটু এগিয়ে যাক। তুমি নিশ্চিন্তে আমার পেছনে এসো। আমরা পরস্পরকে চিনি এ যেন ভাবসাবে প্রকাশ না পায়।'

লোকটি পিছন ফিরে চাইছিল বার বার। এখন ওদের মাঝে ত্রিশ-চল্লিশ কদমের দূরত্ব। লোকটি ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল। সালমান তার কাছে গিয়ে বললঃ 'আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। আমি যখন ছোট তখন প্রথমবার গ্রানাডা এসেছিলাম। দ্বিতীয়বার কয়েক ঘন্টার বেশী থাকতে পারিনি। গ্রানাডার পরিস্থিতি খারাপ থাকায়, চাচা তাড়াতাড়ি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি জানি না সে অবস্থা কি ছিল। যুদ্ধের পর তিনি আর কোন সংবাদ পাঠাননি।'

পেছনে না তাকিয়েই কথাগুলি শুনছিল লোকটি। একটু পর সামনের লোক তিনজন ওদের পাশ কেটে চলে গেল। এরপরও কয়েক মিনিট পিছনের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করল সালমান। পনর বিশ কদম দূরে থাকতেই হাত নাড়তে লাগল গাড়োয়ান। ওসমানকে দেখেই চিনতে পারল সালমান। কিন্তু তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ও। একপাশে সরে যেতে চাইল সামনের লোকটি। আচম্বিত তার কোমর পেঁচিয়ে তাকে নিচে ফেলে দিল সালমান। আরেক হাতে তার ঘোড়ার বাগ ধরতে চাইল। কিন্তু দ্রুতগামী ঘোড়া এগিয়ে গেল কয়েক কদম। লোকটি মাটিতে পড়ে রইল কতক্ষণ। হঠাৎ দাঁড়িয়ে খাপ থেকে তরবারী খুলে ফেলল। ততোক্ষণে জাফরও তরবারী হাতে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে।

ঃ 'জাফর', সালমান বলল, 'তুমি পিছিয়ে আমার ঘোড়ার বলগা ধরো।'

লোকটি প্রচণ্ডভাবে হামলা করল। তরবারী দিয়ে আঘাত ফিরাল সালমান। দুজনের তরবারী টক্কর খেল কতক্ষণ। কয়েক ঘা খেয়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগল লোকটি। নেমে এল সড়কের নীচে। আচম্বিত এগিয়ে জওয়াবী হামলা করল সে। কিন্তু দাঁড়াতে পারল না সালমানের সামনে। আবার পিছাতে গিয়ে পড়ে গেল পানি ভরা গর্তে। সালমানের তরবারী তখন তার বুকের সাথে লাগলো।

ঃ 'ওঠো। তোমাকে আর একবার সুযোগ দিতে চাই।' সালমান বলল।

ঃ 'কে তুমি?'

ঃ 'এখনি জানতে পারবে। ওঠো।'

লোকটি তরবারী ফেলে দিল একদিকে। গর্ত থেকে উঠে দুহাত ওপরে তুলে বললঃ 'আমি হার মানলাম।'

ঃ 'তোমার সংগীরা কোথায়?'

ঃ 'আমার সংগীরা?'

ঃ 'হ্যাঁ তোমার সংগীরা।' গর্জে উঠল সালমান।

ঃ 'জনাব, আমার সাথে কেউ ছিল না।' অস্ফুট গোঙানীর মত শব্দ বের হল লোকটির মুখ থেকে। 'একাই আমি গ্রানাডা যাচ্ছিলাম। একে আমি পথে পেয়েছি।'

ঃ 'তুমি কি চাও এ গর্তটাই তোমার কবর হোক?'

ঃ 'আমার অপরাধ?'

ঃ 'তোমার অপরাধ? তুমি হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের একজন। অপহরণ করেছ এক নিষ্পাপ বালককে। ওতবা আর ওমরের নির্দেশে এর পিছু নিয়েছ। আমি সব জানি। মনসুরকে অপহরণ করে ওরা তোমায় হুকুম দিয়েছিল, এ বাড়ীতে কেউ এলেই তার অনুসরণ করবে। জেনে আসবে সে কোথায় যায়। কারণ, একজন শরীফ রমনী কোথাও লুকিয়ে আছে। ওরা তাকে হাতে পেতে চায়।'

নিশ্চুপ লোকটি তাকিয়ে রইল সালমানের দিকে। জাফর আর ওসমানের দিকে ফিরল সালমান। বললঃ 'জাফর, এর মুখ থেকে কথা বের করতে হলে আমার একা হওয়া প্রয়োজন। ওর হাত পা বেঁধে গাড়ীতে তুলে নাও।'

ঘোড়ায় উঠে বসল সালমান। বাকী দুটো ঘোড়া গাড়ীর পেছনে বেঁধে ওসমান বলল, 'আমি আপনাকে কিছু বলব।'

ঃ 'বলো।'

সালমানের ঘোড়ার বাগ টেনে কয়েক কদম দূরে নিয়ে গেল ওসমান। বললঃ 'আবদুল মান্নান আমায় পাঠিয়েছেন। সাঈদকে দেখেই যেন ফিরে যাই এ তাকিদ করেছেন তিনি। ওলীদ কি এক জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছে। আপনার কাছে যিনি চিঠি পাঠিয়েছেন, খুব শীঘ্রই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। ডাক্তার এ মুহূর্তে গ্রানাডার বাইরে যেতে পারবেন না। গোয়েন্দারা খুব সতর্ক। আপনার কোন কথা থাকলে আমি পৌছে দিতে পারি।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। তুমি তাড়াতাড়ি গ্রামে যাও। গাড়ী ঘাস বোঝাই হলে তোমায় পাঠিয়ে দেব। ঘাস ছাড়াও গাড়ীতে দু'একজন লোকও হয়ত যেতে পারে। আচ্ছা গেটে তো গাড়ী খোঁজাখুঁজি করবে না?'

ঃ 'ঘাসের ভেতর কেউ লুকিয়ে থাকলে পাহারাদার তা খুঁজবে না। এরপরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তখন কোন পাহারাদার চোখ তুলে তাকাবারও সাহস পাবে না।'

ঃ 'তার মানে আবদুল মান্নানের সাহায্য নিতে চাইছ?'

স্মিত হেসে ওসমান বললঃ 'প্রয়োজনে এমন লোককে বলতে পারি, আপনার অভ্যর্থনার জন্য ফটকে যিনি কয়েক হাজার লোক প্রস্তুত রাখতে পারেন।'

ঃ 'তিনি কে?'

ঃ 'মুনীব বলেছেন, তিনি তৃতীয় ব্যক্তি। যিনি দূতের মাধ্যমে আপনার কাছে সংবাদটি পাঠাতে পারেন।'

ঃ 'তার দূতকেও তো আমি চিনি না।'

ঃ 'তার দূত বাতাসে উড়ে। আমার গাড়িতে শ্বেত পায়রার খাঁচা দেখেননি। এগুলো তিনি আপনার জন্য পাঠিয়েছেন বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য। সাঈদের অবস্থা সংকটজনক হলে একটা কবুতর আকাশে উড়িয়ে দেবেন। কিছু বলতে হবে না। তিনি বুঝবেন সাঈদের অবস্থা ভাল নয়, সাহায্য দরকার। বাকী তিনটে পরে কাজে লাগবে। যোগাযোগের জন্য কোন লোকের দরকার হবে না।'

ঃ 'ঠিক আছে। ঘাস বোঝাই করে তাড়াতাড়ি আমাদের ফিরে আসতে হবে। পথে কোন এক স্থানে জাফর এবং ঐ লোকটাকে নামিয়ে দেব। ওরা আমাদের অপেক্ষা করবে।'

ঃ 'আমিও ভাবছিলাম, ওকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। গ্রামের লোকেরা দেখলেই আমাদের চারপাশে জমায়েত হবে।'

গাড়ী ছেড়ে দিল ওসমান। মাইলখানেক পথ পেরিয়ে গাড়ী বাঁয়ে মোড় নিল। এবড়ো-থেবড়ো পথে চলল আরো আধা মাইল। ওরা এসে পৌঁছল গাঁয়ে। সবগুলি ঘর কাঁচা। গাঁয়ের শেষ বাড়ীটার সামনে গাড়ী থামাল ওসমান। জাফর তাড়াতাড়ি লোকটাকে কাঁধে করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল। ঘোড়াগুলো খুলে আঙ্গিনায় বেঁধে রাখল ওসমান।

জাফরকে বন্দীর কাছে রেখে ওসমান এবং সালমান আবার পথে নামল।

সালমানকে হাবেলীতে ঢুকতে দেখেই ছুটে এল মাসুদ। ঘোড়ার লাগাম ধরে বলতে চাইল কিছু। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমেই সালমান বললঃ 'আমি এক্ষুণি ফিরে যাব। ঘোড়ার জীন খোলার দরকার নেই। ঘোড়া বেঁধে তুমি সড়ক্রে দাঁড়িয়ে থাক। ঐ যে ঘাস নিতে আসে সে ছেলেটা আসবে। তুমি তাড়াতাড়ি ওর গাড়ীটায় ঘাস ভরে দিও। বিশেষ কাজে ওর সাথে আমি যাচ্ছি।'

ঃ 'যার পিছু নিয়েছিলেন সে কোথায়?'

ঃ 'তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। সে এখন আমাদের হাতে। সাঈদের অবস্থা এখন কেমন?'

ঃ 'একটু আগে খুব আনচান করছিল। এখন ঘুমিয়ে আছে।'

দ্রুত শোবার ঘরে ঢুকল সালমান। আসমা উঠানে বসেছিল। ও উঠে ডাক জুড়ে দিলঃ 'আম্মিজান, আম্মিজান, চাচাজান এসেছেন।'

এগিয়ে এসে সালমানকে ভেতরে নিয়ে গেল বদরিয়া। বড়সড় কামরা। একজন বয়েসী ভদ্রলোক বসে আছেন চেয়ারে। চুলদাড়ি শাদা। কিন্তু এখনো অটুট স্বাস্থ্য।

ঃ 'ইনি হচ্ছেন শেখ আবু ইয়াকুব।' বদরিয়া পরিচয় করিয়ে দিল।

আবু ইয়াকুব দাঁড়ালেন। সালমান এগিয়ে মোসাফেহা করল তার সাথে।

ঃ 'আপনার যাবার পর এঁকে ডাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি নিজেই তশরীফ এনেছেন।' বদরিয়া বলল। 'আপনি খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন। সেই লোকটার কোন সংবাদ পেলেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, ও দুশমনের গোয়েন্দা। ও এখন আর আমাদের জন্য ভয়ের কারণ নয়। আহত অবস্থায়ই তাকে বেঁধে রেখে এসেছি। জাফর পাহারা দিচ্ছে।'

ঃ 'ইয়াকুব চাচাও এ পরিস্থিতিতে সাঈদকে কোন নিরাপদ স্থানে সরাতে বলছেন। তিনি বাড়ীতে খবরও পাঠিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যার পর সাঈদকে পাহাড়ী পথে ওখানে পৌঁছে দেয়া হবে। এরচে বড় সমস্যা এখন আমাদের সামনে। আতেকা বাড়ী চলে গেছে।'

ঃ 'কেন?' হয়রান হয়ে প্রশ্ন করল সালমান।

তার ফ্যাকাশে চেহারার দিকে তাকিয়ে সাহস ফিরিয়ে আনল ওমর। ঃ 'একটা সওয়ার এদিকে আসতে দেখেছিল খালেদা।' বেপরোয়া জবাব দিল ওমর। 'ওরা দু'জনই গাঁয়ে তোমাকে খুঁজতে গেছে। সোজা বাড়ী এলে হয়ত পথে তাদের সাথে দেখা হত। সম্ভবতঃ তুমি মনসুরদের ওখানে গিয়েছিলে, না?'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল আতেকার চেহারা। ঃ 'ভেবেছিলাম, মনসুরের জন্য হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের মনে কিঞ্চিত দয়া এসেছে।'

ঃ 'কি বলছ তুমি?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ওমর। 'হামিদ বিন জোহরা কি নিহত হয়েছেন?'

ঃ 'আয়নায় নিজের চেহারা দেখলেই এর জবাব খুঁজে পাবে। আমি জিজ্ঞেস করছি, মনসুর কোথায়? মনে রেখ, মিথ্যা বললে ফায়দা হবে না। কাল সকালের মধ্যেই প্রতিটি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে এ সংবাদ।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার নিহত হবার সংবাদ কি সাঈদ তোমাকে বলেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। সঙ্গীদের বলতে পার, তোমরা নিজের অপরাধ ঢাকতে পারনি। সাঈদ বেঁচে আছে। চলে গেছে অনেক দূরে। এ মুহূর্তে সে জানে না কে তার পিতার হত্যাকারী। রাতে ওরা মুখোশ পরেছিল। কিন্তু গ্রানাডার অনেকেই তোমাদের এ গোপন খবরটা জেনে গেছে। সাঈদ হত্যাকারীদের নামটা জানলে আহত অবস্থায়ও প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ত না। কিন্তু তার সঙ্গীরা জানে, হামিদ বিন জোহরার পর তোমরা চাইছ তার ছেলেকে। তাকে গ্রানাডা ফিরিয়ে নেবার জন্য ওরা সময়ের অপেক্ষায় থাকবে। তখন দেখা যাবে গাদ্দারদের গর্দান আর ওদের তলোয়ারের মাঝে কদ্দুর ফারাক।'

রক্ত সরে গিয়েছিল ওমরের চেহারা থেকে। হতভম্বের মত ও কতক্ষণ আতেকার দিকে তাকিয়ে রইল। নিজেকে খানিকটা সংযত করে বললঃ 'আতেকা, আমি জানি না, কবে এবং কোথায় নিহত হয়েছেন হামিদ বিন জোহরা। কিন্তু তোমাকে বলতে পারি মনসুরের কোন ক্ষতি হবে না। জাফরের স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলাম, তুমি ফিরে এলেই ওকে পৌঁছে দেব। সে প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করব।'

ঃ 'তুমি অনেক কিছুই জান না, কিন্তু আমি জানি। কাল পর্যন্ত এ বাড়ী আগুনে ছাই হয়ে যাক না চাইলে মনসুরকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনো। সম্ভবত এতে তোমারও ভাল হবে।'

ঃ 'আমি মনসুরের দুশমন নই। এমনটি ঘটেছে তোমার জন্যই। তোমার সাথে জড়িয়ে ছিল খান্দানের ইজ্জত। এবার নিশ্চিন্তে বসে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। আচ্ছা, হামিদ বিন জোহরার নিহত হবার গুজব ছড়িয়ে মিছে আমাকে দোষারোপ করার মানেটা কি?'

আতেকার ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল। ক্ষ্যাপা কণ্ঠে ও বললঃ 'ওমর, তুমি আমার চাচার সন্তান একথা ভাবতেও লজ্জা হয়। তুমি সে হিংস্র নরখাদকের দলে ভিড়েছ যাদের নেতা

জোহরার নাতির সাথে কোন খারাপ ব্যবহার তিনি সইবেন না। এ মুহূর্তে আমাদের সমস্যা হচ্ছে সাঈদকে সরিয়ে নেয়া।'

ঃ 'আগে আমিও তাই ভাবতাম। কিন্তু এ মুহূর্তে নতুন এক পরিকল্পনা মাথায় এসেছে। একটু পর ঘাস বোঝাই একটা গাড়ী যাবে গ্রানাডা। এ গাড়ীতে করেই আমরা সাঈদকে গ্রানাডা নিয়ে যেতে পারি। কষ্ট হবে অবশ্য। তবুও পাহাড়ী পথের চেয়ে সহজ হবে। গ্রানাডায় ওর চিকিৎসারও সুব্যবস্থা করা যাবে। ওমরদের গোয়েন্দাকেও গাড়ীতে তুলে নেব। ও হবে কয়েদী। ওর ঘোড়া লুকিয়ে ফেলতে হবে কোথাও।'

ঃ 'গ্রানাডায় ওর কোন অসুবিধা হবে না।' বলল বদরিয়া। 'মুক্তি-প্রিয় হাজার হাজার মানুষ হেসে হেসে ওর জন্য জীবন দিতে পারবে। কিন্তু যদি গেটে গাড়ী তল্লাশী করা হয়!'

ঃ 'সে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। ওখানকার মুক্তিপাগল মানুষগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই তার যাবার সংবাদ পাবে। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য লোকজন থাকবে। পাহারাদাররা গাড়ীর কাছেই আসবে না।'

ঃ 'কিন্তু কিভাবে?'

ঃ 'তৃতীয় ব্যক্তি চারটে কবুতর পাঠিয়েছে। আমি শুধু একটু কাগজ লিখব। আতেকার জন্য আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত। যদি জানতাম সন্ধ্যা নাগাদ ও কোথায় থাকবে, জাফরকে দিয়ে সংবাদ নিতাম।'

ঃ 'আতেকা বার বার ওকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে। ও বলেছে মনসুর এবং সাঈদ ছাড়া আপনাকে সাহায্য করাও জরুরী। আমি গাদ্দারদের বুঝাতে চাইব যে, হামিদ বিন জোহরার সাথে আসা লোকটি সাঈদের সাথে দক্ষিণে চলে গেছে।'

ঃ 'আমি ক'জন লোক দিচ্ছি।' আবু ইয়াকুব বলল। 'ফটক পর্যন্ত ওরা আপনার আশেপাশে থাকবে। প্রয়োজনে আপনার হেফাজত করবে। ইন্‌শাআল্লাহ খুব শীঘ্রই আপনার সাথে দেখা হবে।'

বুড়ো চাকর কামরায় প্রবেশ করল। কবুতরের খাঁচা সালমানের সামনে রেখে বললঃ 'গাড়োয়ান এসেছে। গাড়ীতে ঘাস তুলছে মাসুদ।'

কাগজ-কলম নিয়ে তাড়াতাড়ি কয়েক লাইন লিখল সালমান। একটা কবুতরের পায়ের সাথে চিঠিটা বেঁধে বদরিয়াকে বললঃ 'বাকী কবুতরগুলো আপনার কাছে থাক। আমি জাফরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও যেন এখন না গিয়ে একদিন পর বাড়ীতে যায়। মনসুরকে অপহরণ করে ওমর হয়তো বাড়ী থাকবে না। একান্তই কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, গ্রানাডা থেকে এসেছি। আতেকার সংবাদ আমায় পৌছানোর জন্য একটা কবুতর ওকে দেবেন।'

উঠানে গিয়ে কবুতর উড়িয়ে দিল সালমান। মাথার উপর কয়েকবার ডিগবাজি খেয়ে কবুতরটা সোজা গ্রানাডার পথে উড়ে চলল। ফিরে এসে আবু ইয়াকুবের কাছে

বসল সালমান। বললঃ 'জাফর এখানে আসার পূর্বে কয়েদীকে আপনাদের গ্রামে পৌঁছে দেবে। ও মুখ খুলতে নারাজ। তাই একটু নীরব এলাকা দরকার। কথা বের করার পর তার জীবন আপনার দয়ার ওপর নির্ভর করবে।'

বুড়ো চাকর আবার কামরায় প্রবেশ করে আবু ইয়াকুবকে বললঃ 'আপনার গ্রাম থেকে দু'জন সওয়ার এসেছে। পায়ে হেঁটে আরো দশজন আসছে পেছনে।'

নিজের লোকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে আবু ইয়াকুব বেরিয়ে গেলেন। বদরিয়ার সাথে আরো খানিকক্ষণ কথা বলল সালমান। এরপর দাঁড়িয়ে বললঃ 'আমি গাড়োয়ানকে দেখে আসি।'

ঘন্টা খানেক পরে ঘাস বোঝাই গাড়ী শয়ন কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়াল। সাঈদের অজ্ঞান দেহটা তুলে দেয়া হল গাড়ীতে। বদরিয়া এবং আসমা এসে দাঁড়াল দরজায়। আসমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সালমান। চোখে তার টলমল অশ্রু। দু'হাতে চোখ মুছে ও বললঃ 'আপনি আবার কবে আসবেন? এখন রাতে আমাদের কুকুর আপনাকে দেখলে আর ঘেউ ঘেউ করবে না।'

ঃ 'বেটি!' বদরিয়া বলল, 'না কেঁদে এখন ওদের জন্য দোয়া করো।'

বদরিয়ার দিকে তাকাল সালমান। অশ্রু এসে ভীড় করেছে ওরও চোখে। বিষণ্ন বেদনায় ভারাতুর হয়ে এল ওর হৃদয়। তাড়াতাড়ি আসমার দিকে ফিরে বললঃ 'আসমা, প্রতিটি মানুষ যেন শান্তিতে থাকতে পারে, এজন্য দোয়া করবে। তোমাদের কুকুর এক অপরিচতকে চিনতে পেরেছে। হায়, সে বদবখত মানুষগুলোকে যদি আমি পরিবর্তন করতে পারতাম, যারা এদেশের অসংখ্য মানুষকে হিংস্র হায়েনার সামনে এনে দিয়েছে।'

অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করে বদরিয়ার দিকে ফিরে সালমান বললঃ 'আবার কখন আপনাকে দেখব জানি না। অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য আল্লাহ যদি আমায় বাঁচিয়ে রাখেন, তবে আপনার সাথে দেখা হবার জন্য আমি চিরজীবন গৌরব বোধ করব। আলহামরা দেখার আমার দারুণ শখ ছিল। কিন্তু এখন এ বাড়ী তার চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। স্পেনের আকাশ থেকে যেন মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকা মুছে যায়, আমি সব সময় এ দোয়াই করব। খোদা না করুন যদি গোলামী আমাদের ভাগ্যে থাকে, আমি চিরদিন এ ভেবে কষ্ট পাব যে, এমন এক নারী মওতের আঁধারে ঘুরপাক খাচ্ছে, যার চেহারায় রয়েছে অতীতের সুমহান কীর্তির ঝলমলে আলো।'

বিষণ্ন কণ্ঠে বলল বদরিয়াঃ 'কোন জাতির নারীদের ইজ্জত-সম্মান, সে জাতির বিবেক এবং সাহসিকতার উপর নির্ভর করে। আপনি যদি ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলা কওমের এক অসহায় নারীকে স্মরণ করেন, এ জন্য আমি আপনার শোকর গোজারি করছি। আমার মনে হয় এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ নয়।'

নওকরের হাত থেকে ঘোড়ার বলগা হাতে নিল সালমান। চকিতে পিছন ফিরে

'খোদা হাফেজ' বলে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। ওর চোখের সামনে বেড়াতে লাগল বদরিয়ার পুষ্পিত চেহারার অসংখ্য ছবি।

তার সাথে প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে এল সালমানের। দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলেও, একজন নারীর আন্তরিকতা, ত্যাগ, এক বিধবা যুবতীর ধৈর্য এবং সাহস, এক জখমীর সেবা এবং হামর্দদী বিশেষ করে এক অপরিচিতের সামনে তার আত্মসচেতনতায় ও প্রভাবিত না হয়ে পারতো না। প্রথম দিনকার সৌহার্দপূর্ণ আলাপে ও শুধু আশ্চর্য নয়, আকর্ষণ অনুভব করেছিল। বদরিয়ার কমনীয় রূপ প্রবেশ করেছিল ওর মনের গভীরে, বিদায় মুহূর্তেই ও বুঝতে পেরেছিল এ সত্যটা।

দুশ্চিন্তার এক দুর্বিসহ বোঝা বয়েও ও ছিল নারী সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। ও কি বলতে চায়, কি বলছে চেহারা দেখেই সালমান তা বুঝতে পেত।

গাঁ থেকে একটু দূরে ওসমানের সাথে দেখা হল তার। আচম্বিত ওর মনে হল, বদরিয়া থেকে ও কত দূরে চলে এসেছে। প্রতিটি কদমে হামিদ বিন জোহরা তাকে নতুন মনজিল দেখাচ্ছিল। জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত, আতেকার মতো অসংখ্য বালিকা এবং মনসুরের মত অসংখ্য কিশোরের চিৎকার ভেসে আসবে ওর কানে। এক সুন্দর স্বপ্ন শেষে জীবনের ভয়ংকর বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ও।

আবু ইয়াকুবের লোকেরা চলছিল গাড়ীর সামনে ও পেছনে– কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে। কখনো গাড়ী থামিয়ে সাঈদকে দেখে নিত সালমান।

সড়কের যেখানটায় কয়েদীকে রেখে এসেছিল, শেখ ইয়াকুব সেখানে ওর অপেক্ষা করছিল। বললঃ 'আপনার চাকরের সাথে কয়েদীকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমিও এখন চলে যাব। এ সড়ক আমাদের গ্রাম পর্যন্ত গিয়েছে। ভাল করে দেখে নিন। ঐ লোকটার নাম জাহাক। ইউনুস তার ভাই।

এ কথাটুকু বের করতে অনেক ঘাম ঝরেছে জাফরের। এর পরই লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আগামী কালের মধ্যে সব খবর গ্রানাডায় পৌছে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ।'

গ্রানাডায় সালমান

পথটা নিরাপদেই পার হল ওরা। ফটক থেকে মাইল খানেক দূরে দেখা হল আবদুল মান্নানের এক নওকরের সাথে। তার সাথে কথা বলে পেছনে তাকাল ওসমান।

সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে আসছিল সালমান। ওসমান ডাকল তাকে। ঘোড়া ছুটিয়ে ওসমানের নিকটবর্তী হল সে। নওকর সসম্ভ্রমে সালাম করে বললঃ 'জনাব, 'তৃতীয় ব্যক্তি' আপনার পয়গাম পেয়েছেন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে এ মুহূর্তে দেখা হবে না। বিনা বাঁধায় আপনি ফটক পেরোতে পারবেন। ভেতরে ঢুকে বাঁয়ের গলিতে যাবেন। জামিলকে পাবেন ওখানে। মুনীবের ধারণা আপনি তাকে চেনেন। আমিও আপনার কাছে-পিঠেই থাকবো।'

ঃ 'পাহারাদার গাড়ীতে তল্লাশী নেবে না, এ ব্যাপারে কি তুমি নিশ্চিত?'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। পাহারাদারদের বেশীর ভাগই আমাদের লোক। অফিসার যাদের সন্দেহ করেন, তাদের গাড়ীর কাছেই ঘেষতে দেবেন না। সতর্কতার জন্য আমাদের লোকজনও আশপাশে থাকবে। গাড়ী কোথায় নিতে হবে ওসমানকে তা বলে দিয়েছি। আমার মুনীব জানেন, আপনি একা নন। সে মতেই তিনি ব্যবস্থা করেছেন। তার সাথে আপনার যেতে হবে না।'

ঃ 'ঠিক আছে। ফটকের কাছে গিয়ে আমি সামনে চলে যাব।'

ঃ 'গলির মাথায় জামিলকে পেলে কিছু বলবেন না। নীরবে তার অনুসরণ করবেন।'

ফটক পেরিয়ে এল সালমান। ওর মনে হল সংগীদের এত তদবীরের প্রয়োজন ছিল না। সড়কে উত্তেজিত জনতা সরকার বিরোধী বিক্ষোভ করছিল। গলির মাথায় জামিল। ওকে দেখেই হাঁটা দিল সে। বার বার পিছন ফিরে গাড়ীর দিকে তাকাচ্ছিল সালমান। প্রায় দু'শ গজ এগিয়ে হঠাৎ দেখে গাড়ীটা নেই পেছনে। জামিলের কাছে সরে এসে সালমান ফিস ফিস করে বললঃ 'আরে ভাই, গাড়ীটা গায়েব হল কোথায়?'

ঃ 'আপনি চিন্তা করবেন না।' জামিলের নির্লিপ্ত জবাব। 'এক পথে সফর করা নিরাপদ ছিল না। গাড়ী প্রথম গলি দিয়ে ভিন্ন পথে চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল গাড়োয়ানকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সামনের সড়কে বের হবে ওরা। আচ্ছা, ওর অবস্থা কি?'

ঃ 'অজ্ঞান অবস্থায়ই তাকে গাড়ীতে তোলা হয়েছে।'

একটু সামনে দু'জন নওজোয়ান এবং এক বালক দাঁড়িয়েছিল। জামিলের হাতের ইশারায় কাছে এল ওরা। খানিক পর পিছন ফিরে চাইল সালমান। আশপাশের বাড়ীগুলো থেকে আরো অনেকে চলছে তাদের সংগে। সামনে মোড়। বাঁয়ের গলির দিকে ইশারা করে জামিল বললঃ 'ঐ যে গাড়ী। কিন্তু আমরা তাদের সাথে যাব না। পেরেশানী দূর হল তো? এবার ঘোড়া থেকে নেমে পড় ন।'

ঘোড়ার পিঠে বসে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল বালক। ঘাস বোঝাই গাড়ী মোড়ে পৌছে গেছে ততোক্ষণে। সরাইখানার যে নওকর ওসমানের সাথে আসছিল, জামিল তাকে বললঃ 'এখন আর ওর সাথে যাবার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি সরাইখানায় চলে যাও। কেউ ওসমানের কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে, গেটের বাইরেই এক ব্যক্তি ঘাসের দাম

দিয়ে দিয়েছে। ওসমান তার বাড়ীতে ওগুলো পৌছে দিতে গেছে। পাহারাদারদের কেউ তোমাদের সন্দেহ করেনি তো?'

এদিক ওদিক তাকিয়ে ও বললঃ 'এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। মুনীব ওসমানকে আগে ভাগে বলে না দিলে বিপদেই পড়তাম। এক পাহারাদার প্রায়ই বিনে পয়সায় ঘাস নিত। ফটকে ঘাসের একটা আঁটি নেয়ার চেষ্টা করল ও। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ধমকে উঠল ওসমান। ভয় পেয়ে ক'কদম পিছু সরল গাড়ীর সাথে জোড়া ঘোড়াগুলো। ওসমানের চিৎকারে গাড়ীতে তল্লাশী করার বাহানা খুঁজে পেত গাদ্দাররা। চিৎকার শুনে অফিসার ছুটে এল। কিন্তু ওসমান খুব হুশিয়ার। চোখ মুখের ভাষা বদলে ফেলল ও। বললঃ 'না, কিছুই হয়নি। একে এক আঁটি ঘাস দেব বলেছিলাম। কিন্তু একটু পূর্বে যে সওয়ার চলে গেল, ঘাসের সব দাম রাস্তায়ই আমায় দিয়ে দিয়েছে। আমায় বলেছে, এর একমুঠো ঘাস কোন দিকে গেলে তোমার ছাল তুলে ফেলব।'

অফিসার পুলিশটাকে খুব করে বকলেন। খোদার শোকর আমরা নিরাপদেই চলে এসেছি। আমিতো ফটক পার হয়ে ভয়ে কাঁপছিলাম। গাড়ী থেকে ঘাস ছুঁড়ে ফেললে আমাদের কি অবস্থা হত! আসলে ছেলেটা অত্যন্ত হুঁশিয়ার, সারাটা পথ হাসতে হাসতেই এসেছে ও।'

ঃ 'এবার তুমি যাও।'

ততোক্ষণে গাড়ী ওদের ছেড়ে সামনে চলে গেছে। কিছুক্ষণ গাড়ীর অনুসরণ করে ডানের এক গলিতে ঢুকল জামিল। নীরবে তার পিছনে হাঁটছিল সালমান। কয়েকটা গলি ঘুপছি পেরিয়ে ওরা এল বড় গলিতে। গলির পাশের এক বাড়ী থেকে শূন্য গাড়ী নিয়ে ওসমানকে বেরিয়ে আসতে দেখল ওরা। হাত নেড়ে চলে গেল ওসমান। জামিলের সাথে বাড়ীর ভেতর পা রাখল সালমান।

বড়সড় উঠোন। আবদুল মান্নান, একজন বৃদ্ধ এবং ঘোড়ার বাগ টেনে আনা ছেলেটাও সেখানে দাঁড়িয়ে। আঙ্গিনার এক কোণে ঘাসের স্তূপ। চাকররা গুদামে তুলে রাখছিল ওগুলো। সম্মুখে দোতলা বাড়ী। পুরনো। বাঁয়ে চওড়া চাতাল পেরিয়ে আরো এটা কক্ষ। বৃদ্ধ এগিয়ে সালমানের সাথে হাত মেলালেন। আবদুল মান্নান পরিচয় করিয়ে দিলঃ 'ইনি কাজী ওবায়েদুল্লাহ। আবুল হাসান তার ছেলে। আপনারা আপাততঃ এর ঘরেই থাকবেন। সাঈদও থাকবে এখানে। হামিদ বিন জোহরার শেষ সফরে এর বড় ছেলেও ছিল। আমরা নদী পারে তিনটে লাশ পেয়েছি। একটা ছিল এর ছেলের। এসব ঘটনা আপাততঃ গোপন থাকবে।'

মাথা নুইয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল সালমান। মাথা তুলে বৃদ্ধের সাথে আলিংগনাবদ্ধ হয়ে ও বললঃ 'খোদা আপনাকে হিম্মত দিন।' সাথে সাথে ওর চোখে উছলে এল অশ্রুর বন্যা।

একটু পর জামিলের দিকে ফিরল ও। ঃ 'ওয়েস তার সাথে ছিল। ওলীদ আমায় তা

বলেনি।' ভারী হয়ে এল ওর কণ্ঠ।

ঃ 'এ সৌভাগ্য আমার হয়নি।' জামিল বলল। 'আসলেও সে ভাগ্যবান। শেষ বেলা আমায় বলা হয়েছিল, ওলীদের অনুপস্থিতিতে আমাকে এখানে থাকতে হবে। কবিলাগুলোর জন্য একজন বক্তার দরকার ছিল। যুবকদের মধ্যে ওয়েস সবচাইতে ভাল বক্তা।'

সালমান আবদুল মান্নানকে প্রশ্ন করলঃ 'ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, ভেতরে ডাক্তার ওকে দেখছেন।'

ঃ 'ডাক্তার আসা যাওয়া করলে গোয়েন্দারা তো ওকে খুঁজে বের করে ফেলবে না?'

ঃ 'না, ডাক্তার এখানকারই। দু'বাড়ীর ছাদ এক বরাবর। ডাক্তারের আগমন কেউ টেরই পাবে না। নিশ্চিন্তে তিনি এখানে যাতায়াত করতে পারবেন।'

ঃ 'আপনি ভেতরে চলুন। ডাক্তার আরো কিছু সময় ছাড়া পাবেন না।'

থাকার ঘরে ফিরে এল ওরা। ওবায়দুল্লাহ সালমানকে বললঃ 'আমার খোশ কিসমত, আপনি এখানে পদধূলি দিয়েছেন। বাসার কেউ আপনার পরিচয় জানে না। আপনার বাড়ী আলফাজরা। ঘোড়ার ব্যবসা সুবাদে আমার সাথে পরিচয়। বেড়াতে এসেছেন এখানে। নওকরদের একথা বলা হবে। আপনি থাকবেন আমার বাড়ীতে।'

জামিল আর আবদুল মান্নানের দিকে চঞ্চল হয়ে তাকাল সালমান।

ঃ 'ওলীদ এখনো আসেনি?'

ঃ 'সম্ভবত আরো দু'দিন দেরী হতে পারে।' বলল ওসমান।

ঃ 'যিনি আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, তাঁর সাথে কখন দেখা হবে?'

ঃ 'প্রতি মুহূর্তে তার সংবাদ আপনি পাবেন। পরিস্থিতি অনুকূলে এলেই দেখা হবে।'

ঃ 'আসলে এখনই তার সাথে আমার দেখা করা দরকার।'

জামিলের দিকে চাইল আবদুল মান্নান। সে বললঃ 'আপনার এ উদ্বেগের কথা তিনি জানেন। স্বাভাবিক অবস্থায় আমি এখানে আসতাম না। কেবলমাত্র আপনার জন্যই আসা। ওরা গ্রানাডা এলেই আমরা জানতে পাব। অল্প বয়েসী এক কিশোর বিপদে পড়তে পারে আপনার পাঠানো এ সংবাদে তিনিও উৎকণ্ঠিত। এখন হিসেব করে আমাদের পা ফেলতে হবে।'

খানিক পর মাগরিব নামাজের জন্য দাঁড়াল ওরা। ডাক্তার প্রবেশ করল কামরায়। একত্রে নামাজ শেষ করলেন সবাই। সালমানের সাথে মোসাফেহা করতে করতে ডাক্তার বললঃ 'আমি আবু নসর। ইনশাআল্লাহ আপনার বন্ধু খুব শীঘ্র সেরে উঠবেন। অনেক কথা ছিল আপনার সাথে। সম্ভবতঃ রাতে সময় হবে না। জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত আমায় রোগীর কাছে থাকতে হবে। ইনশাআল্লাহ ভোরে দেখা হবে।' ওবায়দুল্লাহর দিকে ফিরে

তিনি বললেন ঃ 'আপনারা খেয়ে নিন। আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না।'

ডাক্তার অপর কক্ষে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবদুল মান্নানকে সালমান বললঃ 'হাশিমের ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলা হয়েছে?'

ঃ 'না, তার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার সুযোগ হয়নি। তবে খুব শীগগীরই তার সংবাদ আপনাকে দিতে পারব। বন্দীর মুখ খোলাতে পারলে আবু ইয়াকুব নিজেই হয়ত এখানে চলে আসবেন। তিনি নিজে না এলে ওসমানকে তার কাছে পাঠিয়ে দেব। এবার আমায় অনুমতি দিন।'

ঃ 'আমায়ও উঠতে হচ্ছে। আপনি নিরাপদে পৌছেছেন, আমার সংগীরা এ সংবাদ শুনার জন্য উৎকন্ঠিত।' বলল জামিল।

ওবায়দুল্লাহ্ তাদের খাওয়াতে চাইলেন। কিন্তু উঠতে উঠতে আবদুল মান্নান বললঃ 'না, আমায় যেতে হবে। এ পর্যন্ত অনেক তথ্য হয়ত জমা হয়ে গেছে। জামিলও ভীষণ ব্যস্ত। আমাদের সম্মানিত মেহ্মান আশা করি কিছু মনে নেবেন না।'

তাকে এগিয়ে দিতে চাইল ওবায়দুল্লাহ্।

ঃ 'না আপনার যাবার প্রয়োজন নেই।' বলেই বেরিয়ে গেল আবদুল মান্নান।

একটু পর। খেতে বসে গ্রানাডার অবস্থা শুনছিল সালমান। প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছিল তার উদ্বেগ।

রাতের দ্বিতীয় প্রহর। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছিল সালমান। ঘুম আসছিল না চোখে। আল্‌তোভাবে পা ফেলে কক্ষে প্রবেশ করলেন ডাক্তার। উঠে বসল সালমান।

ঃ 'আপনি শুয়ে থাকুন' ডাক্তার বলল। 'জেগে আছেন কিনা দেখতে এসেছি। রোগীর ব্যাপারে এবার নিশ্চয়তা দিতে পারি। খুব শীঘ্র সেরে উঠবে ইন্‌শাআল্লাহ। প্রতিদিন একবার করে আমি আসব। অবশ্য আমার এক লোক সব সময়ের জন্য থাকবে এখানে।'

ঃ 'আপনি বেশী পরিশ্রান্ত না হলে একটু বসুন। গ্রানাডার ব্যাপারে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনেছি। যিনি আমায় শান্তনা দিতে পারতেন এ মুহূর্তে তার সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি বুঝতাম কিছু দিনের জন্য হলেও গ্রানাডাবাসী এ বিপদ এড়িয়ে চলতে পারবে, তাহলে এতটা উদ্বিগ্ন হতাম না।'

ডাক্তার চেয়ার টেনে বিছানার পাশে এসে বসে বললেনঃ 'আপনার জন্য প্রয়োজন হলে সারা রাত আমি বসে থাকতে পারি। ওলীদের কাছে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। আমার কথায় বরং আপনার উৎকণ্ঠাই বাড়বে। দেশের অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত। হামিদ বিন জোহরার আগমনে যে সাড়া জেগেছিল, ধীরে ধীরে তাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ পক্ষ হুজুরের হত্যার খবর গোপন করছে। অন্যদিকে সরকার জনগণের মধ্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, হতাশ হয়েই হামিদ বিন জোহরা আত্মগোপন করেছেন।

সমাজের নেতৃস্থানীয়দের অধিকাংশই এখন উজিরের পক্ষে চলে গেছে।'

ঃ 'এ কিভাবে সম্ভব হল?'

ঃ 'দুশমনের অসংখ্য চর ঢুকে পড়েছে গ্রানাডা। ওরাতো বসে নেই। সাধারণ মানুষ একমুঠো অন্নের জন্য স্বাধীনতা বিকালে আমি কি করতে পারি।' বার বার বলছিল ও। 'কওমের পাপ কওম বহন করতে পারে। আমি যে একা। প্রভু আমার জিম্মা পূরণ করার তৌফিক আমায় দাও।'

বন্দিনী আতেকা

জাফর বাড়ী এসে আবার ফিরে গেছে, তার পিছু নিয়েছে জাহাক, মনসুরের অপহরণের পর ওমরের জন্য এ ছিল গুরুত্বপূর্ণ খবর। আগের দিন সকালেও সে দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল। আতেকা আচম্বিত ফিরে এসে যদি তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে তোলে কি করবে ও?

প্রথমেই আতেকার মায়ের চাকরদের সে বললঃ 'তোমরা নজরানে ওর মামার বাড়ী গিয়ে দেখ ওখানে আছে কিনা।' এরপর ক'জনকে পাঠাল দক্ষিণ পূর্ব দিকে, আতেকার এক আত্মীয়ের বাড়ী। সৎমাকে ভয় দেখাল এই বলে যে, 'খুব শীগগীরই আব্বা গ্রানাডা থেকে ফিরবেন। যদি তিনি সন্দেহ করেন আপনার পরামর্শে ও বেরিয়ে গেছে, তবে আপনার আর রক্ষে থাকবে না।'

গাঁয়ের কয়েক ব্যক্তি গ্রানাডার সংবাদ নেয়ার জন্য এসেছিল দুপুরে। ওমরের নির্দেশে চাকররা তাদের বিদায় করে দিল। বললঃ 'তিনি অসুস্থ, এখন বিশ্রাম করছেন।'

পড়ন্ত বিকেল। এখনো ফিরে আসেনি আতেকা। অস্থির ওমর ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কে জর্জরিত। শোবার ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে মেহমানখানা, সেখান থেকে আবার ঘর ও বারান্দায় পাগলের মত ছুটাছুটি করছিল সে। সন্ধ্যার দিকে ঘোড়া প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিল সংগীদের। বেরুবার আগে শেষ বারের মত ছাদে গিয়ে এদিক ওদিক দৃষ্টি ঘুরাতে লাগল সে। হঠাৎ দক্ষিণ পশ্চিমের পাহাড়ে ঈষৎ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল এক সওয়ার। তার চোখের তারা স্থির হয়ে রইল সেদিকে। শিরা উপশিরার রক্ত প্রবাহ দ্রুত হল। সওয়ার তখনো আধ মাইল দূরে। তবু তার মনে হল এ নিশ্চয়ই আতেকা। গভীর মনযোগ দিয়ে কয়েক মিনিট সেদিকে তাকিয়ে ছুটে নেমে এল

নীচে। সালমার কক্ষে ঢুকে বললঃ 'মা! মা! সুসংবাদ! আতেকা ফিরে আসছে। ওর মাথা ঠিক না করা পর্যন্ত আপনি তার সাথে কথা বলবেন না। আপনি উপরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকুন। খাদেমা আর এ মেয়েটাকেও সঙ্গে নিন। ওকে সামান্য আস্কারা দিলেও ভাল হবে না কিন্তু। আসুন, তাড়াতাড়ি করুন।'

খালেদা এবং চাকরানীকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল সালমা। তাদের পেছনে কক্ষের দরজা পর্যন্ত এল ওমর। কামরায় ঢুকে পিছনে তাকিয়ে সালমা বললঃ 'ওমর, আমার আশংকা হচ্ছে ওর সাথে বাড়াবাড়ি করলে ভাল হবে না।'

ঃ 'না, আম্মা! আপনি কিছু ভাববেন না। এ তার প্রথম দুঃসাহস। আমি শুধু চাই, ও যেন আর কোনদিন এভাবে বাইরে যাবার সাহস না করে।' দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শিকল টেনে দিল ওমর।

ঃ 'ওমর! ওমর!' চিৎকার দিয়ে সালমা বলল, 'দাঁড়াও। আমার কথা শোন।'

ঃ 'গ্রামের সব মানুষ এখানে আসুক, যদি না চান, চিৎকার করবেন না।'

ঃ 'বেটা?' সালমার মোলায়েম কণ্ঠ 'আমার কেবলি ভয় হচ্ছে, তোমার কোন কথায় ও বিক্ষুব্ধ না হয়।'

ঃ 'সে চিন্তা করবেন না। আপনার দিক থেকে ও কোন আস্কারা না পেলে আমি তাকে উত্তেজিত করব না।'

দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এল ওমর। দৌড়ে চলে গেল গেটের দিকে।

ঃ 'আতেকা আসছে।' এক চাকরকে ডেকে বলল সে। 'কিন্তু আমরা তার অপেক্ষা করছি, ভেতরে না ঢোকা পর্যন্ত যেন বুঝতে না পারে। কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে অন্য চাকরদের সাথে আমিও তাকে খুঁজছি। সাবধান, তার সাথে আর কেউ যেন ভেতরে না ঢুকে। ও ভেতরে এলেই ফটক বন্ধ করে দেবে। আমার এক সংগী তোমার সহযোগিতা করবে।'

মেহমানখানা থেকে দু'জনকে সাথে নিয়ে শয়ন ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ওমর। একটা অসহ্য উদ্বেগ নিয়ে ওমর আতেকার অপেক্ষা করতে থাকল। এক সময় তার মনে হল, এতোক্ষণে ওর বাড়ী পৌঁছে যাওয়ার কথা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অথচ তার কোন পাত্তাই নেই। মায়ের কামরায় প্রদীপ জ্বেলে বারান্দা এবং উঠানে পায়চারী করছিল ওমর। কখনো ভেতরে এসে চেয়ারে বসে পড়ত, একটু পরই আবার চেয়ার থেকে উঠে পায়চারী করতো ঘরময়। হঠাৎ বাড়ীর বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ওমর। ফটকের ভেতরে এসেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল আতেকা। পড়িমরি করে আবার কক্ষে ফিরে এল ওমর।

বারান্দা ধরে নিঃশব্দে হেঁটে চলল আতেকা। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে থামল একবার। কি একটা সংকোচ নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। ওমরকে দেখেই বললঃ 'চাচীজান কোথায়?'

ঃ 'বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে– আপনি যাবার আধঘন্টা পর সহসা সাঈদের জ্ঞান ফিরে এল। চোখ খুলেই ও প্রশ্ন করলঃ 'মনসুরের কোন সংবাদ পাঠায়নি জাফর?' আমরা কথা ঘুরাতে চাইলাম। কিন্তু ও কতক্ষণ আতেকার চোখে উছলে উঠা অশ্রুর দিকে তাকিয়ে রইল। এরপরই চিৎকার শুরু করলঃ 'তোমরা কিছু লুকাচ্ছ আমার কাছে।' আমি শান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আপনি তার খোঁজে গেছেন। এখুনি আমরা সংবাদ পাব। শেষতক আর লুকাতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে সব কথাই বললাম তাকে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ও কতক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় উঠে দরজার দিকে এগুতে চাইল। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছেই ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। মাসুদ তুলে শুইয়ে দিল বিছানায়। ঘুমের ঔষধ খাইয়েছি অনেক কষ্টে। কতক্ষণ অস্ফুটে বিড়বিড় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

ঃ 'তারপর?'

ঃ 'হঠাৎই ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল আতেকা। এর আগেও ও আমায় বলেছিল, ওরা যদি মনসুরকে কষ্ট দেয় সাঈদ আমাকে ক্ষমা করবে না। তার জন্য আমি আমার জীবনও বাজি রাখতে পারি।

আমি সাধ্যমত রুখতে চেয়েছি। কিন্তু সিদ্ধান্তে অনড় ছিল ও। বলছিল, আমি ফিরে না গেলে মনসুর এবং সাঈদ দু'জনের জীবনই বিপদাপন্ন। ওমরের কাছে ভাল ব্যবহার আশা করি না। কিন্তু হামিদ বিন জোহরার ছেলে এবং নাতির জীবন বাঁচানোর জন্য চাচা আমার আবেদন ফেলতে পারবেন না। আর যদি এমনটি হয়ই, গ্রামে একটা তুফান বাঁধিয়ে দেব।'

ঃ 'নিঃসন্দেহে মেয়েটা দুঃসাহসী। মনসুরের অপহরণে ওর মনের সৃষ্ট বোঝা লাঘব করার জন্য ও নিজের জীবন পেশ করেছে। কিন্তু ও কেন ভাবল না, বাড়ী গেলেই ওকে প্রশ্ন করবে কোত্থেকে এসেছে। তারপর ওরা সোজা এখানে চলে আসবে।'

ঃ 'ও ভাবেনি তা নয়, বরং নতুন এক পরিকল্পনা নিয়েছে। ও বলেছে, সাঁঝের আবছা আঁধারে দক্ষিণ দিক দিয়ে গাঁয়ে প্রবেশ করবে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, সাঈদের আব্বা নাকি শহীদ হয়ে গেছেন। সাঈদের এক সংগী বলেছে ওমরকে বিশ্বাস নেই বলে ও বাড়ী আসেনি। কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত, কারণ সাঈদ এখন অনেক দূরে।'

ঃ 'ওমর এবং তার পিতাকে হয় তো ধোঁকা দিতে পারবে আতেকা। কিন্তু ওতবা এক বিপজ্জনক ব্যক্তি। সামান্য সন্দেহ হলেও ওর মুখ থেকে সত্য কথা বের করে ফেলবে।'

এতোক্ষণ নীরবে কথা শুনছিলেন আবু ইয়াকুব।

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' মুখ খুললেন তিনি। 'হাশিমকে আমি চিনি। কবিলার সর্দারদের পক্ষ থেকে তাকে সংবাদ পাঠানোর জিম্মা আমি নিচ্ছি। আশা করি হামিদ বিন

আমার পিতা-মাতার হত্যাকারী। তার নাম তালহা নয়, ওতবা। পিতামাতার হত্যাকারীকে আমি যেমন চিনি, তেমনি চিনি হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের। সাঈদকে না খুঁজে এবং মনসুরকে কষ্ট না দিয়ে বরং নিজের কথা ভাবো।'

শিকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত আহত পশুর মত হল ওমরের অবস্থা। ও বললঃ 'আতেকা, কোন কোন কথা মুখে নেয়াও বেদনাদায়ক। শুধু তোমার আমার ব্যাপার হলে মেনে নিতে পারি। কিন্তু গ্রামের মানুষের সামনেও যদি এমনটি বলে থাক, তবে নিজেকেই বিপদে জড়িয়েছ।'

ঃ 'মনসুরকে ফিরে পাবার আশায় আমি এখানে এসেছি। তুমি কথা রাখলে বাইরের লোককে বলার প্রয়োজন হবে না।'

ঃ 'কথা দাও এরপর থেকে আমাকে দুশমন ভাববে না।'

ঃ 'কথা দিচ্ছি কাউকে তোমার কথা বলব না। তবে এক শর্তে।'

ঃ 'কি শর্ত?'

ঃ 'তোমাকে বলতে হবে আমার বাবা-মায়ের হত্যাকারী কোথায়?'

ঃ 'খোদার কসম! কে তোমার পিতা-মাতার হত্যাকারী আমি জানি না।'

ঃ 'হয়ত তুমি জানতে না; কিন্তু এখনতো আমি বলেছি।'

ঃ 'ও এখানে নেই।'

ঃ 'আমার খান্দানের বিবেক যদি শেষ না হয়ে গিয়ে থাকে তবে এ জমিনের প্রতিটি কোণে তাকে আমি খুঁজব। তুমি জান এক অপরাধ লুকাতে মানুষ অসংখ্য অপরাধ করে বসে। হামিদ বিন জোহরার হত্যার অপরাধ ঢাকার জন্য তোমরা সাঈদকে কোতল করতে চাও। কিন্তু এখন তার একটা পশমও তোমরা ছিড়তে পারবে না।'

ঃ 'মনে কর, হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের কেউ এখানে লুকিয়ে তোমার কথা শুনছে। যদি ওরা সিদ্ধান্ত নেয়, তোমাকে এখানে থাকতে দেবে না, তবে কি করবে?'

চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক দৃষ্টি ফেলল আতেকা। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে চাইল। দ্রুত এগিয়ে এসে তার বাহু ধরে ফেলল ওমর। খুলে গেল ডান ও বাঁ পাশের কক্ষের দরজা। বলিষ্ঠ চেহারার দু'জন লোক বেরিয়ে এল কামরা দু'টো থেকে।

ঃ 'গাদ্দার,কমিন।' খঞ্জর বের করতে করতে চিৎকার দিয়ে বলল আতেকা।

এক ব্যক্তি এসে খঞ্জরের বাট ধরে ফেলল। আরেকজন ভারী কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল তাকে। খানিক ধস্তাধস্তি করল আতেকা। কিন্তু ছুটতে পারল না। চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তার মুখে কাপড় গুঁজে দিল ওমর। সঙ্গীরা তার হাত ও পা শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

মিনিট পাঁচেক পর তাকে কাঁধে করে বেরিয়ে এল ওরা। একজন ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বারান্দার সামনে। আতেকাকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল ওমর।

সঙ্গীদের বললঃ 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে। এখন ওকে ভিন্ন ঘোড়ায় দেয়া যাবে না। আরেকটু সামনে এগুলেই আমরা বিপদমুক্ত। ওর ঘোড়াটাও সাথে নিয়ে চল।'

ঃ 'ওমর, ওমর!' দোতলার জানালা দিয়ে ডাকল সালমা। 'কি হচ্ছে ওখানে? তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

ঃ 'আমি আতেকাকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

ঃ 'আমি এইমাত্র তার কথা শুনলাম?'

ঃ 'ভুল শুনেছেন। দরজা খোলার জন্য চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ওমর।

খানিক পর গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। রাতের আঁধারে ঘর থেকে বেরিয়ে এল লোকেরা। পরস্পর বলাবলি করতে লাগলঃ 'এরা কারা? এ সময় যাচ্ছেইবা কোথায়?' কিন্তু দ্রুতগামী ঘোড়ার পথ রোধ করার সুযোগ কেউ পেল না।

গ্রাম থেকে মাইলখানেক এগিয়ে ওরা পাহাড়ী পথ ধরল। ক্রোধের বদলে এক নিদারুণ অসহায়ত্ব এসে গ্রাস করল আতেকাকে। ওমরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি তাই নিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল।

হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল ওমর। বললঃ 'তোমার কষ্ট আমি বুঝি, কিন্তু কি করব। এবার কান্ডজ্ঞান না হারালে বাকী পথ আরামে সফর করতে পারবে। এখন আমার প্রতিটি কথাই তোমার কাছে তিক্ত মনে হবে। কিন্তু কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত বুঝতে পারবে আমি তোমার দুশমন নই।'

আতেকার পায়ের বাঁধন খুলে দিল ওমর। তার ঘোড়ার লাগাম তুলে দিল একটা লোকের হাতে। নিজে সওয়ার হল শূন্য ঘোড়ায়।

ভিন্ন ঘোড়ায় শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট কিছুটা হালকা হল ওর। কিন্তু তখনো হাত-মুখ বাঁধা কাপড় দিয়ে।

ওবায়দুল্লাহর ওখানে দু'দিন পর্যন্ত কোন সংবাদ পায়নি সালমান। কোন খবর পাঠায়নি বদরিয়াও। আবদুল মান্নানকে খুঁজতে দু'বার আবুল হাসানকে পাঠিয়েছে ও। তিনি সরাইখানায়ও ছিলেন না। সাঈদের জ্বর ধীরে ধীরে কমে আসছিল, এ কথা ভেবেই খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছিল ও।

সাঈদের দেখাশোনায় বেশীর ভাগ সময় কেটে যেত সালমানের। চেষ্টা করত ওকে শান্ত্বনা দিতে। কিন্তু মুখরোচক কথায় নিজেরও মনের ভার হালকা হতো না ওর। ও ভাবত, নিশ্চয়ই মনসুরকে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। এতদিনে হয় তো ও বাড়ী পৌঁছে গেছে। দু'একদিনের মধ্যেই সংবাদ এসে যাবে। কিন্তু আতেকার অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মুখ খোলার সাহস পেত না ও। সাঈদকে বুঝাত যে, ও বদরিয়ার ঘরে নিরাপদেই

আছে।

মনসুর ও আতেকার ব্যাপারে কোন উৎকণ্ঠা দেখাত না সাঈদ। সালমানের কথা নীরবে শুনত আর হারিয়ে যেত এক গহীন ভাবনায়। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল ও। ডাক্তার আসত সকাল-বিকাল। কঠোরভাবে নিষেধ করত তার সাথে কেউ যেন কথা না বলে। গ্রানাডার কোন সুঃসংবাদ যেন তাকে না শোনানো হয়। ওবায়দুল্লাহ এবং তার ছেলেকে গ্রানাডার ব্যাপারে ও প্রশ্ন করলে গ্রানাডাবাসীর সাহসী ভূমিকার বর্ণনা করত ওরা।

তৃতীয় রাত্রি। সাঈদের কাছে বসে আছে সালমান। ডাক্তারকে সাথে নিয়ে কক্ষে ঢুকল আবুল হাসান। ও বললঃ 'আব্বাজান আপনাকে ডাকছেন।'

সালমান অনুসরণ করল তাকে। কক্ষ থেকে বেরোতেই ফিস ফিস করে হাসান বললঃ 'আপনি আপনার কামরায় তশরীফ নিন।'

দ্রুত পায়ে কক্ষে ঢুকে ওবায়দুল্লাহর পরিবর্তে ওলীদকে দেখতে পেল সালমান। ওলীদের সাথে মোসাফেহা করতে করতে ও বললঃ 'খোদার শোকর আপনি এসেছেন। আমি দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম। আবদুল মান্নান আর জামিল এতটা দায়িত্বহীন হবে ভাবিনি।'

ঃ 'আসলে ওরা দায়িত্বহীন নয়। আপনার মনের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে, ওরা তা বোঝে। গ্রানাডা পা দিয়েই ওরা আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেছে।'

ঃ 'পথে কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

ঃ 'না, তবে আমি এখানে এসেছি গাদ্দাররা হয়তো টের পেয়েছে।'

ঃ সাঈদের ভাগ্নেকে অপহরণ করা হয়েছে তা জানেন?'

ঃ 'জানি। আতেকার কথাও শুনেছি। এসেই আমি সাঈদের কাছে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আব্বাজান বললেন, এ মুহূর্তে তাকে বাইরের কোন সংবাদ দেয়া যাবে না। সে জন্যই প্রথমে আপনার সাথে দেখা করার কথা ভাবলাম।'

ঃ 'ওকে কেবল মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে যাচ্ছি। এখন ওর সামনে যেতেও লজ্জা হয় আমার। এখানে অযথাই তিনটা দিন কাটালাম। মনসুরকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল তাও জানলাম না। একটা লোক রেখে এসেছিলাম, তার কাছ থেকে হয়তো অনেক কিছু জানা যেতো। আপনার সংগীরা আমাকে কোন সংবাদই দেয়নি। আবদুল মান্নানের খোঁজে লোক পাঠালাম, তিনিও তখন সরাইখানায় ছিলেন না। কাল ভোরে নিজেই মনসুরের খোঁজে বের হবো ভাবছি। এ অভিযানে একজন সংগী আমার প্রয়োজন।'

ঃ 'প্রয়োজনে আপনাকে এক হাজার সংগী দেয়া যাবে। ওদের দায়িত্ব হবে আপনার হিফাজত করা। আমরাও মনসুরের ব্যাপারে কম চিন্তিত নই। আপনাকে কোন সংবাদ না দেয়ার কারণ, আপনার বন্ধুরা আপনাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে চায়নি।'

ঃ 'কেন, সংবাদ প্রদানে ঝুঁকির প্রশ্ন কেন?'

পকেট থেকে দু'টো চিরকুট বের করল ওলীদ।

ঃ 'পর পর এ দু'টো কাগজ পেয়েছি। দেখেই চিনেছি বদরিয়ার লিখা। পড়ে দেখুন।'

সালমান পড়া শুরু করলঃ 'মুখ খুলেছে জাহাক। তার ভাই ইউনুস ওতবার চাকর। ভিগা থেকে বিন্দা যাবার পথে বিরাট বন। তার মাঝে একটা বাড়ী। যুদ্ধের শেষ দিকে আমার পিতার হত্যাকারী সে বাড়ী দখল করে। আশপাশে আরো কয়েকটা বাগান বাড়ী আছে। সেগুলোর চারদেয়াল এ বাড়ীর মত এতটা উঁচু নয়। মনসুরকে ওখানে নিয়ে গেছে ওরা। আপনার গ্রানাডার সংগীরা প্রথম যেন ইউনুসফে খুঁজে নেয়। জাহাকের বিশ্বাস, তাকে খোঁজার জন্য অবশ্যই সে গ্রানাডা যাবে। তার কাছে জানতে পাবেন অনেক কিছু।'

দ্বিতীয় চিঠিটা খুলল সালমান।

'কবুতর উড়িয়ে দেবার পর জাফর এসে বলল, গতরাতে আতেকাকে নিয়ে ওমর পালিয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে সে গ্রানাডা যাবে না। সম্ভবত মনসুরের কাছেই নিয়ে গেছে ওকে। আপনার প্রতি অনুরোধ, ভিগা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতেই এ দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন।'

চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠল সালমানের কপালে।

ওলীদ বললঃ 'এবার তো বুঝলেন, কেন সাথে সাথে আপনাকে খবর দেয়া হয়নি? ওদের খুঁজে বের করা আমাদের কর্তব্য। কোন ঝুঁকিতে জড়িয়ে পড়ার অনুমতি আপনাকে দেয়া যাবে না।'

ঃ 'এ চিঠি কার হাতে এসেছে?'

ঃ 'তৃতীয় ব্যক্তির হাতে। আসলে আমরা আতেকা ও মনসুরের ব্যাপারে উদাসীন নই।'

খানিক ভেবে সালমান বললঃ 'ওরা কি ওতবার বাড়ীতে জাহাকের ভাইয়ের সন্ধান নিয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। ওখানে মাত্র দু'জন চাকর। ওরা বলল, ইউনুস সেখানে আসেনি।'

ঃ 'ওতবার বাড়ী আমাকে চিনিয়ে দিতে পারবেন।'

ঃ 'ওখানে আপনার যাওয়া ঠিক হবে না। কথা দিচ্ছি, জাহাকের ভাই এখানে এলে ফিরে যেতে দেব না।'

ঃ 'ওলীদ! আর সইতে পারছি না। একথা ওকথা বলে সাঈদকে শান্ত্বনা দেই, আমার বিবেক আমায় দংশন করতে থাকে। ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে আপনাদের বারণ করছি না। কিন্তু আমার একটা প্রাণের বিনিময়ে যদি হামিদ বিন জোহরার নাতি

বেঁচে যায়, যদি রক্ষা পায় এক মুজাহিদ বালিকার জীবন, এ আমার জন্য কম কিসে? তুর্কী নৌ বাহিনী প্রধানের কাছে প্রতিনিধি পাঠাতে চাইলে আমায় ছাড়াও চলবে। ওদের পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা আমি করব। আর কবে, কোথায় আমাদের জাহাজ পাবে, তাও বলে দেব।'

ঃ 'জেলখানার পরিবর্তন হলেই বন্দীদের দুঃখ ঘুচে না। কাল যদি ওদের ভিগা থেকে বের করে নিয়ে আসেন, আর কয়েক সপ্তাহ অথবা কয়েক মাস পর দুশমন গ্রানাডা কব্জা করে বসে, তবে কি আপনি স্বস্তি বোধ করবেন? স্পেনে মনসুরের মত অসংখ্য কিশোর, আতেকার মত লক্ষ লক্ষ বালিকা পাশব যন্ত্রণায় ভুগছে।'

ঃ 'হায়, লক্ষ জীবন পেলেও প্রতিটি মনসুর আর আতেকার জন্য আমি এক একটা জীবন কোরবানী করতাম।'

ছলছল চোখে কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল ওলীদ।

ঃ 'আমরা চাই যথা-শীঘ্র আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। দু'দিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। কবিলার সর্দারদের সাথে তাদের বৈঠক হচ্ছে, তারা চায় আপনি এখানে থাকুন। হয়তো আজ-কালের মধ্যেই ফয়সালা হয়ে যাবে। আপনি কবে যাবেন আগামীকালই বলতে পারব ইনশাআল্লাহ।'

ঃ 'আপনার সাথে যারা এসেছেন তারা কদ্দুর নিরাপদ?'

ঃ 'যতক্ষণ হুকুমত জানতে না পারবে আমরা কি করছি, ততটা ঝামেলা করবে না। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য গোপন রাখার চেষ্টা করছি। শুধুমাত্র অল্প কয়েক ব্যক্তিই তা জানে।'

ঃ 'আপনি জানেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। প্রস্তুতির জন্য আমাদের দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এ জন্য আমাদের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি পর্যন্ত আমরা খুব সাবধানে কাজ করব। চুক্তি শেষ হবার দু' একদিন পূর্বে সমগ্র স্পেনে যুদ্ধ শুরু করা হবে।'

ঃ 'গ্রানাডার অভ্যন্তরের শত্রুরা কি আপনাদের সে সুযোগ দেবে? ক'দিন পর কি গ্রানাডা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে না?'

ঃ 'এ এক বড় সমস্যা। অবশ্য সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। তবুও আমাদের সফলতা সম্পর্কে আপনাকে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না। হঠাৎ করেই যদি গৃহযুদ্ধ বেঁধে যায়, বাধ্য হয়ে আমাদেরকে ময়দানে নামতে হবে। আর তখন আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

ঃ 'উপকূলের কোথাও গোলা ছুঁড়লেও অনেক কাজ হবে আমাদের। নেতৃবৃন্দের ধারণা, আল্লাহ আপনাকে এমনিই পাঠাননি। বানের তোড়ে ভেসে চলা মানুষের জন্য খড়কুটোও বিরাট অবলম্বন। হয়তো কবিলার সর্দারদের জমায়েতে আপনাকে কিছু বলতে হবে। এরপর আমাদের কোন কাফেলার সাথে আপনি চলে যাবেন।

আব্বাজানের ধারণা, দু'তিন দিনের মধ্যে সাঈদও হাঁটা-চলা করতে পারবে। সময় বুঝে একদিন ওকে আমরা আলবিসিনের মিম্বরে দাঁড় করিয়ে দেব। পিতার মৃত্যু সংবাদ সন্তানের মুখে শুনলে গ্রানডাবাসী গাদ্দারদের টুটি চেপে ধরবে।'

ঃ 'ওলীদ! আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

ঃ 'বলুন।'

ঃ 'বলুন তো তৃতীয় ব্যক্তি কে? আমি তাকে দেখতে চাই। তার সাথে কিছু কথা বলা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।'

ঃ 'খুব শীগগীরই আপনার এ ইচ্ছে পূরণ হবে। তিনি বনু সিরাজ বংশের লোক। তার মা সুলতানের মায়ের খালাতো বোন, আলহামরার রক্ষী প্রধানের কন্যা। মূসার শাহাদাতের পর আরো কয়েকজন অফিসারের সাথে তিনিও সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। রাজনীতির সাথে প্রকাশ্যে তার কোন সম্পর্ক নেই। এক জনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে, এছাড়া তার গোপন তৎপরতার খবর কম লোকই জানে। হামিদ বিন জোহরার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমিও জানতাম না এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমাদের সাথে যাচ্ছেন। তাঁর নাম ইউসুফ।'

আবুল হাসানের সাথে ডাক্তার এসে ঢুকল কামরায়। ওরা দু'জনই দাঁড়িয়ে গেল।

ঃ 'ওলীদ!' তিনি বললেন, 'বেটা, আজ সাঈদ অনেকটা ভাল। আমার আর ঘন ঘন আসার দরকার হবে না।'

ঃ 'আব্বাজান, অনুমতি পেলে বাসায় না গিয়ে এখান থেকেই বেরিয়ে যাব। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সঙ্গীরা আমার অপেক্ষা করছে।'

ঃ 'টাংগা ডেকে দিচ্ছি।' আবুল হাসান বলল।

ঃ 'না, না, হেঁটেই যেতে পারব।'

গেট থেকে ওলীদকে বিদায় করল ওরা। একটু পর সালমান এবং ওবায়দুল্লাহ বাড়ীর ছাদ থেকে 'খোদা হাফেজ' বলল। হাত তিনেক উঁচু রেলিং ভেঙ্গে এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী যাওয়া-আসার পথ করা হয়েছিল। এই প্রথম উপরে এসেছিল সালমান। ডাক্তার তাকে বললঃ 'যখনি প্রয়োজন হবে অসংকোচে এ পথে আমার বাসায় চলে আসবেন।'

গোপন প্রস্তুতি

পরদিন ভোর। সাঈদকে দেখার জন্য তার কামরায় ঢুকল সালমান। চেয়ারে বসে আবুল হাসানের সাথে কথা বলছিল সাঈদ। সালমানকে দেখেই সে উঠে বসতে চাইল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সালমান বললঃ 'আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

মৃদু হেসে সাঈদ বললঃ 'ডাক্তার বলেছিলেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি হাঁটা-চলা করতে পারবে। কারো সাহায্য ছাড়া আজই প্রথম কক্ষের মধ্যে খানিকটা হাঁটতে চাইলাম কিন্তু আবুল হাসান জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। নয়তো এতক্ষণে আপনার রুমে পৌছে যেতাম।'

ঃ 'আশা করি শীগগীরই আপনি সেরে উঠবেন। এ মুহূর্তে হাঁটা চলা করতে ডাক্তারের উপদেশ মেনে চলা উচিত।'

হঠাৎ আবদুল মান্নান এবং তার এক গোলামকে দেখা গেল দরজার বাইরে। এক ঝলক মাত্র, এর পরই সরে গেল ওরা। সালমান দরজায় মাথা বের করে বললঃ 'আমি এক্ষুণি আসছি।'

আবদুল মান্নানের সাথে নিজের কক্ষে ফিরে এল সালমান। এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো প্রশ্ন করল আবদুল মান্নানকে।

ঃ 'ওলীদকে বলেছিলাম ভোরেই আপনাকে অথবা ওসমানকে পাঠিয়ে দিতে। এতো দেরী করলেন কেন? সে বাড়ীটা কত দূরে? জাহাজের খোঁজে কি এখনো কেউ আসেনি?'

ঃ 'আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। এক ব্যক্তি ভোরে ওতবার বাড়ী এসেছিল। সে এখন আমাদের হাতে।'

ঃ 'তাকে আপনারা চেনেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, ও জাহাকের ভাই?'

ঃ 'ওতবার অন্য সব গোলামদেরও কি গ্রেফতার করা হয়েছে?'

ঃ 'না, প্রয়োজন হয়নি।'

ঃ 'ওদের কারো মাধ্যমে যদি ওতবা টের পায়, কি হবে ভেবেছেন? ও আরো সাবধান হয়ে যাবে। মনসুরকেও পাব না, আতেকার খোঁজও জানব না কোনদিন। এজন্যই আমি নিজে যেতে চেয়েছিলাম।'

কিন্তু সালমানের এ পেরেশানীর কিছুই স্পর্শ করল না আবদুল মান্নানকে। সে অনেকটা শান্ত স্বরেই বললঃ 'ওতবার বাড়ীতে মাত্র দু'জন চাকর। জাহাকের ভাইয়ের গ্রেফতারের খবর ওরা কিছুই জানে না। সব কথা খুলে বলছি শুনন। গেল সন্ধ্যায় জাহাকের ভাই ইউনুস ঘরে আসে। ওতবার চাকররা তখন ভেতরে ঘুমিয়ে ছিল। বাইরের ফটক বন্ধ। ঘোড়া থেকে নেমেই দরজার কড়া নাড়তে লাগল ও। এরপর পূর্ণ শক্তিতে ধাক্কা দিতে দিতে ডাকাডাকি শুরু করল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন জবাব এল না। আশপাশে লুকিয়ে থাকা লোকদের সংবাদ দেয়ার জন্য আমার এক সংগীকে বললাম। ওসমানকে সাথে নিয়ে আমি চলে গেলাম তার অনেকটা কাছে। বললামঃ 'আরে ভাই, চিৎকার করে লাভ হবে না। সূর্যোদয়ের আগে উঠবে না ওরা। দরজা খোলার দরকার হলে এ ছেলেটাকে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিন।'

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল সে। তার কাঁধে পা রেখে পাঁচিলে টপকাল ওসমান। গেট খুলে দিতেই ও তাড়াতাড়ি অন্দরে প্রবেশ করল। তার চিৎকার আর ধাক্কাধাক্কিতে কামরা থেকে বেরিয়ে এল চাকররা। ওদেরকে কয়েকটা ধমক ধামক দিয়ে ও প্রশ্ন করলঃ 'জাহাক কোথায়?'

ওরা বললঃ 'মুনীবের সাথে যাবার পর আর ফিরে আসেনি।'

ওদের কথাবার্তায় বুঝলাম, পুলিশ সুপারের কাছে কোন সংবাদ পৌঁছে দিয়ে ও আবার ফিরে যাবে। আমরা সরে এলাম। অনুসরণ করলাম তার। গলির মাথায় পৌঁছেই বিপদটা টের পেল ও। ততোক্ষণে আমাদের চার ব্যক্তি ঘিরে ফেলেছে ওকে। এক নওজোয়ান রশির ফাঁদ ছুড়ে মারল তার গলায়। ততোক্ষণে ওসমানের হাতে চলে এসেছে তার ঘোড়ার বলগা। এখন সে আমাদের হাতে বন্দী।'

ঃ 'চলুন।' তাড়াতাড়ি ওঠে দাঁড়াল সালমান।

ঃ 'কোথায়?'

ঃ 'সে লোকটাকে আমি দেখতে চাই।'

ঃ 'না, এ মুহূর্তে নয়। আমরা যে বসে নেই, এ খবরটা আপনাকে দেয়ার জন্যেই এসেছি। ওলীদ বলেছিল, আপনি খুব চিন্তিত, আমি যেন ভোরেই আপনার কাছে চলে আসি। আপনাকে হয়ত আরো দু'দিন থাকতে হবে। ইউসুফ সাহেবের ওপর আপনার আস্থা থাকা উচিৎ। ভাইয়ের জন্য ইউনুস হয়ত ওতবাকেও কোতল করতে পারে।'

ঃ 'জাহাক যে আমাদের হাতে বন্দী, একথা তাকে বলেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ বলেছি, বলেছি তোমার ভাইয়ের জীবন-মরণ নির্ভর করছে আমাদের সাথে সহযোগিতার ওপর। প্রথমে সে এ কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ওসমান তার এবং তার ঘোড়ার হুলিয়া বর্ণনা করার পর সে চিৎকার দিয়ে উঠলঃ 'খোদার দিকে চেয়ে আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন। আমি শুধু দেখতে চাই ও বেঁচে আছে। আপনাদের প্রতিটি কথা আমি মেনে নেব।'

আমি বললাম, 'জাহাক এখানে নেই। আমাদের আশংকা ছিল নিজেদের পাপ গোপন করার জন্য ওতবা তাকে হত্যা করতে পারে। আমরা তাকে লুকিয়ে রেখেছি। আমাদের সহযোগিতা করলে তোমার বুড়ো বাপেরও হিফাজত করব। নইলে জাহাকও দুনিয়ায় থাকবে না।'

খানিকটা ভেবে সে বললঃ 'আপনারা কোন্ ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইছেন?'

আমি কড়া ভাষায় বললামঃ 'বেকুব, তুমি সবকিছু জান। তুমি ফার্ডিনেন্ডের গোয়েন্দার কর্মচারী। সে এক বালক আর এক মেয়েকে ভিগায় বন্দী করে রেখেছে। জাহাক সব বলেছে আমাদের। ও বুঝেছে এ দুই বন্দীর এক একটা পশমের জন্য হাজার হাজার লোক হত্যা করা হবে। স্পেনের কোথাও তোমাদের মত লোকের স্থান হবে না।'

ও বললঃ 'খোদার কসম, মেয়েটাকে ধরে নেয়ার সময় আমার ভাই সাথে ছিল না। ছেলে মেয়ে দু'জনকে আলাদা আলাদা কক্ষে রাখা হয়েছিল। ওতবার চাকররা ধরে এনেছিল আরো এক অপরিচিত ব্যক্তিকে। আমরা ভাবলাম, অপরিচিত লোকটি ওতবার বন্ধু। তিনি মেহমান খানায় ছিলেন। ওতবা সেন্টাফে যাবার সময় চাকর বাকরদের বলেছিল, মেহমান কোন ক্রমেই যেন উপরে যেতে না পারে।'

দু'তিন বার মেয়েটার কাছে যাবার চেষ্টা করেছিল সে। শেষে চাকরদের ধমক দিয়ে বললঃ 'তোমাদের মুনীব ফিরে এলে তোমাদের ছাল তুলে নেবে। আমি বন্দী নই, মেহমান। মেয়েটা আমার চাচাত বোন। ওর অবস্থা দেখেই আমি ফিরে আসব।'

একথা শুনে তাকে উপরে যেতে দিল ওতবার মা এবং বোন। সে কামরায় ঢুকতেই মেয়েটা চেয়ার তুলে তার মাথায় মারতে চাইল। কিন্তু তার হাত থেকে চেয়ার ছিনিয়ে নিল সে। আমার বোন আর বাড়ীর মেয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে এ তামাশা দেখছিল। ও বলছিলঃ 'এ আমার পিতৃহন্তার ঘর। আমার চোখের সামনে থেকে তুমি দূর হয়ে যাও। তোমার সাথে কথা বলার চেয়ে মৃত্যুই আমার জন্য শ্রেয়।'

ওরা যখন ঝগড়া করছিল, পাশের কক্ষের দরজা ভাংতে চাইছিল ছেলেটা। হঠাৎ ওতবা পৌঁছে গেল। খানিক পর মেহমানকে নিয়ে গেল অন্ধকার ঘরে।

ঃ 'পুলিশ সুপারের জন্য ও কি সংবাদ নিয়ে এসেছে, জিজ্ঞেস করেছেন?'

পকেট থেকে চিরকুট বের করে আবদুল মান্নান বললঃ 'প্রথমেই তার দেহ তল্লাশী করে এ কাগজটা পেয়েছি। আর এ অনুমতিপত্র দেখিয়ে সে যে কোন সময় ফটক পার হতে পারবে। আপনি পড়ে দেখুন।'

সালমান পড়তে লাগলঃ 'আপনি তাড়াতাড়ি উজিরে আজমের কাছে গিয়ে বলবেন, গতকাল থেকে ফার্ডিনেন্ড আপনার জবাবের প্রতীক্ষা করছেন। আপনি সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই চলে যাবেন সেন্টাফের সেনা ছাউনীতে। বিদ্রোহীদের কাছে আমাদের কোন কাজ গোপন নেই। প্রচন্ড প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওরা অপেক্ষায় আছে। গ্রানাডার ভবিষ্যত আমাদের হাতে। কিন্তু বিদ্রোহীদের সুযোগ দেয়া বিপজ্জনক। সাঈদকে খুঁজে পাইনি, সম্ভবতঃ সে কোন পাহাড়ে লুকিয়ে আছে। তার সঙ্গীরাও হয়ত তার সাথে। উজিরে আজম সময়মত পদক্ষেপ নিলে ওরা আমাদের পেরেশানীর কারণ হবে না।'

ঃ 'আপনাদের নেতাকে এ চিঠি দেখিয়েছেন?' সালমানের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠ।

ঃ 'হ্যাঁ ইউসুফ সাহেবও এ সংবাদ পেয়েছেন। তিনি আরো জানেন, আবুল কাশিম ফার্ডিনেন্ডের কাছে চলে গেছেন।'

ঃ 'কবে?'

ঃ 'এই ঘন্টাখানেক পূর্বে। গাদ্দাররা ফটক পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়েছে। তার সফলতার জন্য দোয়া করা হবে, জনগণ যেন তাতে অংশগ্রহণ করে, ঘোষক রাস্তার মোড়ে মোড়ে এ ঘোষণা করছে। ভয়ের কারণ নেই। জনগণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না

পারলে সে কোন বিপজ্জনক পদক্ষেপ নেবে না। যাক, এবার আমায় উঠতে হচ্ছে।'

ঃ 'আমিও যাচ্ছি আপনার সাথে।'

ঃ 'কোথায়?'

ঃ 'ইউনুসের কাছে।'

ঃ 'আমিতো ভেবেছি আমার কথা শুনে আপনি খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছেন?' উদ্বেগপূর্ণ বিস্ময় আবদুল মান্নানের কণ্ঠে।

ঃ 'আতেকার ব্যাপারটা শুধু ওমরের সাথে সম্পৃক্ত হলে এতো চিন্তিত হতাম না। ভাবতাম, চাচাতো ভাই বেহায়া আর বিবেকহীন হবে। কিন্তু এখন ও কুকুরের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে পড়েছে হিংস্র হায়েনার কবলে। ওতবা শুধু ফার্ডিনেন্ডের চরই নয়, আতেকার পিতামাতার হত্যাকারী। জ্বলন্ত চিতায় দাঁড়িয়ে ও হয়ত ভাইদের ঘুমন্ত বিবেককে ডাকছে। আমি নিশ্চুপ বসে থাকতে পারি না। হামিদ বিন জোহরাকে বাঁচানোর জন্য ও আমাকে গ্রানাডা পাঠিয়েছিল। তাঁর আহত সন্তানের সেবা করার জন্য একা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর এখন হামিদ বিন জোহরার নাতির জীবন রক্ষা করার জন্য পিতৃহন্তার হাতে পড়েছে। খোদার কসম! ওর এ অবস্থায় আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি না। এখনো তাকে সাহায্য করা যাবে। কিন্তু কাল যদি ওতবা ওকে সেন্টাফের সেনাছাউনী অথবা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়, মাসের পর মাস খুঁজলেও হয়ত আর তার সন্ধান পাব না।

ইউসুফ সাহেবকে বলবেন, আমাদের কমোডরের কাছে যে প্রতিনিধিদল যাচ্ছে তাদের রওনা হবার পূর্বেই আমি এসে পৌঁছব। অবশ্য আমাকে ছাড়াও ওরা যেতে পারবে। যদি ফিরে না আসি আমাদের কমোডরকে বলবেন যে, আপনার এক সঙ্গী এমন একটা মেয়ের জন্য জীবন দিয়েছে, প্রতিটি তুর্কী যাকে মা অথবা বোন বলে গর্ব করতে পারে।'

আবদুল মান্নানের নীরব দৃষ্টিরা তাকিয়েছিল সালমানের দিকে। ধীরে ধীরে অশ্রুসজল হয়ে উঠল তার চোখ দু'টো।

ঃ 'আমি আপনার সাথে তর্ক করতে চাই না। আমার বিশ্বাস ইউসুফ সাহেব এখানে থাকলেও আপনাকে বাঁধা দিতেন না। চলুন, আপনার কামিয়াবীর জন্য আমি দোয়া করি। ওতবার চাকরকে পুরো বিশ্বাস করা যাবে না। ভিগা পৌঁছে সে মত পাল্টেও ফেলতে পারে।'

ঃ 'তাকে না দেখে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। আমার বিশ্বাস, সে আমায় ধোকা দেবে না।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, চলুন।'

ঃ 'দাঁড়ান, আমার ঘোড়া তৈরী করে নিচ্ছি।'

ঃ 'না, ঘোড়ার প্রয়োজন নেই। আমার টাংগা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আগে

ইউনুসের সাথে দেখা করুন। প্রয়োজন হলে ঘোড়া নিয়ে নেয়া যাবে।'

বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। ফটক থেকে শ'খানেক কদম দূরে দাঁড়ানো টাংগায় উঠে বসল ওরা।

টাংগা থামল এক সরু গলির মুখে। গাড়ী থেকে নেমে গলিতে ঢুকল ওরা। খানিক এগিয়ে একটা বাড়ী। থেমে থেমে তিনবার দরজার কড়া নাড়ল আবদুল মান্নান। এক অস্ত্রধারী যুবক দরজা খুলে দিল। আবদুল মান্নানের অনুসরণ করল সালমান।

ভেতরের এক কামরায় ইউনুসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। চাটাইতে পড়ে আছে সে। হাত পা শক্ত করে বাঁধা। ওসমান ছাড়াও আরো ক'জন তার চারপাশে। তীব্র দৃষ্টিতে ইউনুসের দিকে তাকাল সালমান। বললঃ 'তুমি জাহাকের ভাই, মনে রেখ আর চব্বিশ ঘন্টা আমরা বন্দীদের ফিরে আসার অপেক্ষা করব। ফিরে না এলে কাল এ সময়ে তোমার ভাইকে ফাঁসীতে ঝুলানো হবে।'

গোঁ গোঁ শব্দ বের হল ইউনুসের গলা থেকে।

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে আমায় দয়া করুন। আমার ভাই জীবন দিতে পারে, কিন্তু ওদের বের করে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। ওখানে সব সময় ছয়জন সশস্ত্র পাহারাদার থাকে। পাশেই ভিগার চৌকি। দেড়শ সৈনিক ওখানে। একা আমি কিছুই করতে পারব না। আমার সাথে ক'জন গেলেও সে বাড়ীতে হামলা করা অসম্ভব।'

ঃ 'সে আমরা ভাবব। আমরা শুধু জানতে চাই তোমাকে কদ্দুর বিশ্বাস করা যায়।'

ঃ 'ভাইয়ের জন্য আমি নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতা আর জাহাকের স্ত্রী ওতবার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।'

ঃ 'ওদের বাঁচানোর জিম্মা আমাদের। ওদের ওখান থেকে বের করে বিপদ-মুক্ত এলাকায় নিয়ে আসব।'

ঃ 'কিন্তু গ্রানাডায় আমাদের জন্য নিরাপদ কোন স্থান নেই।'

ঃ 'আমি জানি। তোমাদের নিরাপত্তার জিম্মা আমি নিলাম। পাহাড়ী এলাকায় তোমাকে কেউ খুঁজে পাবে না। আর সচ্ছলভাবে চলার জন্য পাবে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা।'

ঃ 'আমাদের এত টাকা থাকলে তো ওতবার চাকরীই করতাম না। বাগানের পাশের বাড়ীটায় থাকতাম আমরা। মালিক ছিলেন ভিগার একজন রইস। যুদ্ধের দু'মাস আগে সবকিছু আমাদের দিয়ে তিনি হিজরত করেছেন। এরপর সবকিছু কব্জা করল ওতবা। মাথা গুজার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল, তাই রয়ে গেলাম।'

ঃ 'তোমার অক্ষমতা আমি বুঝি। সত্যিই যদি তুমি আমাদের সহযোগিতা কর তবে আমার এ প্রশ্নগুলোর জবাব দাও।' বন্দীর কাছে বসতে বসতে সালমান অন্যদের বলল, 'এর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দাও। একজন গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে এসো।'

ঘন্টাখানেক আলাপ হলো ইউনুসের সাথে। ভিগার সে বাড়ীতে আসা যাওয়ার একটা ম্যাপ এঁকে নিল সালমান। ইউনুসের সাথে কথা শেষ করে আবদুল মান্নানের

দিকে ফিরল।

ঃ 'এবার আমার পাঁচজন শক্ত সামর্থ্য লোক দরকার। আমি এখানেই থাকছি। কাউকে আমার ঘোড়ার জন্য পাঠিয়ে দিন।'

ঃ 'প্রয়োজনে বিশজন লোক দিতে পারব। কিন্তু এ মুহূর্তে আপনি ভিগা যেতে পারবেন না।'

ঃ 'এ অভিযানে মাত্র পাঁচজন লোক দরকার। আমি তো বলিনি এক্ষুণি যাচ্ছি। সন্ধ্যার একটু আগে পশ্চিমের ফটক দিয়ে আমরা বের হয়ে যাব। এর মধ্যে আমার সঙ্গীদেরকে এ ম্যাপটা বুঝিয়ে দিতে হবে। ওদের প্রয়োজন হবে দ্রুতগামী ঘোড়া।'

ঃ 'জনাব', এক নওজোয়ান বলল, 'দাবী করছি না আমি ভাল সিপাই, কিন্তু এ ম্যাপ এখন আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। অনুমতি পেলে আরো ক'জনকে ডেকে আনতে পারি। আশা করি, প্রতিটি পরীক্ষায় ওরা উতরে যাবে। ওদের নিজস্ব ঘোড়াও রয়েছে।'

সালমান চাইল আবদুল মান্নানের দিকে। বললঃ 'আপনি এ নওজোয়ানের উপর আস্থা রাখতে পারেন।'

ঃ 'অবশ্যই। তুমি যাও। জলদি ফিরে এসো।'

নওজোয়ান বেরিয়ে গেল।

আবার ম্যাপ নিয়ে বসল সালমান। গভীরভাবে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবদুল মান্নানকে বললঃ 'আপনি কি নিশ্চিত যে, পশ্চিম ফটক দিয়ে কোন ঝামেলা ছাড়াই আমরা বেরুতে পারব?'

ঃ 'হ্যাঁ, সন্ধ্যা পর্যন্ত সেন্টাফের পথ খোলা থাকে। পাহারাদাররাও ফটক খুলে রাখে এ সময়। অবশ্য মাল বোঝাই গাড়ীগুলো সন্ধ্যার পূর্বেই ভেতরে চলে আসে। ভোরে দরজায় প্রচন্ড ভীড় থাকে। কেউ কেউ মাল খালাস করেই গাড়ীগুলো শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। রাতভর বাইরে চলতে থাকে নাচগানের আসর।'

ঃ 'এর পর আমি জানি। আপনি আমায় শুধু নিশ্চিত করুন।'

ঃ 'আমাদের সঙ্গীরা ওখানে থাকবে। গেট পার হতে আপনার কোন সমস্যা হবে না। তবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলে দুশমনের চরদের দৃষ্টি এড়ানো যাবে না। এরপরও দু'মাইল দূরে ভিগার সড়কে যেতে হলে শত্রুদের একটা চৌকি পড়বে সামনে।'

ঃ 'রাতে সড়ক ছাড়া কি অন্য কোন পথে যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার একটু আগেই একজন একজন করে আমরা বের হব। এরপর সড়ক থেকে নেমে যাব মেঠো পথে। আমাদের পথ দেখাবে ইউনুস। কি ইউনুস দেখাবে না?'

ঃ 'জ্বী হুজুর, অবশ্যই দেখাব।'

ঃ 'আমরা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে যাব না। শুধু খঞ্জর থাকবে আমাদের সাথে। যে গাড়ীতে ঘাস আনা হয়, বাকী অস্ত্র বাইরে পৌঁছানোর দায়িত্ব তাকে দেয়া হবে। ছেলেটা খুব সহসী ও বুদ্ধিমান।'

দরজার বাইরে বসেছিল ওসমান। গাড়ীর কথা শুনেই ঝিলিক দিয়ে উঠল তার চোখের তারা। সালমান মৃদু হেসে বললঃ 'কি বলো ওসমান? আমার কথা বুঝেছ?'

ঃ 'জ্বী। কিন্তু গ্রানাডা ঘাস আসে বাইরে থেকে। এখান থেকে বাইরে যায় না।'

ঃ 'তুমি তরিতরকারীর জন্য বাইরে যাবে। অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখবে ঝুড়ির নীচে। দশ-বারো হাত লম্বা একটা রশিরও প্রয়োজন হবে। গাড়ীতে কিছু ব্যবসায়ী পণ্য নেবে। তুমি থাকবে আমাদের সামান্য দূরে। আমরা দর্শকদের মত এদিক-ওদিক ঘুরাফেরা করব। সুযোগমত অস্ত্রগুলো নিয়ে কেটে পড়ব।'

ঃ 'অস্ত্রগুলো নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখার জন্য ওসমানের সাথে একজন লোক দেব।' আবদুল মান্নান বলল।

ঃ 'অভিযান শেষে ফিরে আসব আমরা। তখন ফটক খুলতে আপনার প্রয়োজন হবে।'

ঃ 'আমাকে ছাড়াও আরো কয়েকজনকে ওখানে পাবেন। ফটকের বাইরে থাকবে ক'জন নওজোয়ান।'

ঃ 'ভিগা থেকে কেউ আমাদের পিছু নিলে আমরা দক্ষিণের ফটক দিয়ে ঢুকব।'

ঃ 'আমাদের সঙ্গীরা থাকবে ওখানেও। ওদের শুধু বলবেন, আপনি হিশামের ভাই। ব্যাস, দরজা খুলে যাবে।'

ঃ 'হিশাম কে?'

ঃ 'এমনি একটা নাম। কোন ফৌজি অফিসারের পক্ষ থেকে পাহারাদারদের বলা হবে যে হিশামের ভাই এবং তার সঙ্গীদের জন্য ফটক খুলে দিতে। চলো ওসমান, এখন আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।'

ঃ 'আপনার ঘোড়া নিয়ে আসবো?' ওসমানের প্রশ্ন।

ঃ 'না, বিকেল পর্যন্ত ঘোড়া ওখানেই থাকবে। ওবায়দুল্লাহ সাহেবকে বলে দিতে হবে আমি ব্যস্ত। কিন্তু কিসের ব্যস্ততা এ মুহূর্তে তা বলার দরকার নেই।'

ঃ 'ঠিক আছে। আমি নিজেই তার কাছে যাব।' বলল আবদুল মান্নান।

ওসমান এবং আবদুল মান্নান কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর। অভিযান সম্পর্কে সঙ্গীদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিচ্ছিল সালমান।

সন্ধ্যার দিকে একজন একজন করে শহর থেকে বের হচ্ছিল। সালমান সবার আগে, সাথে ইউনুস। ফটকে লোকজনের আনাগোণা ছিল তখনো। এক তরুণ ফৌজি অফিসারের সাথে কথা বলছিল আবদুল মান্নান। বেপরোয়া ভঙ্গীতে তার সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল সালমান। একটু দূরে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক মিনিটের পৌঁছে গেল সবাই।

ওসমানের গাড়ী ছিল অন্য গাড়ীগুলোর সামান্য দূরে। সড়কের ওপারে নামাজ পড়ছিলেন কয়েকজন। আশপাশে গাছের সাথে ঘোড়াগুলো বেঁধে ওরাও গিয়ে নামাজে শামিল হল।

নামাজ শেষে দু'জনকে সাথে নিয়ে গাড়ির কাছে গেল ওসমান। অন্যরা সরে গেল এদিক ওদিক। সালমানের সতর্ক দৃষ্টি ছিল ইউনুসের ওপর। দূর থেকে একজন যুবক পাহারা দিচ্ছিল তাকে। ফটকের কাছে লোকজনের প্রচন্ড ভীড়। দোকান এবং অস্থায়ী ছাপরাগুলোর আশপাশে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরাঘুরি করছিল মানুষজন। একটু অবস্থা সম্পন্ন লোকেরা শামিয়ানার নীচে বসে খানা খাচ্ছিল। এখানে সেখানে নাচগানের আসর।

অকস্মাৎ পিঠে কারো হাতের স্পর্শে চমকে উঠল সালমান। পিছন ফিরে চাইল ও।

ঃ 'আমাদের লজ্জাহীনতা আর অসহায়ত্বকে দেখতে চাইলে এদিকে আসুন।' আবদুল মান্নানের কণ্ঠ।

নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল সালমান। একটু দূরে বেদুইনদের তাঁবু। ওখানে নাচছে ক'জন নর্তকী। চারপাশে দর্শকদের জটলা।

ঃ 'আপনাকে বেদুইনদের নাচ দেখাতে আনিনি। আরো সামনে চলুন।'

আরো খানিক এগিয়ে গেল ওরা। বিশাল শামিয়ানার নীচে লোকজন জমায়েত হচ্ছে। একপাশে উঁচু স্টেজ। কার্ডিজের ভাষায় গান গাইছিল এক সুন্দরী তরুণী। ভাষা না বুঝেও অনেকেই বাহবা দিচ্ছিল তাকে। গান শেষ করে পর্দার আড়ালে চলে গেল মেয়েটা। পর্দা নড়ে উঠল আবার। বেরিয়ে এল পাঁচজন তরুণী। পোশাকে-আশাকে দু'জনকে খৃষ্টান আর বাকীদের মুসলমান মনে হচ্ছিল। স্টেজে এসেই নাচতে লাগল ওরা।

ঃ 'খোদার দোহাই লাগে,' সালমান বলল, 'চল এখান থেকে। এর বেশী আর কিছু দেখতে চাই না।'

চাঁদোয়া ছেড়ে আবার ওরা সড়কের দিকে হাঁটা দিল। একটা গাছের কাছে পৌঁছে সালমানকে বললঃ 'আপনি এখনো কিছুই দেখেননি। এই সাজ-সরঞ্জামের স্তূপ নর্তকী এবং গয়িকাদের। এরা এসেছে কাল। ওদের মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে দু'চারদিন পর। চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব অশ্লীল অনুষ্ঠান দেখার মত লোকের অভাব নেই গ্রানাডায়। এখনো প্রচার করা হচ্ছে যে, টলেডোর শাহজাদী এ অনুষ্ঠানে আসবে।'

ঃ 'টলেডোর শাহজাদী! সে আবার কে?'

ঃ 'একজন গায়িকা। সে নাকি টলেডোর পুরানো রাজবংশোদ্ভূত। নাম লায়লা। তার গান শোনার জন্য লোকেরা সেন্টাফে পর্যন্ত যেত। লোকেরা বলাবলি করে তার সুরেলা কণ্ঠে যাদু আছে। সন্ধি চুক্তির পর এখানে এই প্রথম আসছে। আমি ভাবতেও পারি না আমাদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করার জন্য এরা কতটা তৎপর। কি ভয়ংকর ষড়যন্ত্র! নর্তকী আর গায়িকাদের মুসলমানদের পোশাকে দেখে এসব কমবখতের দল দারুণ খুশী। এবার বুঝুন, কতদিকে আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে।'

সালমানের বেদনা কাতর দৃষ্টিরা কতক্ষণ তাকিয়ে রইল বিষণ্ন বিস্ময়ে।

ঃ 'চলুন। সম্ভবত আর দেরী করা ঠিক নয়।'

ঃ 'আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আবুল কাশিম এখনো ফেরেননি। তার আসা পর্যন্ত ফটকের ভেতরে ও বাইরে গোয়েন্দারা তৎপর থাকবে।'

ঃ 'জনাব', ইউনুস বলল, 'আমি বলতে চেয়েছিলাম আরো কিছু সময় আমাদের এখানে অপেক্ষা করা উচিৎ। আমাকে বিশ্বাস করুন। আপনাদের সাফল্য এখন আমার জীবন মরণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি বলেছি, বাড়ীর পাহারাদাররা দারুণ হিংস্র। কত নিরপরাধ লোককে তারা খুন করেছে, এ নিয়ে ওরা গর্ব করে। অতর্কিত আক্রমণ না করলে ক্ষুধার্ত হায়েনার মতই মোকাবিলা করবে ওরা। আর কেউ যদি ফৌজি চৌকিতে সংবাদ দেয়, তাহলে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারব না একজনও। এ অভিযানে দয়ামায়ার কোন অবকাশ নেই, এমনকি আস্তাবলের সহিস আর চাকর-বাকরদেরও পালানোর সুযোগ দেয়া যাবে না।'

ঃ 'ইউনুস, বিশ্বাস না করলে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম না। হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। বলতো আটজন পাহারাদারের ক'জন এ হত্যাকান্ডে শরীক হয়েছিল?'

চঞ্চল হয়ে উঠল ইউনুস।

ঃ 'খোদার কসম জনাব, আমি ভাইয়ের কোন অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করব না। কিন্তু বলতে পারি, আমার ভাই এ কাজে ছিল না। আমি কয়েকবার ওদের কথা শুনেছি। ওরা বলছিল, ওতবা জাহাককে বাড়ীতে রেখে আমাদের গ্রানাডা নিয়ে গিয়েছিল। আমরা সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজেছি, আর জাহাক নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে। দ্বিতীয় দিনের অভিযানে অবশ্য জাহাকও ছিল। তার সাথী একজন ছাড়া বাকী তিনজনকে তো আপনি ভাল করেই চেনেন।'

ঃ 'সালমান, সম্ভবত ও মিথ্যে বলছে না।'

ঃ 'আমি জানতাম। ইউনুস, তুমি তোমার ভাইয়ের কাফ্ফারা আদায় করেছ।'

ওদের আলোচনার ফাঁকে অন্যরাও এসে পৌঁছল। আচম্বিত সেন্টাফের দিক থেকে এগিয়ে এল চারজন দ্রুতগামী ঘোড় সওয়ার। ফটকের কাছে এসে ওরা চিৎকার দিয়ে বললঃ 'পথ ছেড়ে দাও। উজিরে আজম তশরীফ আনছেন।'

ফটক খুলে গেল। সশস্ত্র ব্যক্তিরা মশাল নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার দু'পাশে। কয়েক মিনিট পর সেন্টাফের দিক থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। তীব্রগতিতে এগিয়ে এল বিশ-পনের জন ঘোড় সওয়ার। পেছনে উজিরে আজমের টাংগা। টাংগার পেছনে সশস্ত্র পাহারাদার।

ভেতরে ঢুকে গেল সবাই। সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়া লোকগুলো জটলা শুরু করল গেটের সামনে। ওদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল উচ্ছ্বসিত উল্লাস ধ্বনি।

ঘোড়ার বাঁধন খুলল সালমানের সংগীরা। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল বাগানের দিকে। আবদুল মান্নান যেখানে অস্ত্রসহ অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

শহরে ঢুকে উজির আবুল কাশিমের টাংগা ছুটে গেল আলহামরার পথে। আধ ঘন্ট পর সুলতানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

ঃ 'আবুল কাশিম, অনেক দেরী করে ফেলেছ।' আবু আবদুল্লাহ্‌র কণ্ঠে অনুযোগ।

ঃ 'আলীজাহ! ভোরে রওনা করতে পারলে সম্ভবতঃ বিকেলেই পৌঁছে যেতাম। কিন্তু রাতে এমন কিছু সংবাদ পেয়েছি, যে জন্য বেশ দেরী করতে হয়েছে। তারপর ফার্ডিনেন্ডকে আশ্বস্ত করাও সহজ ছিল না।'

ঃ 'বসো। হায়! যদি তার অস্বস্তির কারণ বুঝতে পারতাম। প্রথমবার তুমি বলেছিলে, চারশো ব্যক্তিকে জামানত হিসেবে পাঠিয়ে দিলেই তিনি আশ্বস্ত হবেন। এরপর বললে চুক্তি শেষ হবার আগেই দরজা খুলে দিলে তার সব পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। এবার বল, তার সন্দেহ দূর করার জন্য আর কি করতে পারি! হামিদ বিন জোহরার পর গ্রানাডার তুণীরের কোন তীরটা তার জন্য বিপজ্জনক।'

ঃ 'জাহাঁপনা! আপনার ব্যাপারে তাঁর কোন ভুল ধারণা নেই। তা না হলে হামিদ বিন জোহরার আগমনের সংবাদ পেয়ে এক মুহূর্তেও দেরী করতেন না।'

ঃ 'এখন সে কি চায়? তোমার চেহারা বলছে কোন ভাল খবর নিয়ে আসোনি।'

ঃ 'আলীজাহ্! বিদ্রোহীরা হামিদ বিন জোহরার হত্যার দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছে। ফার্ডিনেন্ডের ধারণা, ওরা যে কোন সময় লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে। তাহলে সন্ধির শর্ত পূরণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।'

ঃ 'ফার্ডিনেন্ডের ফৌজের জন্য ফটক খুলে দেয়া ছাড়া তো এর কোন বিকল্প নেই। কি বলো?'

ঃ 'জ্বী। আপনি ঠিকই বলেছেন। ফার্ডিনেন্ডও বলেছিলেন বিদ্রোহীদের কোন সুযোগ দেয়া হবে না। কিন্তু ....'

ঃ 'কিন্তু কি?'

ঃ 'আলামপনা! ফার্ডিনেন্ড আপনাকে ভুলে যাননি। তিনি শুধু জানতে চেয়েছিলেন, ভবিষ্যতের ব্যাপারে আপনার ফয়সালা কি?'

আতংক আর উৎকণ্ঠায় চিৎকার করে উঠলেন আবু আবদুল্লাহ।

ঃ 'আবুল কাশিম, দোহাই খোদার! যা বলবে পরিষ্কার করে বল।'

ঃ 'আলীজাহ্! আপনার বিশ্বস্ততায় ফার্ডিনেন্ডের কোন সন্দেহ নেই। আপনাকে তিনি কোন নতুন পরীক্ষায়ও ফেলতে চান না। হামিদ বিন জোহ্রাকে নিয়ে আসা জাহাজ থেকে কয়েক ব্যক্তি উপকূলে নেমেছে। তার ধারণা, তুর্কী আর বারবারীদের পক্ষ থেকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে ওরা পাহাড়ী কবিলাগুলোকে যুদ্ধের জন্য ক্ষেপাচ্ছে। তিনি বলেছেন, তুর্কীদের জংগী জাহাজ উপকূলের কোন স্থান দখল করে নিলে সমগ্র পাহাড়ী এলাকায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে যুদ্ধের আগুন। গ্রানাডাবাসীকে শান্ত রাখা তখন খুবই মুশকিল হবে।'

ঃ 'তোমার কথা এখনো আমি বুঝতে পারিনি। আমি কবে বলেছি গ্রানাডাবাসীকে শান্ত রাখতে পারব। এখনো যদি আমার নিয়তে ফার্ডিনেন্ডের সন্দেহ হয়, তিনি যদি ভেবে থাকেন গ্রানাডাবাসী উঠে দাঁড়াবে আর আমি তাদের দলে ভিড়ে যাব, তাহলে বল তার স্বস্তির জন্য আর আমি কি করতে পারি?'

ঃ 'আপনার আন্তরিকতায় তার সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি চান না গ্রানাডা কব্জা করতে গিয়ে কোন বাঁধা এলে তার দোষ আপনার ঘাড়ে চাপাতে। আপনি তো জানেন, তার দু'একজন সৈন্য আহত অথবা নিহত হলে তারা কত হিংস্র হয়ে উঠবে? তার সৈন্যরা এমনিতেই গ্রানাডাবাসীর উপর অতীত লড়াইয়ের প্রতিশোধ নিতে চায়। ফার্ডিনেন্ড মনে করেন, লড়াই হলে প্রজাদের সামনে আপনি যেমন হবেন অসহায়, ফৌজের সামনে তেমনি হবেন তিনি। এজন্য তিনি চাইছেন আপনি গ্রানাডা ছেড়ে দিন।'

অবাক বিস্ময়ে উজিরের দিকে তাকিয়ে রইলের আবু আবদুল্লাহ। সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার দিতে চাইলেন তিনি। কিন্তু তার বাক তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ঃ 'আলীজাহ,' একটু থেমে আবুল কাশিম বলল, 'ফার্ডিনেন্ড চাইছেন চুক্তির শর্তানুযায়ী আপনি আপনার জায়গীরের ব্যবস্থা করুন। বিদ্রোহীদের ব্যাপারে তার ধারণা ঠিক না হলে তিনি আপনার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবেন। হয়তো কয়েক সপ্তাহ অথবা দু'এক মাস আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

গলায় ছুরি ধরা বকরীর মত সমগ্র শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন আবু আবদুল্লাহঃ 'তুমি গাদ্দার; তুমি আমার দুশমন? তুমি ফার্ডিনেন্ডর চর। আমি জানি, কোন কথাই রাখবে না ফার্ডিনেন্ড। আমি গ্রানাডা ছেড়ে যাব না। আমি লড়ব। লড়াই করব শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। জনগণকে বলব, আমাকেই শুধু নয়, সমগ্র কওমকেই তুমি ধোঁকা দিয়েছ। চারশো ব্যক্তিকে জামানত হিসেবে দিয়ে গ্রানাডার চাবি তুমি ফার্ডিনেন্ডকে সোপর্দ করেছ। তুমি হামিদ বিন জোহ্রার হত্যাকারী।'

ঃ 'আপনি কি ভেবেছেন এতে গ্রানাডার জনগণ আপনাকে কাঁধে তুলে নাচবে?' আবুল কাশিমের নিঃশঙ্ক জবাব।

ঃ 'আমি তোমার চামড়া তুলে নেব। পাহারাদার! পাহারাদার!'

ঃ 'আমার রক্তে নিজের অপরাধ ঢাকতে পারবেন না আলামপনা।'

চারজন অস্ত্রধারী কক্ষে প্রবেশ করল। ওরা বিমূঢ়ের মত চাইতে লাগল পরস্পরের দিকে।

ঃ 'কি দেখছ তোমরা? একে গ্রেফতার কর!' ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বললেন আবু আবদুল্লাহ।

সসংকোচে সামনে এগোল পাহারাদার। হঠাৎ দেহরক্ষীদের সালার কামরায় ঢুকে উজির আর পাহারদারদের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলো।

ঃ 'মহামান্য সুলতান' আবুল কাশিম বললেন। 'যে কোন শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। খোদার দিকে চেয়ে আগে আমার কথাগুলো শুনুন। আপনাকে এখনো বলাই হয়নি যে, আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে কোন শান্তনাপ্রদ জবাব না পেলে গ্রানাডার দিকে এগিয়ে আসবে ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ। প্রথম সারিতে থাকবে জামানত হিসেবে দেয়া চারশো ব্যক্তি। মানব ঢাল রূপে ব্যবহার করা হবে তাদের। আপনি কি ভাবতে পারেন, সেসব নিরাপরাধ মানুষের খুনের বদলা কিভাবে আপনার উপর নেয়া হবে? ওদের প্রতিশোধ থেকে বাঁচলেও ফার্ডিনেন্ড আপনাকে ক্ষমা করবেন না।'

অসহায়ের মত মাথা নুইয়ে দিলেন আবু আবদুল্লাহ। অখন্ড নীরবতা নেমে এল কক্ষে। তার হাতের ইশারা পেয়ে পাহারাদার ও সালার বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ঃ 'সব কিছুই তুমি জানতে? পূর্ব থেকেই তুমি ছিলে তার তল্পিবাহক!'

ঃ 'আলীজাহ! কে তল্পিবাহক ছিল এর বিচারের ভার ছেড়ে দিন ইতিহাসের হাতে।'

ঃ 'আবুল কাশিম!' নরম সুরে বললেন আবু আবদুল্লাহ, 'ভাবতাম তুমি আমার দোস্ত।'

ঃ 'এখনো আমি আপনার দোস্ত।'

ঃ 'হামেশাই তোমার পরামর্শ আমি মেনে চলেছি। অথচ সঠিক পথ দেখাওনি আমায়। আমার জন্য তৈরী করেছ বিপজ্জনক ধ্বংসের পথ।'

ঃ 'জাঁহাপনা! সঠিক পথ যারা দেখিয়েছে, তাদের পরিণতি আমি দেখেছি। আপনার এমন এক উজিরের প্রয়োজন ছিল যে আপনার অশান্ত বিবেককে শান্ত করতে পারে।'

ঃ 'তার মানে জেনেশুনেই তুমি আমায় ধোকা দিয়েছ?'

ঃ 'না, আপনি শুধু আমার পরামর্শই মেনে চলেছেন আর আমার পরামর্শ ছিল আপনারই ইচ্ছার প্রতিরূপ। স্বীকার করি, আমার বিবেকের আওয়াজ বুলন্দ করার পরিবর্তে আপনার ইচ্ছাই কেবল পূরণ করেছি আমি।'

ঃ 'এবার তুমি বলতে এসেছ যে, পথের শেষ গর্তের কাছে আমি পৌছে গেছি।'

ঃ 'আমি বলতে এসেছি, আমরা দু'জন একই কিশতির সওয়ার। আমার শেষ চেষ্টা নৌকা যেন ডুবে না যায়।'

ঃ 'আর তোমার ধারণা আমি দেশ ত্যাগ করলেই এ নৌকা ভেসে উঠবে।'

ঃ 'আলীজাহ! জানি, এ ফয়সালা আপনার জন্য কত বেদনাদায়ক । কিন্তু আমি অপারগ।'

ঃ 'তাহলে তোমার ফয়সালা হচ্ছে আমি আলফাজরা চলে যাই?'

ঃ 'ফয়সালা শুধু আপনিই করতে পারেন।'

ঃ 'ফার্ডিনেন্ড কি তোমায় বলেছেন, ওখানে কোন ধরনের কয়েদখানা আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন?'

ঃ 'ফার্ডিনেন্ডের কাছ থেকে আমি লিখিত ডকুমেন্ট নিয়েছি। আল্‌ফাজরায় আপনার মর্যাদা হবে একজন শাসকের মত। জায়গীরের আয়ে আপনার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।'

ঃ 'আবুল কাশিম! তুমি আমায় অনেক ধোকা দিয়েছ। স্বস্তির শ্বাস নেয়ার মত এক চিলতে জমি আমার জন্য ওখানে নেই। আমি জানি, ওখানকার মানুষেরা আমার মরা লাশটাকেও তাদের কবরস্থানে দাফন করতে দেবে না।'

ঃ 'জাঁহাপনা! সে দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন। আলফাজরার লোকেরা আপনাকে মাথায় তুলে নেবে। ওদের বলা হবে, আপনার এলাকা থাকবে স্বাধীন। খৃষ্টানরা ওখানে হস্তক্ষেপ করবে না। আমার বিশ্বাস, খৃষ্টানদের গোলামীর চেয়ে ওরা আপনার প্রজা হয়েই থাকতে চাইবে।'

ঃ 'কিন্তু ওরা বলেছিল, এক বছর আমাকে আলহামরা থেকে বের করবে না। এখন আবার আমাকে নতুন করে ধোকা দেয়া হচ্ছে কেন?'

ঃ 'মহামান্য সুলতান! যুদ্ধবাজ পাহাড়ী কবিলাগুলোকে শান্ত রেখে নিজকে যোগ্য প্রমাণ করার সুযোগ তিনি আপনাকে দিতে চাইছেন। তিনি জানেন, ওদের জবরদস্তি করে কিছু করানো যাবেনা। আপনি তাদের সোজা করতে পারলে রাণী আর সর্দারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আপনাকে ক্ষমতায় বসাতে তার সুবিধে হবে।'

ঃ 'বলতে পারো, ফার্ডিনেন্ড কতদিন আমাকে আলফাজরায় থাকার অনুমতি দেবেন?'

ঃ 'আপনি বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা। সবসময় আপনি আল্‌ফাজরা থাকবেন। প্রয়োজনে তিনি শপথ করে বলবেন। আপনার কাছ থেকে কখনো তা ছিনিয়ে নেয়া হবে না। তার চিঠি পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন।'

ঃ 'দেখি চিঠি?'

আবুল কাশিম পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন রেশমী কাপড়ে মোড়া এক চিল্‌তে কাগজ। আবু আবদুল্লাহর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'এই নিন, আমার দায়িত্ববোধ এবং আন্তরিকতার শেষ প্রমাণ। এর মুসাবিদা আমি নিজের হাতে তৈরী

করেছি। এর একটা শব্দও পরিবর্তন করেননি ফার্ডিনেন্ড। গীর্জার পাদ্রী, কার্ডিজ এবং আরাগুনের ওমরারা এতে চরম আপত্তি তুলেছিল। রাণীও খুশী হননি। এরপরও আপনার এ খাদেম এর কোন শব্দ বদলাতে দেয়নি। দেখুন, ফার্ডিনেন্ডের সিলমোহর রয়েছে।'

কাঁপা হাতে চিঠি হাতে নিলেন আবু আবদুল্লাহ। খানিক নীরব থেকে বললেনঃ 'গ্রানাডাবাসীর বদ কিসমত এই যে, আমার সব কাজ ছিল অর্ধেক। আমার দুর্ভাগ্য; আমার মন্ত্রীর কোন কাজ আধা নয়। এ চিঠির বিষয়বস্তু তোমার চেহারা থেকেই পড়তে পারি। এবার বল, আমি গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে গেলে তুমি কি আলহামরায় থাকবে, না নিজের বাড়ী?'

উপচে ওঠা খুশী চেপে আবুল কাশিম বললেনঃ 'আলীজাহ,! আপনার জন্য যা শোভনীয় নয় আপনার এ গোলামের জন্যও তা শোভনীয় হতে পারে না। ফয়সালা করেছি, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আপনার সাথেই থাকব। আপনার মত আমাকেও ছোটখাট একটা জায়গীর দিয়েছেন ফার্ডিনেন্ড।'

ঃ 'এক ব্যক্তির দু'জন মুনীব হতে পারে না।'

ঃ 'এ জন্যেই আমি গ্রানাডা ছেড়ে যাবার ফয়সালা করেছি।'

ঃ 'সত্যিই কি তুমি আমার সাথে যাবে?'

ঃ 'হ্যাঁ, আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, গ্রানাডার প্রয়োজনীয় কাজগুলো শেষ হলেই আমি আপনার খিদমতে হাজির হব।'

রেশমে জড়ানো ফার্ডিনেন্ডের চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে লাগলেন আবু আবদুল্লাহ। পড়া শেষে আবার ভাঁজ করে কাগজটা রেখে দিলেন। অনেকক্ষণ ভাবলেন মাথা নুইয়ে। মাথা তুলে বললেনঃ 'ফার্ডিনেন্ড চাইছেন, খুব শীঘ্র আমি আলহামরা ছেড়ে দিই। অথচ তুমি বলছ এর মুসাবিদা তুমি নিজের হাতে তৈরী করেছ?'

ঃ 'তার সাথে কথা বলেই আমি এর মুসাবিদা তৈরী করেছি। আমি জানতাম, আলহামরা আপনার অতি প্রিয়। কিন্তু দরবারে আপনার প্রতি-সন্দেহভাজনদের মুখ বন্ধ করা প্রয়োজন ছিল।'

ঃ 'এখন কি তাদের মুখ বন্ধ হয়েছে?'

ঃ 'আমার একীন, আপনি আলহামরা থেকে বেরিয়ে গেলে ওদের মুখ এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা এমন দিনের অপেক্ষায় থাকব, যখন গ্রানাডায় আপনার প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেবে।'

ঃ এখনো কি মনে কর গ্রানাডায় আমার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে?'

ঃ 'হ্যাঁ। পাহাড়ী কবিলাগুলোকে দমাতে পারলেই রাণী এবং সম্রাট আপনাকে ডেকে পাঠাবেন।'

ঃ এ নিশ্চয়তা কি দিতে পার যে, ফার্ডিনেন্ডের ইচ্ছে আর বদলাবে না? কোন দিন

আমার কাছে গিয়ে আল্‌ফাজরা ছেড়ে দিতে বলবে না?'

ঃ 'জাঁহাপনা! এ কি করে সম্ভব?'

ঃ 'তা হলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করলেন না তিনি? কেন ফার্ডিনেন্ডের এত তাড়াহুড়া?'

ঃ 'আপনার ভালোর জন্যই তিনি এমনটি করেছেন। আপনি হয়ত জানেন না, জংগী কবিলাগুলো গ্রানাডা পৌছে গেছে।'

ঃ 'ওদের গ্রেফতার করনি?'

ঃ 'এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। গ্রানাডাবাসীর আবেগে ভাটা পড়েনি এখনো। আপনার উপস্থিতিতে গ্রানাডার অবস্থা পাল্টে যাক, তা আমি চাই না। আপনি আল্‌ফাজরা গেলে ফার্ডিনেন্ড নিজেই ওদের শায়েস্তা করবেন। এবার আমায় এজাযত দিন। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

উঠে দাঁড়ালেন আবুল কাশিম। সুলতান কতক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। হাত দিয়ে ইশারা করলে মাথা নুইয়ে সালাম করে বেরিয়ে গেলেন উজির।

বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল মহলের রক্ষী প্রধান। আবুল কাশিম তাকে দেখেই চমকে উঠলেনঃ 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলে?'

ঃ 'আমি আপনার অপেক্ষা করছিলাম।'

ঃ 'তুমি সব কিছু শুনেছ?'

ঃ 'আমার কান এত তীক্ষ্ম নয়।'

ঃ 'কিন্তু তুমি দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলে।'

ঃ 'আলহামরায় আপনার নিরাপত্তা আমার দায়িত্ব। বেশী দূরে যাইনি, হয়তো আমার প্রয়োজন পড়তে পারে। আপনি আলহামরা থেকে বেরিয়ে গেলেই আমার জিম্মা শেষ।'

ঃ 'ধন্যবাদ। এমন কথা না শোনাই ভাল যা ভেতরে রাখতে পারবে না।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি দরজার অনেক দূরে ছিলাম। সুলতানের গালি ছাড়া আর কিছুই শুনিনি।'

কথা না বাড়িয়ে হাঁটা দিলেন আবুল কাশিম। সাথে চলল রক্ষীপ্রধান। বারান্দার নীচে শ্বেত পাথরে মোড়া সড়ক। ক'জন অস্ত্রধারী তাকে পাহারা দিয়ে এগিয়ে চলল।

দেয়ালের গায়ে শিল্পের কারুকাজ। আবু আব্দুল্লাহ অনিমেষ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দু'হাতে চেপে ধরলেন মাথা।

ঃ 'আমার গ্রানাডা! আমার আল্‌হামরা!' ব্যাথা ভারাতুর কণ্ঠে বললেন তিনি। বানের পানির মত তাঁর দু'চোখে বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রু ধারা।

খুলে গেল পেছনের কক্ষের দরজা। আলতোভাবে পা ফেলে তার মা আয়েশা কামরায় ঢুকলেন। নিঃশব্দে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন তিনি। চমকে আবু

আবদুল্লাহ পিছন ফিরে চাইলেন। মাকে দেখেই বিষণ্ন কণ্ঠে বললেনঃ 'মা! এক অজগরের মুখে আমার মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

ঃ 'বেটা। যেদিন পিতার সাথে গাদ্দারী করেছ সেদিনই তোমার মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছ অজগরের মুখে।' শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললেন তিনি। 'শুধু তোমাকেই নও সমগ্র কওমকেই অজগরের গ্রাসে পরিণত করেছ।'

ঃ 'আম্মি! ফার্ডিনেন্ডের কথা নয়, আমি বলছি আবুল কাশিমের কথা। সে আমায় ধোকা দিয়েছে। আমি আর আল্‌হামরায় থাকতে পারব না। মা, ফার্ডিনেন্ড তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।'

ঃ 'আমি জানি। তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি।'

ঃ 'সব কথা শুনেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। এসব কথা আমার কাছে অযাচিত নয়।'

ঃ 'আম্মি আমি কি করব। কি করতে পারি আমি?'

ঃ 'তখনি এ প্রশ্ন করা দরকার ছিল, যখন কিছু করতে পারতে। এখন কিছুই করার নেই। তোমার মা তোমায় কোন পরামর্শ দিতে অপারগ। স্পেনের ইতিহাসে ঐদিনটি ছিল বিপদজনক, যেদিন রাজা হবার খায়েশ পয়দা হয়েছিল তোমার মনে।'

ঃ 'না, মা, বরং আমার জন্মের দিনটিই ছিল সবচে নিকৃষ্ট। হায়, সেদিন যদি গলা টিপে আমায় হত্যা করে ফেলতেন!'

ঃ স্বীকার করি, কওমের জন্য একটা সাপ আমি জন্ম দিয়েছিলাম। বলতে পার আমি অপরাধী। কিন্তু গলা টেপার জন্যে কুদরত মায়ের হাত তৈরী করেনি, তৈরী করেছে স্নেহের পরশ বুলানোর জন্য।'

ঃ 'আম্মাজান, দোয়া করুন আল্‌হামরা ছাড়ার পূর্বে যেন আমার মৃত্যু হয়। ফার্ডিনেন্ডের একজন সামান্য জায়গীরদার হয়ে আমি বাঁচতে পারব না। সব প্রতিশ্রুতির কথা সে ভুলে যাবে।'

ঃ 'মৃত্যু কামনা করে বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পাবে না। এখন তোমার শেষ কাজ এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়া।'

ঃ 'আম্মি! আলফাজরা গিয়ে আপনি সুখে থাকতে পারবেন?'

ঃ 'জানি, ওখানে সুখ আমি পাব না। আলফাজরা মরক্কোর পথের প্রথম মনজিল। এ জমিনে আমাদের জন্য কবরের স্থানও হবে না।'

ঃ 'কিন্তু আমি আলহামরা ছেড়ে যাব না। আপনার পরামর্শ পেলে জনতার সামনে যেতে আমি প্রস্তুত। আমি ক্ষমা চাইব ওদের কাছে। ওদের বলব, আবুল কাশিম গাদ্দার। সে আমাদের ধোঁকা দিয়েছে।'

ঃ 'তুমি কওমের সবাইকে ধোঁকা দিতে পারবে না। ওদের সামনে গেলেই ওরা তোমার টুটি চেপে ধরবে। যে সব নিষ্পাপ জওয়ানদের তুমি দুশমনের হাতে সোপর্দ

করেছ, তাদের রক্তের বদলা নেবে তোমার ওপর দিয়ে। তুমি মালাকা, আলহুমা এবং আলমিরিয়া বরবাদ করেছ। হামিদ বিন জোহরার পবিত্র খুনে রংগীন হয়েছে তোমার হাত। আবু আবদুল্লাহ, তুমি মরে গেছ। তোমার মা তোমায় আর বাঁচাতে পারবে না।'

ঃ 'আম্মি! আপনি হুকুম দিলে আবুল কাশিমের ঘরে গিয়ে তাকে আমি হত্যা করব।'

ঃ 'হায় বদনসীব! গাদ্দার দিয়ে গ্রানাডা ভরে দিয়েছ। এক গাদ্দারকে কোতল করলে কি ফায়দা?'

ঃ 'আম্মি! আমার মনে হয় গ্রানাডার সবাই গাদ্দার।'

ঃ 'এ তোমার ক্ষেতের ফসল। তুমিই বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বুনেছিলে গ্রানাডা। ক্ষেতের ফসল এখন পেকেছে।'

ঃ 'মা, খোদার দিকে চেয়ে আর আমায় বদদোয়া করবেন না।'

ঃ 'আমি তো বেশীদিন তোমায় অভিশাপ দিতে পারব না। কিন্তু স্পেনের মায়েরা কিয়ামত পর্যন্ত তোমায় অভিশাপ দিতে থাকবে।'

লজ্জায় অপমানে অনেকক্ষণ মাথা নুইয়ে বসে রইলেন আবু আবদুল্লাহ। এক সময় মাথা তুলে উৎকণ্ঠা জড়ানো কণ্ঠে বললেনঃ 'আলহামরা থেকে বেরিয়ে যাব এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হয় আমি স্বপ্ন দেখছি।'

মায়ের চোখে উছলে এল অশ্রুরাশি।

ঃ 'বেটা! স্বপ্নের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন দেখবে অতীত স্বপ্নের তা'বীর।'

ঃ 'আম্মি! আমাদের পর কে থাকবে আলহামরায়?'

ঃ 'যাদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছ নিজের কওমের ইজ্জত এবং আজাদী, তোমার পরে আলহামরায় থাকবে তাদের সম্রাট।'

ভিগায় অভিযান

সালমান এবং তার সংগীদের পথ দেখিয়ে চলছিল ইউনুস। ঘন বৃক্ষের আড়ালে এসে ঘোড়া থামাল ওরা। পিছন ফিরে চাইল ইউনুস। সালমানকে ফিস ফিস করে বললঃ 'আমরা খুব কাছে এসে গেছি। সামনে ঘোড়া নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।'

সালমানের হাতের ইশারায় সবাই ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। গাছের সাথে বাঁধল ঘোড়াগুলো। ঘোড়াগুলো যেন শব্দ করতে না পারে এ জন্য কষে মুখ বেঁধে দিল।

এরপর ওরা আলগোছে এগিয়ে চলল বাগানের দিকে।

খানিক এগিয়ে যেতেই টহলরত পাহারাদারের আওয়াজ ভেসে এল পাঁচিলের পেছন থেকে। থেমে গেল ওরা। পরস্পর কথা বলতে বলতে বাগানের অপর কোণে চলে গেল পাহারাদাররা। দু'জনকে সাথে নিয়ে পাঁচিলের কাছে পৌঁছল সালমান। অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল একজন। তার কাঁধে পা রেখে ইউনুস এবং সালমান উঠে পড়ল পাঁচিলের ওপর।

সামনে ছোট্ট বাড়ী। আঙ্গিনা থেকে দু'টো দেয়াল মিশেছে প্রাচীরের সাথে। আঙ্গিনার সামনে ছোট্ট কক্ষ। কক্ষের ঘুলঘুলি দিয়ে প্রদীপের আবছা আলো আসছে বাইরে। আঙ্গিনার ডান দেয়ালের মাঝ বরাবর সংকীর্ণ দরজা। দরজার পাশে একটি ছাপরা। বাঁয়ে কয়েক কদম দূরে বৃক্ষ। নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঝরা পাতা। আবছা আঁধারে দেখলেও সালমানের পকেটের ম্যাপের সাথে মিলে যাচ্ছে হুবহু। ইউনুসকে সাথে নিয়ে লাফ মেরে উঠানে নেমে এল সালমান।

ঃ 'কে?' কক্ষ থেকে ভেসে এল ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

ঃ 'আব্বাজান, আমি।' আলতো পায়ে এগোলো ইউনুস। 'কথা বলবেন না। নয়তো আমরা সবাই মারা পড়ব।'

সালমান কাঁধ থেকে দড়ির গোছা গাছের কাছে নামিয়ে রাখল। ইউনুসের সাথে প্রবেশ করল কামরায়। এক বুড়ো অস্থির চোখে বিছানায় বসে তাকাচ্ছিল পুত্রের দিকে। পুত্রের সাথে নতুন মানুষ দেখে আরো ভয় পেয়ে গেছে যেন।

ঃ 'জাহাক আসেনি?' বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করল বুড়ো।

ঃ 'এক জায়গায় ও আপনার অপেক্ষা করছে।' জওয়াব দিল সালমান। 'খুব শীগগীরই আপনাকে তার কাছে পৌঁছে দেব, শর্ত হচ্ছে আমাদের কথা শুনতে হবে। ইউনুসও জানে আপনার মামুলী ভুলও তার জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে।'

ঃ 'আব্বাজান, ইনি ঠিকই বলছেন। জাহাক ছাড়া নিজের জীবন রক্ষা করতে হলেও এঁর কথা শুনতে হবে।'

নিঃশব্দে সালমানের দিকে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ। পাশের কামরা থেকে এগিয়ে এল এক যুবতী।

ঃ 'কি ব্যাপার ইউনুস? জাহাক কোথায়? এই মাত্র স্বপ্ন দেখছিলাম ঘোড়া থেকে পড়ে ও আহত হয়েছে।'

ঃ 'তোমার স্বামী ভাল আছে। কিন্তু তোমার মুনীব যদি জানতে পারে কোথায় ও, তাহলে তাকে আস্ত রাখবে না!' বলল সালমান।

ঃ 'মুনীব এখনো আসেননি। তার মা বলেছেন কালও আসবেন না। খোদার দিকে চেয়ে আমাকে জাহাকের কাছে পৌঁছে দিন।'

ঃ 'একটা শর্তে। এক সম্মানিতা নারী এবং এক কিশোরকে এখান থেকে বের করে

নিয়ে যেতে হবে।'

ঃ 'অসম্ভব। আপনি জানেন না, ওখানে কি কঠোর পাহারা।'

ঃ 'সব কিছু জানি। তাদের মুক্ত করার সব ব্যবস্থা আমরা করেছি।'

ঃ 'কথা বলার সময় নেই ভাবী।' ইউনুস বলল। 'এক্ষুণি আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। অল্প কয়েক মিনিট মাত্র সময় পাব আমরা। কয়েদীরা আজকের মধ্যে না পৌছেলে জাহাককে হত্যা করা হবে।'

ঃ 'হায়! ওদের যদি মুক্ত করতে পারতাম!'

ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে ইউনুস বললঃ 'আস্তে বলুন ভাবী। নয়তো আমরা সবাই মারা পড়ব। জাহাক ভাল আছে। কাল সকালে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। আমি ভেবেছিলাম এখন আপনি বন্দীদের কাছে।'

ঃ 'আমি তোমাদের অপেক্ষায় ছিলাম। বার বার এসে তোমাদের কথাই জিজ্ঞেস করেছি। মাথা ধরার বাহানায় চলে এলাম। ঘরের মালিক থাকলে কক্ষনো আসতে দিতেন না। আচ্ছা বলতো, জাহাক আমাদের কোন সংবাদ দেয়নি কেন?'

ঃ 'আপনাদের উৎকণ্ঠায় ফেলতে চায়নি।'

ঃ 'ইউনুস' সালমান বলল, 'তুমি ওকে প্রবোধ দাও। আমি এক্ষুণি আসছি।'

অশ্রু ভেজা কণ্ঠে সামিয়া বললঃ 'আপনি কি এর সাথে এসেছেন? খোদার দিকে চেয়ে বলুন কবে দেখেছেন ওকে। ওর কোন বিপদ নেই তো?'

ঃ 'এ মুহূর্তে শোরগোল করে অন্য সব চাকর আর পাহারাদারদের জড়ো করলেই তার বিপদ বাড়বে। ইউনুস! ও যদি একটু বুদ্ধি খরচ করে জাহাক বেঁচে যেতে পারে।'

বেরিয়ে গেল সালমান। গাছের নীচ থেকে রশি তুলে এক মাথা গাছের সাথে বেঁধে অন্য মাথা ছুঁড়ে মারল পাঁচিলের ওপর দিয়ে। একজন একজন করে রশি বেয়ে উঠে এল ওরা। সবাইকে ছাপরায় অপেক্ষা করতে বলে সালমান ঢুকে গেল কক্ষে।

সামিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলছিলঃ 'ইউনুস, ওরা পশু। বাইরের লোকদের ঘায়েল করলেও বন্দীদের কাছে পৌছতে আরো পাঁচটি অসুরের মোকাবিলা করতে হবে।'

ঃ 'ওদের জব্দ করা আমাদের কাজ। তুমি শুধু বল বাইরে ক'জন পাহারাদার আছে?'

ঃ 'টহল দিচ্ছে তিন জন। একজন দরজায়। এরা ছাড়াও একজন সহিস এবং দু'জন নওকর আস্তাবলের পাশের কক্ষে থাকে।'

ঃ 'আস্তাবলে ঘোড়া আছে ক'টা?'

ঃ 'আটটা।'

ঃ 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের অভিযান সফল হয়ে যাবে। পাঁচটি ঘোড়া প্রয়োজন হবে তখন।'

ইউনুস এবং অন্যান্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সালমান। দারুণ

উদ্বেগের মধ্যে কাটলো বুড়ো এবং সামিয়ার আধ ঘন্টা সময়। সহিস এবং দু'জন চাকরকে সাথে নিয়ে কামরায় প্রবেশ করল সালমান। সামিয়া বললঃ 'অনেক দেরী করে ফেলেছেন। আশংকা হচ্ছিল পাহারাদাররা আবার আপনাকে দেখে না ফেলে।'

ঃ 'আমাদের দেখার পূর্বেই পাহারাদার পৌঁছে গেছে আরেক জগতে।' ইউনুস বললঃ 'মুখ থেকে কোন শব্দও বেরোয়নি।'

কয়েক মিনিট পর ঘর থেকে বেরোতেই ওদের কানে ভেসে এল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। চিন্তার বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল সালমানের কপালে। ইউনুস বললঃ 'ভয় নেই। ওরা ভিগার ফৌজ। টহল দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে যাবে।'

বাড়ীর ভেতরের ফটক। মশালের আলোয় দাবা খেলছিল দু'জন পাহারাদার। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে ঝিমুচ্ছিল একজন। ফটকের ভারী পাল্লা ধাক্কা দিয়ে ইউনুস বলল ঃ 'দরজা খোল, আমি ইউনুস।'

নিঃশব্দে কেটে গেল কিছুক্ষণ। এক পাহারাদার বললঃ 'তুমি জান, রাতে দরজা খোলা নিষেধ। তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

ঃ 'সেন্টাফ থেকে। মুনীব এক জরুরী পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। ভেবে দেখ, তার মা এবং স্ত্রীকে সংবাদটা দিতে না পারলে কাল তোমাদের কি হবে?'

ঃ 'তুমি একা এসেছ? জাহাক কোথায়?'

ঃ 'বিদ্রোহীরা তাকে আহত করেছে। আরো ক'দিন গ্রানাডা থাকবে। তার সংবাদ জানার জন্য আমি সেন্টাফে গিয়েছিলাম। দরজা খুলবে না ঘরের মহিলাদের ডাকব?'

ঃ 'আচ্ছা, দাঁড়াও।'

শিকল খোলার শব্দ শোনা গেল। সালমানের দু'জন সাথী সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল ফটকের পাল্লা। দূরে ছিটকে পড়ল একজন পাহারাদার। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। চোখের পলকে দু'টি লাশ তড়পাচ্ছিল মাটিতে। তৃতীয় পাহারাদার চিৎকার দিয়ে দৌড় দিল। কিন্তু তরবারীর আঘাতে পড়ে গেল সেও।

চকিতে ভেতরের পরিস্থিতি যাচাই করল সালমান। সংগীদের ইশারা করেই এগিয়ে গেল উঠান ধরে। কয়েক কদম দূরেই বিশাল বারান্দা। স্থানে স্থানে মশাল জ্বলছিল। বারান্দার মাঝ বরাবর দোতালায় উঠার সিঁড়ি। সংগীকে ডাকতে ডাকতে নীচে নেমে এল দু'জন পাহারাদার। তাড়াতাড়ি বাঁয়ে একটি থামের আড়ালে লুকালো সালমান। পাহারাদারের আওয়াজ শুনে দু'জন মহিলা পাশের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল বারান্দায়। ওরা হট্টগোলের কারণ জিজ্ঞেস করল পাহারাদারকে।

ঃ 'গেটে গিয়ে দেখি।' একজন বলল। 'আপনি ভেতরে গিয়ে আরাম করুন।'

প্রায় ত্রিশ কদম এগিয়ে গেল পাহারাদার। অকস্মাৎ এক তীরের আঘাতে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। তীব্র গতিতে ছুটে গেল সালমান। অন্য পাহারাদার হামলা করল তাকে। দু' তলোয়ারের ঝনঝনানির মাঝে শোনা যেতে লাগল নারীদের চিৎকার।

একটা মেয়ে নেমে যাচ্ছিল নীচের দিকে। পাহারাদার বললঃ 'খোদার দোহাই! তুমি ভেতরে যাও।' ততক্ষণে সালমানের সঙ্গীরা পৌছে গেল ওখানে। একজন বললঃ 'তোমাদের শব্দ শোনার কেউ বাইরে নেই। জীবন আর ইজ্জত বাঁচাতে চাইলে চুপ থাকো।'

নীরব হয়ে গেল মেয়েটি। সালমানের সাথে পেরে উঠছিল না পাহারাদার। ফিরতি পথে সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগল সে। সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌছে অকস্মাৎ পাল্টা হামলা করল। কয়েক কদম নীচে নেমে এল সালমান। আবার পাহারাদার উপর দিকে ছুটল। দু'জনই পৌছল দোতালার বারান্দায়। আবার হামলা করে পিছু হটতে লাগল। বারান্দার শেষ মাথায় পৌছেই প্রচন্ড আঘাত করল সালমান। আঘাত ঠেকাতে ব্যর্থ হলো পাহারাদার। ধপাস করে পড়ে গেল নীচে।

তাড়াতাড়ি দরজার শিকল খুলে ধাক্কা দিল সালমান। ভেতর থেকে বন্ধ।

ঃ 'আতেকা, আতেকা, জলদি দরজা খোল। আমি সাঈদের বন্ধু।'

দরজা খুলে বেরিয়ে এল আতেকা। ততোক্ষণে ইউনুস অন্য কামরা থেকে বের করে নিয়েছে মনসুরকে। ও এসে সালমানকে জড়িয়ে ধরল। স্নেহ ভরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে সালমান বললঃ 'মনসুর! কেঁদো না। আমরা তোমাকে তোমার মামার কাছে নিয়ে যাব। ইউনুস! এদের গুদাম ঘরের কাছে নিয়ে যাও। তোমার পিতাকে ঘোড়ার জীন লাগাতে বল। গুদামের চাবিটা কোথায়?'

এক গোছা চাবি সালমানের হাতে দিল ইউনুস।

ঃ 'উঠানের লাশটার পকেটে এগুলো খুঁজে পেয়েছি।'

ঃ 'তাড়াতাড়ি কর। একজনকে বল গেটে গিয়ে দাঁড়াতে।'

ইউনুস ছুটে নীচে চলে গেল। সালমান আতেকার দিকে গভীর চোখে তাকাল। নিঃশব্দে মাথা ঝুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও।

ঃ 'আতেকা, ও বলল, 'এখন তোমার কোন ভয় নেই।'

ধীরে ধীরে মাথা তুলল আতেকা। ওর অনিরুদ্ধ আবেগ সহসা চোখ ফেটে অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এল।

ঃ 'আতেকা, সাঈদ অনেকটা সুস্থ। তাকে গ্রানাডায় নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'আপনি আমার উপর রাগ করেছেন?'

ঃ 'রাগ! কেন?'

ঃ 'আপনার অনুমতি ছাড়া চলে এসেছিলাম!'

ঃ 'আতেকা! তোমার উপর রাগ করিনি। বরং এক বাহাদুর মেয়ের কাছে এই তো আশা করেছিলাম। এখন চলো গ্রানাডায়, ওরা তোমার অপেক্ষা করছে।'

একটু এগিয়ে পড়ে থাকা সেপাইটির তরবারী খুলে নিল আতেকা। মনসুর নিল ওর খঞ্জর।

ঃ 'চলো আতেকা। নীচে ভাল ধনু আর তূনীর দেব তোমায়। তুমি চাইলে পিস্তলও দিতে পারি।'

ঃ 'না, পিস্তল আপনার কাছেই থাক।'

নীচে নেমে এল ওরা। নাংগা তরবারী নিয়ে তিন মহিলাকে পাহারা দিচ্ছিল সালমানের লোকেরা। ওতবার মা মিনতির স্বরে বলছিলঃ 'সিন্দুকের চাবি তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। ধনসম্পদ যা আছে নিয়ে যাও। আমাদের ওপর দয়া কর।'

ঃ 'পুত্রের অপরাধের শাস্তি মা আর বোনদের দেয়া যায় না। কিন্তু আমরা অপরাগ। তোমাদের এভাবে মুক্ত রেখে যেতে পারি না।'

ওতবার বোন চিৎকার করে উঠলঃ 'খোদার দোহাই, আমাদেরকে বন্দীর কাছে রেখে যাবেন না। অন্য কোন কক্ষে আটকে রাখুন। যে নিজের চাচাত বোনের সাথে এমন জঘন্য ব্যবহার করতে পারে, সে আমাদের হত্যা করতেও পিছপা হবে না।'

ঃ 'বাচঁতে চাইলে শব্দ করো না। কয়েদী জানে তোমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে তোমার রক্ত পিপাসু ভায়ের মোকাবিলা করতে হবে তাকে। তাছাড়া তিনজন চাকরও তোমাদের সাথে থাকবে।'

একটু পর। বাড়ীর অপর কোণে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। অকস্মাৎ ফটকের দিকে শোনা গেল কারো পায়ের শব্দ। এক সঙ্গীকে চাবির গোছা দিয়ে সালমান বললঃ 'ওরা আসছে। তুমি তাড়াতাড়ি দরজা খোল।'

পর পর চতুর্থ চাবিটায় তালা খুলল। তিনজনকে বেঁধে নিয়ে এল ইউনুস। সাথে সামিয়া। মশালের আলোয় আতেকার প্রতি নজর পড়তেই তার কাছে ছুটে গেল সে। মশাল হাতে ভেতরে প্রবেশ করল একজন। কয়েদীদের ঠেলে দিল ভেতরে। সঙ্গীদেরকে সালমান বললঃ 'তোমরা বাইরে দাঁড়াও। আমি আসছি।' কিন্তু কি ভেবে হঠাৎ পিছন ফিরে বললঃ 'ইউনুস! জাহাকের স্ত্রী ওতবার বাড়ী থেকে শূন্য হাতে যাবে তা হয় না। ওকে সাথে নিয়ে এসো।'

কক্ষে প্রবেশ করল সালমান। বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল সামিয়া। ঃ 'যাও সামিয়া।' আতেকা বলল। 'আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

বিশাল কক্ষ। এক কোণে সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে সুড়ং। সুড়ং পথে প্রায় পনর ফিট নীচে নেমে এল সালমান। সংকীর্ণ কক্ষ। কক্ষের একপাশের দরজায় তালা। সালমানের সঙ্গী তালায় চাবি লাগাল। ভেতর থেকে ভেসে এল বন্দীর আর্ত চীৎকারঃ 'ওতবা, জানি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইছ। কিন্তু আমি তোমার দোস্ত। যদি জানতাম তুমি এতটা বিগড়ে যাবে, তাহলে আতেকার কাছে যেতাম না। আমাকে ক্ষমা কর ওতবা!'

দরজা খুলে সঙ্গীর হাত থেকে মশাল তুলে নিল সালমান। ভেতরে মাথা গলিয়ে বললঃ 'ওতবা এখানে নেই। আর মাঝ রাতে তোমার চিৎকারে এ মহিলাদের বিব্রত করো না।'

ঃ 'কে তুমি?'

জবাব দিল না সালমান। পেছনে এসে সঙ্গীদের ইশারা করল। বন্দীদের ধাক্কিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ওরা। আবার মশাল হাতে এগিয়ে গেল সালমান। বললঃ 'ওমর। তোমার সঙ্গীদের ভাল করে দেখে নাও। কিছু সময় এরা তোমার সাথে থাকবে।'

ফ্যালফ্যাল করে ওতবার মা এবং বোনের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল ওমর।

ঃ 'যদি তুমি আমায় কোতল করতে না এসে থাক, বল কে তুমি?'

ঃ 'ওমর! তুমি মরে গেছ। লাশের ওপর আমি আঘাত করি না। কিন্তু আতেকা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার চিৎকার শুনে ও এখানে এসে গেলে তোমার অপবিত্র খুনে আমার তরবারী রঙ্গীন করতে বাধ্য হবো।'

ঃ 'তুমি সাঈদের সাথে এসেছ। দোহাই খোদার, আতেকাকে ডাকো। আমার জন্য যদি আতেকার কোন করুণা না হয় তবে তাকে বলব ওতবার মত হিংস্র শ্বাপদের হাতে আমাকে ছেড়ে না দিয়ে তুমিই আমায় হত্যা কর। আমি অসুস্থ। আমার পিতা না মরলেও হয়ত মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে।'

ঃ 'গাদ্দারদের পরিণতি এমনই হয়ে থাকে।'

ঃ 'আমার আববার অপরাধ হামিদ বিন জোহরাকে বাঁচাতে চাইছিলেন তিনি। আমায় নিষেধ করেছিলেন এসব জালেমদের সঙ্গী হতে। কিন্তু আফ্সোস! তওবার পথ আমার জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

ঃ 'তোমার পিতা গ্রানাডার কয়েদখানায় থাকলে তাকে বের করা যাবে। কিন্তু ভেবোনা, হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের জন্য তার কোন সুপারিশ কাজ দেবে।'

ঃ 'তাকে কোথায় রাখা হয়েছে বলতে পারবে ওতবা আর পুলিশ সুপার এবং উজিরে আজম। আমি জানি, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না। যদি শুনি ওতবা ও তার সঙ্গীসহ আমাকে একই স্থানে ফাঁসিতে ঝলোনো হবে, তবে মরতেও আমি কুণ্ঠিত হব না।'

পিছনে সরে সঙ্গীদের ইশারা করল সালমান। দরজা বন্ধ করতে চাইল একজন। কিন্তু প্রচন্ড শক্তিতে দরজা খুলে ফেলল ওমর। এক লাফে বেরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল সালমানের সামনে।

ঃ 'দোহই খোদার' ওমর বলল, 'আমাকে সাথে নিয়ে চলুন। গ্রানাডার চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার ক্ষমাহীন পাপ স্বীকার করব। মরার পূর্বে গ্রানাডাবাসীকে বলে যাব যে, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গ্রানাডা দুশমনের হাতে তুলে দেয়ার ফয়সালা হয়ে গেছে। সেন্টাফের হাজার হাজার গোয়েন্দা প্রবেশ করেছে শহরে।'

ঃ 'কি করছ তোমরা?' সিঁড়ির গোড়া থেকে ভেসে এল আতেকার কণ্ঠস্বর। 'সাঈদের পিতৃহন্তাকে জিন্দা রেখে যাওয়া যায় না।'

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল সালমান। তীর ধনু তাক করে ক্রোধে থর থর করে কাঁপছে

আতেকা। মনসুর দু'কদম সামনে। ছুটে গিয়ে সালমানের হাত ধরে চিৎকার করে বললঃ 'আপনি একদিকে সরে যান।' সঙ্গীদের ইশারা করল সালমান। ডানে বাঁয়ে সরে গেল ওরা। বেদনা মেশানো কণ্ঠে ওমর বললঃ 'একটু থামো আতেকা। জানি আমি ক্ষমার অযোগ্য। আমার জীবনের এতটুকুন মূল্যও নেই। এ কুঠরীতে কুকুরের মত মরার চাইতে তোমাদের হাতে মরা অনেক ভাল। দোহাই খোদার, তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। সাঈদের পিতার এ সঙ্গীর সাহায্যে পৌছে যাও সাগর পারে। খুব শীগগীরই গ্রানাডা দুশমনের হাতে চলে যাচ্ছে। বেরুনোর সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে তখন। তুমি জান না, তোমাকে নিয়ে ওতবার কি বিপজ্জনক পরিকল্পনা রয়েছে। স্পেনের প্রতিটি কোণে তোমাকে সে খুঁজবে। আতেকা! আমাকে তোমার নিজের হাতে কোতল কর, এ হবে আমার প্রতি স্রষ্টার শেষ দয়া। কিন্তু এখান থেকে তোমরা জলদি বেরিয়ে যাও।'

নিঃশব্দে ধীরে সুস্থে ধনুতে তীর গাঁথছিল আতেকা। ওর হাত কাঁপছিল। আচম্বিত দু'জনার মাঝে এসে সালমান বললঃ 'আতেকা, যে নিজেই নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়েছে, তার জন্য একটা তীর খরচ করার প্রয়োজন নেই। তোমার তীরে মরার চেয়ে ওতবার হাতে মরাটা ওর জন্য হবে বেশী কষ্টকর।'

ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে আপনি একদিকে সরে দাঁড়ান। আমার নীরবতার কারণ এ নয় যে চাচার গাদ্দার ছেলের প্রতি করুণা এসেছে আমার। হামিদ বিন জোহরার শাহাদাতের পর আমাদের রক্তের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। মরার পূর্বে একে তওবার সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু এ বদ্‌বখ্‌ত ভাবছে আমি তার কথায় মাৎ হয়ে যাব।'

আবার সরে গেল সালমান। কিন্তু আতেকা তীর ছোঁড়ার পূর্বেই লাফিয়ে উঠল মনসুর। চোখের পলকে তার হাতের খঞ্জর বিঁধে গেল ওমরের বুকে। এর সাথে সাথে ছুটে এল আতেকার নিক্ষিপ্ত তীর। এফোঁড় হয়ে গেল তার শাহরগ। পিছনে সরতে যাচ্ছিল ওমর। ধপাস করে পড়ে গেল তার দেহটা।

ডুকরে কেঁদে উঠল মনসুরঃ 'আমায় ক্ষমা করুন। বাধ্য হয়েই আমি এ কাজ করেছি।'

তার মাথায় স্নেহের হাত বুলাতে বুলাতে সঙ্গীদের ইশারা করল সালমান। দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। তাড়াতাড়ি দেউড়ির দিকে পা বাড়াল সালমান। একটা পুটুলি বগলে চেপে দাঁড়িয়ে আছে সামিয়া। তার ভাই এবং অন্যরাও ভারী বোঝা কাঁধে ফেলে পেছনে পেছনে আসছিল।

মশাল হাতে তার কাছে এসে আতেকা বলল ঃ 'আমিতো ভেবেছিলাম ঘর থেকে অন্য কেউ বেরিয়ে আসছে।'

ঃ 'ভাবলাম, এক ভিখারিণীর পোশাকে আপনাদের সাথে আমায় মানাবে না। এ কাপড় ছাড়া ঘরের কোন কিছুই আমি নেইনি। তাদের অলংকারও রেখে এসেছি। শুধু

ওতবার সিন্দুক থেকে তুলে নিয়েছি দু'টা থলি।'

ইউনুসের পিতা ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলের কাছে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গীর হাত থেকে মশাল নিয়ে একদিকে ফেলে দিল সালমান। দেউড়ি থেকে বেরিয়েই ফটক বন্ধ দিল ওরা। হাঁটা দিল আস্তাবলের দিকে। আস্তাবলের কাছ থেকে ঘোড়া নিয়ে বাইরের গেটে এসে দাঁড়াল সবাই।

গেট খুলে বেরিয়ে এল সালমান। এদিক ওদিক দৃষ্টি বুলিয়ে ইশারা করল সঙ্গীদের। একজন একজন করে সবাই বেরিয়ে এল।

একটু পর একটা বৃক্ষের কাছে এল ওরা। ঘোড়া নিয়ে একজন তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ওখানে। লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ল সালমান। তার অনুসরণ করল অন্যরা।

ফিরতি পথে সালমান পথ দেখিয়ে নিচ্ছিল সবাইকে। সেন্টাফের সড়ক পার হয়ে অল্প দূরে এক পড়ো বাড়ী। বাড়ীর পাশে ঘোড়া থামিয়ে অনুচ্চ আওয়াজে সালমান বললঃ 'তোমরা একটু অপেক্ষা করো। আমি ওদের খুঁজে দেখি।'

আচম্বিত বৃক্ষের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে বললঃ 'আপনাদের পরিমাণ দেখে ভেবেছিলাম কোন লশকর আসছে।' অন্য গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ওসমান। এগিয়ে সালমানের ঘোড়ার বলগা ধরে বললঃ 'সামনে কোন বিপদ নেই। কিন্তু মুনীব বলছিলেন কেউ আপনাদের পিছু না নিয়ে থাকলে ফটক না খোলা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে।'

ঃ 'তিনি এখনো এখানে?'

ঃ 'আপনাদের বিদায় করেই তিনি চলে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন মাঝরাতে। বাগানের ভেতর আসুন। আমি তাকে সংবাদ দিচ্ছি। প্রয়োজন হলে সময়ের পূর্বেই দরজা খোলাতে পারব। তবে আমাদের পক্ষ থেকে কোন চঞ্চলতা দেখানো যাবে না। আপনি ভাল আছেন তো?'

ঃ 'হ্যাঁ। আমি ভাল, তুমি তাহলে যাও।'

সড়কের দিকে ছুটল ওসমান। ঘোড়া থেকে নেমে ওরা প্রবেশ করল বাগানে।

ঃ 'ইউনুস!' সালমান বলল, 'আমাদের সাথে তোমাদের গ্রানাডা যাবার দরকার নেই। পুত্রকে দেখার জন্য তোমার পিতা উদগ্রীব হয়ে আছেন। তোমার ভাই যেখানে ওসমান তা চেনে। এক্ষুণি যেতে চাইলে অন্য একজনকে তোমার সাথে দিতে পারি। ওতবার ঘোড়াগুলো শহরে নেব না।'

ঃ 'জনাব', জবাব দিল ইউনুসের পিতা, 'অনুমতি পেলে এক মুহূর্তও এখানে দেরী করব না। জাহাক সফরের উপযুক্ত হলে সে বস্তিতেও থামব না।'

ঃ 'কথা ছিল তোমাদের কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেব, তা ভুলে যাইনি। আমিও গ্রানাডা বেশী সময় থাকব না। অপেক্ষা করলে তোমাদের আফ্রিকা নিয়ে যেতে পারব।

নইলে আমার সঙ্গীরা কোন নিরাপদ পাহাড়ী এলাকায় তোমাদেরকে পৌছে দেবে।'

ঃ 'আমাদের নিজ কবিলার লোকজন রয়েছে আলফাজরা। আলমিরিয়ার পথেও রয়েছে তাদের কিছু বস্তি। ওখানে যেতে আর আপনাকে কষ্ট দিতে হবে না। আপনার অনেক মেহেরবানী, আপনি আমাদের জাহান্নাম থেকে বের করে এনেছেন।'

মুনীবকে নিয়ে ওসমান ফিরে এল। সাথে তিন ব্যক্তি। পূব আকাশের গা ফেটে বেরিয়ে এল প্রভাত রশ্মি। ওসমানকে সাথে দিয়ে ওতবার চাকরদের পাঠিয়ে দিল সালমান।

ঃ 'ওসমান,' সালমান বলল, 'এ দু'টো ঘোড়া আবু ইয়াকুবের কাছে রেখে তুমি হেঁটে আসবে।'

ঃ 'জী, হেঁটে আসার দরকার নেই। ওখান থেকে অন্য ঘোড়া নিয়ে নেব। অনুমতি পেলে আপনার মেজবানের অবস্থাও দেখে আসব।'

এ যেন সালমানের মনের কথা।

ঃ 'হ্যাঁ, আতেকা ও মনসুরের ব্যাপারে ও খুব পেরেশান। কিন্তু আগে আবু ইয়াকুবের কাছে এদের পৌছে দেবে। তাকে বলবে যে, জাহাককে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ওদের সহযোগিতা ছাড়া আতেকা এবং মনসুরকে মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। হয়তো ফেরার সময় তার গ্রাম হয়েই যাব। আতেকা এবং মনসুরও যেতে পারে ওখানে।'

ঘোড়ায় সওয়ার হল ওসমান। সামিয়া আতেকার হাতে চুমো খেয়ে বললঃ 'বোন আমার। জীবনে আর হয়ত আপনাকে দেখব না। কিন্তু যিন্দেগীর প্রতিটি শ্বাস সুবাসিত হবে আপনার প্রার্থনায়। কথা দিচ্ছি, জাহাকও মরণ পর্যন্ত আপনার এ উপকার ভুলবে না।'

ঘোড়ার চড়ে বসল সামিয়া। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ওসমানের ক্ষুদ্র কাফেলা।

দৃষ্টির আড়াল হওয়া পর্যন্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইল সালমান। ওদের ছায়া দিগন্তে মিলিয়ে যেতেই আবদুল মান্নানের দিকে ফিরল ও।

ঃ 'এবার বলুন শহরের পরিস্থিতি কি? আবুল কাশিমের আগমনে শহরে কোন হাঙ্গামা হয়নি তো?'

ঃ 'না, নিজের বাড়ী না গিয়ে আবুল কাশিম সোজা আলহামরায় গিয়েছিল। ওখান থেকে যখন ফিরেছিল, তার বাসায় জমায়েত ছিল গাদ্দাররা। সন্ধ্যা থেকে ওরা অপেক্ষা করছিল। মাঝরাতেও বৈঠক চলছিল ওদের। আবুল কাশিমের একজন দেহরক্ষী অফিসার আমাদের লোক। তার মাধ্যমে জমায়েতের লোকদের লিস্ট সংগ্রহ করেছি। পুলিশ সুপার এবং আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বৈঠকে ছিল। বাইরে ছিল কঠোর পাহারা, এজন্য কি আলোচনা হয়েছে জানতে পারিনি। আগামী কালের মধ্যে অবশ্য সবই জেনে নিতে পারব।'

ঃ 'ওখানে পুলিশ সুপার ছিল? তবে অন্য গাদ্দারদের পেছনে ছুটার প্রয়োজন নেই।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সময় এলে তাকেও আমরা ছেড়ে দেব না। এখন ঘোড়ায় চড়ে বসুন। আমাদের সঙ্গীরা ছাড়াও দু'জন ফৌজি অফিসার আপনার অপেক্ষা করছে। চলুন, ফটক খোলার সময় হয়ে এসেছে।'

আবদুল মান্নানের অনুসরণ করল সালমান, মনসুর এবং আতেকা। ফটক থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে থাকতে ছুটে এল এক ফৌজি অফিসার। হাত উপরে তুলে বলল ঃ 'আপনারা কিছু সময়ের জন্য সড়কের এক পাশে দাঁড়ান।'

ঃ 'কেন? কি হয়েছে?' আব্দুল মান্নানের প্রশ্ন।

ঃ 'তেমন কিছু নয়। কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা সেন্টাফে যাচ্ছে। জনগণকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ হয়েছে।'

গেটের দিকে তাকাল সালমান। সশস্ত্র ব্যক্তিরা লোকজনকে সড়ক থেকে এদিক ওদিক সরিয়ে দিচ্ছিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। নিমিষে কয়েকজন অস্ত্রধারী ওদের ছাড়িয়ে গেল।

ঃ 'এবার আপনারা নিশ্চিন্তে যেতে পারেন।' ফৌজি অফিসার বলল।

আবদুল মান্নান বললঃ 'সম্ভবত এরাই রাতে উজিরে আজমের দেহরক্ষীদের সাথে এসেছিল।'

কয়েকজন নওজোয়ান সঙ্গী হল ওদের। খানিক দূরে ছিল দু'জন সওয়ার। একজন নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। আবদুল মান্নানের হাতে ঘোড়ার বলগা দিয়ে বললঃ 'আপনি উঠুন।'

ঘোড়ায় উঠে বসল আবদুল মান্নান।

দেখা হল দুজনার

কারো পদশব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল সাঈদের। পাশ ফিরে চোখ খুলল ও। কতক্ষণ স্বপ্ন আর বাস্তবে সে কোন ফারাক করতে পারল না। দরজা খোলা। ছলছল চোখে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আতেকা এবং মনসুর। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সাঈদকে জড়িয়ে ধরল মনসুর। 'মামুজান, মামুজান! আমাদের আর কোন ভয় নেই। ওমর নিহত হয়েছে। আমরা তার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি।'

অনিমেষ চোখে আতেকার দিকে তাকিয়েছিল সাঈদ। মনসুরকে আদর করতে করতে বললঃ 'আতেকা, বসো।'

পাশের চেয়ারে বসল আতেকা। তার কাঁপা হাত স্পর্শ করল সাঈদের কপাল।

ঃ 'আমার জ্বর হয়নি আতেকা। আমি বড় শক্তপ্রাণ। তাছাড়া আতেকা যতোক্ষণ আছে মৃত্যু আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহসও পাবে না।'

সাঈদের ঠোঁটে মৃদু হাসি। চোখে অশ্রু। ওড়নার আঁচল দিয়ে সে অশ্রু মুছে দিল আতেকা। আতেকার একটা হাত তুলে ঠোঁটে ছোয়াল সাঈদ।

ঃ 'আতেকা, কতবার তোমায় স্বপ্নে দেখেছি। একটু আগেও যেন তোমায় নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। এখানে কিভাবে এলে? মনসুরকে কোথায় পেয়েছ? কিভাবে নিহত হয়েছে ওমর?'

ঃ 'সাঈদ! কুদরতের অলৌকিক শক্তির কারণেই তুমি আমাদেরকে এখানে দেখছো। ওতবা আমাদের বন্দী করে রেখেছিল।'

ঃ 'মামুজান, সালমান চাচা আমাদের মুক্ত করেছেন। ওতবা বাড়ী ছিল না। নয় তো তাকেও তিনি মেরে ফেলতেন।'

ঃ 'সালমান এখন কোথায়?' সাঈদের উৎকণ্ঠা মেশানো প্রশ্ন।

ঃ 'আমাদের সাথেই এসেছিলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে তোমাকে এক নজর দেখেই অন্য কামরায় চলে গেছেন।'

ঃ 'আশংকা হচ্ছে, আমার সাথে দেখা না করেই আবার কোথাও চলে না যায়। তাকে অনেক কিছু বলার আছে।'

ঃ 'সাঈদ, তোমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হয়ে তিনি যেতে পারেন না। তিনি বলেছেন, সময় মতো কথা হবে। এখন ঘুমাওগে।'

ঃ 'আতেকা! তোমার তো বিশ্বাস হবে না, গত সন্ধ্যায় উঠানে তিনবার চক্কর দিয়েছি। আমার মনে হয়েছিল সিরানুবিদার উঁচু শৃংগ পর্যন্ত উঠতে পারব।'

মুচকি হাসছিল সাঈদ। হঠাৎ উদাসীনতায় ছেয়ে গেল তার চেহারা।

ঃ 'আতেকা! সব ঘটনা আমায় শোনাও। আশ্চর্য মানুষ সালমান। তোমার খোঁজে যাচ্ছে একথা সে একবারও আমায় বলেনি। তুমি ও মনসুর ভাল আছ এবং খুব শীগগীর ফিরে আসবে বলে হামেশা আমাকে শান্তনা দিয়েছে।'

বন্দী এবং মুক্ত হবার ঘটনা শোনাল আতেকা। মনসুরকে কটা প্রশ্ন করল সাঈদ। খানিকক্ষণ ডুবে রইল গভীর চিন্তায়।

ঃ 'আতেকা, যে কথা মুখে ফুটত না কোনদিন, আজ তাই তোমায় বলব। আমার কেবলই মনে হয় সাঈদ ছিল দু'জন। একজন, যে দেশ প্রেমের সবক নিয়েছিল পিতার কাছে। স্পেনের আযাদীর জন্য তাকে মরতে শিখিয়েছিলেন যিনি। আশৈশব এক বাহাদুর বালিকার চোখে প্রতিটি পলক তাকে নতুন শপথে উদ্দীপ্ত করছিল। ও ভেবেছিল, স্বাধীন স্পেনের মুক্ত আকাশে উড়াউড়ি করার জন্যই আমাদের জন্ম। এই আমার জন্মভূমি। আমার প্রাণের স্পন্দন। এ জমিনে ঝরেছে আমার পিতার পবিত্র খুন।

এখানে জিন্দেগীর প্রতিটি হাসি আনন্দ ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। কিন্তু এখন মনে হয়, সে সাঈদ মরে গেছে। বরং মরেছে সেদিন, যেদিন, তার লাশ পড়েছিল এক জলাভূমিতে।'

বিষণ্ন কণ্ঠে আতেকা বললঃ 'না, না, সাঈদ এমন কথা বলো না।'

ঃ 'এখনো আমার কথা শেষ হয়নি আতেকা। দ্বিতীয় সাঈদ মৃত্যুর দুয়ার থেকে যে ফিরে এসেছে। সে বেঁচে থাকতে চায়। আতেকা, আঘাতে আঘাতে দেহটা যখন চূর্ণ বিচূর্ণ, চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল মৃত্যুর কাল পর্দা। হতাশা, অসহায়ত্ব আর অপমানকর এ জমিনে একটু শ্বাস নেয়ার ইচ্ছেও শেষ হয়ে গিয়েছিল। আচম্বিত মনে হল তুমি ডেকে বলছঃ 'সাঈদ! আমাকে হিংস্র হায়েনার মাঝে একা ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ?' তখন অজ্ঞান অবস্থায়ও জিন্দেগীর আঁচল ধরে রেখেছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরত, বার বার দোয়া করতাম, হায়! স্পেন ছাড়ার পূর্বে সালমান যদি আমার সাথে দেখা করে যেত! অনুরোধ করে বলতাম, তুমি আতেকাকে সাথে নিয়ে যাও। এ জাতির অপরাধের শাস্তি ভোগ করার জন্য কেন সে স্পেনে থাকবে?'

ঃ 'সাঈদ!' ধরা আওয়াজে বলল আতেকা 'এ কি বলছ তুমি? কিভাবে ভাবতে পারলে তোমায় ছেড়ে আমি চলে যাব?'

ঃ 'জানতাম, তুমি আমার কথা মানবে না। কিন্তু সালমানকে দেখে মনে এক চিল্‌তে আশা বাসা বেঁধেছিল, কুদরত ওকে আমাদের সাহায্যের জন্যই পাঠিয়েছেন। ভেবেছি, একটু সুস্থ হলেই তোমাকে বুঝিয়ে বলব, এখানে তোমার থাকার পরিবেশ নেই। স্পেনের আকাশের কাল মেঘ কেটে গেলেই তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসব। স্বীকার করি আতেকা, স্পেনের চেয়ে তোমার কথাই এখন বেশী ভাবি। তাই বলে স্পেনের প্রতি আমার মহব্বত শেষ হয়ে যায়নি। তোমার যে সাঈদ হেসে হেসে মৃত্যুকে আলঙ্গন করতে পারত, এখনো সে তেমনি আছে। গ্রানাডায় সালমানের কাজ শেষ হয়ে গেছে। পারলে এক্ষুণি তাকে পাঠিয়ে দিতাম। আমার মেজবান এবং ডাক্তার কাল রাতে মন খুলে আলাপ করেছেন। আমি শুনেছি সে আলাপ। যে ঝড় আববা ঠেকাতে চাইছিলেন, আমার মন বলছে, তা, তীব্রগতিতে আমাদের মাথার উপর এসে পড়েছে।

গ্রানাডাবাসীর জাতীয়তাবোধ নিঃশেষ হয়ে গেছে। ওরা আজ এমন পশুর পাল, যারা রাখাল ভেবেছে নেকড়েকে। আমাদের আজাব শুরু হয়ে গেছে। আব্বাজান যেদিন শহীদ হয়েছিলেন, সেদিনই বিজয় এসেছে তাদের। আতেকা, তুমি জান ওতবা কে। খোদা না করুন, গ্রানাডা দুশমনের হাতে চলে গেলে আরো কত ওতবা এখানে জন্ম নেবে। একটু ভেবে দেখো, তখন তোমার কি অবস্থা হবে? মনসুরকেও তোমার সাথে পাঠিয়ে দেব। সালমানের সাথে এ ব্যাপারে কিছুটা কথা হয়েছে। আশা করি সে আমার অনুরোধ ফেলবে না।'

অকস্মাৎ ভেসে এল আতেকার কণ্ঠ। করুণ কান্নায় বিগলিত অথচ সিদ্ধান্তে অনড়

সে কণ্ঠ। বললঃ 'তোমার হুকুম পেলে আমি সাগরেও ঝাপ দিতে পারি। কিন্তু আমাদের দু'জনার অবস্থাই তো সমান। তুমি আমায় নিয়ে যতটা চিন্তিত, সালমানও তোমার ব্যাপারে ততটা পেরেশান। কোন অবস্থায়ই তোমায় ছেড়ে আমি যাব না। সালমান বলেছে, খুব শীঘ্র তুমি সফর করতে পারবে। গ্রানাডায় কোন আশংকা থাকলে দু'চার দিনের জন্য বাইরে অবস্থান করব। তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই আমি এবং মনসুর আফ্রিকা অথবা রোমের কোন দ্বীপের পথ ধরতে পারব।'

ঃ 'আতেকা, দোয়া করো কালই যেন গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। আমার উপস্থিতি আমার সঙ্গীদেরও বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল সাঈদ।

ঃ 'কোথায় যাচ্ছ?'

ঃ 'সালমানের সাথে কথা বলব।'

ঃ 'মনসুর, খাদেমাকে ডেকে দাও। তোমার মামাকে ঐ কামরায় নিয়ে যাবে।'

একটু পর সালমানের কক্ষে প্রবেশ করল সাঈদ। জামিল ছাড়াও তার কাছে ছিল এক অপরিচিত ব্যক্তি। সবাই একে একে কোলাকুলি করল সাঈদের সাথে। অপরিচিতকে পরিচয় করিয়ে জামিল বললঃ 'এর নাম আবদুল মালেক। আলমিরিয়ার কাছে বাড়ী। গ্রানাডার অবস্থা জানার জন্য এবং পিতার বন্ধুদের সাথে দেখা করতে এসেছে। আলমিরিয়ার যুদ্ধের শেষ দিকে তার পিতা ছিলেন নায়েবে সালার। গ্রানাডায় ইউসুফ এবং আরো ক'জন ফৌজি অফিসার ওকে চেনেন।'

ঃ 'এখনো হাঁটাচলা করতে আপনার আরো সাবধান হওয়া উচিৎ।' সালমান বলল।

ঃ 'ভাইজান, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার ওপর থেকে সব বিধি নিষেধ ডাক্তার তুলে নিয়েছেন।'

ঃ 'ঠিক আছে আপনি বসুন। এদের সাথে কয়েকটা জরুরী কথা বলে নিই।'

আবদুল মালেকের দিকে ফিরল সালমান।

ঃ 'আপনাদের গাঁয়ের উত্তরে কিছু খানা-খন্দ, যার পাশে এককালে বেদুইনরা থাকত। পশ্চিমে ঝর্ণা ধারা মিশেছে গভীর খালে। কয়েক মাইল দূরে এ খাল মিশেছে সাগরের সাথে। ঠিক নয় কি!'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তাহলে আর আমাকে চেনাতে হবে না। আমার শৈশব কেটেছে ওখানে। প্রয়োজনে আপনাকে খুঁজে পেতেও আমার কষ্ট হবে না। আমি যেতে না পারলেও আপনার পরিচিত কাউকে পাঠিয়ে দেব।'

ঃ 'তার নাম বলতে পারবেন?'

ঃ 'ইউসুফ সাহেবের সাথে আমার দেখা হোক। তারপর সব জানবেন। জামিল!

ওদের বলবে, যতশীঘ্র সম্ভব গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। সাঈদকেও নিয়ে যেতে হবে। সাঈদ পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বাইরে কোথাও বিশ্রাম করব।'

ঃ 'এ ব্যাপারে কথা বলতেই আমি এসেছি।' সাঈদ বলল। 'আতেকা এবং মনসুরের ব্যাপারটা আমার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওতবা সারা দুনিয়ায় এদের খুঁজে বেড়াবে। গাদ্দাররা হঠাৎ দুশমনের জন্য গ্রানাডার ফটক খুলে দিলে পালানোর পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এখন গ্রানাডার চাইতে পাহাড়ের কোন বস্তিই ওদের জন্য বেশী নিরাপদ।'

ঃ 'এ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও সাঈদ। আতেকা এবং মনসুরের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হয়ে আমি জাহাজে পা রাখব না। আজ বিকেলের মধ্যে ইউসুফ সাহেবের সাথে আমার দেখা হচ্ছে। হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত হলে তুমি সংবাদ পাবে। ওরা যদি ভিন্ন ভিন্ন সফর করে অথবা তোমার কাছ থেকে কিছুদিন দূরে থাকতে হয় তাতে তো তুমি পেরেশান হবে না?'

মুচকি হাসল সাঈদ। বললঃ 'ওদের আপনি সাথে নিয়ে যান। মনসুরের জাহাজ চড়ার দারুণ শখ। আগামী দিনগুলোতে আমাদের আরো তুর্কী জাহাজের সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'

ঃ 'এবার আমায় অনুমতি দিন।' জামিল বলল। 'দুপুরে আবুল হাসান অথবা তার চাকর মসজিদ পর্যন্ত পৌছে দেবে আপনাকে। ওখানে আপনার জন্য গাড়ী অপেক্ষা করবে।'

আবদুল মালেক, জামিল এবং সাঈদ পর পর বেরিয়ে গেল। সালমান গা এলিয়ে দিল বিছানায়। ধীরে ধীরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ও।

সালমান চোখ খুলতেই মনসুরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো বিছানার পাশে। আলতোভাবে পা ফেলে তার পেছন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল এক মেয়ে। পোশাকটাই এক ঝলক দেখতে পেল ও।

ঃ 'এসো, মনসুর। সম্ভবত আমি অনেক ঘুমিয়েছি।'

ঃ 'এখন প্রায় দুপুর। আপা আর মামুজান দু'বার এসেছিলেন। আতেকা আপা বলছিল, খোদা যেন আপনার শরীরটা সুস্থ রাখেন। একটু আগে ডাক্তারও এসেছিলেন। মেহমান ছিল সাথে।'

ঃ 'চাকরকে বলেছিলাম কেউ এলেই আমায় জাগিয়ে দিতে।'

ঃ 'আতেকা আপা আপনাকে জাগাতে চাইছিলেন কিন্তু বারণ করলেন ডাক্তার। মেহমানও বলছিলেন, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

ঃ 'মেহমান কোথায়?'

ঃ 'এখানেই। তাকে ডেকে দিচ্ছি।' ছুটে বেরিয়ে গেল মনসুর।

ঃ 'জনাব, খানা নিয়ে আসব?' দরজায় মাথা গলিয়ে জানতে চাইল খানসামা।

ঃ 'নিয়ে এসো।'

খানসামা চলে গেল। গ্রানাডা আসার পর এই প্রথমবার ক্ষুধা অনুভব করল সালমান। মুখ হাত ধুয়ে কাপড় পাল্টাল সে। খাবার টেবিলে বসতেই খানা নিয়ে এল খানসামা।

ঃ 'আপনি অনেক ঘুমিয়েছেন। সকালে নাস্তা এনেছিলাম। ঘুমিয়েছিলেন তখনো।'

ঃ 'সম্ভবত মেহমান আমার সাথে দেখা করতে চাইছিল। চলে যায়নি তো?'

ঃ 'না। তিনি এখানেই আছেন। আপনি তৃপ্তির সাথে খেয়ে নিন।'

আবদুল মান্নানের অপেক্ষায় ছিল সালমান। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে চাকরকে ডাকল।

একি স্বপ্ন! ওর মনে হল তাই। অবাক বিস্ময়ে ও তাকিয়ে রইল দরজার দিকে। বদরিয়া। মেয়ের হাত ধরে ভেতরে প্রবেশ করছে ভেজানো দরজা ঠেলে। আচম্বিত নীচু হয়ে এল ওর দৃষ্টিরা।

দ্বিধাজড়ানো পায়ে এগিয়ে এল আসমা।

ঃ 'আম্মাজান বলেছেন, আমরা আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি।'

সালমান স্নেহ ভরে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বদরিয়াকে বললঃ 'বসুন। আপনি এসেছেন, এখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ওসমান আপনার সাথে দেখা করেছিল?'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু ও না গেলেও আমি অবশ্যই আপনার কাছে আসতাম। আশংকা ছিল, আপনি হঠাৎ চলে গেলে আর কোন দিন দেখা হবে না।'

ঃ 'জরুরীভাবে চলে যেতে হলেও আপনার সাথে দেখা না করে হয়ত যেতে পারতাম না। এরপরও আবার ফিরে আসার ইচ্ছেরা জমাট বেঁধে থাকতো বুকের ভেতর।'

নিঃশব্দে কেটে গেল কয়েকটি মুহূর্ত। নীরবতা ভেঙ্গে বদরিয়া বললঃ 'আতেকা এবং মনসুরের ব্যাপারে দারুণ চিন্তিত ছিলাম। আমার কাছে জাফর প্রতিদিন আসতো। নিষেধ না করলে ওতবার বাড়ীতে হামলা করতেও পিছ পা হতো না। আজ আসার সময় একজনকে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর হ্যাঁ,' রেশমী কাপড়ে মোড়া আংটি এবং এক চিলতে কাগজ বের করল ও। 'ওসমান নিজেই দিতে চেয়েছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এ দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে চলে গেছে।'

চিঠিতে দৃষ্টি ফেরাল সালমান।

ঃ 'আপনি এ চিঠি পড়েছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। ভেবেছি জরুরী কিছু হলে আপনাকে জাগিয়ে দেব। হয়ত জাহাকের মধ্যে

পরিবর্তন এসেছে। আংটিটা খুলে দেখেছি ওতবার নাম খোদাই করা।'

রেশমী রুমালে জড়ানো আংটি খুলল সালমান।

ঃ 'আমার মনে হয় তার এ পরিবর্তনের কারণ তার স্ত্রী।'

ঃ 'হ্যাঁ, ওসমানকে দেখে তার সে কি কান্না! আবু ইয়াকুবের কাছে বলছিল, এসব লোকের জন্য জীবন দিতেও ইচ্ছে হয়।'

ঃ 'এ আংটি দিয়ে আমরা পুলিশ সুপারকে ফাঁদে ফেলতে পারি।'

উদ্বেগ ফুটে উঠল বদরিয়ার চোখে মুখে।

ঃ 'যারা সহজে পুলিশ সুপারকে ফাঁদে ফেলতে পারবে, খোদার দিকে চেয়ে তার ব্যাপারটা ওদের ওপর ছেড়ে দিন। কথা দিন সংগীদের পরামর্শ ছাড়া আর কোন কাজ করবেন না। আপনি জানেন না, ওদের জন্য আপনি কত বড় আশ্রয়।'

ঃ 'আপনি চিন্তা করবেন না। তৃতীয় ব্যক্তির সাথে আজ আমার দেখা হওয়ার কথা। কথা দিচ্ছি, তার পরামর্শ ছাড়া কিছুই করব না।'

ঃ 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তৃতীয় ব্যক্তি আপনাকে ভুল পরামর্শ দেবেন না। আপনি জানেন তিনি কে?'

ঃ 'এখনো আমাদের দেখা হয়নি। কিন্তু তার ব্যাপারে অনেক কিছুই আমি জানি। তাঁর নাম ইউসুফ। সেনাপতি মুসার সময় একজন প্রখ্যাত সালার ছিলেন।'

মৃদু হাসল বদরিয়া।

ঃ 'আমারও ধারণা ছিল তৃতীয় ব্যক্তি ইউসুফই হবেন। তিনি আমার মামার দোস্ত। শৈশবে আমি এবং ওলীদ তার বাড়ী খেলতে যেতাম। তার স্ত্রী খুব স্নেহ করতেন আমায়। তার একমাত্র সন্তান যুদ্ধের সময় শহীদ হয়ে গেছে।'

খানিক নীরব থেকে সালমান বললঃ 'আমার যাবার সময় এগিয়ে এসেছে। হয়ত অর ফিরে আসব না কোনদিন। আপনাকে অনেক কিছুই বলার ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি আমার সব ভাষাগুলো প্রার্থনার আকারে হাজির করেছে।' 'বদরিয়া', এই প্রথম নাম ধরে সম্বোধন করল সালমান, 'দোয়া করি খোদা তোমায় সাহায্য করুন।' কোনদিন যেন এ পয়গাম নিয়ে আসতে পারি যে, স্পেনের তরী এবার ঝঞ্ঝামুক্ত। অতীত আঁধারের ভাঁজ ভেটে ফুটে উঠেছে ভোরের রশ্মি।'

ঃ 'চাচাজান,' আসমা বলল, 'আপনি হঠাৎ চলে গেলে প্রতিদিন আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। আবার ফিরে এলে আপনাকে আর কোনদিন যেতে দেব না।'

ছল ছল চোখে সালমানের দিকে তাকিয়ে রইল বদরিয়া।

ঃ 'কখনো মনে হয়, দোয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে। শুনেছি কিয়ামতের দিন মানুষ পরস্পরকে ভুলে যাবে। ভায়েরা বোনদের চিনবে না। সন্তানের চিৎকার কানে তুলবে না মায়েরা। মনে হয়, স্পেনের অনাগত দিনগুলি সেই কিয়ামতের চেয়ে কম হবে না।

আমাদের সামনে যখন থাকবে হতাশার সেই অন্ধকার, দৃষ্টিরা তখনো খুঁজে ফিরবে

আপনাকে। মৃত্যু ভয়ে যখন হৃদয়গুলো ভেঙ্গে যাবে- অতীতকে মনে হবে একটা দুঃস্বপ্ন, তখনো আসমাকে এ বলে শান্ত্বনা দেব যে, এক বাহাদুর কোনদিন হয়তো আসবে। জিজ্ঞেস করবে আমরা কেমন আছি।'

কক্ষে ঢুকল ডাঃ আবু নসর। সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। এগিয়ে সালমানের সাথে মোসফেহা করে ডাক্তার বললেনঃ 'বসুন। ভোরে দু'বার এসেছিলাম, আপনি ঘুমিয়েছিলেন। শুনলাম ইউসুফ সাহেব আপনাকে স্মরণ করেছেন। আমার পক্ষ থেকে মোবারকবাদ।'

ঃ 'কিছুক্ষণ পরই তার কাছে যাচ্ছি! এবার আপনি বলুন, সাঈদ কত দিনের ভেতর সফর করতে পারবে?'

ঃ 'মামুলী সফর হলে দু'চার দিনের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়তে পারবে। কিন্তু দীর্ঘ সফরের জন্য আরো ক'দিন বিশ্রাম করা প্রয়োজন। দু'একটা ঘা এখনো শুকায়নি।'

ঃ 'হঠাৎ দরকার হয়ে পড়লে দু'চার মাইল ঘোড়া দৌড়ালে তো অসুবিধা হবে না?'

ঃ 'আসলে ওর বিশ্রামের বেশী প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে যে কোন ঝুঁকি নিতে হবে। তবুও সতর্কতা দরকার। যাবার সময় ব্যান্ডেজের জিনিসপত্র সাথে নিয়ে যাবেন।'

ঃ 'শুকরিয়া। আমার মনের ভার কিছুটা হালকা হয়েছে।'

ঃ 'আমার মনে হয় ইউসুফ সাহেবের বাড়ী এর চেয়ে নিরাপদ। ওলীদ এলে তাকে আমার এ কথাটা বলবেন।'

ভেজানো দরজা ঠেলে কামরায় প্রবেশ করল আবুল হাসান।

ঃ 'জনাব,' ও বলল, 'আসরের সময় হয়েছে।'

ঃ 'বেটা।' ডাক্তার বলল, 'ওর সাথে যেতে সতর্ক থেকো।'

ঃ 'আপনি চিন্তা করবেন না আব্বা।'

আধঘন্টা পর এক যুবককে নিয়ে টাংগায় সওয়ার হল সালমান।

অদৃশ্য নায়ক

একটা বাড়ীর দেউড়ির সামনে এসে থামল টাংগা।

ঃ 'আপনি সোজা ভেতরে চলে যাবেন।' সালমানের সঙ্গী বলল। 'প্রহরী আপনাকে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না।'

টাংগা থেকে নেমে এগিয়ে গেল সালমান।

ওলীদ এগিয়ে এসে মোসাফেহা করে বললঃ 'আসুন। ভেতরে তিনি আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন। আগে তাঁর সাথে দেখা করুন। পরে আমরা কথা বলব।'

বড়সড় উঠোন। একদিকে দহলিজখানা, অন্যদিকে আস্তাবল। উঠোন পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা।

নিচতলার এক কক্ষে বসেছিলেন ইউসুফ। পায়ে পায়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সালমান। দাঁড়িয়ে করমর্দন করতে করতে তিনি বললেনঃ 'আমি ইউসুফ। যদি কয়েক মাস আগেই আমাদের সাক্ষাৎ হতো!'

ওলীদের চেয়ে ইউসুফ খানিকটা লম্বা। রোমশ চওড়া বুক, বলিষ্ঠ পেশী। হালকা লম্বাটে মুখের গড়ন। অর্ধেকটা দাড়ি সাদা, অথচ দেখতে একজন যুবকের মত। চকচকে বুদ্ধিদীপ্ত সাহসী দু'টো চোখ। গম্ভীর দৃষ্টি।

চেয়ারে বসল সালমান। ওলীদের দিকে তাকিয়ে ইউসুফ বললেনঃ 'তুমি মেহমানদের প্রতি নজর রেখো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে। আবদুল মালেককে কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি আসতে বলবে।'

ওলীদ বেরিয়ে গেল। আরেকটা চেয়ার টেনে সামনাসামনি বসলেন ইউসুফ।

ঃ 'আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি, এজন্য আমরা দুঃখিত।'

ঃ 'আমি বুঝতে পেরেছি আপনি ব্যস্ত ছিলেন।' সালমান বলল। 'আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এমন সময় আপনি আমাকে বাসায় ডেকে আনলেন যখন শত্রুদের চর প্রত্যেকের ওপর কড়া নজর রাখছে। আমি ভেবেছিলাম, দেশের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আপনি আরো সতর্ক হবেন।'

ঃ 'পরিস্থিতি বলছে আমরা এখন সতর্কতার সব কটা ধাপ পেরিয়ে এসেছি। আমার ব্যাপারে ততোটা চিন্তিত হবেন না। সে বদনসীব লোকদেরই তো আমি সঙ্গী, সময়মত যারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আলহামরায় যখন যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে কথা হচ্ছিল, শেষ সময় পর্যন্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সেনাপতি মুসার কথা নিশ্চয়ই লোকেরা মেনে নেবে। কিন্তু নিরাশ হয়ে তিনি যখন শাহাদাতের পথ বেছে নিলেন, আমিও ফৌজি চাকরী ছেড়ে দিলাম। মৃত্যু পর্যন্ত আমার দুঃখ থাকবে, কেন শেষ সময় পর্যন্ত আমি তার সাথে ছিলাম না।

হামিদ বিন জোহরা যখন অকস্মাৎ শহর থেকে বেরিয়ে যাবার ফয়সালা করলেন, আমার ব্যক্তিগত তৎপরতা কি ছিল? গ্রানাডার মাত্র কয়েক মাইল দূরে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। সাঈদকে বাঁচানোর জন্য হামলাকারীদের মনযোগ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়া এমন কোন কঠিন কাজ ছিল না। যদি বুদ্ধি খরচ করতাম, তিনি যখন বক্তৃতা করছিলেন তখনই ফৌজকে বুঝানো দরকার ছিল যে, মুসার পর হামিদ বিন জোহরাই তোমাদের শেষ আশ্রয়। তোমাদের প্রথম দায়িত্ব তার হিফাজত করা। হাজার হাজার লোক বেরিয়ে আসত তার নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু আমরা ছিলাম ঘোরের মধ্যে। ভেবেছিলাম, তিনি

পাহাড়ী এলাকায় ক'দিন লুকিয়ে থাকলে গ্রানাডা প্রস্তুতির সুযোগ পাবে। হায়! দুশমন আমাদের চেয়েও সচেতন কেউ যদি তখন ভাবতাম! ওলীদ যখন আপনার কথা বলল, আমাদের অনেক আশা আকাঙ্খা জুড়ে দিলাম আপনার সঙ্গে। এজন্যই সকল ঝুঁকি থেকে আপনাকে দূরে রাখতে চাইছিলাম। গত রাতে যদি সময়মত জানতে পারতাম আপনি কোন বিপজ্জনক অভিযানে যাচ্ছেন, অবশ্যই বাঁধা দিতাম। তা হতো আমার আরেকটা ভুল।'

ঃ 'আপনি ঠিকই বলেছেন।' সালমান বলল। 'অভিযানের ফল আমাদের প্রতিকূলেও হতে পারত। যাক, এর সবই এখন অতীত। এবার বলুন ভবিষ্যতের ব্যাপারে কি ভেবেছেন?'

ধরা আওয়াজে ইউসুফ বললেনঃ 'হায়! কিছু ভাববার অথবা ফয়সালা নেয়ার অধিকার যদি আমাদের থাকতো; আপনাকে আর পেরেশান করব না। আমাদের প্রথম সমস্যা হচ্ছে আপনাকে নিরাপদে বের করে দেয়া।'

ঃ 'কবিলার যেসব সর্দারদের আপনারা জমা করেছেন, তাদের সিদ্ধান্ত কি?'

ঃ 'ফৌজের দৃঢ়তা দেখলেই কেবল ওরা কোন ফয়সালা করবে। আর ফৌজ কখনো তাকায় গ্রানাডার জনতার দিকে, কখনো আবুল কাশিমকে ভাবে শেষ আশ্রয়।'

ঃ 'আবুল কাশিমকে!'

ঃ 'হ্যাঁ। কোন কওমের দৈহিক ও মানসিক শক্তি বিধ্বস্ত হয়ে গেলে ওরা কোন বুদ্ধিমানের আশ্রয় খোঁজে। আবুল কাশিম লোকদের বুঝাতে পেরেছে যে, সে গ্রানাডার সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তি। হামিদ বিন জোহরার আগমনে তার বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু ঐসব লোকদের মুখেই এখন শোনবেন দুশমনের ফৌজ প্রতিরোধ করার শক্তি আমাদের কোথায়? অনেকে আবু আবদুল্লাহর সমালোচনা করলেও তার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পায় না কেউ।'

ঃ 'আমার মনে হয় কবিলার মুজাহিদরা তার ব্যাপারে ভুল করবে না।'

ঃ 'ত্রিশজন কবিলা সর্দার গ্রানাডা পৌঁছে আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে আবুল কাশিমও বেখবর নন। সেও কতক কবিলা সর্দারকে ডেকে এনে আমাদের প্রভাব খাটো করার চেষ্টা করছে। আসলে ওদের গ্রানাডা ডেকে পাঠানোই ছিল আমাদের ভুল। কোন পার্বত্য এলাকায় এ বৈঠক করলে গাদ্দাররা হয়তো সংবাদ পেত না।'

কক্ষে নেমে এল অখন্ড নীরবতা। নীরবতা ভেঙ্গে আবার ইউসুফ বললেনঃ 'আমার দোস্ত, সাঈদের জন্য কোন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে চাইছি আসলে তা নয়। বরং ওকে পাঠাতে চাই প্রতিনিধি দলের সাথে। এখানে ও কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু ও থাকলে প্রতিনিধি দলের গুরুত্ব বাড়বে। আবদুল মালেক এবং ওলীদের সাথেও এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে। ওরাও আমার সাথে একমত। একত্রে না গিয়ে আপনারা ভিন্ন ভিন্ন

যাবেন। ওদের জন্য অপেক্ষা করবেন সাগর পাড়ে।'

ঃ 'ওর নিরাপত্তার জিম্মা নিলে আমি দেরী করব না।'

ঃ 'দলের সদস্যদের সাথে আপনার পরিচয় করানোর পরই কোন সিদ্ধান্ত নেব। ভাই আমার! মন বলছে, খুব শীঘ্রই এক বিপজ্জনক সংবাদ শুনব। গত দু'দিন বাসায় আসতে পারিনি। ফৌজে আমার বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেছি। এক বন্ধু বলল, আপনি বিপজ্জনক অপারেশনে গেছেন। সংবাদটা শুনে সারারাত ঘুমুতে পারিনি। ভোরে অত্যন্ত জরুরী কিছু কাজ থাকায় আপনার সাথে দেখা করতে পারিনি। বাসায় এসে শুনলাম আলহামরা থেকে দু'টো পয়গাম এসেছে। শাহী মহলের পয়গাম পেয়ে সকালবেলা আমার স্ত্রী ওখানে চলে গেছে। ওরা বলে গেছে বাড়ী এলেই আমিও যেন আলহামরায় পৌছে যাই। সুলতানের আম্মা আমার সাথে দেখা করতে চাইছেন। জীবনে এই প্রথম ওখানে যেতে আমার ভয় ভয় করছে। আমার স্ত্রীর মাধ্যমে কোন চিঠি না দিয়ে কেন যে ডেকে পাঠালেন বুঝতে পারছি না। ওখানে কোন কারণে আমার দেরী হলে আমার সঙ্গীরা যেন দায়িত্ব পালনে গাফেল না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করেছি। বলে দিয়েছি সন্ধ্যা নাগাদ আমি পৌছে যাব।'

কক্ষে প্রবেশ করল আবদুল মালেক। টেবিলের ওপর কতগুলো কাগজ রেখে বললঃ 'জনাব, গ্রানাডা থেকে আলমিরিয়া পর্যন্ত সবক'টা পথের তিনটে করে ম্যাপ আছে এখানে। আমার জানা মতে যে সকল স্থানে বিপদ আসতে পারে এবং যে যে বস্তি থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে সেগুলো চিহ্নিত করেছি। আরেকটা ম্যাপ এঁকেছি শুধুমাত্র সালমানের জন্য। ম্যাপের বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও তার যাবার পূর্বে যাদের সংবাদ পাঠানো হবে তাদের নামও লিখে দিয়েছি।'

ম্যাপ ক'টায় নজর বুলিয়ে একপাশে রেখে দিলেন ইউসুফ। চতুর্থ নকশায় কিছু রদবদল করে সালমানের হাতে দিয়ে বললেনঃ 'ম্যাপটা ভাল করে দেখে নিন। হয়তো প্রয়োজন নাও হতে পারে। গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে দু'তিন মঞ্জিল পরে সবগুলো পথ এক হয়ে গেছে। তবে বিপদের সম্ভাবনা থাকলে এ স্কেচ থেকে সাহায্য নিতে পারবেন। এ পথটা দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ। আমরা চাই দুশমনের গোয়েন্দা যেন আপনার অনুসরণ না করে। আপনার সহযাত্রীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছে যাবে।'

ঃ 'এখানে শুধু গ্রানাডা থেকে আলমিরিয়া পর্যন্ত রাস্তা দেখানো হয়েছে।' আবদুল মালেক বলল। 'যদি বলেন কোথায় জাহাজ নোঙ্গর করবে, তাহলে গোটা পথের বিস্তারিত স্কেচ এঁকে দিতে পারব।'

মৃদু হাসল সালমান। 'আলমিরিয়া থেকে মালাকা পর্যন্ত সমগ্র উপকূলবর্তী এলাকা হাতের রেখার মতই আমার পরিচিত। তবে দুশমনের নতুন চৌকিগুলোর স্কেচ করে দিলে উপকৃত হব।'

কামরায় প্রবেশ করল ওলীদ।

ঃ 'জনাব, ওরা সবাই এসে গেছে। একজন অফিসার আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন।'

ঃ 'নিয়ে এসো তাকে।'

ঃ 'আসুন।' কামরা থেকে বেরিয়ে অফিসারকে ডাকল ওলীদ।

অফিসার কক্ষে ঢুকেই সালাম দিয়ে বললঃ 'জনাব, দুর্গ প্রধান আপনাকে স্মরণ করেছেন। আপনার এখানকার বৈঠক কখন শেষ হবে? তিনি গাড়ী পাঠাবেন কখন?'

একরাশ উদ্বেগ ঝরে পড়ল ইউসুফের দৃষ্টি থেকে। নিজকে কিছুটা সংযত রেখেই তিনি বললেনঃ 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি উঠছি। কোন জরুরী কথা হলে অসংকোচে বলতে পার। এরা সবাই আমার বন্ধু।'

ঃ 'জনাব, জানি না তিনি কেন আপনাকে ডেকেছেন। তবে একটা কথা শুনেছি, উজিরে আজম বাড়ী ছেড়ে কিল্লায় চলে যাচ্ছেন। তাঁর বাড়ীর হিফাজতের জন্য কিল্লা থেকে এক প্লাটুন সৈন্য পাঠানো হয়েছে। সম্ভবতঃ কোন নতুন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আজই দু'বার তিনি সুলতানের সাথে দেখা করেছেন। উজিরের ইশারা পেলেই যারা নাচে, এমন কতক আলেম ছিল প্রথম সাক্ষাতের সময়। দ্বিতীয়বার তিনি ছিলেন একা। সুলতানের সাথে ছিলেন তাঁর মা।'

ঃ 'এসব আমি জানি। উজির বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন একথা শুনিনি।'

ঃ 'খানিক পূর্বে পুলিশ সুপার এবং ক'জন কর্মকর্তা তাঁর নতুন বাড়ী দেখতে এসেছিলেন। আমাদের নায়েবে সালার তাঁর আকস্মিক ফয়সালার কারণ জানতে চাইলে পুলিশ সুপার বললেন, 'এখন প্রতি মুহূর্তে উজিরের পরামর্শ সুলতানের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া ফৌজকেও দিতে হবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ।'

সালমানের দিকে তাকিয়ে ইউসুফ ব্যথাভরা কণ্ঠে বললেনঃ 'আমার ধারণাই সঠিক। আবুল কাশিম নিশ্চয়ই কোন বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

দূতের দিকে ফিরলেন তিনি।

ঃ 'তুমি এক্ষুণি গিয়ে বলবে খুব শীগগীরই আমি আসছি। দাঁড়াও, একটা চিরকুট লিখে দিচ্ছি।' তাড়াতাড়ি ক'কলম লিখে কাগজটা অফিসারের হাতে দিয়ে ইউসুফ বললেনঃ 'তাকে দেবে।'

ঃ 'জনাব,' ওলীদ বলল, 'হয়তো সময়ের পূর্বেই আমাদেরকে কোন পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের সঙ্গীরা বাইরে অপেক্ষা করছে। ওরা দারুণ পেরেশান। এইমাত্র খবর পেয়েছি, আশপাশের সড়কগুলোতে পুলিশ টহল দিচ্ছে।'

ঃ 'পুলিশকে দারুণ ব্যস্ত দেখলাম।' অফিসার বলল। 'দেউড়ির একটু দূরে ক'জন অফিসার ছাড়াও সহকারী পুলিশ সুপারকে দেখেছি। আমাকে দেখে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?' বললাম, 'সাবেক সালারের সাথে দেখা করতে।' বিদ্রুপের হাসি হেসে সে বলল, 'অসময়ে এসেছ। ওখানে অনেক লোক। সহজে সালামও করতে পারবে না।'

ঃ 'সে ঠাট্টা করছিল আর তুমি তার দাঁতগুলো আস্ত রাখলে? গ্রানাডার সৈন্যদের কি যে হলো! এখন যাও। টাংগায় পর্দা টেনে দিও। কোথাও চলে না গেল তোমার সাথে আবার হয়তো দেখা হবে।'

ঃ 'আপনি নায়েবে সালারের শাস্তি থেকে বাঁচানোর জিম্মা নিলে, দ্বিতীয় সাক্ষাৎ জীবনভর পুলিশ অফিসারের মনে থাকবে।'

ফৌজি অফিসারকে বিদায় করে ইউসুফ সালমানকে বললেনঃ 'আপনি আমার সাথে আসুন।'

পেছনের কক্ষে চলে গেল ওরা। একটা 'মিনি ক্যান্টনমেন্ট।' ঢাল-তলোয়ার, নেজা, খঞ্জর, পিস্তল এবং অন্যসব হাতিয়ারে ঠাসা। একটা সিন্দুকের ঢাকনা তুলতে তুলতে ইউসুফ বললেনঃ 'প্রয়োজনে ফৌজি পোশাক পরে আপনাকে বের হতে হবে। দরকারী অস্ত্রও নিতে পারবেন। আমি মেহমানদের সাথে কথা বলেই আলহামরায় চলে যাব। আপনি এখানেই আমার অপেক্ষা করবেন। আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসার চেষ্টা করব। আর হ্যাঁ, প্রতিনিধি দলের সদস্যরা অধিকাংশই সাবেক ফৌজি অফিসার। সন্ধ্যার মধ্যেই ওরা এসে যাবে।'

প্রশস্ত কক্ষ। কবিলার সর্দাররা জমায়েত হয়েছেন এখানে। এ ধরনের বৈঠক অনেকের কাছেই নতুন। কেউ কেউ ভাবছিল, ইউসুফ এখন তার এককালের বন্ধু মুসার মতই পান্ডিত্যপূর্ণ জেহাদী ভাষণ শুরু করবেন । কিন্তু ইউসুফের অবস্থা ছিল সে ব্যক্তির মত, যে হামেশা নতুন বিপর্যয়ের অপেক্ষায় থাকে।

ঃ 'ভায়েরা আমার!'

কোন ভূমিকা ছাড়ই বেরিয়ে এল ইউসুফের উদাস কণ্ঠঃ 'আরো ক'দিন গোপনে কাজ করব, উচিৎ ছিল তাই। আমার তৎপরতায় সামান্য লাভ হলে এবং জনগণ আমার প্রকাশ হওয়াকে ভাল মনে করলে আত্মপ্রকাশ করতাম। আলবিসিনের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতাম, 'হে আমার জাতি, যদি স্বাধীন জীবন অথবা মৃত্যু ছাড়া তোমরা অন্য পথ গ্রহণ না করে থাকো, তবে মুসা বিন আবি গাস্‌সানের সঙ্গী তোমাদের নিরাশ করবে না।

আপনাদের অনেকের সাথে আমি দেখা করেছি। গতকাল পর্যন্ত আমার সিদ্ধান্ত ছিল, সম্মিলিত কোন ফয়সালা না করে আমরা এখান থেকে যাব না। কিন্তু আজ একদিনের জন্যও কাউকে এখানে থাকার অনুমতি দেব না আমি। এজন্য নয় যে, আমরা মনে প্রাণে পরাজয়কে বরণ করে নিয়েছি। সত্যের জন্য যাদের জীবন মরণ, গোলামী এবং অপমান ওদের ভাগ্য হতে পারে না। আমরা লড়ব। যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত লড়ে যাব। কিন্তু এখন আমাদের কেন্দ্র গ্রানাডা নয়, কোন পার্বত্য এলাকা হবে আমাদের ঘাঁটি।' থামলেন তিনি।

কামরায় নেমে এল অখন্ড নীরবতা। একজন সাবেক ফৌজি অফিসার দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'আপনি কোন দুঃসংবাদ শুনে থাকলে বলতে পারেন। আমরা দুঃসংবাদ শুনেই অভ্যস্ত। এইমাত্র কিল্লা থেকে এক ফৌজি অফিসারকে আপনার কাছে আসতে দেখেছি। তাকে দেখেই বুঝেছি আমরা কোন নতুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছি।'

ঃ 'আসলে আপনাদের আমি পেরেশান করতে চাইনি। কেল্লায় আমার অপেক্ষা করা হচ্ছে। আমার সংগীও তাদের কারণেই উৎকণ্ঠিত, রাতের আঁধারে যারা দেশকে বিক্রি করে। আপাততঃ আপনাদের কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারব না। এখুনি আমার যাওয়া উচিৎ। কথা দিচ্ছি, নতুন কোন সংবাদ পেলে আপনারা জানবেন। আমার লোকেরা প্রত্যেকের ঘরে সংবাদ পৌছাবে। কবিলার সর্দাররা ফিরে গিয়ে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলুন। সময় তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। হয়তো গ্রানাডার মুজাহিদদের পাহাড়েও আশ্রয় নিতে হতে পারে। এছাড়া মেহমানদের হেফাজতের জিম্মাও আপনাদের। প্রভাতেই তারা রওয়ানা করবেন।'

আন্দালুসের এক সর্দার বললেনঃ 'জনাব, আপনার সাথে আমরা একমত। গ্রানাডা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। গাদ্দাররা যে কোন সময় দুশমনের জন্য শহরের দরজা খুলে দিতে পারে। খোদা না করুন এমনটি হলে আমাদের ফৌজ কি করবে?'

ঃ 'গ্রানাডার জনগণ যদি গোলামীর জীবন বরণ করে নেয়, অধিকাংশ ফৌজ তাদের সাথেই থাকবে। কবিলার মুজাহিদরা ময়দানে এলেই কেবল জনতায় হিম্মত অটুট থাকতে পারে।'

ঃ 'বাইরের কোন সাহায্যের আশ্বাস পেলেই পাহাড়ী কবিলাগুলো এগিয়ে আসতে পারে।' গ্রানাডার এক প্রধান আলেম বললেন। 'আমরা জানতে চাই, তুর্কী জাহাজের জন্য কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

কিছুটা ভেবে নিয়ে ইউসুফ বললেনঃ 'আমার জানা মতে মুসলিম বিশ্বের প্রতি ওদের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। কিন্তু আমাদের ঘরের যে ইঁদুরগুলো ঘরের বাঁধ কাটছে ওদের সামলানোর দায়িত্ব আমাদের। আমরা আমাদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করলে ওরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। কিন্তু হয়তোবা আপনাদের বিদায়ের পূর্বেই গাদ্দাররা দুশমনের জন্য শহরের ফটক খুলে দিতে পারে। সে যাই হোক। আমি যাচ্ছি। সব খবরই আপনাদের জানাব। ওলীদ, মেহমানদের বিদায় করা তোমার দায়িত্ব।'

দ্রুত পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন ইউসুফ। বাইরে দাঁড়ানো টাংগায় সওয়ার হয়ে ছুটলেন সামনের পথ ধরে।

একটু আগে এক অবাঞ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল পুলিশ সুপার। ইউসুফের বাড়ী থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিটি লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করছিল সে। সাতজন অস্ত্রধারী দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। ঘোড়ায় চেপেছিল ওরা। একজন অফিসার সুপারের টাংগার কাছে এসে বললঃ 'জনাব, এ স্থান আমাদের জন্য উপযুক্ত নয়। আমরা

তো শুধু এ বাড়ীতে জমায়েত হওয়া লোকদের লিষ্ট তৈরী করব। গোয়েন্দারাই তার জন্য যথেষ্ট।'

ঃ 'আমি জানি।' বেপরোয়া জবাব দিল সহকারী পুলিশ সুপার। 'পুলিশ সুপার জানেন না এক শিকার আমাদের হাতে আসছে। আমাদের গোয়েন্দারা যে আগন্তুকের কথা বলেছিল, সে এখানে। সম্ভবত এ ব্যক্তিই এসেছিল হামিদ বিন জোহরার সাথে।'

আচম্বিত ইউসুফের বাড়ী থেকে টাংগাসহ বেরিয়ে এল সেই ফৌজি অফিসার। গাড়ীতে পর্দা টানানো। ভেতরের কাউকে দেখা যায় না। পুলিশ এগিয়ে গাড়ী থামাল।

ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠল কোচওয়ানঃ 'খবরদার, আমার গাড়ী থামাবে না। ভালো চাইলে একদিকে সরে যাও। নয়তো এ অপরাধের শাস্তি তোমাদের পেতে হবে।'

গাড়োয়ানের চিৎকারে আরো কয়েকজন এগিয়ে এল গাড়ীর কাছে। পুলিশ অফিসার বললঃ 'চিৎকার করো না। আমি শুধু দেখতে চাই ভেতরে কে?'

পর্দা তুলল পুলিশ অফিসার। ফৌজি অফিসার গর্জে বললঃ 'তোমরা এত বেআদব, ফৌজের ইজ্জত সম্মানও শেষ করে দিয়েছে; তুমি এই নিয়ে দু'বার আমার গাড়ী থামালে।'

ঃ 'জনাব, পর্দা টানানো থাকায় দেখতে পাইনি যে ভেতরে আপনি।'

কথা শেষ হল না তার। নাকে মুখে এক ঘুষি ছুড়ে দিল ফৌজি অফিসার। এরপর শব্দ করেই বললঃ 'কোচওয়ান, চলো।' জমা হওয়া পুলিশরা এদিক ওদিক সরে গেল। এক ঘুষিতেই চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল সহকারী পুলিশ সুপার। সঙ্গীরা টেনে তুলল তাকে। এক অফিসার নাক-মুখের রক্ত মুছতে মুছতে বললঃ 'স্যার, হুকুম পেলে তাকে অনুসরণ করি।'

ঃ 'বক বক করো না তো?' দাঁড়িয়ে কাপড় ঝেড়ে টাংগায় উঠতে উঠতে সে বললঃ 'কোচওয়ান, স্যারের কাছে চলো।'

ঃ 'আমরা কি করব?' এক সিপাই এগিয়ে জানতে চাইল।

ঃ 'আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।'

হাওয়ার তালে ছুটে চলল টাংগা। পুলিশ সুপারের কানে অনুযোগ করার সময় ভুলেই গেল যে কামরায় আরো দু'জন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে।

সে বলছিলঃ 'জনাব, আমাদের মাথার ওপর থেকে ছায়া সরে গেছে। সে ছিল কিল্লার মুহাফিজের খাস ব্যক্তি। ইউসুফের সাথে দেখা করে আসার সময় আমার নাক ভোঁতা করে দিয়েছে।'

ঃ 'আমি তো দেখছি। এজন্য রক্তমাখা কাপড় দেখানোর দরকার ছিল না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, একজন ফৌজি অফিসারের সাথে টক্কর বাঁধাতে গেলে কেন? একথা ভাবলেইবা কেন যে, ফৌজের প্রতি জনগণের আস্থা শেষ হয়ে গেছে?'

ঃ 'আমি কিছুই করিনি। শুধু গাড়ীর ভেতরটা দেখতে চাইছিলাম।'

ঃ 'হয়তো তোমাকে সে চিনতে পারেনি।'

ঃ 'না, আমায় ভাল করেই চেনে। ইউসুফের ঘরে যাবার সময়ও ওর সাথে কথা হয়েছিল। তখন রাগ করেনি।'

ঃ 'তার মানে একজন ফৌজি অফিসারকে দু'বার থামিয়েছ? সে তোমার দাঁত ভেঙ্গে দিলেও আমি আশ্চর্য হতাম না।'

ঃ 'সিপাইরা বাঁধা দিয়েছিল দ্বিতীয়বার। গাড়ীতে পর্দা টানানো ছিল। ভেতরে কে তাতো আমরা জানতাম না।'

ঃ 'তোমাদের দাঁতগুলো ঠিক রাখার জন্য ফৌজকে টাংগার পর্দা তুলে পথ চলার নির্দেশ দিতে পারব না।'

ঃ 'শুনেছি, কবিলার সর্দাররা ইউসুফের ঘরে জমায়েত হয়েছে।'

ঃ 'আর তুমি নিজেই সেখানে পাহারা শুরু করেছিলে?'

ঃ 'না, জনাব, টহল দিতে গিয়ে শুনলাম এক আগন্তুক ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে টাংগায় সওয়ার হয়েছে। আমার মনে হল এই সেই ব্যক্তি, কয়েকদিন থেকে যাকে আমরা খুঁজছি।'

ক্রুদ্ধ স্বরে পুলিশ সুপার বললঃ 'বেকুব, তাড়াতাড়ি সব কথা খুলে বলো।'

সব কথা শোনার পর সুপার বললঃ 'এবার যাও। ইউসুফের ঘর নয়, বরং ওবায়দুল্লাহর ঘরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। নিশ্চিত না হয়ে কোন পদক্ষেপ নেবে না।'

বিজয়ীর ভঙ্গীতে অন্য অফিসারদের দিকে চাইল সহকারী পুলিশ সুপার। ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

দু'মিনিট পর ভেতরে ঢুকল কোতোয়ালের নফর। সালাম করেই একটা চিঠি এগিয়ে ধরল তার দিকে। চিঠিটা ওতবার লিখা। খাম ছিড়ে পড়তে লাগল পুলিশ সুপার।

ঃ 'এক অবাঞ্ছিত সংবাদ পেয়ে সেন্টাফে থেকে বাড়ী এসেছিলাম। রাতে কয়েক ব্যক্তি আমার বাড়ীতে হামলা করল। ওদের ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন গ্রানাডার দিকে গেছে। আমার বিশ্বাস, ওরাই সাঈদের সাথে এসেছিল।

আপনি তো জানেন, এ মুহূর্তে আমি শহরে আসতে পারছি না। ওর ঠিকানা খুঁজে বের করুন। হয়ত গ্রানাডা হয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরে গেছে। স্পেনের শেষ সীমানা পর্যন্ত তাকে আমি খুঁজব। আজ বিকেলে পশ্চিম ফটকের দু'মাইল দূরে সেন্টাফের পথে আমি থাকব। ততোক্ষণে হয়ত আরো অনেক কিছু জানতে পারব।'

ক্রুদ্ধ স্বরে পুলিশ সুপার বললঃ 'এ চিঠি কে এনেছে? কখন এনেছে?'

ঃ 'জনাব, দুপুরের দিকে?'

ঃ 'আর এখন সন্ধ্যায় এ চিঠি আমায় দিচ্ছ?'

ঃ 'আমি আরো তিনবার এসেছিলাম। কিন্তু পাহারাদাররা আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। আপনি নাকি খুব ব্যস্ত।'

ঃ 'বেকুব! চিঠি অফিসারের হাতে দাওনি কেন? আমি তোমার ছাল তুলে নেব।'

ঃ 'জনাব, আপনাকে ছাড়া আর কারো হাতে দিতে দূত আমাকে বার বার নিষেধ করেছে।'

ঃ 'যাও। নতুন কোন খবর পেলে সাথে সাথে আমায় জানাবে।'

ঃ 'আজ আপনি খেতে যাননি। বেগম সাহেবা খুব পেরেশান।'

ঃ 'তাকে বলবে আমি ব্যস্ত, যাও এখন।'

টাংগা থেকে নেমেই কিল্লার মুহাফিজের বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন ইউসুফ। হঠাৎ এক নওজোয়ান ছুটে এসে বললঃ 'জনাব, মুহাফিজ শাহী মহলে চলে গেছেন। রাণীমা'র কাছে যেতে বলেছেন আপনাকে।'

গাড়ীর মোড় ঘুরিয়ে দিলেন ইউসুফ। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেলেন শাহী মহলে। তার শ্বশুর ছাড়াও কক্ষে ছিলেন আলহামরার রক্ষী প্রধান।

তাকে দেখেই বৃদ্ধ বললেন ঃ 'অনেক দেরী হয়ে গেছে বেটা। রাণী মা, বার বার তোমার কথাই বলেছেন। আমার কাছে না এসে সোজা তাঁর কাছে গেলেই ভাল হতো।'

ঃ 'কিন্তু তিনি কেন আমায় ডেকে পাঠালেন, কিছুই জানি না। কিল্লার মুহাফিজও আমায় সংবাদ দিয়েছিলেন। ওখানে গিয়ে তাকে পাইনি।'

ঃ 'সেও এখানে। দারুণ ব্যস্ত। সময় নষ্ট করো না, তাড়াতাড়ি রাণীমার কাছে যাও। সব প্রশ্নের জবাব তাঁর কাছেই পাবে। আর শোন, তিনি তোমাকে ছেলের মত মনে করেন। তিনি চান বিপদে আপদে তাঁর সাথে থাকবে। যাও, খোজারা হয়তো তোমার ইন্তেজার করছে।'

ঃ 'রাণীমার সবচে বড় আপদ হল তার ছেলে। মরহুম সম্রাট আবুল হাসানের স্ত্রীর যে কোন হুকুম আমি পালন করতে পারি। কিন্তু আবু আবদুল্লাহর মা'কে সন্তুষ্ট করা আমার সাধ্যের বাইরে।'

একথা বলেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন ইউসুফ। খোজারা তাকে নিয়ে গেল বিশাল হল ঘরে। আবু আবদুল্লাহর মা সোফায় বসেছিলেন। তার চেহারায় লেখা ছিল গ্রানাডার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের ভূমিকা।

সালাম করে একটু দূরে দাঁড়ালেন ইউসুফ। অনিমেষ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন রাণীমা। হাতের ইশারা পেয়ে এক চেয়ারে বসলেন ইউসুফ।

সামান্য বিরতির পর রাণীমা বললেনঃ 'খোদার শোকর তুমি এসেছ। অন্তিম সময়ে মানুষ প্রিয়জনকে কাছে পেতে চায়। কিন্তু তোমায় ডেকেছি অনেক কারণে।

আলহামরার রক্ষী প্রধানকে দিয়ে ভোরেই তোমায় সংবাদ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু

সাহস হয়নি। এরপর শ্বশুর জামাতার সম্পর্কের কথা মনে পড়তেই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তুমি বাড়ী ছিলে না।

এখন আবু আবদুল্লাহর মা নয় সুলতান আবুল হাসানের স্ত্রী হিসেবে কিছু কথা বলতে চাই। বেটা!' ধরা আওয়াজে বললেন রাণী। 'তোমার তৎপরতা সম্পর্কে পুরোপুরি না জানলেও বুঝতে পারি এ সময় কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে তোমার মনের ওপর দিয়ে। আমার দোয়া তোমার সাথে থাকবে। এ চরম হতাশার মাঝেও মনকে প্রবোধ দেই, ডুবন্ত তরী হয়তো কোনদিন কূলে ভিড়বে।

আলহামরা ছেড়ে দেয়ার ফরমান এসেছে। সময় মাত্র দু'দিন। আটশো বছর পূর্বে যে সূর্য মুসলিম মুজাহিদদের জাবালুত্তারেকে পা রাখতে দেখেছিল, আজ থেকে দু'দিন পর সে সূর্যই দেখবে গ্রানাডার শেষ সুলতানের গ্রানাডা ত্যাগের করুণ দৃশ্য। হয়তো ভাঙ্গা প্রাসাদগুলো হারিয়ে যাবে অতীতের গর্ভে। জীবনভর অভিশাপ দিতে থাকবে আবু আবদুল্লাহর জন্মদাত্রী মাকে। ইউসুফ! হায়! আমি কত বদনসীব!'

ভারী হয়ে এল রাণীমার কণ্ঠ। তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পেলেন না ইউসুফ। তিনি ফিরে গেলেন অতীতে। নিজেকে সংযত করে রাণী মা আবার বললেনঃ 'আমাদের যাবার খানিক পরই দুশমন ফৌজ প্রবেশ করবে গ্রানাডায়। চাকর বাকর ছাড়াও হাজার পাঁচেক সৈন্য আমরা সাথে নিতে পারব। কিন্তু' একটা কাগজ এগিয়ে ধরলেন রাণী মা। 'পঞ্চাশ ব্যক্তিকে আমরা সাথে নিতে পারব না। কিল্লার মুহাফিজ ছাড়া তোমার নামও রয়েছে এর মধ্যে।

ভোরে আবুল কাশিম আবু আবদুল্লাহর সাথে দেখা করেছে। তাকে বুঝিয়েছে যে, জনসাধারণকে শান্ত রাখার জন্য এদের থাকা প্রয়োজন। পরে যখন আবু আবদুল্লাহর সাথে আমার কথা হল, বুঝতে কষ্ট হয়নি, এদের কত বিপজ্জনক মনে করে কাশিম, আর দুশমন ফৌজ গ্রানাডা পৌঁছলে এদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে।

আমি বাঁধা দিলাম। আবু আবদুল্লাহ আবার দেখা করল উজিরের সাথে। আমি হাজির ছিলাম তখন। সে অনেক টাল বাহানা করল। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, এদের একজনকেও যদি জোর করে ধরে রাখা হয়, ফৌজকে সব জানিয়ে দেব। বলব তোমাদের জন্য ফাঁদ তৈরী করা হচ্ছে।

আমি দাবী করলাম, পাঁচ হাজার ফৌজ আমরা বাছাই করব। আর কেউ যদি গ্রানাডা ছেড়ে যেতে চায়, তাকে বাঁধা দেয়া যাবে না। আবুল কাশিম শেষ পর্যন্ত আমার এ কথা মেনে নিয়েছে।

আমি জানি, আবু আবদুল্লাহর কাছে তুমি থাকতে চাইবে না। কিন্তু আমার অনুরোধ, গ্রানাডায় থেকো না তুমি। জানি, পরাজয় তুমি মেনে নেবে না। কিন্তু তরবারী ধরার জন্য তো একজন সিপাহীকে দাঁড়াতে হয়। এখন তোমার বাঁধা দেয়ার ফল গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই হবে না। অধিকাংশ লোককেই বাগিয়ে নিয়েছে আবুল

কাশিম।

তরবারীর বলে যখন ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ শহরে প্রবেশ করবে আলহমায় আল মালাকার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে এখানে। ইউসুফ! বলতে পারো এ দেশের মানুষের কি অবস্থা হবে? পাহাড়ী সর্দাররা তোমার বাড়ীতে শলাপরামর্শ করছে! তোমার কাছে গিয়েছে কিল্লার মুহাফিজের দূত। ঝড় আসার পূর্বেই ওদের সরে যেতে বলো। তোমাদের কেন্দ্র হবে গ্রানাডার বাইরে।'

ঃ 'ভোরেই শহর থেকে সরে যেতে বলেছি সর্দারদের।'

ঃ 'ফৌজ, চাকর বাকর এবং ছোট ছেলেমেয়েদের প্রথম দল আগামী দিন ভোরেই রওয়ানা করবে। তুমি চাইলে তোমার স্ত্রীও আমার সাথে যাবে। দু'দিন পর তুমিও বেরিয়ে যেও।'

ঃ 'এ পরিস্থিতিতে আমার স্ত্রীকে কোন কাফেলার সাথে দিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। আমার কিছু বন্ধু বান্ধবকেও বেরিয়ে যেতে হবে। নিজের ব্যাপারে বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেব। ওরা যেন না ভাবে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। এবার আমায় অনুমতি দিন!'

ঃ 'একটু বসো।'

হাততালি দিলেন রাণীমা। একজন পরিচারিকা বেরিয়ে এল পাশের কক্ষ থেকে।

ঃ 'এর বিবিকে এখানে পাঠিয়ে দাও।' রাণীমা বললেন।

একটু পর ইউসুফের স্ত্রী কক্ষে প্রবেশ করল। স্বামীর ব্যাথাতুর চেহারার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই অশ্রু সজল হয়ে উঠল তার চোখ দু'টো।

ঃ 'বেটি! তোমার এ অশ্রু গ্রানাডার ভাগ্য বদলাতে পারবে না। বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হও। ইউসুফের ব্যাপারে তোমার এতটা পেরেশান হওয়ার দরকার ছিল না।'

ঃ 'কিন্তু', ধরা আওয়াজে ও বলল। 'তিনি যদি এখানে থাকার ফয়সালা করে থাকেন, তাকে ছেড়ে আমি যাব না।'

ঃ 'বেটি! ও এখানে থাকবে না। এ জিম্মা আমি নিচ্ছি। ও জানে, দু'দিন পর এখানে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তুমি এখুনি ঘরে ফিরে যাও। ইউসুফ আরো খানিক এখানে থাকবে।'

অনুমতি চাওয়ার ভংগীতে স্বামীর দিকে চাইল স্ত্রী। তিনি বললেনঃ 'জানি না এখানে আমাকে কতক্ষণ থাকতে হবে। ওলীদ ছাড়াও আরো ক'জন মেহমান আছে বাসায়। ওদের আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলবে।'

এগিয়ে রানীমার হাতে চুমু খেল ইউসুফের স্ত্রী। চকিতে ফিরে চাইল স্বামীর দিকে। এর পর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

ঃ 'কিল্লার মুহাফিজ আমাদের সাথে যেতে রাজি হয়েছে। অন্যদের একটা লিষ্ট তৈরী করেছে সে। তবুও সে তোমার সাথে পরামর্শ করতে চাইছে।'

ঃ 'আমি আপনার হুকুম পালন করব। সালতানাতের সাথে সাথে ফৌজও খতম হয়ে যায়, এদের সম্ভবত তা বোঝাতে হবে না।'

ঃ 'আমি চাই, ওদের সতর্কতার সাথে বাছাই করতে। কমপক্ষে অফিসারদের মধ্যে যেন দুশমনের গোয়েন্দা না থাকে। বিশেষ করে যে সব সালারদের জন্য গ্রানাডা থাকা নিরাপদ নয় তুমি লিষ্টে ওদের নাম যোগ করে দেবে। ইউসুফ, সুলতান আবুল হাসানের কোন সালারকে আমি বলতে পারব না যে, তোমরা একজন ক্ষুদ্র জমিদারের অধীনে চাকরী কর। কিন্তু যে বদনসীব কওম দুশমনের সাথে জুড়ে দিয়েছে নিজেদের ভবিষ্যত, ওরা এখানে থাকবে কিভাবে? আমি চাই, এরা কমপক্ষে গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে যাক।'

হৃদয়ে এক দুর্বিসহ বোঝা নিয়ে আলহামরা থেকে বেরিয়ে এলেন ইউসুফ। সাঈদ ও আতেকাকে গ্রানাডা থেকে বের করার একটা সুযোগ তিনি পেলেন।

আঁধার রাতের মুসাফির

আলহামরা যাবার একটু পর পাঁচজন সাবেক ফৌজি কর্মকর্তা ইউসুফের বাড়ী পৌঁছল। সালমান এবং আবদুল মালেকের সাথে সফরের ব্যাপারে আলাপ করল ওরা। এরপর আলহামরা থেকে ইউসুফের ফেরার অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ আবদুল মান্নান এবং জামিল কক্ষে প্রবেশ করল। চোখে মুখে স্পষ্ট আতংকের চাপ। সালমানকে লক্ষ্য করে আবদুল মান্নান বললঃ 'ওবায়দুল্লাহর বাড়ীর আশপাশে পুলিশের লোকেরা টহল দিচ্ছে।'

ঃ 'সাঈদের সংবাদ পেয়েছে ওরা?' সালমানের কণ্ঠে উদ্বেগ।

ঃ 'না, তার জন্য ভয় নেই। ওরা শুধু আপনার হুলিয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। সম্ভবত আবুল হাসানের সাথে ঘরে ঢোকার সময় কেউ আপনার অনুসরণ করেছিল। আপনি যে টাংগায় এসেছেন তার ধরণ-ধারণও পুলিশের জানা।'

ঃ 'এ কথা তোমাকে কে বলেছে?' ওলীদ প্রশ্ন করল।

ঃ 'একজন পুলিশ অফিসার, আমাদের লোক। আবুল হাসানের বড় ভায়ের বন্ধু। আমার বাড়ীর পাশেই থাকে। সে বলেছে, আগন্তুকের ব্যাপারে দু'টো সংবাদ পেয়েছে পুলিশ সুপার। মসজিদের পাশের সড়কে টাংগায় সওয়ার হতে দেখেছে। আর দেখেছে

ইউসুফ সাহেবের বাড়ী প্রবেশ করতে।

সহকারী পুলিশ সুপার সরজমিনে তদন্তে এসেছিল। কোন এক ফৌজি অফিসার তার নাক মুখে ঘুষি মেরে ......'

ঃ 'আমি অতশত শুনতে চাইনি। সংক্ষেপে বল এখনকার পরিস্থিতি কি?'

ঃ 'আট দশ জন সাদা পোশাকধারী ওবায়দুল্লাহর বাড়ীর আশপাশে ঘুর ঘুর করছে। বিদেশী এক আগন্তুকের ব্যাপারে সব পথচারীকেই জিজ্ঞেস করছে। ওরা আপনাকে ভেবেছে তুর্কীদের গোয়েন্দা। আমার আশংকা ছিল আপনি হয়ত ফিরে গেছেন। জামিল এবং অন্যদের সংবাদ দিয়ে ক'জনকে পাঠিয়ে দিয়েছি আপনার ওখানে। ওলীদের আব্বাজান পুলিশের তৎপরতা দেখেই সাঈদকে নিজের বাড়ী নিয়ে এসেছেন। পুলিশ অফিসার যখন বলল, পুলিশ সাঈদকে নয় আপনাকে খুঁজছে, তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম।'

ঃ 'পুলিশ কি আবুল হাসানের সাথে কোন কথা বলেছে?'

ঃ 'না, ওবায়দুল্লাহর ঘরেও যায়নি। অন্যদের সাথে আবুল হাসান ও ওলীদের ঘরে এসেছে। সবার ইচ্ছে আপনি গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে সঙ্গীদের অপেক্ষা করবেন। সময়মত ওরা আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করে রেখেছি। ক'জন সশস্ত্র সওয়ার বাইরে অপেক্ষা করছে। আপনাকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে ওরা। বাইরে গেলে একটি ভাল ঘোড়া দেব আপনাকে। ওসমান ফটক পার করে দেবে। এখান থেকে যাবেন টাংগায়।'

কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল সালমান। বিমূঢ়ের মত চাইতে লাগল আবদুল মান্নানের দিকে। আবার কখনো অন্যদের দিকে ফিরে যেতো ওর দৃষ্টি।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আবদুল মান্নান বললঃ 'মাফ করবেন, এ চিঠিটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

চিঠির ভাঁজ খুলল সালমান। দেখেই মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি করে লিখেছে।

'আঁধার রাতের মুসাফির ওগো।

আপনাকে যদি কিছু বলার অধিকার আমার থাকে, তবে বলব আপনি মামার কথা মেনে নিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইউসুফ চাচাও মামা এবং সাঈদের সাথে একমত হবেন। দেরী না করেই আপনি গ্রানাডা থেকে সরে পড় ন। আপনাকে বিদায় দেয়া যে কত কষ্টকর তা জানি। কিন্তু খোদা না করুন, গাদ্দাররা যদি আপনাকে গ্রেফতার করে, শুধু আমিই নই, সাঈদ এবং আতেকাও তা সইতে পারবে না। খোদার দিকে চেয়ে আমার কথা শুনুন। দুনিয়ায় তো এমন একজনও থাকতে হয়, যে চোখের আড়ালে থেকেও বড় আশ্রয় হতে পারে। সময় পেলে এ চিঠিটা হতো আরো দীর্ঘ। কিন্তু বাইরে আপনার বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছেন। মামুজান আমায় ডাকছেন ওদিক থেকে। আর আমি জীবনভর আপনাকে ডাকতে থাকব। খোদা হাফেজ সালমান!'

—বদরিয়া।

আঁখীর পাতা ভিজে এলো সালমানের। বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে এল গভীর দীর্ঘশ্বাস। সালমান চিঠিটা এগিয়ে ধরল ওলীদের দিকে। চিঠিতে দৃষ্টি বুলিয়ে সালমানকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল ওলীদঃ 'আমি বদরিয়ার সাথে একমত। কিন্তু ইউসুফ চাচা তো এখনো এলেন না। তার পরামর্শ ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারছি না। এমন দুর্ভাগ্য, সহজে কোন সংবাদও দেয়া যাবে না আলহামরায়।'

সাথে সাথে উঠান থেকে ভেসে এল টাংগার খটাখট শব্দ।

ঃ 'সম্ভবত তিনি আসছেন।' সালমান বলল।

সবগুলো চোখ ফিরে গেল দরজার দিকে। ওলীদ বেরিয়ে গেল বাইরে।

টাংগা থামতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ইউসুফের স্ত্রী।

ঃ 'চাচাজান আসেননি?' পেরেশানী লুকিয়ে প্রশ্ন করল ওলীদ।

ঃ 'বিশেষ এক কাজে তিনি আলহামরায় রয়ে গেছেন। দেরী হতে পারে। মেহমানরা যেন তার অপেক্ষা করেন।'

ঃ 'চাচীজান, আপনাকে উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছে! সেখানে তার তো কোন আশংকা নেইতো?'

ঃ 'না।' উদাস কণ্ঠে বললেন ইউসুফের স্ত্রী। 'কমপক্ষে দু'দিন, হ্যাঁ, দু'দিন কোন আশংকা অথবা বিপদ নেই।'

ঃ 'দু'দিন!' শব্দরা আটকে গেল ওলীদের কণ্ঠে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সালমান এবং অন্যরা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তাদের দেখে ইউসুফের স্ত্রী কাঁপা আওয়াজে বললঃ 'আমার স্বামীর মেহমানদের পেরেশান করতে চাইনি। কিন্তু ছাদে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে যে, গ্রানাডার কিসমতের ফয়সালা হয়ে গেছে; দু'দিন পর আবু আবদুল্লাহ আলহামরা ছেড়ে চলে যাবে। এর পর পরই দুশমন ফৌজ ঢুকবে গ্রানাডায়; এ পরিস্থিতির মোকাবিলায় এক অলৌকিক শক্তির প্রত্যাশায় ছিলেন আমার শওহর; সম্ভবত সে সময়ও শেষ হয়ে গেছে।'

চোখ মুছতে মুছতে দোতালায় সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি। সালমান এবং তার সঙ্গীরা হতভম্বের মত একে অপরের দিকে চাইতে লাগল। ওলীদ এগিয়ে অনিরুদ্ধ কান্নার লাগাম টেনে বললঃ 'আপনারা ভেতরে গিয়ে বসুন। আমি আলহামরা গিয়ে দেখি তাকে কোন সংবাদ দেয়া যায় কিনা।'

ঃ 'না', কঠোর কণ্ঠে বলল সালমান। 'তিনি নিজের ইচ্ছায় থেকে গেলে নিশ্চয়ই কোন জিম্মাদারী রয়েছে। এ মুহূর্তে তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।'

ঃ 'আমি একমত।' আবদুল মালেক বলল। 'এ পরিস্থিতিতে একটা মুহূর্তও নষ্ট করা আপনার ঠিক হবে না। তিনি এলে বলব, তাঁর গ্রানাডা থেকে বেরুনো কঠিন হয়ে দাড়াচ্ছিলো, এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। হয়ত তার সাথে দেখা হলে আমরাও

আপনার পেছনে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

ওলীদের দিকে ফিরল সালমান।

ঃ 'ওলীদ, বেগম সাহেবার অনুমতি পেলে আমি বেরিয়ে পড়ি। টাংগা ছাড়াও আরো চারটে ঘোড়া আমার প্রয়োজন। ফটকের বাইরে থেকে টাংগা ফিরে আসবে। পরে ঘোড়াগুলোও ফিরে পাবে তোমরা।'

ঃ 'বেগম সাহেবার অনুমতি দেয়াই আছে। আপনার যা প্রয়োজন তাই পাবেন। আমি ঘোড়া তৈরী করছি।'

জামিলকে সালমান বললঃ 'তুমি বাইরে গিয়ে চারজন লোক নিয়ে এস। ওরা অতিরিক্ত ঘোড়াগুলো শহরের বাইরে নিয়ে যাবে।'

ঃ 'আচ্ছা, যাচ্ছি আমি।' জামিল বেরিয়ে গেল।

এতোক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল আবদুল মান্নান। ঃ 'জনাব, আমার জন্য কি হুকুম?' বলল সে।

সালমান এগিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললঃ 'বন্ধুকে হুকুম দেয়া যায় না, অনুরোধ করা যায় মাত্র। আর তুমি এমন এক বন্ধু যাকে অনুরোধ করারও দরকার হয় না।'

এর পর অন্য সবার দিকে ফিরল ও।

ঃ 'আপনারা ভেতরে গিয়ে বসুন। আপনাদের সাথে দেখা না করে আমি যাব না।'

একটু পর ইউসুফের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল সালমান।

ঃ 'ওসমান আপনার সাথে আসেনি?' আবদুল মান্নানকে বলল ও।

ঃ 'এসেছে। ও ডাঃ আবু নসরের কোচওয়ানের সাথে বসে আছে।'

ঃ 'আশ্চর্য! যখনি আমার কোন হুশিয়ার সঙ্গীর প্রয়োজন হয়, এ বুদ্ধিমান ছেলেটা ডাকার পূর্বেই এসে হাজির হয়ে যায়।'

ঃ 'আপনি তাকে বুদ্ধিমান মনে করেন, ওসমানের জন্য এরচে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? সে তো ভেবেই রেখেছে, আপনি তাকে সাথে নিতে রাজি হলে সেও আপনার সঙ্গী হবে। সমুদ্র আর জাহাজ দেখার ওর দারুণ শখ।'

ঃ 'নিজের ব্যাপারে কি ভেবেছেন?'

ঃ 'চরম বিপর্যয়ে আমার মত ব্যক্তিরা শুধু দেখতে পারে, ভাবতে পারে না। আপনার দৃঢ়তা আর সাহসের সঙ্গী হতে পারলে তো আপনার সাথে যাওয়াই উচিৎ ছিল। কিন্তু গ্রানাডার এ পতনে আমার সাহস ও হিম্মত নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন আমি কেবল বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে থাকব।'

ঃ 'ঠিক আছে বন্ধু ভাববার আরো সময় পাবে। যদি কখনো চিন্তাধারায় কোন পরিবর্তন আসে ইউসুফ সাহেব তোমায় সাগর পাড়ে পৌঁছে দেবেন। আশপাশেই থাকবে আমার জাহাজ, তোমার জন্য অনেক স্থান হবে সেখানে।'

কথা বলতে বলতে ওরা আস্তাবলের কাছে এসে পৌছল। চাকররা ঘোড়ায় জীন লাগাতে ব্যস্ত। বাইরে দাঁড়িয়ে ওলীদ। সালমানের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'জনাব, ঘোড়া এক্ষুণি প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যে লোকজনও এসে পৌছবে এখানে।'

ঃ 'ওলীদ! অতিরিক্ত ঘোড়া কেন নিচ্ছি জিজ্ঞেস করলে না?'

ঃ 'জানি। সাঈদদের ফেলে আপনি যাবেন না। কিন্তু আমাদের এখানে টাংগা থাকার পরও আরেকটা টাংগার কি প্রয়োজন বুঝতে পারিনি।'

ঃ 'কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবে। তুমি গিয়ে ইউসুফ সাহেবের অস্ত্রাগার থেকে তীর, ধনু, দুটো পিস্তল এবং কিছু বারুদ নিয়ে এসো।'

ঃ 'আমাদের বাড়ীতে অনেক অস্ত্র রয়েছে।'

ঃ 'একটু সাবধান হতে চাইছি আর কি। পথেও তো প্রয়োজন হতে পারে।'

ঃ 'ওসমান!' ক'কদম এগিয়ে সালমান ডাকল। গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে ছুটে এল ওসমান।

ঃ 'ওসমান! তোমার জাহাজ দেখার শখ আছে?'

ওসমান প্রথমে তাকাল মুনীবের দিকে, আবার সালমানের দিকে ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি ঃ 'আমার মুনীব অনুমতি দিলে আপনার সাথে যাব।' চোখে পানি এসে গেল তার।

ঃ 'ডাঃ আবু নসরের টাংগায় চড়ে তুমি তার বাড়ী চলে যাও।' আবদুল মান্নানকে বলল সালমান। 'তাকে বলবে, সাঈদ, আতেকা এবং মনসুর আমার সাথে যাবে। ওরা যেন প্রস্তুত থাকে। আমাদের গাড়ী বাড়ীর কাছে পৌছতেই দরজা খুলে দেবে। শহরের ফটক পর্যন্ত তোমাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। অন্য সময় আমি দক্ষিণ পূর্ব ফটকের দিকে যেতাম। কিন্তু সাঈদের জন্যই টাংগা তার বাড়ী পর্যন্ত নিতে হবে। আমাদের সাথে যারা যাবে, ওখান থেকেই ওদের টাংগাসহ ফিরিয়ে দেব। একটা গাড়ী ফিরে আসবে রাস্তা থেকে।'

ঃ 'ঠিক আছে।'

ঃ 'ওসমান, তোমার দেরী হলে আরেকটা কাজ করবে।'

ঃ 'ঘোড়া প্রস্তুত করতে ওরা যে সময় নেবে ততোক্ষণে আমি তৈরী হতে পারব। এবার বলুন কি করতে হবে?'

ঃ 'তুমি সোজা আবু ইয়াকুবের কাছে গিয়ে বলবে আমি আসছি। সড়ক থেকে টাংগাগুলো একটু দূরে নিয়ে যাবে। তিনি যেন ক'জন সওয়ার পাঠিয়ে দেন। কোন বিপদ দেখলে তারা আমাদের হুশিয়ার করবে। আমরা তার গ্রামেও চলে যেতে পারি। পথে একটা ভাঙ্গা বাড়ী দেখেছো না, বৃষ্টি হলে যার নীচের দিকটা ডুবে যায়?'

ঃ 'আপনি বলুন। আমি চোখ বন্ধ করে ওখানে যেতে পারি।'

ঃ 'যারা বাইরে গেছে ওদের ঐ বাড়ীর পেছনে লুকিয়ে থাকতে বলবে।'

আবদুল মান্নানের দিকে ফিরল সালমান।

ঃ 'শহর থেকে বেরুতে তো কোন অসুবিধা হবে না?'

ঃ 'না, ভাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা সব ব্যবস্থা করে এসেছি। ওসমান, তুমি এসো।' এক লাফে গাড়ীতে উঠে বসল ওসমান।

বিছানায় শুয়েছিল পুলিশ সুপার। সারা দিনের কাজের হিসাব করছিল মনে মনে। হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ল কে যেন।

ঃ 'কে?' রাগে উঠে বসল সুপার।

ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল নওকর। মুনীবের হাতে একটা আংটি দিয়ে বললঃ 'একটি লোক আপনার সাথে দেখা করতে চায়। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ। এ আংটি পাঠিয়ে দিয়েছে আপনার কাছে।'

মোমের আবছা আলোয় আংটি তুলে ধরল পুলিশ সুপার। ঃ 'ও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভেতরে নিয়ে আসোনি কেন?'

ঃ 'পাহারাদার গেট খুলছে না। পাল্লার ছিদ্র পথে আংটি দিয়েছে। নাম বলেনি। সে বলল, আংটি দেখলেই আপনি চিনবেন। এক জরুরী পয়গাম দিয়ে ফিরে যাবে।'

ঃ 'গাধারা ওতবার কণ্ঠস্বরও চিনল না।' বলেই সার্টটা গায়ে চাপিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল পুলিশ সুপার। আচ্ছা করে এক চোট গাল দিল পাহারাদারদের। ফকট খুলে দিল ওরা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সুপার। ততোক্ষণে টাংগা চলতে শুরু করেছে।

ঃ 'দাঁড়াও। দাঁড়াও। কোচওয়ান গাড়ী থামাও।' তীব্র গতিতে ছুটছিল সে। প্রায় ত্রিশ গজ এগিয়ে গাড়ী থেমে গেল। ভুড়িওয়ালা পুলিশ সুপার হাপাতে হাপাতে গাড়ীর কাছে এসে ভেতরে উঁকি মেরে বললঃ 'খোদার কসম ওতবা, তোমার সংবাদটা অনেক দেরীতে ....'

বাক্য শেষ হল না। দু'হাতে তার গলা চেপে ধরল সালমান। ওলীদ টেনে গাড়ীতে তুলে ফেলল তাকে। গাড়ী চলতে লাগল আবার। তার বুকে খঞ্জর ছোয়াল জামিল। বিস্ময়ে, ভয়ে কুঁকড়ে গেল পুলিশ সুপার।

গলার চাপ ইষৎ কমিয়ে সালমান বললঃ 'দেখো, চিল্লাচিল্লি অথবা কোন চালাকি করলে গর্দান উড়িয়ে দেব। তোমার অপবিত্র রক্তে টাংগার সৌন্দর্য নষ্ট করতে চাই না।'

ঃ 'আপনাদের ইচ্ছার বাইরে কোন আওয়াজ আমার কণ্ঠ থেকে বের হবে না। কিন্তু কে আপনারা? কি চান? আপনাদের প্রতিটি হুকুম আমি তামিল করব।'

পিছন দিক্‌কার পর্দা তুলে বাইরের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল সালমান। পর্দা ছেড়ে পুলিশ সুপারকে বললঃ 'তুমি বুদ্ধিমান। আমার প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, কোন পুলিশ যেন আমাদের অনুসরণ না করে। ওদের নিষেধ করবে। প্রয়োজনে মাথা বের করে ইশারা করতে হবে। তবে সাবধান, কেউ জোর করে বলাচ্ছে এমন ভাব দেখালে চলবে না। তোমার একার ভুলে তোমার জীবনই নয়, তোমার স্ত্রী সন্তানদের জীবনও যাবে।'

ঃ 'আমার ওপর রহম করুন। ওয়াদা করছি আমি চালাকী করব না।'

ঃ 'কোচওয়ান, শান্তভাবে গাড়ী চালাও।' দরজা একটু ফাঁক করে সালমান বললঃ

'তোমায় কোন সুযোগ দেব না। এবার আমাদের সাথে বসো। জামিল এর হাত পা ভাল করে বেঁধে দাও। দেখো বেশী কষ্ট যেন না হয়।'

নিঃশব্দে সব হুকুম পালন করল পুলিশ সুপার। পিস্তল বের করল সালমান। সুপারের মাথায় পেছন দিকে ছোঁয়াল তার নল।

ঃ 'তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব। মিথ্যে বললে মাথায় একটা ফুটো হবে মাত্র। তবে একটা মূল্যবান কার্তুজের জন্য দুঃখ থাকবে আমার।'

ঃ 'জনাব,' কাঁপা আওয়াজে বলল সে। 'আমি মিথ্যে বলব না।'

ঃ 'ওতবা কোথায়?'

ঃ 'সম্ভবত ভিগায়।'

ঃ 'কোন সংবাদ তোমায় পাঠিয়েছিল?'

ঃ 'বিকেলে শহরের বাইরে আমার সাথে দেখা করবে বলেছিল। কিন্তু সংবাদটা পেয়েছি কয়েক ঘন্টা পর।'

ঃ 'তোমার কি বিশ্বাস যে, সে শহরে আসেনি?'

ঃ 'আমার একীন, শহরে আসতে ভয় পাচ্ছে বলেই আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল।'

ঃ 'তাহলে তার চিহ্ন 'আংটি' পেয়ে এত পেরেশান হলে কেন? মনে হয় তার অপেক্ষায় ছিলে?'

ঃ 'আমি ভেবেছিলাম সব ভয়ভয় থেকে বেপরোয়া হয়ে ও শহরে ঢুকে পড়েছে। চিঠিতে শুধু লিখেছে, বাড়ীতে কি এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। এবার দেখো তোমার বাড়ীঘর আবার কোন বিপর্যয়ের মুখে না পড়ে।'

দশ মিনিট পর ডাঃ আবু নসরের বাড়ীর সামনে এল টাংগা। ফটক খুলে গেল। গাড়ী ভেতরে ঢুকতেই বন্ধ করে দেয়া হল পাল্লা।

মিনিট পাঁচেক পর দু'টা গাড়ী পর পর বেরিয়ে গেল। একটাতে সাঈদ, আতেকা, মনসুর, সালমান এবং হাত পা বাধা পুলিশ সুপার। আরেকটাতে ওলীদ এবং আবদুল মান্নান।

বিদায় গ্রানাডা

কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে সে সময়, আঁধার রাতের মুসাফির যখন মেজবান আর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল! কত দীর্ঘ সে কাহিনী, দু'টো শব্দ 'খোদা

হাফেজে' যা নিঃশেষ হয়েছিল। তারপর সে লগ্ন- এক পা গাড়ীর পাদানিতে রেখে শেষবারের মত বদরিয়ার দিকে তাকিয়েছিল সালমান। জীবনের কত হাসি আনন্দ, কত স্বপ্ন সঙ্গীত বুকে ধরে রেখেছিল :

'বদরিয়া! বদরিয়া! বদরিয়া!' উদাস কল্পনায় ডাকছিল ও। তীব্র গতিতে ছুটে চলা ঘোড়ার খুরের শব্দ আর টাংগার খটাখট শব্দের মাঝেও ওর কানে ভেসে আসছিল অনিরুদ্ধ কান্নার চাপা শব্দ। হঠাৎ মনে হল সাঈদ তাকে ডাকছে। চমকে উঠল সালমান। ফিরে এল বাস্তবে। আনন্দ বেদনা ও স্বপ্নের দুনিয়া হারিয়ে গেল ওর দৃষ্টি থেকে।

ঃ 'ভাইজান,' সাঈদের কণ্ঠ। 'শহরের বাইরে ঘোড়া থাকলে আমরা গাড়ী ফেরত পাঠাব। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনার সাথে ঘোড়ায় সফর করতে একটুও কষ্ট হবে না। ওলীদ এবং জামিলকে তাড়াতাড়ি ইউসুফ সাহেবের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া দরকার। টাংগার কারণে আমাদের কল্যাণকামীরা কোন বিপদে জড়িয়ে পড়ুক তা আমি চাই না।'

ঃ 'আমরা সড়ক পর্যন্ত গাড়ীতেই যাব। এরপর তুমি যদি সওয়ারী করতে পার তবে তো আমরা অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যাব।'

ঃ 'ভাইজান, আমি কোনদিন অসুস্থ ছিলাম, এখন মনেও হয় না। আজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত তীর ছোড়ার অনুশীলন করেছি। আমার মনে হয়, এখন চলতি ঘোড়া থেকেও তীর ছুঁড়তে পারব।'

ঃ 'তোমার জন্য দুটো পিস্তল এবং তীর ধনু নিয়ে এসেছি। ওবায়দুল্লাহর বাড়ী থেকে তুমি আমার জিনিসপত্তর নিয়ে আসবে ভাবিনি।'

ঃ 'এর ব্যাপারে কি ভেবেছেন?'

ঃ 'ও আমাদের সব কিছু জেনে গেছে। ওকে ছেড়ে দেয়া বিপজ্জনক। যা করার আমরা শহরের বাইরে গিয়ে করব।'

ঃ 'দোহাই খোদার! আমার ওপর দয়া করুন।'

ঃ 'খামোশ!' গর্জে উঠল সালমান। 'তোমার মুখে দয়া শব্দটা শুনলে হামিদ বিন জোহরার আত্মা কষ্ট পাবে।'

ঃ 'জনাব,' অস্পষ্ট আওয়াজে বলল পুলিশ সুপার। 'হামিদ বিন জোহরার হত্যারীদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি সবার নাম বলব। খোদার কসম! মিথ্যা বলব না।'

ঃ 'দুনিয়ার প্রতিটি পাপীরই এমন সময় আসে, যখন মিথ্যের মাঝে কোন ফায়দা দেখতে পায় না। আমি যদ্দুর ভেবেছিলাম তুমি তার চেয়েও বজ্জাত। আচ্ছা তুমি ইয়াহিয়াকে চিনতে?'

ঃ 'জ্বী, কিন্তু সে তো নিখোঁজ।'

ঃ 'তাকে তোমার সামনে আনা হলে তার চোখে চোখ রেখে কি বলতে পারবে যে, হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই?'

পুলিশ সুপারের চোখের সামনে আর একবার নেমে এল মৃত্যুর অন্ধকার পর্দা।

টাংগার গতি মন্থর হয়ে এল। বাইরে উঁকি মেরে দেখল সালমান। আরেকটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে ফটকের সামনে। আবদুল মান্নান ক'জন পাহারাদারের মাঝে দাঁড়িয়ে এক অফিসারের সাথে কথা বলছে। দু'ব্যক্তি খুলছে গেটের পাল্লা। আবদুল মান্নান গাড়ীতে উঠে বসল। অফিসার ছুটে সালমানদের গাড়ীর কাছে এসে বললঃ 'জনাব, আপনারা নিশ্চিন্তে যেতে পারেন। ফটকের আশপাশে কোন পুলিশ পাবেন না। আমাদের মত ওরাও সংবাদ পেয়েছে যে দু'দিন পর গ্রানাডায় সালতানাতও থাকবে না, ফৌজ-পুলিশও থাকবে না। সড়কে আপনার সঙ্গীরা অপেক্ষা করছে। একটু সাবধান থাকবেন।'

অফিসারের সাথে মোসাফেহা করে ফটক পেরিয়ে গেল সালমান।

টাংগা থামল সড়কের ঢালুতে। ভাঙ্গা বাড়ীর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লুকিয়ে থাকা লোকেরা। পুলিশ সুপারকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল সালমান। এক লাফে নীচে নামল ও। ততোক্ষণে অন্য গাড়ীর সবাই নেমে পড়েছে। এগিয়ে এল ওসমান।

ঃ 'শেখ ইয়াকুবের গ্রাম থেকে দু'ঘন্টা পূর্বে আমি ফিরে এসেছি। তিনি পরের গাঁয়ে খবর দিয়েই চলে আসবেন। আপনাদের সাথে যাবেন সাঈদদের বাড়ী পর্যন্ত।'

ঃ 'জনাব, আপনার ঘোড়া এখানেই নিয়ে এসেছি।' আর একজন বলল।

ওলীদের দিকে ফিরল সালমান।

ঃ 'ওলীদ, এ ভাঙ্গা বাড়ীটায় ইয়াহিয়ার আত্মা পুলিশ সুপারের অপেক্ষা করছে। তাকে ওখানে নিয়ে যাও।'

তার পায়ের বাঁধন কেটে দিল জামিল। দু'জন দু'বাহু ধরে পুলিশ সুপারকে ভাঙ্গা বাড়ীর দিকে টেনে নিয়ে চলল। এতোক্ষণ বেঁচে থাকার ক্ষীণ আশা বুকে ছিল তার। শেষ সময় নিকটে দেখে কেঁদে উঠল সেঃ 'আমার ওপর রহম করুন। আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব। হামিদ বিন জোহরার হত্যাকারীদের নাম বলছি আপনাদের। আবুল কাশিমের শেষ চক্রান্তের কথা আপনারা জানেন না। পরশু গ্রানাডায় প্রবেশ করবে দুশমন। ছেড়ে দিন আমাকে, ওতবাকে ধরে আপনাদের হাতে তুলে দেব। আমায় ক্ষমা করুন। মাফ করুন আমায়। আমায় ছেড়ে দিন।'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পুলিশ সুপার। হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল তীব্র চিৎকার। ভাঙ্গা দালানের পলেস্তারা খসা ইটের ফাঁকে আটকে রইল সে আওয়াজ। এর পর সব নীরব, নিস্তব্ধ।

সালমান আবদুল মান্নানকে বললঃ 'গাড়ী নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। যারা ঘোড়া এনেছে তারাও যাবে তোমার সাথে।' নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললঃ 'আপনারাও জলদি ঘোড়ায় চড়ে বসুন। ওসমান থাকবে পঞ্চাশ ষাট কদম সামনে। বিপদের সম্ভাবনা

দেখলেই আমাদের খবরদার করবে।'

খানিক পর ভিন্ন পথে এগিয়ে চলল ওরা।

প্রধান সড়ক ছেড়ে শেখ আবু ইয়াকুবের গাঁয়ের রাস্তায় নামল ওরা। হঠাৎ সামনের দিক থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ঘোড়ার বাগ টেনে ধরল সালমান।

ঃ 'সম্ভবত শেখ ইয়াকুবের গ্রামের লোকেরা কোন বিপদের গন্ধ পেয়েছে।' ওসমান বলল 'খবরদার করছে আমাদের।'

ঃ 'তুমি পেছনে চলে যাও; ওদের বলবে সড়কের একদিকে সরে যেতে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে দিল ওসমান। দেখতে না দেখতে কতক সওয়ার সালমানের নিকটে এসে বললঃ 'দাঁড়ান, দাঁড়ান! সামনে বিপদ আছে।'

ওসমান কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলসঃ 'কি ব্যাপার ইউনুস?'

ঃ 'আপনাদের শত্রুরা সামনের গাঁয়ে এসে পৌছেছে।' বলেই সঙ্গীদের দিকে ফিরল ইউনুসঃ 'তোমরা ফিরে যাও। সঙ্গীদের বলবে আমি এদের সাথে আসছি।'

ওরা ফিরে গেলে ইউনুস সালমানকে বললঃ 'আপনি আবু ইয়াকুবের গাঁয়ের রোখ করুন। ওতবার লোকদের বেশ কিছু সময় আমরা ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করব। জলদি করুন। সড়ক থেকে দূরে গিয়ে সব কথা বলব।'

ঘোড়া ছুটিয়ে সংগীদের সালমান বললঃ 'তোমরা আমার অনুসরণ কর।'

দাওয়া

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা একটা বিধ্বস্ত বাড়ীর আড়ালে এসে দাঁড়াল। ইউনুস বলতে লাগলঃ 'আবু ইয়াকুবের গাঁ থেকে আমরা পাশের গাঁয়ে আসছিলাম। পথে পেলাম দু'জন সওয়ার। ওরা যাচ্ছে শেখ আবু ইয়াকুবকে সংবাদ দিতে। সশস্ত্র কতক সওয়ার তার গ্রামে রাত কাটাবে। গ্রামের একটা ভাংগা বাড়ী দখল করেছে ওরা। এসেছে দক্ষিণ দিক থেকে; সন্ধ্যার দিকে পুল পেরিয়ে ভাংগা কেল্লায় প্রবেশ করেছে। গ্রামের লোকেরা ভেবেছে চোর-ডাকাত।

গ্রামের প্রান্ত ঘুরে আমরা সড়কে পৌছুতেই ঘোড়ার হ্রেষা ভেসে এল। একটা বাগানে লুকালাম। ক'জন সওয়ারকে দেখলাম গ্রানাডার পথ ধরেছে। ভাবলাম আপনাদের সংবাদ দেয়া জরুরী; কিন্তু জাহাক বলল, ওদের সামনে ছুটে চললে ওরা

সন্দেহ করবে। সুতরাং ওদের এগিয়ে যেতে দিলাম। সড়কে পৌঁছেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম তীব্র গতিতে। সঙ্গী ভেবেই ওরা ঘোড়া থামিয়ে দিয়েছিল। চোখের পলকে তিনটা লাশ ফেলে দিলাম। পালাচ্ছিল বাকীরা। পিছু ধাওয়া করলাম। নেজা মেরে একজনকে হত্যা করল জাহাক। যখন সড়কে ফিরে এলাম, এক যখমী কার্ডিজের ভাষায় তার সংগীকে ডাকছিল। এরা যে ওতবার লোক আগেই তা বুঝেছিলাম। জাহাক এখন কয়েকজনকে নিয়ে সড়কে টহল দিচ্ছে; ও বলেছে, আপনাদের কাছে আসতে হলে দুশমনকে কতগুলো লাশ মাড়িয়ে আসতে হবে।'

ঃ 'সাঈদ!' সালমান বলল। 'আতেকা এবং মনসুরকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও। শেখ ইয়াকুবের বাড়ীতে আমাদের অপেক্ষা করবে। ওসমান যাবে তোমাদের সাথে।'

সাঈদ বিমূঢ়ের মত একবার সালমান একবার আতেকার দিকে তাকাতে লাগল।

ঃ 'যাও সাঈদ। অবাধ্য হয়ো না।' কঠোর শোনাল সালমানের কণ্ঠ। 'আতেকা, কি ভাবছ? এখানে কোন কিল্লা নেই। তুমি এক বাহাদুর বালিকা এর প্রমাণ দেয়ার দরকার নেই। আমার তূণীর শূন্য হয়ে গেলে তোমায় নিষেধ করব না। একটু পর জাহাক এখানে আসবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওতবাও পিছু নেবে তার। তার মোকাবিলা করতে তোমাদের সাহায্যের চেয়ে তোমাদের নিরাপত্তাই আমার বেশী নিশ্চিন্ত করবে। খোদার দিকে চেয়ে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না। যাও।'

ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

এবার সংগীদের দিকে ফিরল সালমান।

ঃ 'বন্ধুরা। আশপাশের বাড়ীতে তোমাদের ঘোড়াগুলো লুকিয়ে রাখো। দুশমনের সংখ্যা অনেক বেশীও হতে পারে। তোমাদের কোন তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে বিজয় আসবে হয়ত। রাস্তার পাশের বাড়ীর ছাদে উঠে বসো। গুলির শব্দ না পেলে তীর ছুঁড়বে না। ইউনুস! সড়কে গিয়ে তোমার ভাইয়ের অপেক্ষা কর। ওরা এলে এদিকে নিয়ে আসবে। খেয়াল রেখো ওরা যেন আমাদের ছাড়িয়ে যেতে না পারে। যত তাড়াতাড়ি দুশমনকে কাবু করতে পারব, ততই আমাদের জন্য মঙ্গল। সামনের পথের আশংকাও অনেকটা কমে যাবে। ওতবাকে ঐ বাড়ীগুলোর পেছনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো।'

ঃ 'আমি বুঝেছি জনাব।' বলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ইউনুস। প্রায় দশ মিনিট পর দু'ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে ফিরে এল সে। ওদের পেছন থেকে ভেসে এল ধাওয়াকারীদের ঘোড়ার খুরের শব্দ।

সাতজন সওয়ার তীব্র গতিতে চলে গেল বাড়ীর আড়ালে। এর পর বিরাট এক সওয়ার দল এগিয়ে এল। বিশ-পঁচিশ জন তীরের আওতায় আসতেই গুলি ছুঁড়ল সালমান। শুরু হল তীর বৃষ্টি। বারবরী, স্পেনিশ এবং আরবী ভাষায় চিৎকার দিল ওরা। সামনের সংগীরা ঘুরতে চাইল কিন্তু অন্ধকারে হুড়মুড় করে পড়ল পেছনের ঘোড়ার উপর। কেউ কেউ পালিয়ে যেতে চাইল। গাঁয়ের শেষ বাড়ীটায় লুকিয়ে থাকা সওয়াররা

তীর বর্ষাতে লাগল। কয়েকজন মাত্র পালাতে পারল। অন্ধকারে ওদের সঠিক সংখ্যা জানা ছিল অসম্ভব। দু'মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল লড়াই। এবার নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এল সালমান। সঙ্গীরা জমায়েত হল চারপাশে। ও বললঃ 'লাশগুলো গোণার দরকার নেই। শুধু আহতদের কষ্ট দূর করে দাও।'

ঘোড়ার বলগা টেনে সালমানের কাছে এল এক ব্যক্তি।

ঃ 'জনাব আমি জাহাক। কয়েকজন পালিয়ে যেতে চাইছিল। আমরা ওদের তিনজনকে কোতল করে দিয়েছি। সম্ভবত একজন আহত। অনুমতি পেলে সামনে এগিয়ে যাব।'

ঃ 'আমাদের সংগীরা আবু ইয়াকুবের গাঁয়ে পৌঁছে গেছে। দু'একজনকে নিয়ে এত মাথা ব্যথা নেই। হয়ত এদিক-ওদিক পালানোর চেষ্টা করবে ওরা!'

হঠাৎ গুলীর শব্দ ভেসে এল। তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সালমান বললঃ 'জাহাক, আমার সাথে আসতে পার। অন্যরা কাজ শেষ করে ধীরে সুস্থে আসবে। সম্ভবত একাজ আমাদের লোকদের। ভুল করে না আমাদের উপরই তীর ছুঁড়ে বসে।'

ওসমানকে ডাকতে ডাকতে বস্তির দিকে এগিয়ে চলল ওরা। খানিক দূর থেকে ভেসে এল ওসমানের আওয়াজ ঃ 'জনাব আমি এখানে।' আতেকা এবং তার সংগীদের দেখা গেল টিলার ওপর। ওদের কাছে দুটো লাশ পড়ে আছে। কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

ক্ষীণ কণ্ঠে আতেকা বললঃ 'ভাইজান আমাদের বেকুব বলতে পারেন। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে আমরা কোথায় যাব? আমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত হব যে, অনাগত প্রভাত ভয়াল রাতের অন্ধকারের চেয়েও ভয়ংকর হবে না? আর হামিদ বিন জোহরার সন্তান এবং নাতিকে কি করে বোঝাব যে, তাদের চির কল্যাণকামীর জন্য অপেক্ষা না করে পালিয়ে যেতে হবে?'

'গ্রানাডা কন্যা' যার উপাধি, অল্প বয়েসী এ মেয়েটা ফুলে ফুলে কাঁদছিল।

ঃ 'আতেকা।' ধরা আওয়াজে বলল সালমান। 'তোমায় আমি বেকুব বলতে পারি না। হায়, এ অশ্রু রাশি যদি এ বদনসীব কওমের পাপ মুছতে পারতো! সাঈদ! রাগ করতে পারি না তোমায়। কিন্তু তুমি তো আমার এ উৎকণ্ঠার কারণ বোঝ!'

সাঈদ বললঃ 'ভাইজান, শেখ আবু ইয়াকুবের গ্রামে যাওয়া অথবা পথে কোথাও লুকিয়ে থাকা তো আমাদের জন্য সমান। আমরা টিলার পেছনে চলে গেলাম। কিন্তু সামনে যেতে বেঁকে বসল মনসুর। এতে হয়তো কোন কল্যাণ ছিল। এ দু সওয়ারের পায়ের শব্দ পেয়ে ওসমানকে দিয়ে দিলাম আমাদের ঘোড়া। রাস্তার পাশে গিয়ে লুকালাম একটা পাথরের আড়ালে। পিস্তল ছোঁড়ার পূর্বে আমাদের নিশ্চিন্ত হতে হয়েছে যে, এরা আমাদের লোক নয়। দু'জনের একজন পূর্বেই যখমী হয়েছিল। ঘোড়া থামিয়ে ও সংগীকে কার্ডিজের ভাষায় কিছু বলছিল। ওরা ছিল এত নিকটে, পাথর মেরেও ফেলে

দিতে পারতাম।'

ঃ 'সাঈদ আমরা একটা বড় বিজয় লাভ করেছি। বিজয়ের কারণ এই নওজোয়ান। কি বলো জাহাক? আমি তোমার শোকর গোজারী করছি। তোমার কাছে এতটা আশা করিনি।'

ঃ 'জনাব, এ ছিল আমার কর্তব্য। একটা মানুষ খারাপ হতে পারে। কিন্তু আপনার মত ব্যক্তির অকৃতজ্ঞ হতে পারে না।'

ঃ 'এবার তোমার কর্তব্য শেষ হয়েছে।'

ঃ 'এ আপনার মহানুভবতা। কিন্তু আমার একটা ছোট্ট দরখাস্ত আছে।'

ঃ 'কি তোমার সে ছোট দরখাস্ত?'

ঃ 'ইউনুস এবং আমি আমার স্ত্রীসহ আপনার সাথে যেতে চাই।'

ঃ 'আমরা কোথায় যাচ্ছি জান?'

ঃ 'প্রয়োজন নেই।'

ঃ তোমার বাবা?'

ঃ 'তারও ইচ্ছে আমরা আপনার সাথে যাই।'

ঃ 'কিন্তু তিনি তো আবু ইয়াকুবের গ্রামে থাকতে পারবেন না।'

ঃ 'পার্বত্য এলাকায় আমাদের আগের মুনীবের একটা বাড়ী আছে। তবে সফর করতে পারলে আমাদের সাথেই নিয়ে যাব।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। তোমার কোন দরখাস্ত রদ করব না। এবার গিয়ে তোমার স্ত্রীকে তৈরী হতে বলো। ওসমান, তুমিও যাও। আবু ইয়াকুবকে বলবে রাতের মধ্যেই আমরা এক মঞ্জিল এগিয়ে যাব। এ মুহূর্তে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। গ্রানাডা থেকে আসা ভাইদের আর সামনে যেতে হবে না।'

সালমানের বাকী সঙ্গীরা আসতেই আবু ইয়াকুবের গ্রামের পথ ধরল ওরা। গাঁয়ের লোকজন নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়েছিলেন আবু ইয়াকুব। ঘোড়া থেকে নেমে এল সালমান। শেখ ইয়াকুবের সাথে মোসাফেহা করে গ্রানাডা থেকে আসা লোকদের বললঃ 'বন্ধুরা! আমরা এখন সাঈদদের বাড়ী যাচ্ছি। এখান থেকেই পাহাড়ী পথে এগিয়ে যাব। তোমরা তাড়াতাড়ি গ্রানাডায় ফিরে যাও। আমাদের সাথে টাংগায় যারা এসেছিল, তাদের বলবে, আমরা পরিকল্পনা পাল্টে ফেলেছি। এখন সময় নষ্ট করো না। তোমরা রওয়ানা করো।'

ঘোড়ায় চেপে বসল ওরা। 'খোদা হাফেজ' বলতে বলতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। নিঝুম রাতের স্তব্ধতা ভাংছিল ওদের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

ঃ 'বেটা' সালমানের কাঁধে হাত রেখে শেখ ইয়াকুব বললেন, 'কোন কোন মেহমানকে বিদায় দিতে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু দু'চার মিনিটও তোমার সাথে কথা বলতে পারছি না। তোমার সংবাদ পেয়েই একজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। সামনের গ্রামের

লোকেরা আগে ভাগেই যেন প্রস্তুত হতে পারে। জাহাক এবং ইউনুস ছাড়াও গাঁয়ের আরো চার ব্যক্তি যাবে তোমার সাথে। খুব সতর্কতার সাথে পাহাড়ের চড়াই উতরাই পেরোতে হবে। সাঈদকে নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু কি আর করা যাবে। কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ পাবে পরের মনজিলে। সামনে চলতে গিয়ে হামিদ বিন জোহরার ছেলে আর নাসিরের বেটির জন্য কাউকে দু'বার ডাকতে হবে না।'

বৃদ্ধ সর্দারের কাছে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসল সালমান।

নিরাণ কিল্লার চত্বরে আগুন পোহাচ্ছিল ওতবা এবং তার সংগীরা। হঠাৎ কোণের বুরুজ থেকে শব্দ এলঃ 'জনাব, একজন সওয়ার আসছে।'

ঃ 'আসতে দাও।'

ভেতরে ঢুকেই লোকটি বললঃ 'জনাব, আমাদের সওয়াররা গাঁ থেকে কোথায় চলে গেছে। ওদের খোঁজে তিনজনকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ঃ 'গ্রামের লোকেরা ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কেউ আমাদের সাথে কথা বলছে না।'

ঃ 'এ কি করে সম্ভব! ওদের কঠোরভাবে বলেছিলাম, রাস্তা টহল দেয়ার জন্য ছ'সাত জনের বেশী প্রয়োজন নেই।'

ঃ 'জনাব,' এক ব্যক্তি বলল, 'হয়তো কোন ভাংগা বাড়ীতে ঘুমিয়ে আছে।'

সওয়ার বললঃ 'তুমি কি সবাইকে তোমার মতই বেকুব মনে কর? প্রত্যেকটা বাড়ীর সামনে গিয়ে আমি ডেকেছি।'

ঃ 'তুমি যাদের খোঁজছো ওরা এদিকেই আসবে।' কার্ডিজের ভাষায় ওতবাকে বলল একজন।

ক্রুদ্ধ স্বরে ওতবা বললঃ 'কি বাজে বকছ। তোমাদের বলিনি, গ্রানাডায় আমাদের ফৌজ প্রবেশ করছে শহরের সবাই তা জানে। এ পরিস্থিতিতে আমার বাড়ীতে হামলাকারীরা কি এক মুহূর্ত ওখানে থাকবে?

ঃ 'গ্রানাডা থেকে বেরোবার তো অনেক পথ আছে।'

ঃ 'রাতে পালিয়ে গেলে নিজের গ্রাম ছাড়া আর যাবে কোথায়?'

ঃ 'তাহলে তাদের গ্রামে হামলা করলে ভাল হত না?'

ঃ 'এ কাজ নিজের দায়িত্বে করলে আমার আপত্তি নেই। তার এক ডাকে গাঁয়ের হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হবে। তবে দু'দিন বাদে এ এলাকা হবে আমার। ওরা হবে করুণার ভিখিরী। তখন সর্দারের বাড়ী ঢুকতেও কোন বাধা থাকবে না। এখন চুপ করে বসে থাকো।'

চঞ্চল হয়ে পায়চারী শুরু করল ওতবা। ঘন্টা খানেক কেটে গেল এভাবে। সঙ্গীদের রওনা করার নির্দেশ দেবে এমন সময় চিৎকার করতে করতে এক সওয়ার এল। হতভম্বের মত তার মুখে ঘটনা শুনতে লাগল ওতবা।

ঃ 'জনাব, এ এলাকা যে দুশমনে ভরা আমরা জানতাম না। তিন-চারজন ছাড়া বাকী সবাইকে ওরা হত্যা করেছে।'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল ওতবার চেহারা। রাগে ঠোঁট কামড়ে বললঃ 'সে গ্রাম থেকে তোমাদের ওপর হামলা করা হয়েছিল?'

ঃ 'না, গাঁ থেকে একটু দূরে।'

ঃ 'বেকুব, ওরা কি সব গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল?'

ঃ 'না জনাব, আপনার নির্দেশ মত টহল দেয়ার জন্য একটি দল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু গ্রাম থেকে কিছু দূরে ওৎ পেতে বসেছিল দুশমন। আমাদের চারজনকে হত্যা করল ওরা। দু'জন ফিরে এসে বলল হামলাকারীরা ছ'সাত জনের বেশী নয়। আমরা ওদের ধাওয়া করলাম। চলে গেলাম সেখানে, যেখানে এখন আমাদের লাশের স্তূপ পড়ে আছে।

দুশমনের ব্যূহ ভেদ করে দু'জনকে আমি পশ্চিম দিকে যেতে দেখেছি। একজন ছিল যখমী। ঘোড়া থেকে পড়ে গেল সে। তাকে রেখে সাথে সাথে আসতে পারিনি। আমার ঘোড়ায় করে এক ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেলাম তাকে। ততোক্ষণে ওর শরীর শীতল হয়ে গেছে। ফিরে আসার সময় অনেক দূরে ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেছি।'

ঃ 'ওরা দুশমন, রাতের আঁধারে কিভাবে বুঝলে?'

ঃ 'আমাদের লোকেরা দুবার গাধামী করতে পারে না। হত্যাকারীরা যে গ্রানাডার পথ ধরেছে, ঘোড়ার পায়ের শব্দেই তা বুঝেছি।'

ঃ 'ফিরতি পথে তুমি কাউকে দেখেছ?'

ঃ 'না। আমি সোজা পথে না এসে অনেকটা ঘুরে পুল পেরিয়ে এসেছি।'

নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। ওতবা বললঃ 'তোমাদের প্রত্যেককে ত্রিশটা করে মুদ্রা দেব বলেছিলাম। কথা দিচ্ছি, এখন তোমাদের ষাটটা করে মুদ্রা দেব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাদের আমরা খুঁজছি ওরা ফিরে যায়নি। হয়তো আমাদের আসার পূর্বেই সামনে চলে গেছে।'

সূর্য উঠি উঠি করছে। এক সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করছিল সালমান এবং তার সংগীরা। পেছনে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পাহাড়-পর্বত আর গভীর খানা-খন্দে ভরা। পরিশ্রান্ত ঘোড়া। ধীরে ধীরে পা ফেলছিল গোড়াগুলো। প্রচন্ড শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছিল সওয়াররা। ঘোড়ার জীনে মাথা ঝুঁকিয়ে বসেছিল সাঈদ।

সালমান পিছন ফিরে বললঃ 'সাঈদ, ভাল আছ?'

ঃ 'আমি বিলকুল ঠিক।' মাথা তুলে জবাব দিল সাঈদ।

আরেক দিকে ফিরল সালমানঃ 'জাহাক, রাস্তাটা খুব খারাপ। তুমি নেমে এদের ঘোড়ার বাগ হাতে নাও।'

জাহাক ঘোড়া থেকে নেমে নিজের ঘোড়ার বলগা তুলে দিল ইউনুসের হাতে। এগিয়ে সাঈদের ঘোড়ার বাগ হাতে নিল ও। সামিয়া আসছিল আতেকার পেছনে। ও ঘোড়াসহ এগিয়ে বললঃ 'প্রচন্ড শীত। আপনি আমার শালটা নিন।' এ নিয়ে দ্বিতীয় বার আব্দার করল সামিয়া।

ঃ 'না সামিয়া। তোমার শাল তোমার কাছেই থাক। আমার দু'টোর দরকার নেই।'

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে এক সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে নামতে লাগল ওরা। এভাবে চলল ঘন্টা খানেক। সামনেই কৃষক আর রাখালদের বস্তি। বস্তি থেকে বেরিয়ে ওরা সালমানদের অভ্যর্থনা জানাল। দু'ঘন্টা আগেই সর্দারের কাছে পৌছে ছিল সালমানদের আগমনের খবর।

প্রচন্ড শীতে কাহিল হয়ে পড়েছিল সাঈদ। ঘোড়া থেকে নেমে মেজবানের ঘরে যেতে পা কাঁপছিল ওর। সাহায্য করল সালমান। বগলের নীচে হাত দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল ঃ 'সাঈদ, আমাদের কষ্টের পথ শেষ হয়ে এসেছে। এখানে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করতে পারবে। ইন্‌শাআল্লাহ এর পর আমরা নিশ্চিন্তে সফর করতে পারব।'

ঃ 'হামিদ বিন জোহরার সাহেবজাদা কে?' সর্দার প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'ও। এখনো শরীর ঠিক হয়নি।'

এগিয়ে সাঈদকে আলিঙ্গন করলেন সর্দার।

খাওয়ার ব্যবস্থা হল। আতেকা এবং সামিয়া অন্য সব মহিলাদের সাথে বসল। অপর কক্ষে বিছানো হল বড়সড় দস্তরখান। মেহমানরা ছাড়াও খেতে বসল গাঁয়ের আরো কয়েক ব্যক্তি।

মনসুরকে খুশী খুশী দেখাচ্ছিল। ও বসেছিল মামার সাথে। খাওয়া শেষে মেজবান সংগীদের বললেনঃ 'মেহমানরা পরিশ্রান্ত। তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করো।'

শুকনো ঘাসের ওপর চাটাই বিছানো। তাতেই বিছানা পেতে দেয়া হল। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সালমান বললঃ 'একটু বিশ্রাম করলেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। রাত হওয়ার পূর্বেই অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

ঃ 'অনেক সময় আছে।' সর্দার বললেন। 'আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারেন। এখানে কোন ভয় নেই। বস্তির সবক'টা পথ আমাদের লোকেরা পাহারা দিচ্ছে। আকাশটাও মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে। বৃষ্টি না হলে তুষার ঝরতে পারে।'

শেখ ইয়াকুবের গাঁ থেকে আসা লোকদের দিকে তাকাল সালমান।

ঃ 'আপনারাও খানিক বিশ্রাম করে নিন। দুপুরের দিকে এখান থেকে রওয়ানা হবেন।'

ঃ 'জনাব', একজন বলল, 'আপনি নিরাপদে এখানে পৌছেছেন, তা শোনার জন্য

আমাদের সর্দার উদগ্রীব হয়ে আছেন। আমাদের এজাযত দিন।'

ওদের বিদায় করতে সর্দারের সাথে বেরিয়ে এল সালমান। ইউনুস এবং জাহাকও এলো তার সাথে। ঘোড়ায় চেপে ফিরে গেল ওরা। জাহাক সর্দারকে বললঃ 'অন্য সব চাকরদের সাথে আমরাও বাইরে থাকব।'

ঃ 'জাহাক', সালমান বলল, 'সবার থাকার জন্য ঐ কক্ষটাই যথেষ্ট।'

ঃ 'না, জনাব আমি গোস্তাকী করতে পারব না। তাছাড়া আমাদের কাউকে তো জেগে থাকতেই হবে।'

সর্দার এক ব্যক্তির সাথে ওদের পাঠিয়ে দিলেন। সালমান ফিরে এসে দেখল ওসমান এবং সাঈদ গভীর ঘুমে অচেতন। মনসুর শুয়ে শুয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। সালমানকে দেখে ও বলল ঃ 'চাচাজান, ডাক্তার শোবার পূর্বে মামুজানকে যে ঔষধ খেতে বলেছেন সে ঔষধগুলি আতেকা খালাম্মার কাছে। আমি নিয়ে আসি?'

ঃ 'না, থাক। এখন তোমার মামাকে জাগানো ঠিক হবে না।'

সালমান শুয়ে পড়ল এক পাশে।

ঃ 'চাচাজান,' সালমানের পাশে এসে শুয়ে মনসুর বলল, 'আসমাকে বলেছি আমি বড় হলে জাহাজ চালাব। তখন গ্রানাডা আসব। ও বলে কি, খৃষ্টানরা আমাদের ধরে নিয়ে গেলে কি করবে? আমি তাকে বলেছি, সালমান চাচার মত বড় জাহাজ চালক হয়ে দুশমনের সব জাহাজ বরবাদ করে দেব। কিন্তু ও কাঁদছিল। তার আম্মাজানের চোখেও দেখেছি পানি। আতেকা খালাম্মা বলেছেন, আসমার আম্মা ফেরেশতার মত। তিনি মামুজানের জীবন বাঁচিয়েছেন। চাচাজান, গ্রানাডায় তার কোন অসুবিধা হবে নাতো?'

মনের গভীরে এক না বলা ব্যথা অনুভব করল সালমান। ধরা আওয়াজে ও বললঃ 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন তুমি বড় জাহাজ চালক হবে। আসমা তোমায় নিয়ে গর্ব করবে তখন। এখন ভাল ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়।'

নীরব হয়ে গেল মনসুর। কতক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে গেল এক সময়। পাশের কক্ষে শুয়েছিল আতেকা ও সামিয়া। সামিয়া অনুচ্চ আওয়াজে বললঃ 'আপা, আপনার পা টিপে দেব?'

ঃ 'না, সামিয়া। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। আমাদের পরবর্তী মঞ্জিল আরো কষ্টকর।'

ঃ 'খোদার কসম আপা, আপনি সাথে থাকায় কদ্দুর সফর করেছি টেরও পাইনি। আপনি জানেন না, যখন শোনলাম আপনারা আমাদের সাথে নেবেন কি খুশী লেগেছে। সবাইকে তা বলেছিও।'

ঃ 'কি বলেছিলে?'

ঃ 'বলেছি, আমি এক শাহজাদীর পরিচারিকা হয়ে যাচ্ছি।'

মনে একটা ধাক্কা খেল আতেকা। বললঃ 'সামিয়া, তুমি ভুল বলেছ। তোমার বলা

উচিৎ ছিল যে, স্পেনের এমন এক বদনসীব মেয়ের সংগী হয়ে যাচ্ছি, নিজের জন্মভূমির জমিন যার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে।'

এর পর আর কিছু বলার সাহস পেল না সামিয়া।

কিসের যেন শোরগোলে গাঢ় ঘুমটা ভেংগে গেল সালমানের। সাঈদ ও মনসুর তখনো ঘুমিয়ে। সাঈদের কপালে হাত দিয়ে দেখল কিছুটা গরম। বাইরে বৃষ্টি। ও ভাবল, এ অসুস্থ শরীর নিয়ে সাঈদ কী ভাবে সফর করবে? দুশ্চিন্তায় ভরে গেল ওর মন। বরফপাত শুরু হলে তো যাওয়াই যাবে না।

দেউড়িতে গেল ও। ওজুর পানি দিতে বলল নওকরকে। ওজু শেষে ফিরে এল কামরায়। আসর নামাজ শেষ করে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

পাশ ফিরে চোখ খুলল সাঈদ। উঠে বসল তাড়াতাড়ি।

ঃ 'সম্ভবত অনেক ঘুমিয়েছি। আপনি আমায় জাগাননি কেন? সন্ধ্যার পূর্বেই কয়েক ক্রোশ এগিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল।'

ঃ 'সাঈদ, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বরফপাতও শুরু হতে পারে। তোমার শরীর এখন কেমন?'

ঃ 'আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। বরফ বৃষ্টির মাঝেও কয়েক মাইল সফর করতে কোন কষ্ট হবে না।'

পাশের কক্ষের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল আতেকা। সাঈদের হাতে এক পুরিয়া ঔষধ দিয়ে বলল ঃ 'হঠাৎ আমার মনে পড়েছিল। এসে দেখি তুমি ঘুমোচ্ছ। ডাক্তারের কঠোর নির্দেশ, ঔষধ সেবনে বিরতি দেয়া যাবে না। আমি দুধ আনছি।'

বেরিয়ে গেল আতেকা। একটু পর ফিরে এল গরম দুধ নিয়ে। ঔষধ খেয়ে দুধ পান করছিল সাঈদ। গেটের দিককার দরজায় টোকা মারল কে যেন। দরজা খুলে দিল সালমান। সর্দার দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি বললেন ঃ 'আমি বলতে এসেছি , এ আবহাওয়ায় সফর করতে পারবেন না। আগামী দিন আবহাওয়া ভাল থাকলে আপনাদের ধরে রাখব না। আজ কোন অবস্থাতেই ঘর থেকে বেরোনো যাবে না।'

ঃ 'ধন্যবাদ। আমরা কিন্তু আগে থেকেই ভেবে রেখেছি যাব না।'

সর্দার ফিরে গেলেন। সাঈদ বলল ঃ 'ভাইজান, আমার কেবলি মনে হয়, আমরা মৃত্যুর ভয়ে পালাচ্ছি।'

ঃ 'না সাঈদ! আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন। আমার বিশ্বাস, এখন তোমার কোন ভয় নেই।'

ঃ 'কোন কওম বরবাদ হয়ে গেলে এক ব্যক্তির বেঁচে থেকে কি লাভ?'

ওরা নীরবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। নীরবতা ভাঙ্গল সালমান।

ঃ 'সাঈদ! ক'দিন পূর্বেও ভাবতে পারিনি, অল্প ক'জনের পাপে গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ঃ 'এ অল্প ক'জন আমাদের সবার পাপের প্রতিমূর্তি। সব পথেরই শেষ আছে। শত শত বছর ধরে যে পথে আমরা এগিয়েছি, তার আখেরী মনজিল তো এই। এ মুসিবত আমাদের অজান্তে আসেনি। বরং এক পা দু পা করে আমরা এ মনজিল পর্যন্ত পৌঁছেছি। এ আগুন জ্বালাতে কাঠখড়ি জোগাড় করেছি নিজের হাতে।

স্পেনে আমাদের উত্থান পতনের ইতিহাস আট শো বছরের। আমরা জানি, যতদিন সিরাতুল মুস্তাকীমে ছিলাম, কত সুখ ছিল। যখনি মুখ ফিরিয়ে নিলাম সে শান্তির পথ থেকে, বিপদের সাগরে ডুবে গেলাম। যখন আমরা ছিলাম একটা জাতি, একই কেন্দ্র ছিল আমাদের আর ছিল এক পতাকা, জাবালুত্তারেক থেকে স্পেনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখেছি আল্লাহর অফুরন্ত সাহায্য। কিন্তু বৃক্ষ থেকে কাটা ডাল ঝড়ো হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাবেই। যে দালানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, সামান্য ভূকম্পনই তাকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারে। আমরাই রচনা করেছি আমাদের কবর। আত্মিক আধ্যাত্মিক আর নৈতিক অবক্ষয়ের চরমে পৌঁছেছি আমরা।'

নীরব হয়ে গেল সাঈদ। সালমান অনেকক্ষণ অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তার মনে হল, হামিদ বিন জোহরার বিদেহী আত্মা হঠাৎ এই যুবকের মধ্যে এসে ভর করেছে।

শেষ রাতে বৃষ্টি থামতেই ওরা রওনা করল। ওদের সংগী হল গাঁয়ের তিনজন ঘোড়সওয়ার। পায়ে হেঁটে চলল চারজন। সাঈদকে একটা ওভার কোট দিলেন সর্দার। সকালের নাস্তা দিলেন এক সওয়ারের কাছে।

এক মাইল পর শুরু হল পাহাড়ের চড়াই। ধীরে ধীরে পা তুলছিল ঘোড়াগুলো। সাঈদ এবং মনসুরের ঘোড়ার বলগা ধরে রেখেছিল গ্রামের পায়ে হেঁটে আসা লোকেরা।

এভাবে ঘন্টা দুই সফর করে এক পাহাড়ের শৃংগে আরোহণ করল ওরা। সামনে আরেকটা চূড়া। মাঝখানে গভীর খাদ। নীচের চেয়ে ওপর দিকে খাদের পরিসর অনেক সংকীর্ণ হয়ে এসেছে বিপদজনক ভঙ্গিতে। তারপরই আবার চড়াই শুরু হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে ঘোড়ার পা ফসকে যেতে পারে। একবার পা পিছলে গেলে গভীর খাদে পড়া ছাড়া নিস্তার নেই। সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছিল ওরা। তিন মাইল চলার পর পাহাড়ের দূরত্ব কমে এল পঞ্চাশ ফিটে। দড়ির তৈরী পুল দেখা যাচ্ছে সামনে। এবার পথ অনেকটা চওড়া। গিরিখাত থেকে ভেসে আসছিল পানির কলকল শব্দ।

পুলের কাছে পৌঁছে সালমান যে লোক তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে জিজ্ঞেস করলঃ 'সে গ্রামটা আর কত দূরে?'

ঃ 'জনাব, পাহাড় পার হয়ে একটু নীচে যেতে হবে। সামনের পথ ভাল। পুল দিয়ে ঘোড়া পার হতে পারলে আমাদের এতটা পথ ঘুরতে হতো না। পাহাড়ী নদীর ওপারে

তিন-চার মাইল পর সে গ্রাম। সকাল নাগাদ আমরা পৌঁছতে পারব।'

মাইল তিনেক চলার পর খাদের শেষ প্রান্তে পর্বত চূড়ায় দৃষ্টি ফেলল সালমান। আবছা দেখা গেল ক'জন সওয়ার। ঘোড়ায় গতি উল্টো দিকে ফেরানোর হুকুম দিল সালমান। ওরা আবার ফিরে এল রশির পুলের কাছে।

এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে সালমান বললঃ 'সাঈদ, তুমি তাড়াতাড়ি পুল পেরিয়ে যাও। ঘোড়া এপারে থাক। আমি পাহাড় চূড়ায় ক'জন সওয়ার দেখেছি। এক ঝলক মাত্র। এরা কারা, কি চায়, খুব শীগগীরই জানতে পারব।

আমার আওয়াজ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা নিঃশব্দে লুকিয়ে থাকবে। ওসমান তুমিও ওদের সাথে যাও। আতেকা, জীবনে হয়ত প্রথম এবং শেষবার তোমায় এই হুকুম দিচ্ছি।'

ঃ 'এসো আতেকা,' পুলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল সাঈদ।

গ্রানাডা কন্যা অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল সালমানের দিকে। এরপর মনসুরের হাত ধরে সাঈদের পেছন পেছন চলল। তাদেরকে অনুসরণ করল সামিয়া এবং ওসমান।

গ্রামের এক যুবক সালমানকে বললঃ 'ওপারে পাথর স্তূপের আড়ালে একটা গুহা আছে। আপনি বললে ওদের সেখানে পৌঁছে দেব।'

ঃ 'কত দূর?'

ঃ 'বেশী দূরে নয়। ঐ তো ওখানটায়। ঘন ঝোপ ঝাড়ের কারণে পথটা এখান থেকে দেখা যায় না। ওরা ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। ওদের পৌঁছে দিয়ে না ফিরে তুমি সামনের বস্তিতে সংবাদ পাঠাবে। দুশমনের লক্ষ্য কয়েক ঘন্টা আমাদের দিকে ফিরিয়ে রাখব। সাঈদকে বলবে যেন গুহা থেকে বের না হয়।'

তাড়াতাড়ি পুল পেরিয়ে সাঈদদের কাছে পৌঁছল নওজোয়ান। এবার গাঁয়ের অন্যদের দিকে ফিরল সালমান।

ঃ 'তোমাদের দু'জন ঘোড়াগুলো পেছন দিকে নিয়ে যাও। এরা সংকীর্ণ পথে এদিক ওদিক পালাতে পারবে না। অন্যরা এসো আমার সাথে।'

সালমানরা পুল থেকে একটু দূরে গিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। ত্রিশ চল্লিশ ফিট উঠে লুকিয়ে পড়ল পাথর আর ঝোপের আড়ালে। প্রায় দেড়শো ফিট উঁচুতে পাথরের ওপর উবু হয়ে শুয়ে পড়ল জাহাক।

এক ঘন্টা পর্যন্ত নীরবতা ছেয়ে রইল সমগ্র পরিবেশে। এক সময় একটা পাথরের টুকরা নীচে ফেলে জাহাক ওদের সতর্ক করে বললঃ 'ওরা আসছে।'

দশ মিনিট পর্যন্ত শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। সালমানদের তীরের আওতায় আসতেই ধপাধপ পড়ে গেল চারটা দেহ। অন্যরা গেল পিছিয়ে। একজনের ঘোড়ার পা

ফসকে পড়ে গেল গভীর খাদে। কিছু দূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। জাহাক চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ওরা ওপারে ইশারা করে কি যেন দেখাচ্ছে।'

ওপারে নজর করল সালমান। হঠাৎ শির শির করে উঠল ওর রক্ত।

মালভূমি থেকে ঝোপের আড়ালে আড়ালে নেমে আসছে ক'জন সওয়ার। তাড়াতাড়ি নামতে লাগল সালমান। সমগ্র শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললঃ 'খাদের ওপারে চলো। পুলের ওপারে চলো।'

মুহূর্তে ওরা ছুটে এল পুলের কাছে। হঠাৎ ভেসে এল গুলির শব্দ। পুল পেরিয়ে এল ওরা। যে চার দুশমন নীচের দিকে নামছিল ওরা উপরে উঠে যেতে লাগল। তীর ছুঁড়লো সালমান। গড়াতে গড়াতে পড়ে গেল একজন। সাঈদ ও আতেকাকে ডাকতে ডাকতে মালভূমির দিকে ছুটল সালমান।

ঃ 'ও ওদিকে, ওদিকে দেখুন। ওরা সবাই ওতবাকে ধাওয়া করছে।' ঝোপের আড়াল থেকে মাথা বের করে বলল সামিয়া।

উপরে নজর করল সালমান। উপর দিকে উঠার চেষ্টা করছে ওতবা। সাঈদ, ওসমান এবং মনসুর তার পেছনে। ওতবা এবং সাঈদ দু'জনই আহত, দেখেই বুঝে ফেলল সালমান।

ঃ 'আতেকা এখানে, ও যখমী।' চিৎকার দিয়ে বলল সামিয়া।

এক নজর আতেকার দিকে চাইল সালমান। ঝোপের এক পাশে পড়ে আছে ও। রক্তে ভিজে গেছে পোশাক। অশ্রুরা এসে ভিড় জমাল সালমানের চোখে। এবার পাগলের মত উপরে উঠতে লাগল ও। হৃদয় ফেটে বেরিয়ে আসছিল কান্না। কিন্তু ঠোঁট দুটো নিশ্চল।

প্রায় চল্লিশ গজ উপরে উঠে আর পারছিল না ও। খাড়াভাবে উঠে গেছে পাহাড়। প্রতিটি কদমই পিছলে যাচ্ছিল প্রায়। সালমান চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ওতবা, এবার তোমার রক্ষে নেই। ওসমান, মনসুর নীচে নেমে এসো।'

দ্রুত উপরে উঠতে উঠতে আবার বললঃ 'দাঁড়াও সাঈদ। আমি আসছি। এবার ওতবা বাঁচতে পারবে না। তুমি নেমে এসো।'

কিন্তু কোন জবাব দিল না সাঈদ। সমগ্র শক্তি দিয়ে উপরে উঠছিল ও। সাঈদ তখনো কয়েক ফিট নীচে ওতবার পা ধরে ফেলল সাঈদ। পা ঝাড়া দিয়ে ছুটতে চাইছিল ওতবা। কিন্তু পারল না। তাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়ল সাঈদের গায়ে। অকস্মাৎ হাত ফসকে গেল সাঈদের। পঞ্চাশ-ষাট গজ নীচের গিরিখাদে গড়িয়ে পড়ল দু'জন।

কিছুক্ষণ পর সাঈদের লাশ আতেকার পাশে শুইয়ে দিল সালমান। তার বুকে আর বাযুতে আগে থেকেই ছিল তিনটে যখম। পাহাড় থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল ওর হাড়গোড়।

তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আতেকা। ওর বুকের এক পাশে গেঁথে ছিল একটা তীর। সাঈদের লাশ দেখে দু'চোখ বন্ধ করে ফেলল ও।

সালমান তার পাশে বসল। হাত রাখল শিরায়। চোখ খুলল আতেকা। ধরা আওয়াজে বললঃ 'আমি জানতাম, জীবনের সফর আমাদের শেষ হয়ে এসেছে। আমাকে ছাড়া সাঈদ বেঁচে থাকতে পারে না। এখন আর কেউ আমাদের ধাওয়া করবে না। আমরাও কাউকে আর বিরক্ত করব না। আমাদের বোঝা আর বয়ে বেড়াতে হবে না কাউকে।'

এত কষ্টের মাঝেও আতেকার ঠোঁটে ঝুলেছিল এক চিলতে অনাবিল হাসি।

ঃ 'ওতবা তো পালিয়ে যেতে পারেনি? আমার গুলি ঠিক মতই লেগে ছিল। কিন্তু জালিমের জান বড় শক্ত।'

ঃ 'সে আর নেই আতেকা। তার থেতলানো লাশ দেখে এসেছি আমি। তোমার তীরে কানের ছেঁড়া চিহ্ন এখনো রয়েছে।'

ঃ 'সালমান! আমার ভাই!' সালমানের একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরল ও। 'আপনি এত মহৎ কেন ভাইয়া! সাঈদ বলতো, সালমানের এ উপকার, এ আত্মত্যাগের ঋণের বোঝা আর আমি বাইতে পারছি না।' হাতের বাঁধন কিছুটা আলগা করে আতেকা স্বগতোক্তি করলঃ 'সাঈদ, এবার তোমার বন্ধুকে বলতে পারো জিন্দেগীর সব ঝামেলা থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি।'

ওর ক্লান্ত দৃষ্টি ছুটে গেল মনসুরের কাছে। সামিয়া ধরে রেখেছিল তাকে। আবার ও দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল সালমানের দিকে।

ঃ 'ভাইজান, ভাইজান, দুনিয়ায় আপনি ছাড়া মনসুরের যে কেউ নেই! আপনি ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যান, ভাইজান। এখানেই আমাদের দাফন করে দিন।'

নিশ্চল হয়ে বসেছিল সালমান। স্থির, অচঞ্চল। যেন পাহাড়েরই একটা অংশ সে। আর পাহাড়িয়া ঝর্ণার মত তার দু'গাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল অশ্রু রাশি। ক্ষীণ হয়ে এল আতেকার নিঃশ্বাসের গতি। অতি কষ্টে অন্তিম শ্বাস টানল আতেকা। বললঃ 'ভাইজান, আমার শেষ ইচ্ছেটা কি আপনি জানেন?'

ঃ 'আতেকা।' বেদনা ঝরা শব্দ বেরিয়ে এল সালমানের কণ্ঠ থেকে। 'তোমার সব ইচ্ছে আমি পূরণ করব।'

ঃ 'তুর্কীদের জংগী জাহাজ যখন আসবে স্পেনের উপকূলে, আমার আত্মা তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। আর বদরিয়া ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে আপনার জন্য। তিনি এক মহিয়ষী নারী। ভাইজান, তাঁকে তো আপনি ভুলে যাবেন না?'

ঃ 'না, না আতেকা। তাকে কোনদিন ভুলব না।' কাঁপা আওয়াজে বলল সালমান।

ধীরে ধীরে আরো ক্ষীণ হয়ে এল আতেকার আওয়াজ। চোখ বন্ধ করে কতক্ষণ

নিশ্চল পড়ে রইল ও। হাই তুলল হঠাৎ। সাথে সাথে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। সাঈদের বুকের উপর মাথা রাখল আতেকা।

ঃ 'সাঈদ! সাঈদ, আমি তোমারই পাশে। সাঈদ! সাঈদ! সাঈদ!' শেষ বারের মত কেঁপে কেঁপে উঠল তার দেহ। ওর ক্ষীণ আওয়াজ হারিয়ে গেল পাহাড়ের উচুঁ নীচু খানাখন্দ আর চূড়ার দুর্বা ঘাসের জমাট বরফে।

ঃ 'আতেকা! আতেকা!'

অসহায়ের মত ওর নাড়িতে হাত রাখল সালমান। কিন্তু আঁধার রাতের মুসাফিরের সফর তখন শেষ হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াল সালমান। গায়ের জামা ছিঁড়ে ঢেকে দিল ওদের হিম শীতল দেহ দু'টো। কুয়াশা ঘেরা গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেল সালমান।

রাতের আঁধার ছেয়ে যাবার পূর্বেই সিরানুবিদার গাঁ থেকে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল দিনের ঝলমলে আলোরা। সালমান তখনো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। অতীত ও বর্তমানের জানালার পর্দা তুলে উঁকি মারছিল ও। মনে হল এক অপরিচিত শব্দ ভাসছে তার কানে।

ঃ 'মুনীব, মুনীব।'

কে যেন ডাকছে তাকে। ও ফিরে এল স্বপ্নের জগত থেকে। ওসমান তাকে ঝাঁকাচ্ছিলঃ 'এই দেখুন দুটো লাশ!'

ঃ 'ওরা কোন দিক থেকে এসেছিল?' চোখের পানি মুছল ওসমান।

ঃ 'জনাব, আমরা জানি না। আমরা ছিলাম গুহার ভেতরে। হঠাৎ ওরা গুহার সামনে এসে পড়ল। মনসুরের খালাম্মা এবং মামা তীর ছ'ড়ল। ঝোপ ঝাড়ের আড়াল হয়ে পিছু হটতে লাগল ওরা। আতেকা বলল, আমার পিতার হত্যাকারী জীবিত যেতে পারবে না। তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে গুহা থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

ওতবা আক্রমণের নির্দেশ দিল সংগীদের। তীর ছেড়ে তলোয়ার ধরল সাঈদ। হত্যা করল দু'জনকে। নিজেও যখমী হল। আতেকার গুলি লাগল ওতবার গায়। কিন্তু ঝোপের আড়াল থেকে তীর ছুড়ল ও। আরেক ব্যক্তি খঞ্জরের আঘাতে ফেলে দিল আতেকাকে। এবার আমি আর মনসুর বেরিয়ে এলাম। আতেকার হত্যাকারীকে তীর ছোঁড়লাম আমরা। তখনো ওদের দু'জন বেঁচে ছিল। একজনকে পাথর মেরে হত্যা করল সামিয়া। ছুটে পালাল ওতবা। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে সাঈদ পিছু নিল তার।'

অনেকক্ষণ নির্বাক বসে রইল সালমান। এর পর উঠে বুকের সাথে চেপে ধরল মনসুরকে। এতোক্ষণের অনিরুদ্ধ কান্না বেরিয়ে এল চোখ ফেটে।

গাঁয়ের ত্রিশ-চল্লিশ ব্যক্তি জমায়েত হল খানিক পর। সাঈদ ও আতেকাকে দাফন করল চিরদিনের জন্য। সূর্য চলে গেছে পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে। শেষ বারের মত শহীদদের প্রতি আঁসুর নজরানা দিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসল ওরা।

ঘোড়া এগিয়ে চলে। সালমানের আত্মা জুড়ে কান্নার দহন। দৃষ্টিরা বার বার ফিরে যায় পিছন দিকে। অশ্রুরা ডেকে বলে- বিদায় আতেকা! বিদায় সাঈদ! বিদায় হে গ্রানাডা কন্যা!

তার প্রতিটি নিঃশ্বাসে আত্মার রোদন। পাহাড়ের শেষ বাঁকে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় কাফেলা। পিছন ফিরে নিশ্চল দাঁড়িয়েই থাকে। এক সময় শহীদি আত্মার উদ্দেশ্যে আখেরী সালাম জানিয়ে সমতলের দিকে ফিরিয়ে ধরে ঘোড়ার মুখ।

পরদিন। সিরানুবিদার বরফে ঢাকা চূড়া পেরিয়ে গেল ওরা। ধীরে ধীরে ঢালু বেয়ে নেমে আসতে লাগল সাগর পাড়ের দিকে।

দুপুরে উপকূলের এক বস্তিতে প্রবেশ করল ওরা। লোকজনের সঙ্গে দেখা গেল আবদুল মালেককে। শেখ ইয়াকুবের গাঁয়ে না থেমে ভিন্ন পথে সে এসেছিলো। এ সময়ের মধ্যে দুশমনের জংগী জাহাজের তৎপরতা সম্পর্কে সে খোঁজ-খবর নিয়েছে। গ্রামের লোকেরা উষ্ণ আন্তরিকতার সাথে সালমানকে অভ্যর্থনা জানাল। দস্তরখানে বসে সালমান বললঃ 'তিন দিনের মধ্যেই আমাদের জাহাজ আসবে। ক'জন লোক নিয়ে পাহাড়ের কয়েক স্থানে আগুন জ্বালিয়ে দাও তুমি। আগুন এক স্থানে নিভে গেলে অন্য স্থানে জ্বলবে। এভাবে ভোর পর্যন্ত পর পর জ্বালাবে। পরের রাতে জ্বালাবে ভিন্ন পদ্ধতিতে। বিশেষ কোন কারণ না হলে আমাদের জাহাজ উপকূলে এসে ভিড়বে। পুরা সপ্তাহই সমুদ্রে ঘোরাফিরা করবে আমাদের জাহাজ।'

দৌড়ে ওসমান এসে বললঃ 'জনাব, জামিলের সাথে দুজন সওয়ার আসছে।'

বেরিয়ে এল সালমান। বস্তির সর্দারের বাড়ীর সামনে ঘোড়া থেকে নামল ওরা।

ঃ 'ভেবেছিলাম তুমি ইউনুসের সাথে থাকবে।' সালমান বলল।

ঃ 'আমাদের বলা হয়েছে, প্রথম কাফেলা আলফাজরা পৌঁছলে নারী এবং শিশুদের নিয়ে আমরা ভিন্ন পথে আপনার কাছে পৌঁছব। পাঁচজন মহিলা এবং এগার জন শিশু ছাড়াও আরো সাত ব্যক্তি আমাদের পেছনে আসছে।'

ঃ 'ওলীদ তোমাদের সাথে আসেনি?'

ঃ 'না, আলফাজরা পৌঁছেই তিনি কোন সিদ্ধান্ত নেবেন। ইউসুফ সাহেবের স্ত্রীও কাফেলার সাথে আসছেন।'

ঃ 'কাফেলা কবে নাগাদ পৌঁছবে?'

ঃ 'পরশু ভোর পর্যন্ত। আমাদের ভয় ছিল, জাহাজ আবার আমাদের রেখেই চলে না যায়। এজন্যই আপনাকে সংবাদ দিতে আমি এসেছি।'

ঃ 'দরকার ছিল না। তুমি ফিরে যাও। ওদেরকে পথে কোন নিরাপদ স্থানে থেমে যেতে বলবে। তবে উপকূলের খুব কাছাকাছি। জাহাজ এলে পর্বত চূড়ায় আগুন একবার জ্বলবে একবার নিভবে। তোমার ঘোড়া রেখে আমার ঘোড়া নিয়ে যাও।'

একটু পর রওয়ানা হয়ে গেল জামিল।

তিন দিন পর। উপকূলের কাছে নোঙ্গর ফেলল এক জংগী জাহাজ। সালমানকে নেয়ার জন্য জাহাজ থেকে একটা নৌকা এল পাড়ের দিকে।

খানিক পর জাহাজের অফিসার এবং মাল্লারা স্বাগত জানাল তাদের কাপ্তানকে। নীরবে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে রইল সালমান। নীরবতা ভাঙ্গল সহকারী কাপ্তান।

ঃ 'জনাব, কি খবর নিয়ে এলেন গ্রানাডা থেকে?'

একটা হোঁচট খেল সালমান। আলোচনার মোড় পাল্টাতে মনসুরের দিকে ইশারা করে বললঃ 'আমার সহকর্মী বন্ধুরা। আপনাদের একটা সুসংবাদ দিচ্ছি, যে মহান ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রানাডা গিয়েছিলাম, তার নাতি জাহাজী হবার শখ নিয়ে এসেছে। আশা করি আপনারা তাকে নিরাশ করবেন না। আর যে সম্মানিত ব্যক্তিদের আমার সাথে দেখছেন, তারা গ্রানাডার প্রতিনিধি হয়ে আমাদের কমোডরের কাছে যাচ্ছেন।

নারীদের এক ক্ষুদ্র কাফেলা একটু পেছনে রয়েছে। জাহাজের এক অংশ তাদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আমার এ সব মেহমানের যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়। জানি গ্রানাডার সংবাদ শোনার জন্য আপনারা খুব উদগ্রীব। কিন্তু ক্লান্ত মুসাফিরদের শ্রান্তি আগে দূর করা দরকার। প্রশ্নের জবাবে অশ্রু ছাড়া ওরা কিছুই দিতে পারবে না। আমার অবস্থাও তাদের চেয়ে ভিন্ন নয়।

এখন কোন লম্বা কাহিনী বলতে পারব না। শুধু এদ্দুর বলতে পারি, গ্রানাডা দুশমনের হাতে চলে গেছে।'

ভারী হয়ে গেল সালমানের কণ্ঠ। দারুণ উদ্বেগ নিয়ে সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রশ্ন করার সাহস পেল না কেউ।

সহকারী কাপ্তানকে কিছু নির্দেশ দিয়ে ধীরে ধীরে পায়চারী শুরু করল সালমান। সমুদ্র তীর ঘেঁষে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে লাগল জাহাজ। ঘন্টা তিনেক পর অন্য স্থানে নোঙ্গর ফেলল আবার।

মুসাফিরদের জন্য দু'টো নৌকা তীরের দিকে রওয়ানা হল।

ভোরের আলো ফুটে উঠছে। উপকূলের কয়েক মাইল দূরে আরশার জংগল। জংগলের দক্ষিণ পাশে পর্বতমালা। অপলক চোখে সে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল

সালমান। বহু দূরে ঐ পাহাড়ের পেছনের বিরাণ ভূমিতে ও ছেড়ে এসেছে সাঈদ ও আতেকার কবর।

গত দু'দিনে বার বার ওর ব্যথিত মন ছুটে গেছে সে কবরের পাশে। কত অশ্রু ঝরিয়েছে সংগীদের অগোচরে।

বার বার নিজেকেই প্রশ্ন করেছে, কার পাপের কাফ্ফারা দিল এ নিস্পাপ দুটি ফুল? কেন এমন হল? কি অপরাধ ছিল তাদের? তখনই তার সামনে ভেসে উঠতো গ্রানাডার ছবি।

এ বিরাণ ভূমি পেরিয়ে কল্পনায় ও দেখতে পেতো গ্রানাডার বিশাল অট্টালিকা, সাজানো বাজার, পুষ্পিত সুরভিত বাগানগুলো। স্পেনের ইতিহাসের কত আলো, কত আঁধার ভেসে উঠতে লাগল ওর চোখের সামনে।

এ পাষাণ পর্বতের ওপারে- অনেক দূরে স্পেনের সে সব মুজাহিদদের কাফেলা তার দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠছিল, যাদের বীরত্বগাঁথা ভরে রয়েছে অতীত জুড়ে। আর সে দুঃসহ মুহূর্তগুলো- ফার্ডিনেন্ডের ফৌজ যখন প্রবেশ করছিল গ্রানাডা।

ও শুনতে পাচ্ছিল তারিক বিন জিয়াদ আর আবদুর রহমানের সন্তানদের আহাজারী। দেখতে পাচ্ছিল গ্রানাডার যুবক ও বুড়োদের লাঞ্ছনার হৃদয়বিদারক দৃশ্য। যাদের জন্য অনুকম্পার সব দুয়ার রুদ্ধ হয়ে গেছে। শুনতে পাচ্ছিল সে সব গাদ্দারদের অট্টহাসি, যারা যুগ যুগ ধরে দুশমনকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

স্পেনের আলো ঝলমলে অতীত আর ব্যথা ভরা বর্তমানকে ওর মনে হচ্ছিল এক স্বপ্ন- একটা কল্পনা।

এরপর সাগরে ভাসমান মানুষ যেমন খড়কুটোকে আশ্রয় ভাবে- ওর তেমনি মনে পড়ল বদরিয়ার কথা। মরুভূমির পথ হারা সে মুসাফিরের মত হল তার অবস্থা, আচানক যার চোখের সামনে ভেসে উঠে প্রভাত আলো। দীর্ঘ সময় ধরে ওর কানে গুঞ্জরিত হতে থাকলো আতেকার অন্তিম কথাগুলোঃ 'তুর্কীদের জংগী জাহাজ যখন স্পেনের উপকূলে আসবে, আমার আত্মা স্বাগত জানাবে তাকে। আর বদরিয়া -ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে আপনার জন্য। তিনি এক মহিয়ষী নারী- আপনি তাকে ভুলে যাবেন না তো?'

ধুকপুক করছিল তার হৃদপিন্ড।

ঃ 'বদরিয়া! বদরিয়া!! তোমায় আমি কি ভাবে ভুলব?'

দুটো আঁধার ছাওয়া রাতে ফিরে গেল ওর কল্পনা। যে রাতে প্রথম সে বদরিয়ার বাড়ীতে পা রেখেছিল আর দ্বিতীয় রাত -ডাঃ আবু নসরের ঘরে তার কাছে বিদায় নিয়েছিল। এ দু'রাতের মাঝে কত ঘটনা, যা এখন কেবল অতীত কাহিনী।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সালমান।

কে যেন তার কাঁধে আলতো ভাবে হাত রেখে ডাকলঃ 'সালমান।'

চমকে উঠল ও। বদরিয়ার কন্ঠ উতরে গেল তার হৃদয়ের গভীরে। পেছনে দাঁড়িয়ে

আসমা। তাকে কোলে তুলে নিল সালমান।

ঃ 'চাচাজান,' কেঁদে কেঁদে বলল ও 'মনসুর কোথায়?'

ঃ 'বেটি, ও ঘুমিয়ে আছে।'

বদরিয়ার দিকে তাকাল সালমান।

ঃ 'আপনি কি জানেন আমাদের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে?'

মাথা দোলাল ও।

ঃ 'জাহাজে পা দিতেই ওসমান সব কথা আমায় বলেছে।'

কতক্ষণ নীরব হয়ে রইল ওরা। ওদের অশ্রুভেজা আঁখিগুলো দক্ষিণের পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে কি যেন খুঁজে ফিরছিল।

ওসমান এসে বললঃ 'জনাব, একজন মহিলা আপনাকে স্মরণ করছেন। কি এক জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছেন তিনি।'

বদরিয়া বললঃ 'সম্ভবত খালেদা চাচী। একটু দাঁড়ান, আমিও আপনার সাথে যাব।'

ঃ 'খালেদা চাচী?'

ঃ 'ইউসুফ কাকার স্ত্রী।'

জাহাজের এক কেবিনে ঢুকল ওরা। একজন মহিলা বসেছিলেন তাদের অপেক্ষায়।

ঃ 'তিনি তাকিদ করে বলেছেন চিঠিটা আপনার হাতে দিতে। এই নিন চিঠি।' মহিলা বললেন।

চিঠির খাম ছিঁড়ে পড়তে লাগল সালমান।

বন্ধু!

আমার লিখা আপনার হাতে পৌছার পূর্বেই আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনেন্ডের জন্য খুলে দেবে গ্রানাডার দুয়ার। এরপর থাকবে না আমাদের নিজস্ব কোন জন্মভূমি। গ্রানাডার অলিগলিতে মাতম তুলবে গ্রানাডাবাসী। বুজর্গানে দ্বীনের অশ্রুতে ভিজে যাবে শাদা দাড়ি। মেয়েরা টেনে টেনে ছিঁড়বে নিজের চুল।

আমি দেখেছি, ঝড় আসার আগেই থেমে যায় পাখীর কাকলী। আজ গ্রানাডার অবস্থাও তাই। সেন্টাফের পথ খুলে দেয়ায় যারা আনন্দে শ্লোগান তুলেছিল, ওরাও স্তব্ধ, নিঝুম, বেদনা ভরাক্রান্ত। গ্রানাডার প্রতিটি লোক পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছে-কি হবে এখন?

শেষ কাফেলার সাথে বেরিয়ে পড়ব আমিও। সে হৃদয় বিদারক দৃশ্য আমি দেখতে পারব না, যা ভাবলে আমার দীল কেঁপে উঠে। আপনার সাথে যারা যাচ্ছে, জানি না কদ্দুর সফল হবে তারা। কিন্তু আজ অথবা পরে ফিরে এলেও কোন লাভ ওদের হবে না। আজ গ্রানাডা আর আমাদের নেই। গ্রানাডা আমরা হারিয়েছি চিরদিনের জন্য।

এর পর আমাদের আশা-আকাংক্ষা মিশে যাবে পাহাড়ী কবিলাগুলোর সাথে।

আপনার সংগীদের বলবেন, যুগের পরিবর্তন না হলে ওরা যেন ফিরে না আসে।

আমাদের সামনে এমন এক সময় আসবে, যখন লাঞ্ছিত সর্বহারা মানুষগুলোর জন্য দেশত্যাগ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। তখন সে সুযোগও আমাদের জন্য বিরাট পাওয়া।

এ মুহূর্তে স্পেন ছেড়ে যাচ্ছি না আমি। আমার স্ত্রীকে মরক্কো পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। অন্যরা মরক্কো অথবা মেসোপটেমিয়ায় আত্মীয় স্বজনদের খুঁজে নেবে।

বন্ধু আমার,

বদরিয়াকে গ্রানাডায় ছেড়ে গেলেন, ওলীদের সাথে দেখা হবার পর একথা শুনে আমি দারুণ আশ্চর্য হয়েছি। কেন, আমায় কি বলে দিতে হবে, অনাগত আঁধারের মোকাবিলা করতে একজনকে আরেক জনের প্রয়োজন?

-ইউসুফ।'

চিঠি পড়া শেষ করে চিঠিটা বদরিয়ার হাতে তুলে দিল সালমান। মুহূর্তে বদরিয়ার আপেল পেলব চেহারা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে ওর চোখ ফেটে বেরিয়ে এল বাঁধভাঙ্গা অশ্রু। সালমান বোবা হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। কিছুতেই সে বুঝতে পারল না এ অশ্রু আনন্দের- না বেদনার!

সমাপ্ত

সাড়া জাগানো ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীর আমাদের প্রকাশিত বই

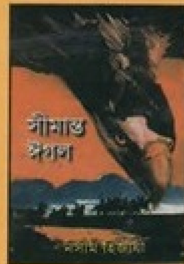

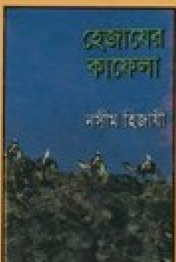

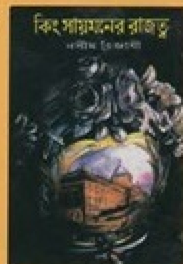

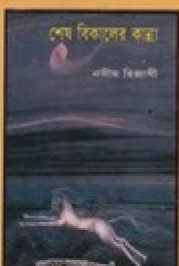

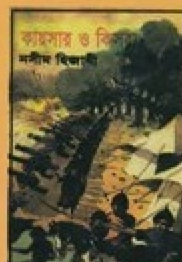

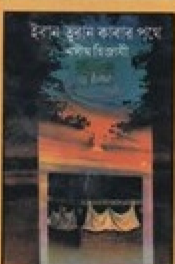

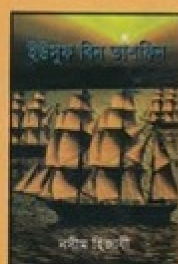

আর মাত্র ছ'ক্রোশ। গভীর আগ্রহে পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে রানী তাকিয়ে ছিলেন আলহামরার মিনার চূড়ায়। ছাউনী ফেললেন ফার্ডিনেন্ড। চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি সম্পন্ন প্রায়। চারদিকে বিছিয়ে দিয়েছেন ষড়যন্ত্রের কুটিল জাল! সে জালের রশি ধরে এবার শুধু টানার পালা।

এমনি সময়ে সহসা স্পেনের উপকূলে উদয় হলো তুর্কী রণতরী। প্রথম অভিযানেই তারা উদ্ধার করলো বিপ্লবী নেতা হামিদ বিন জোহরাকে। জাহাজকে বিদায় জানিয়ে উপকূলে নেমে এলেন কাপ্তান সালমান। কিন্তু কেন? স্পেনের মাটিতে কী তার কাজ? যে জাতির সুলতান অথর্ব আর উজির গাদ্দার তাদের পতন কি ঠেকাতে পারবেন তিনি? পারবেন কি হামিদ বিন জোহরার হত্যা প্রচেষ্টা রুখতে? কেন তিনি একের পর এক অবিশ্বাস্য বিপজ্জক অভিযানে মেতে উঠছেন? কীসের স্বার্থে? কেন? গ্রানাডা কন্যা আতেকার পেছনে ছুটছে দুর্বৃত্ত ওতবা ও ওমর। রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে এরা। হন্যে হয়ে খুঁজছে তার প্রেমিক পুরুষ সাঈদকে। এদের কি বাঁচাতে পারবেন সালমান? কী হবে অপহৃত মনসুরের পরিণতি? কার জন্য মালা গাঁথছে বদরিয়া? কেন ভীনদেশী এক পুরুষের জন্য প্রাণ কাঁদে তার?

প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা